অখণ্ড সংহিতা

বা

চতুর্দ্দশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

চতুর্দ্দশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

অর্ঘ্য শুল্ক একশত টাকা (মাতৃসদন স্বত্ব)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

মুদ্রাকর :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২০৭৬

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৫৫৫

অযাচক আশ্রম
"মহেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮০০৫

অযাচক আশ্রম
রামমোহন রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" : হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮

দি মাল্টিভার্সিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ALL RIGHTS RESERVED

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চতুর্দ্দশ খণ্ডের নূতন প্রথম সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ড-সংহিতা নবম খণ্ড প্রকাশের পর হইতে কাগজের বাজারে এমন একটা দারুণ অবস্থা আসিয়াছিল যে, আমরা দশম খণ্ড হইতে পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত অর্দ্ধাকারে বাহির করিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার কালে আমরা সেই ত্রুটির সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

বাংলা ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসে অর্দ্ধাকৃতি যে ত্রয়োদশ খণ্ড বাহির হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের কালে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণের বর্দ্ধিতায়তন একাদশ খণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বাংলা ১৩৬১ সালের শুভ জন্মাষ্টমীতে যে অর্দ্ধাকৃতি চতুর্দ্দশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৩৬১র ১লা অগ্রহায়ণ যে অর্দ্ধাকৃতি পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, উভয় মিলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বাদশ খণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ খণ্ড যেরূপ সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ, বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ খণ্ডও তদ্রূপ সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মুদ্রণ কালে আমরা কিছু কিছু অংশ আমাদের মাসিক পত্রিকা প্রতিধ্বনির বিভিন্ন সংখ্যায় "অখণ্ড-বাণী" রূপে প্রচার করিয়াছি। বলা বাহুল্য, প্রতিধ্বনিতে "অখণ্ড-বাণী" সমূহ পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র পাঠক অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

অখণ্ড-সংহিতা নূতন জাতির নূতন বেদ, দেশের

নবজাগরণের মহামন্ত্র-মঞ্জুষা, মানবে মানবে, দেশে দেশে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টিকারী প্রেমসূত্র। ইতি—পৌষ, ১৩৭৫

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-১০

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ঠিক ১৪ বৎসর পরে চতুর্দ্দশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ পৌষ, ১৩৭৫ সনে এক হাজার ছাপা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা চতুর্দ্দশ খণ্ডের ইহা অবিকল পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল।

একলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

অখণ্ড-সংহিতার বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত বত্রিশ বৎসর যাবৎ "অখণ্ড-বাণী"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

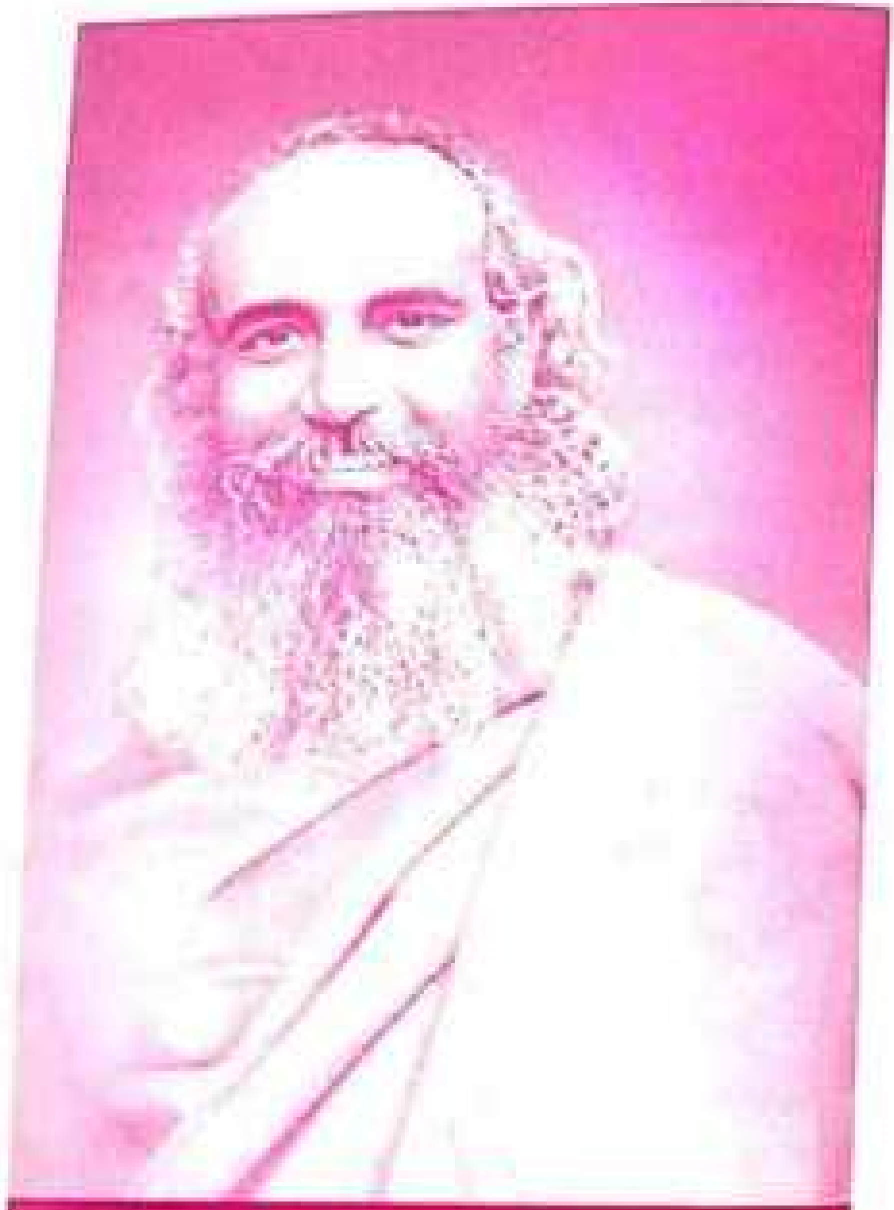

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

চতুর্দ্দশ খণ্ড

—ঃ (*) ঃ—

চাঁদপুর (কুমিল্লা)
১২ই আশ্বিন, ১৩৪১

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব চাঁদপুরে আসিয়াছেন।

হরিওঁ কীর্ত্তন ও সমবেত উপাসনা

কথাপ্রসঙ্গে জনৈক জিজ্ঞাসুকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, হরি-ওঁ-কীর্ত্তন আমার অতীব প্রিয় অনুষ্ঠান। সমবেত উপাসনা আমার ততোধিক প্রিয়তর অনুষ্ঠান। কেন জানো?

হরি-ওঁ-কীর্ত্তন সকলের একত্ব স্বীকার করে, আর সমবেত উপাসনা সকলের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। হরি-ওঁ-কীর্ত্তন হচ্ছে সকলের ঐক্যের ঘোষণা-বাণী; আর সমবেত উপাসনা হচ্ছে ঐক্য-স্থাপনের সিমেণ্ট। তোমরা অন্য কাজে যে যেমন রুচি বা অরুচিই অনুভব কর, এই দুইটী কাজে কখনো অবহেলা ক'রো না।

সমবেত উপাসনায় উপেক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা জেলান্তর্গত মোচাগড়া নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনা-অনুষ্ঠানে কেহ কাহাকেও যোগদান করিতে ডাকিলে এই আমন্ত্রণ রক্ষা না করাকে ঘোরতর দোষ বলিয়া জ্ঞান করিবে। কেহ তোমাকে না ডাকিলেও কোথাও সমবেত উপাসনা হইতেছে জানিলে অবশ্যই যোগদানের চেষ্টা করিবে। কোথাও সমবেত উপাসনা সিকি বা অর্দ্ধেক বা ততোঽধিক হইয়া গেলেও যে যেখান হইতে পার গিয়া তাহাতে যোগ দিও। সমবেত উপাসনাকে অবজ্ঞা করা আর আমাকে অবজ্ঞা করা এক কথা। আমাকে অবজ্ঞা করিলে তাহার ক্ষমা আছে। কেননা, আমি ত' একটা ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু সমবেত উপাসনাকে অবজ্ঞা করিলে ইহার ক্ষমা নাই। কেননা, ইহা নিখিল জগতের সকল ভগবদ্ভক্তের সম্মিলিত প্রেমের প্রতীক। আমাকে উপেক্ষা করিলে আমি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হাসিমুখে তাহা সহিয়া লইব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের সম্মিলিত প্রেমের প্রতীককে উপেক্ষা করিলে মানুষ বা দেবতা, সাধক বা সিদ্ধ, জীব বা ঈশ্বর কে তাহা সহিয়া লইবেন?

উপাসনার বিগ্রহ

"তোমাদের উপাসনার বিগ্রহ হইবেন ওঙ্কার। এতদ্ব্যতীত অপর কোনও বিগ্রহকে সেস্থানে বসাইও না। আমাকে সত্য সত্যই গুরু বলিয়া যাহারা জ্ঞান কর, তাহারাও সর্ব্বসাধারণকে লইয়া উপাসনা করিতে আমার প্রতিচিত্র ব্যবহার করিতে পার না। আমাকে অবিশ্বাস করিবার মত যোগ্য ব্যক্তি জগতে শত শত রহিয়াছে। ওঙ্কারকে কেহই অবিশ্বাস করিবেন না। ওঙ্কারে সর্ব্বমতের, সর্ব্বপথের, সর্ব্বতত্ত্বের সমন্বয়। আর আমি সীমাবদ্ধ একটী মানুষ। আমাকে কেহ মানিবে, কেহ মানিবে না, কেহ ভালবাসিবে, কেহ ভালবাসিবে না। কিন্তু সর্ব্বমন্ত্রমূল, সর্ব্বমন্ত্রসার ওঙ্কারকে সকলেই মানিবে, সকলেই ভালবাসিবে। আমার প্রতি তোমার অন্তরের যে গভীর ভালবাসা রহিয়াছে, তাহাকে সবলে চাপিয়া রাখিয়া তুমি আগে সকলের কুশলের দিকে তাকাও। যাহাকে সকলে ভজিলে সকলের কুশল, সেই সর্ব্ব-কুশল-কল্পতরু প্রণবের প্রতিই সকলকে আকৃষ্ট কর। আমার প্রতি জগতের একটী প্রাণীকেও আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

পূজাকালীন শঙ্খনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি

"শঙ্খনাদ, ঘণ্টাধ্বনি মহাওঙ্কারের সসীমতম ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং ওঙ্কারেরই ধ্বনিময় অস্পষ্ট প্রতীক। এই কারণেই পূজার্চ্চনায় শঙ্খ-ঘণ্টাদির ব্যবহার হইয়া থাকে। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, বাদ্যধ্বনি, গলবাদ্য বা বম্‌বম্ ধ্বনি সকলই ওঙ্কারের স্মারক। ওঙ্কারের স্মারক বলিয়াই ইহাদের এত সমাদর, নতুবা এগুলির বিশেষ কোনও মূল্যই থাকিত না।

পূজাকালীন ধূপ-দীপ

"সাধারণ ভক্তেরা ভগবান্‌কে সাধারণ মানুষের মতই জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের জন্য ধূপ-দীপ দিয়া থাকে। কিন্তু এই ধূপদানের প্রকৃত অর্থ, নিজেকে ধূপ ধূমের ন্যায় সম্যক্ বিলুপ্ত করিয়া ঈশ্বরচরণে অর্পণের আকিঞ্চন মাত্র। ভগবানকে দীপদানের অর্থ হইতেছে তাঁহার নিকট হইতে অজ্ঞান ও আসক্তির নাশকারী জ্ঞানস্বরূপ আলোকের প্রার্থনা। সসীম উপচারে অসীম ভগবানকে পূজা করিতে গিয়া মানুষ যতগুলি বস্তুর ব্যবহার করিয়াছে সবগুলিই এক একটা আত্মনিবেদন-ভাবমূলক রূপক জানিও। এগুলি অর্থহীন আচারও নহে কিম্বা জড়বস্তুর প্রতি আসক্তিবর্দ্ধক উপকরণও নহে। ইষ্টে অনুরাগ বর্দ্ধনের উপায় স্বরূপে এই সকলের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যবহার বহুল ভাবে হইয়া আসিতেছে। যতক্ষণ এগুলি ইষ্টে রতিবর্দ্ধক, ততক্ষণ এগুলি প্রশস্য। কিন্তু বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হইলে এগুলি ক্ষতিকর এবং বর্জ্জনীয়। যাহা চিত্তকে অন্তর্মুখ অর্থাৎ ইষ্টমুখ করিবে না, তাহা নিরর্থক এবং বিলাসিতা মাত্র। একথা বুঝিয়া চলিবার তোমাদের প্রয়োজন আছে।"

অযাচকের আশ্রম-বৃদ্ধিতে বিপদ

কুমিল্লা-জেলান্তর্গত কোনও গ্রামের এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশ্রম-ভূমি দানের প্রস্তাব করিয়া অনেকেই ত' অনেক স্থান হইতে পত্র দিতেছ। কিন্তু বাবা, আমি দেখিতেছি, এই প্রস্তাবের পিছনে আমার পক্ষে একটা অতি গুরুতর বিপদ রহিয়াছে। তাহা এই যে, সকলেই চাহ যে, আমি আশ্রম করিবার জন্য তোমাদের প্রদত্ত দুই বা পাঁচ কাঠা জমি লইয়া যেন তাহাতে আসিয়া কুলীর মত শ্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে শ্রমের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করি। ইহা দুই এক স্থানেই সম্ভব, স্থানে স্থানে সম্ভব কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিও। আমি চিরযৌবন নিয়া আসি নাই কিম্বা অমর দেহও পাই নাই। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব কর্ম্মীরা স্বকীয় আগ্রহে আশ্রমের কর্ম্মবৃদ্ধি লইয়া নিজেদের চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে আশ্রমীয় কার্য্য করুক। শত শত আশ্রম আমি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া যাইতে পারি, কিন্তু

আমি খৃষ্টও নহি কিম্বা কশ্যপ ঋষির ন্যায় সহস্র সহস্র সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও আমার নাই। এমতাবস্থায় কর্ম্মী যে আমি সর্ব্বত্রই তোমাদিগকে জোগাড় করিয়া দিতে পারিব, এইরূপ আশা তোমরা করিও না। আমি কর্ম্মযোগী বলিয়াই আমার উপরে তোমাদের দাবী অত্যধিক। কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে অনন্ত-কাল তাহা আমাকেই চালাইয়া যাইতে হইবে, তোমাদের চিত্তে এইরূপ ভাব থাকা সঙ্গত কিনা তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখিও। অযাচক বলিয়া আশ্রমের কর্ম্মীদের অন্ন অর্জ্জন করিয়া দিব আমি এবং কর্ম্মী বলিয়া আশ্রমের পূজার পুষ্প-চয়ন হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যার দীপ জ্বালান এবং রাত্রির কুলুপ লাগান পর্য্যন্ত সবকাজের সুচারু নির্ব্বাহের দাবী গ্রামবাসীরা আমার উপরেই করিবেন। পুনঃ পুনঃ ভাবিয়া দেখ, ইহা কোনও সঙ্গত অবস্থা কিনা। তোমরা এই সকল বিষয় ভাল করিয়া চিন্তা করতঃ আমাকে তোমাদের গ্রামে ভূমি-গ্রহণ করিয়া নূতন একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে অনুরোধ করিও। আজ পর্য্যন্ত এমন একটী প্রস্তাবও ত' তোমাদের কাহারও কাছ হইতে আসিল না, যাহা গ্রহণ করিলে, সেই আশ্রমের কর্ম্মীদের অন্ন আবার আমাকেই অন্য স্থান হইতে অর্জ্জন করিয়া পাঠাইতে হইবে না। দুই এক গ্রামে গ্রামবাসীরা কর্ম্মীদের অন্নবস্ত্রের ভার নিয়াছেন, একথা সত্য। কিন্তু এই সকল কর্ম্মী এত অনাদরের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন যে, তাহাদের অনেকের মানসিক ক্লেশের কথা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভাবিলে আমার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। সেবককে যদি গ্রামবাসীরা সেবক না ভাবিয়া গলগ্রহ ভাবে, তাহা হইলে কোন্ আনন্দে এই সকল কর্ম্মী গ্রামবাসীদের সেবা দিবেন? এই বিষয়ও চিন্তা করিও। সুতরাং এই ধারণাই করিয়া রাখ যে, তোমাদের অধিকাংশ দানের প্রস্তাবই আমার নিকট হইতে ইতিবাচক উত্তর নিয়া ফিরিবে না।

পল্লীসেবায় মহিলা-কর্ম্মীর বিপদ

"মহিলাদের নিয়া সমাজ সেবার চেষ্টার মধ্যেও আমার মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ রহিয়াছে। সাধারণ গ্রামবাসীর মনের নৈতিক ধারণা সমূহ যতটুকু উচ্চ হইবে, বহিরাগত মহিলা-কর্ম্মীদিগকে তাহারা সেই দৃষ্টিতেই দেখিবে। সাধারণতঃ যাহারা পাপাচারী ও ব্যভিচারী, তাহারা সতীসাধ্বী ললনাদের সম্পর্কেও মন্দ ধারণা করিয়া থাকে। কর্ম্মযোগ গ্রহণ করিয়া যে সকল মহিলা গ্রামে গ্রামে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাঁহারা অবশ্য এই সকল নীচ লোকের নিকৃষ্ট ধারণা বা ইতর সমালোচনা গ্রাহ্যে আনিবেন না। কিন্তু বিপদ হইবে তোমাদের নিয়া। তোমরা এতই অগঠিত-চরিত্র এবং চঞ্চল যে, কেহ আসিয়া বারবার যদি তোমাদের সমক্ষে তোমাদের নিজ নিজ পরিবারভুক্তা রমণীদের চরিত্রের বিরুদ্ধেও কুৎসা করিতে থাকে, তবে অসত্য হইলেও তাহা গোপনে গোপনে বিশ্বাস করিয়া নিবে এবং উক্ত আত্মীয়ার প্রতি সন্দিগ্ধ চিত্ত

লইয়া চলিবে। এত নিকৃষ্ট মন এবং এইরূপ কদর্য্য নীচতার সম্বল লইয়া তোমরা আগ্রহ-ভরে যে মহিলা-কর্ম্মীকে নিজ গ্রামে ডাকিবে, গ্রামে আসিলে যাঁহাকে পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সম্বর্দ্ধন করিবে, চলিয়া যাইবার সময়ে যাঁহাকে পুনরায় আসিবার জন্য শতবার ব্যগ্র ও ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ করিবে, চলিয়া যাইবার পরে যাঁহার জন্য কাঁদিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী পুকুরের জলবৃদ্ধি ঘটাইবে, দুদিন পরে তাঁহাদের সম্পর্কে মিথ্যা কুৎসা গাহিতে, কুৎসিত অনুমান করিতে, জঘন্য কথা কহিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবে না। তোমাদের ভিতরের চরিত্র আমার নিকটে এত সুপরিস্ফুট যে, অন্যত্র গোপন করিতে পার ত' কর, আমি বুঝিতেছি যে, তোমাদের অনুরোধে মহিলাকর্ম্মীদের দিয়া গ্রামে গ্রামে কাজ করা বা তাহাদের একাকিনী কোনও গ্রামে পাঠান সত্যই বিপজ্জনক। এই কারণেই তোমাদের আগ্রহের উপরে ভরসা করিয়া কোনও মহিলা-কর্ম্মীকে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। কিন্তু ঘটনার চাপে যদি তাহাই করিতে হয়, অবশ্য তাহা করিব। কিন্তু একথা মনে জানিয়াই করিব যে, তোমাদের অনেকের কপটতা, অসরলতা, সন্দিগ্ধতা, চিত্তের অস্থিরতা এবং সঙ্কল্পের অদৃঢ়তা সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি সৃষ্টি করিলেও করিতে পারে।

সৎপ্রস্তাব ও প্রস্তাবকারীদের চরিত্রোন্নতি

"সৎপ্রস্তাব তোমরা অনেকেই করিতেছ। পূর্ব্বে সৎপ্রস্তাব কমই পাইতাম, এখন বেশী পাই। এই দিক দিয়া তোমরা উন্নত হইতেছ। ইহা আমি প্রশংসার সহিত লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু বাবা, সৎপ্রস্তাব প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিজেদেরও প্রাণপণে সৎ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজেরা যদি সৎ হইবার চেষ্টা পাও, তাহা হইলে তোমাদের প্রদত্ত সৎপ্রস্তাব পাইয়া যাঁহারা তাহাকে কর্ম্মে রূপ দিবার জন্য প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাদের বাহুতে বলের সঞ্চার হইবে, বুকের সাহস বাড়িবে, পথের কণ্টক কমিবে। সৎপ্রস্তাব প্রেরণ করিয়া উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে গাছে তুলিয়া দিয়া অনেককেই শেষে মই তুলিয়া পলায়ন করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, প্রস্তাবকদের প্রস্তাব সৎ হইলেও সেই মানুষগুলি নিজেরা সৎ নহে। সৎ হইলে তাহার মেরুদণ্ড শক্ত থাকে, সৎ হইলে সঙ্কল্পে দৃঢ়তা থাকে, সৎ হইলে সহজে কেহ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও পথচ্যুত হয় না। সৎলোক বাধা দেখিয়া বিপক্ষ দলে যোগ দেয় না, কিম্বা শল্যের ন্যায় কর্ণের কাণে কাণে নিয়ত নিন্দা শুনাইয়া কর্ম্মীর প্রাণকে দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা পায় না। সৎলোক কাণ-কথায় কাণ দেয় না, সৎলোক পরের চুকলি কাটে না। সৎলোক কোন্দল সৃষ্টি করে না,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোট্‌নামি করে না। তোমরা নিজেরা যদি সৎ হও, তবেই বাহির হইতে সৎলোকেরা আসিয়া তোমাদের সহযোগ দিয়া এবং পাইয়া তৃপ্তি পাইবেন, আনন্দ পাইবেন, আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। প্রস্তাবকেরা সৎ হইলে প্রস্তাবগ্রহণকারী কর্ম্মীরা নিজেদের দুই চারিটা ক্ষুদ্র ত্রুটী থাকিলেও তাহা অনায়াসেই কর্ম্মের পথে চলিতে চলিতেই সংশোধন করিয়া নিতে পারিবেন। নিখুঁত কর্ম্মী জগতে দুর্লভ, নিষ্কলঙ্ক আচরণ জগতে দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু আহ্বায়কদের সততার অনুপাতে আহূত কর্ম্মীদের সততা বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই কথা স্মরণে রাখিলে তোমাদের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া যাইবে। আমার পত্রকে তোমরা কেবলই তিরস্কারের ভাবে নিও না, ইহার মধ্যে হিতৈষী জনের প্রদত্ত হিতকর উপদেশ রহিয়াছে কি না, তাহাও খুঁজিয়া দেখিও।"

নামাশ্রয় কর

নোয়াখালী জেলান্তর্গত খণ্ডল-পরগণা নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাবা হে, সহস্র প্রকারের বিচার-বিতর্কের বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া মনঃপ্রাণ এক করিয়া ভগবানের পরমপবিত্র নামে ডোব।

"সে যে, নাম-সাধনার গুণ,
চাও কি না চাও, দেবার বেলায়।

দেবে হাজার গুণ।
"সকল জ্বালা প্রশমিতে
ঢাল্‌বে সুধা দগ্ধ চিতে,
নামের ভিতর নামীর হৃদয়
বড়ই সকরুণ।
"সান্ত্বনার ঐ সলিল-ধারা
করবে তোমায় আত্মহারা,
নিভিয়ে দেবে জন্মযুগের
বাসনার আগুন।"

"নিজেকে অনাথ নিরাশ্রয় বলিয়া ভাবিও না, তুমি মঙ্গলময় নামকে নাথ এবং আশ্রয়-স্বরূপে পাইয়াছ;

"নাম যার সাথী আছে
হৃদয়ের তারে,
ভয়-ভীতি তার বল
কি করিতে পারে?
"নামেরে পরাণ দিয়া
অমর হইল হিয়া,
সব দুখ-তাপ লীন
নয়ন-আসারে।
"পরম-শরণ নাম
নিখিল-অভয়-ধাম,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চরম সান্ত্বনা-দাতা

ভুবন-মাঝারে

"নীচ জাতি বলিয়া একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ তোমাকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দীন-দরিদ্র বলিয়া একজন ধনপতি বৈশ্য তোমাকে অবহেলা করিতে পারে, এমনকি পতিব্রতা বলিয়া খ্যাতা স্ত্রী ও পত্নী-সুখ-সম্পাদনে অক্ষম বলিয়া তোমাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, পুত্র-কন্যাগণ উপযুক্ত সেবা-যত্ন পায় না বলিয়া তোমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইতে পারে, অঞ্জলি ভরিয়া বার্ষিক দক্ষিণা দিতে অক্ষম বলিয়া বংশ-গুরু রুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অক্ষম হও আর সক্ষম হও, নামকে আশ্রয় করিবার জন্য যদি আংশিক ভাবেও কখনো চেষ্টা করিয়া থাক, তবে সুখে-সম্পদে, দুঃখে-বিঘ্নে, স্বপ্নে-সুষুপ্তিতে, কর্ম্মে-জাগরণে, ইহকালে এবং পরকালে কোনও অবস্থাতেই নামের অপার করুণা তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। নামদ্বেষী অসাধকেরা এই কথা বুঝুক আর না বুঝুক, তোমার পক্ষে ইহার প্রমাণ পাইতে খুব দেরী হইবার কথা নয়। নামকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া অপর সকল আশ্রয়ের কৌলীন্য, প্রামাণ্য অস্বীকার কর। নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন, নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী, নামাশ্রয়ীই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, নিশ্চিন্ত এবং তৃপ্ত। একথা ভুলিও না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবহেতু ভুল হইয়া যাইতে চাহিলে তোমার মনকে বল-প্রয়োগে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নামের সহিত সংযুক্ত করিতে থাক। ইহাতেই সকল ভুল সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

"নাম বিনে আর তোর কিরে ভাই
    আছে রে উদ্ধার?
নাম যে রে তোর হৃদয়-রতন
    সকল সুখের সার।

"নামই যে তোর জীবন-মরণ,
নামই যে তোর পরম-শরণ,
    নামের বলে যাবি চলে
    অকূল দুখের পার।

"নামটী যদি যাস্‌রে ভুলে
কে আর কোলে নেবে তুলে,
কে ঘুচাবে ব্যথার জ্বালা,
    প্রাণের হাহাকার?

আনন্দের মেলা জমাও

"আমি যদি গুরু হইয়াও সম্পূর্ণ-রূপে নামাশ্রয় করিতে না পারিয়া থাকি, তোমরা আমার শিষ্য হইয়াও তাহা করিতে সমর্থ হইয়া আমাকে ধন্য এবং কৃতার্থ কর। তোমাদিগকে যে আমি ভালবাসি, উহা কি অকারণ বা অহেতুক?

"তোরা আমার পর কি আপন
    কে জানে?

তবু তোদের লাগি আমার
মন টানে।।
"আমার প্রভুর লাগি তোরা
হ'লি যেদিন আপন-হারা,
সেদিন হ'তে তোদের নিবাস
প্রাণ-খানে।।
"প্রভু যদি আসেন রে আজ,
আমার ভাঙ্গা এই হৃদি-মাঝ,
তোদের ফেলে চাইব একা
কোন্ প্রাণে?
"একা আমি মজ্‌ব না রে,
ডাক্‌ব তোদের দ্বারে দ্বারে;
সবাই মিলে দেখ্‌ব তাঁরে
সন্ধানে।।
"সবাই মিলে কর্‌ব বরণ,
সবাই মিলে পূজব চরণ,
সবাই মিলে গাইব রে নাম
এক তানে।।

"এস আজ সকলে মিলিয়া আনন্দের মেলা জমাও। তামসিক বা রাজসিক আনন্দের নহে, দিব্যানন্দের পূর্ণানন্দের মেলা। খিচুড়ী, পায়েস, কোলাহল বা হট্টগোলের মেলা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নহে, ধ্যানভাবের ঘন-গভীর সমাবেশের মেলা। ধ্যানস্থ বিন্ধ্যাচল ধ্যানস্থ হিমগিরির সমীপস্থ হউক। ধ্যানী বৃক্ষ ধ্যানী বৃক্ষের পার্শ্বে আসিয়া আসন-পরিগ্রহ করুন। চপল, চটুল, ইন্দ্রিয় লালসাতুর চিত্ত নিজ-প্রকৃতি পরিহার করিয়া ধ্যানমগ্ন মহর্ষিদের চির-সুন্দর স্বভাব আয়ত্ত করুক। নামে মজ আর আনন্দের মেলা জমাও।

আমার চখেই কাঁদে

"আমি তোমাদের জন্য অনন্তকাল কাঁদিয়া আকুল হইয়াছি, তোমাদের আনিয়া স্নেহের বুকের স্পর্শ দিবার জন্য কত অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি, এ কান্না কি একা আমারই কান্না বাছারা?

"সে যে আমার চোখেই কাঁদে,
আমার বাহু-পাশেই তোরে
প্রেমের পাশে বাঁধে।।
"আমার প্রাণের আকুল গানে,
সেই ত' তোরে টেনে আনে,
কতই অধীর করুণ ভাষায়
ডাক্‌ছে কতই ছাঁদে।।
আমার মুখেই প্রভুর বাণী
ব্যাকুল করে তোর পরাণি,

আমার সকল অনুনয়ে
সেই ত' তোরে সাধে।।
"আমার আপন করল যারে,
তার কি আপন সে হয় না রে?
আমার সকল মুখের কথা
ফুটল তাঁরই নামে।।

আর কত কাল

"আর কতকাল অলস শয়নে পড়িয়া রহিবে? আর কতকাল ভগবান্‌কে কাঁদিতে দিবে?

"আমার প্রভু তোর লাগি যে
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
আর কতদিন থাক্‌বি রে তুই
অসার সুখে আত্মহারা?
ছেলেহারা মায়ের মত
তোরেই ত' ডাকে সতত,
তুই কি রে তার কাছে গিয়ে
মুছাবি না নয়ন-ধারা?

"জীবের জন্য ভগবান্‌ কাঁদিয়া মরেন, ইহা একান্তই নূতন কথা নহে। প্রেমিক হও, তখন বুঝিতে পারিবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার প্রভু তোরে চায়

"তিনি অবিরাম তোমাকে চাহিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়া যেমন তোমার চলে না, চলিতে পারে না, তোমাকে ছাড়াও তেমন তাঁহার চলে না।

"আমার প্রভু তোরে চায়।
তুই কেন রে আছিস ভুলে,
মিথ্যা কপট ভাবনায়?
"বৃথা ভ্রান্তি দে না ছেড়ে,
ফেলে দে অশান্তি ঝেড়ে,
তপ্ত তনু কর্‌ সুশীতল
নামের সুবিমল ধারায়।।
"অধম হ'লেও তোরই লাগি'
ঐ প্রভু রয়েছেন জাগি',
দিন-রাতি ঐ ডাক্‌ছে রে শোন্‌
'আয় রে আমার বুকে আয়'।।
"জীবন-জোড়া হাহাকার,
নয়ন-ভরা জলের ধার,
সকলি তোর সফল হবে
পড়্‌ গিয়ে ঐ রাঙা পায়।।

"একটী দিনও আর বৃথায় কাটাইও না। নামের যোগে পরম প্রেমময় শ্রীপ্রভুর চরণে অবিলম্বে গিয়া আত্মসমর্পণ কর।"

কুক্কুর-ধর্ম্ম

কুমিল্লা জেলান্তর্গত মুরাদনগর থানার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সকলের সাধারণ শত্রুর অত্যাচার নিবারণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন-বোধ অপেক্ষা তোমাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র-তুচ্ছ অমিল নিয়া বাদ-বিসংবাদ ও কলহ-কজিয়ানের রুচি অধিকতর তীব্র। আত্মকলহরূপ কুক্কুর-ধর্ম্মকে তোমরা ধর্ম্মের সার এবং সেরা বলিয়া গণ্য করিয়াছ এবং তাহারই অনুসরণ করিতে গিয়া সর্ব্বসুখে ও সর্ব্বশান্তিতে জলাঞ্জলি দিতেছ। আত্ম-প্রাধান্য রক্ষাই তোমাদের নিকটে বড় কথা, সমগ্র সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা বা কুশল তোমাদের নিকটে এস্থলে তুচ্ছ। সমাজের কুশলের দোহাই দিয়াই তোমরা অবিরত যাহা করিয়া যাইতেছ, তাহা আত্ম-হনন ব্যতীত আর কিছুই নহে। একজনকে নেতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে না মানা তোমাদের মজ্জাগত স্বভাব। কেহ নিজের ত্যাগ, তপস্যা ও ব্যক্তিত্বের বলে তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইয়া কোনও মহাশক্তির অভিযান পরিচালনে উদ্যত হইলে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমরা বোধনের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের ঢাক বাজাইতে সুরু কর,—নেতার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাচ্যুত করিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিতে তোমরা সর্ব্বদা তৎপর। তোমাদের এই কুক্কুর-ধর্ম্মই তোমাদের জাতীয় পরাধীনতার প্রধানতম কারণ এবং ইহাই তোমাদের নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের মূল-স্বরূপ হইয়াছে। কবে যে তোমরা তোমাদের এই বিপজ্জনক রুচীর বিষয় সম্যক্ প্রণিধান করিয়া আত্মসংশোধন করিবে, কে জানে? কথায় বলে, কুকুরের লেজ নাকি শত বৎসর ঘৃতমর্দ্দনেও সোজা হয় না। কিন্তু তোমরা ত' মানুষ। ধর্ম্ম যাহারই গ্রহণ করিয়া থাক, তোমরা পশু নহ, মানুষ। এই কারণেই প্রত্যাশার উপরে প্রত্যাশা করিতেছি যে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের চৈতন্যোদয় হইবে এবং আত্ম-কলহের উপলক্ষ্য-সমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া মিলনের ও প্রেমের ভিতর দিয়া ব্যাপক সমাজ-কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইবে।"

গুপ্ত অঙ্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দমন

ফরিদপুর জেলান্তর্গত রাজবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহাকে গোপন করিয়া রাখা হয়, তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সাধন-ভজনের বলে অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের নিম্নাবস্থিত স্তর অতিক্রম করিতে সমর্থ হও। কিন্তু যতক্ষণ তাহা করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ কুটিল কৌতূহল মনের বৃত্তিগুলির ভিতরে জটিল গ্রন্থি পাকাইতে চাহিবেই। কিন্তু তজ্জন্য নিজেকে নিরুপায় জ্ঞান করিও না। মানুষ, পশু বা পক্ষী প্রভৃতির গুপ্ত অঙ্গ দর্শনের জন্য যখনই মনে কৌতূহল বা প্ররোচনা অনুভব করিবে, তখনই চিন্তা করিতে সুরু করিও যে, ভগবান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াও কিভাবে নিজেকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা কি এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? চোখের উপরে যে সব জিনিষ দেখিতেছ, কাপড়, জামা, আলোয়ান, গাছ, পাথর, দেওয়াল, ইট, কাঠ, বাড়ী, গরু, ঘোড়া, মহিষ, বন, পর্ব্বত, নদী, সব জিনিষের ভিতরেই তিনি রহিয়াছেন, অথচ কি এক অদ্ভুত অঘটন এই যে, তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য কি অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই? গোপন অপেক্ষাও গোপনীয় এই রহস্যময় ঠাকুরের দর্শনটীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নিজের মনকে অধিকতর কৌতূহলী করিও। জড়-বস্তু সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিকর কৌতূহল হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া পাপমুক্ত রাখিবার পক্ষে ইহা এক অমোঘ সদুপায় জানিবে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুরুদ্রোহের লাভ-ক্ষতি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধীন কোনও গ্রামবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উদারচেতা গুরু জগতে সর্ব্বদাই সুদুর্লভ হইবেন এবং শিষ্যের গুরুদ্রোহকে ক্ষমা বা স্নেহের দৃষ্টিতে অল্প ব্যক্তিই দেখিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু গুরুদ্রোহকে দুই কারণে স্নেহ এবং ক্ষমার চক্ষে দেখিবার উপযোগিতা আমি অনুভব করিতেছি। প্রথম কারণ এই যে, দ্রোহের মধ্য দিয়াও শিষ্য পরিণামে দ্রোহাতীত কুশল আহরণ করিতে পারে, যদি তাহার এই দ্রোহ-পরিচালন থাকে সত্যের অধীন, সততার অধীন, মিথ্যার সহিত আপোষ-বর্জ্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার হীন ও নীচ ষড়যন্ত্র-পরায়ণতার গোপনতা হইতে মুক্ত। সরলচেতা শিষ্যের দ্রোহভাব পরিণামে শিষ্যের কুশল আনয়ন করে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, শিষ্যের দ্রোহ গুরুকে নিজ কর্ত্তব্য সম্পর্কে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অবহিত করিয়া থাকে। আমার ভিতরে গুরুভাবের উন্মেষ ঘটার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি বহুবার তোমাদের বহুজনের একক বা সঙ্ঘবদ্ধ দ্রোহের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছি এবং পরিণামে তাহা আমার পক্ষে অবিমিশ্র কুশলেরই হেতুস্বরূপ হইয়াছে। দ্রোহ-পরিচালকেরা সকলেই যে সমভাবে এইরূপ লাভবান

হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না, কেন না সত্য এবং সরলতাই তাঁহাদের সকলের একমাত্র অবলম্বন ছিল না, কেহ কেহ অন্য হাতিয়ার ধরিবার জন্য হস্তকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই দুইটি হাতিয়ার সযত্নে পরিহার করিতে অকুণ্ঠিত ছিল। দ্রোহভাবসম্পন্ন শিষ্যকে হিতোপদেশ প্রদানের দ্বারা যে সত্য এবং সরলতার পথে আনা যায় না, এমন কি তার অভিমানান্ধ চিত্তকে তোষণের অজস্রধারায়ও যে বিন্দুমাত্র কোমল করা যায় না, ইহা এক নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। এই কারণে আমি অনুচিত তোষণের পথ পরিহার করিয়া এই সময়ে তাঁহাদের কুশলের জন্য অবিরাম শুধু নামজপ করিয়া গিয়াছি। এই নামজপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল তাঁহাদেরই জীবনে গিয়া দ্রুত কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, যাঁহারা দ্রোহকে অসত্য ও অসততার পথে পরিচালন করে নাই।

গুরুদ্রোহীদের চরিত্র

"অনেক শিষ্য-নামধেয় ব্যক্তিদের এইরূপ অভিমান থাকে যে, তাঁহারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অমুক গুরুর মান বাড়াইয়াছেন, প্রতিপত্তি বাড়াইয়াছেন, লোক-সমাজে অখ্যাত অজ্ঞাত গুরুকে খ্যাতিমান্ ও প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, নতুবা এই বৃক্ষতলচারী, লোটা-কম্বল-সম্বল, দরিদ্র এবং নিঃসম্পদ গুরুকে জগতের কে চিনিত, কয়টা লোকে জানিত ইত্যাদি। এই জাতীয় শিষ্যেরা অতি সহজে গুরুদ্রোহী হন। অকারণকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কারণরূপে ইঁহারা খুঁটি ধরেন এবং সামান্য হইতে অসামান্য বিদ্বেষের ইঁহারা সৃষ্টি করেন, তিলকে তাল করিয়া, সর্ষেকে বেল করিয়া, অর্দ্ধ-সত্য অর্দ্ধ-মিথ্যা প্রচার করিয়া, ভিত্তিহীন গুজবের সৃষ্টি, পুষ্টি এবং প্রসার সাধনে বুদ্ধি, শ্রম ও অর্থকে নিয়োজিত করিয়া ত্যাগী গুরুদেবকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিবার জন্য ইঁহারা চেষ্টা করেন। আকাশ জুড়িয়া ইঁহারা মাকড়শার জাল বুনিয়া বেড়ান এবং আকাশ হইতে হাস্যকর সব উপকথা ডজনে ডজনে আমদানী করিয়া অবিরাম বাজার গরম রাখিতে চেষ্টা করেন। একটী কাহিনীর টাটকা গরম-ভাব একটু ঠাণ্ডাইয়া আসিতে না আসিতে আর একটি আশ্চর্য্যতর কাহিনীর উদ্ভাবন চলিতে থাকে। এভাবে ইঁহারা কি যে করেন আর কি যে না করেন, তাহা ইঁহারা নিজেরাও বুঝিতে পারেন না। তবে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং দ্রোহভাব নিতান্তই অনিত্য ব্যাপার, তাই পরিণামে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঝাপ্টা, বাতাস ও ধূলি-মলিনতার পরেও গুরুদেবের সাধন-সূর্য্য হাসিতে হাসিতে নির্ম্মল গগনে পুনরায় কিরণ বিতরণ করিতে আরম্ভ করে। স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দকে জেল দেওয়া হইয়াছিল, স্বামী নিগমানন্দের বিরুদ্ধে বিরাট মামলা ফাঁদা হইয়াছিল, কিন্তু কে না জানে যে, এগুলি সবই সাজানো ঘটনা আর গড়ানো সাক্ষীর সম্বলেই সম্ভব হইয়াছিল? কিন্তু তপস্বীদের তপস্যা ইহাতে চির-মেঘাবৃত হইয়া যায় নাই। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ

পুনরায় জন-সমাজকে তাঁর সাধনার অভয়-বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র তপ-ভয়-ক্লিষ্টকে অমৃতের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মামলার জঞ্জাল কাটিয়া নিগমানন্দ রাহুমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পুনরায় ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে ভাস্বর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে সকল ব্যক্তি সাজানো মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিয়াছিল, তাহারাই কয়দিন পরে নিগমানন্দের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বারংবার তাঁর আশ্রমে যাইয়া মাথা-কপাল খুঁড়িয়াছিল। এইরূপ ঘটনা জগতে অনেক ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে।

গুরুদ্রোহের বনাম ব্যক্তিত্বের অতিবৃদ্ধি

"যেখানে ব্যক্তিগত আক্রোশের কোনও কারণ নাই, শিষ্যের প্রতি এমন কোনও আচরণ নাই, যাহা শারীরিক, পারিবারিক, সামাজিক বা আর্থিক ভাবে শিষ্যের কোনও প্রকার ক্ষতির হেতু হইতে পারে বা হইয়াছে, সেই স্থানেও যখন শিষ্যদের গুরুদ্রোহ দেখিতে পাইবে, তখন ইহার কারণ সাধারণত জানিতে হইবে অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ব-বোধের বৃদ্ধি। নিজ ব্যক্তিত্ব-বোধের অতিমাত্রায় বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল হইতেছে কর্ত্তৃত্বস্পৃহা, প্রভুত্ব-লিপ্সা, নিজ বুদ্ধিবলে অত্যধিক

আস্থা, নিজ শক্তি এবং প্রতিভায় অত্যন্নোন্নতার আরোপ এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও আত্মাভিমানকে আহত ও অপমানিত বোধ করা। নবযুগের গুরুরা শিষ্যের ব্যক্তিত্বকে মর্য্যাদা দিবেন, ইহা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বোধের অতি-বৃদ্ধির ফলে নবযুগের চেলারা পদে পদে গুরু-গৌরব লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মের সংসারে বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে নিত্য নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবেন, ইহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একান্ত স্বাভাবিক কথা। প্রাচীন কালের আচার্য্যেরা এবং প্রাচীনের পদাঙ্কানুসরণ-কারী বর্ত্তমানকালের সনাতনী গুরুদেবেরা ধর্ম্ম-জগতে শিষ্যের পৃথক্ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বকে মর্য্যাদা দিতে অসম্মত এবং অক্ষম। কেন না, ব্যক্তিত্বের নাম করিয়া শিষ্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইলে বা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে, তখন কিসের দোহাই দিয়া ইহাদের অধোগতির বেগবত্তা কমাইতে পারিবেন? শিষ্যের ব্যক্তিত্ব যেখানে হিমালয়ের শৃঙ্গকেও নিজ স্পর্দ্ধায় অতিক্রম করিয়া মেঘজালের অনন্ত ঊর্দ্ধে বিচরণকারী নক্ষত্র-মণ্ডলীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে উদ্যত, সেখানে গুরু-নামধারী সাত্ত্বিক বেচারী কি দিয়া তাহার গতিরোধ করিবেন? তিনি নির্ব্বাক্ ঔদাসীন্যে ঔদ্ধত্যের চপললীলা দেখিতে দেখিতে একমাত্র ঈশ্বর-করুণার অবতরণ ব্যতীত আর কিসের প্রতীক্ষা করিবেন? ব্যক্তি-বুদ্ধির একান্ত বৃদ্ধি যেখানে, সেখানে গুরুদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুই শিষ্যের মধ্যে একজনকে কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ততর বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে কোনও ভার বা দায়িত্ব অর্পণ করিতে গেলে, একমাত্র এই ক্ষুদ্র ছুতা হইতে এক কুরুক্ষেত্র-কাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে। মহাত্মা ক... তাঁর মঠের ট্রাষ্টীপদ কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তে দিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, ফলে দেখ কতগুলি সন্ন্যাসী-শিষ্য মঠ-বিতাড়িত হইয়া এর আশ্রমে তার আশ্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনপাত করিতেছেন। মহাত্মা খ.... তাঁর আশ্রমের গ.....কে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ জানিয়া মোহান্তের পদ প্রদান করিয়াছিলেন, ফলে ঈর্ষা-বিদ্বেষের হলাহলে কয়েকটা বৎসরের মধ্যে বিরাট প্রতিষ্ঠান জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। মহাপুরুষ ঘ....জনৈক ধনী ভক্তের গৃহে পদার্পণ করিতে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, মাত্র এই একটী তুচ্ছ কারণে ভক্ত-প্রবর মিথ্যা এবং কুৎসার সহায়তায় গুরু-নির্য্যাতনের চেষ্টা পাইয়াছিল। পরমহংস ঙ......মহারাজ চ....নামক স্থানে একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শিষ্যের গৃহে না উঠিয়া ভক্তির বাঁধনে বদ্ধ হইয়া যেন এক দরিদ্র উকিল-গৃহে উঠিয়াছিলেন, ইহা নিয়া সেই সহরে যে একটা সর্ব্বব্যাপী বিষোদ্গারের চেষ্টা করা হইয়াছিল, ইহা ত' বোধ হয় তোমরাও শুনিয়াছ। এই জাতীয় ঘটনা স্থানে স্থানে সুবিদিত। অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ববুদ্ধিশালী কোনও কোনও শিষ্য গুরুদেবকে নিজ সামাজিক মর্য্যাদা, লোক-সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির

চেষ্টার উপকরণ-রূপে ব্যবহার করিতে চাহেন। সাংসারিক বুদ্ধিতে অপ্রবিষ্ট গুরুদেব প্রথমে প্রথমে না জানিয়া সেই ফাঁদে পা দেন। কিছুদিন পরে যখন তিনি নিজেকে কোনও শিষ্য-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি-রূপে ব্যবহৃত হইতে দিতে আপত্তি করেন, তখন একটা বিদ্বেষের হলাহল সৃষ্ট হয়। কোনও কোনও গুরুভক্ত শিষ্য জন-সমাজে নিজ প্রতিপত্তি ও ভক্তরূপে মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুরুদেবকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। অন্য কোনও শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহার বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য অর্থ-সাহায্য করিতে উপস্থিত হইলে ইঁহারা মনে মনে বড়ই অস্বস্তি এবং বিরক্তি বোধ করেন। আমার যিনি প্রিয়, জগত জুড়িয়া সকল প্রাণীর তিনি প্রিয় হউন, আমার যিনি সেব্য, তিনি জগৎ জুড়িয়া সকল ব্যক্তির সেবা প্রাপ্ত হউন,—এই রূপ শুভবুদ্ধি ইঁহাদের নাই। ইঁহারা চাহেন, নিজের হস্তে গুরুদেবের সকল আয়ের পন্থাগুলিকে আনিয়া ফেলিতে এবং সেবা প্রদানের নামে গুরুদেবের উপরে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ফলাইয়া যাইতে। এ সকলকে ব্যক্তিত্ব-বোধের নিতান্ত কদর্য্য বিকার বলিয়া জানিবে। জগৎ জুড়িয়াই শিষ্যেরা গুরুদেবের আদেশ পালন করিয়া নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বোধের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি হেতু ইঁহারা মনে মনে অবিরাম ইহাই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন যে, শিষ্যদেবের উপদেশ বা পরামর্শ মতই গুরু-বেচারীকে চলিতে হইবে, এক পা'ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এদিক্ সেদিক্ চলিবার তাঁহার অধিকার নাই। কোনও কারণে এই প্রত্যাশা ভঙ্গ হইলে শিষ্যদের আহত অভিমান গুরু বেচারির ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য ত্রুটীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি বৃহৎ করিয়া দেখা হয় এবং কংগ্রেস, কন্ফারেন্স ডাকিয়া গুরুমেধযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। ফলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বিনাশ ছাড়া আর কোনও লাভই আসে না।

শিষ্যের আত্ম-বিলোপ

"আমি যে শিষ্যদের গুরুদ্রোহকে সমর্থন করিতে কৃপণতা করিতেছি না, তাহা হইতেছে আমার নির্দ্দিষ্ট একটা স্বভাবের ফল। কিন্তু শতবার দ্রোহকে সমর্থন করিলেও একটীবার হইলেও আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবেই যে, গুরুতে আত্ম-বিলোপ শিষ্যের মহত্তম মঙ্গলের মূল। নিজেকে বড় করিয়া কুশল তত নহে, যত কুশল নিজেকে বলি দিয়া। আত্মবলি বা আত্ম-বিলোপ এদেশের সনাতন ধাত। আঠারো খানা পুরাণ গ্রন্থ, যাহা কাব্য-হিসাবে পৃথিবীতে অতুলনীয়, ভিন্ন ভিন্ন জনে রচনা করিলেন কিন্তু রচয়িতা-রূপে নিজেদের নামটী গোপন করিয়া গেলেন, এই আত্ম-বিলোপ একমাত্র এই দেশেই সম্ভব। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিত্ব-বাদ এদেশে আসিয়া সমাজের মর্ম্মস্থলকে পর্য্যন্ত ছন্নছাড় করিয়া দিয়াছে, তাই, আজ শিষ্যের কুশলের জন্য তাহার অকারণ গুরুদ্রোহকেও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অভিনন্দন দিতেছি। তাই অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিতেছি যে, শিষ্যের গুরু-দ্রোহ শিষ্য ও গুরু উভয়েরই কুশলের সেতু। এ সত্য আপেক্ষিক। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও যদি অধিকতর সত্য কথা শুনিতে চাহ, তবে বলিব,—শিষ্যের আত্ম-বিলোপ তদপেক্ষাও মঙ্গলাবহ।"

সেবা এবং সেবাভিমান

কুমিল্লা জেলান্তর্গত দৌলতগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সেবার ইচ্ছা যে জাগ্রত হইয়াছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণিব। দুনিয়ার লোক স্বার্থ লইয়াই থাকে, তাই তাহাদের আর সেবা করা হইয়া ওঠে না। স্বার্থত্যাগ না করিলে কেহ সেবক হইতে পারে না। আপন স্বার্থও বজায় রাখিব, সেবকও হইব, ইহা এক কঠিন কল্পনা। কিন্তু বাবা, সেবকের একটী সুমহৎ গুণ থাকা আবশ্যক। তাহা হইতেছে নিরভিমানত্ব। সেবা যদি নিরভিমান না হয়, তবে তাহা সেবা-পদবাচ্য হয় না। সেবক সহস্র সেবার পরেও কুণ্ঠিত থাকিবে। নিজের সেবার গৌরব জাহির করিবে না, ইহাই সেবকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গুণ। অহঙ্কারকে পিষিয়া মারিয়া না ফেলিতে পারিলে সেবা করা চলে না। তোমরা কে কাহার সেবক হইবার কামনা রাখ, নিজ নিজ অন্তর খুঁজিয়া বাহির কর। তাহার নির্দ্দেশ আমার কাছে

পাইবে না। জগতে একটী প্রাণীরও চিন্তা, বাক্য বা কার্য্যের স্বাধীনতা আমি অপহরণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাবা, মাতা, পিতা, গুরু, নেতা অপর যাহাকেই তোমার সেব্য বলিয়া জানিবে, সেবা দিও অকুণ্ঠিত প্রাণে এবং নিরভিমান চিত্তে। আত্মাভিমানীর সেবা মাতার, পিতার, গুরুর বা নেতার কাহারও মধ্য দিয়াই ভগবানের চরণে গিয়া পৌঁছে না। সেবক যদি হইতে চাও, আত্মাভিমান পরিহার কর, সেবকাভিমান বর্জ্জন কর। সেবক হইবে মাটির মানুষ, বিনয়ের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, ঔদ্ধত্য-বর্জ্জিত, স্নেহ-কোমল ও মমতা-মণ্ডিত। এইজন্যই শ্রীরামের সেবক হনুমান শ্রীরামের চেয়েও আমাদের চক্ষে অধিকতর পূজার্হ হইয়া রহিয়াছেন। সেবকেরা আত্ম-সুখাভিলাষে থাকিবে না, সেবকের নিজ পরিতৃপ্তির স্পৃহা রহিবে না, সেবকের হৃদয়-মনে একমাত্র ইষ্টসুখকামনাই অদ্বিতীয় ও অপরাজেয় হইয়া বিরাজ করিবে। কথাগুলি প্রণিধান কর এবং নিজের সেবা-প্রবৃত্তির প্রকৃতির সহিত এগুলি মিলাইয়া দেখ। তাহাতে তুমি সম্যক্ আত্মপরিচয় পাইবে। প্রকৃত ভক্ত, সাধক এবং সেবকে ভারত পূর্ণ হউক, ইহাই আমার কামনা। ইহা অপেক্ষা মহনীয়তর কোনও কামনা আমার অন্তরে নাই। অসেবকের সেবা দেশ-জননীর দুঃখ না কমাইয়া বাড়াইতেছে, প্রকৃত সেবকের অনুগত ও তন্ময় মতির স্পর্শাভাবে উচ্চ আশায় গড়া শত শত প্রতিষ্ঠান গৌরবের হিমাচল না হইয়া স্পর্দ্ধার প্রস্তর-স্তূপেই মাত্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পরিণত হইতেছে, মনোগগনের মনোরম শ্যামল সুষমা দাবানলের হল্কা লাগিয়া আধ্‌পোড়া হইয়া যাইতেছে, আর তাহার মধ্যে সৎ-সঙ্কল্পের কাষ্ঠমূর্ত্তি-গুলি প্রেতসমূহের ন্যায় নিস্পন্দ তাণ্ডবে বিচরণ করিতে করিতে ছাই হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।"

ঢাকা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৪১

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীবাগ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

অখণ্ডগণের কর্ত্তব্য কি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত চম্পকনগর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি তোমাদিগকে আজ একথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া শুনাইতে চাহি যে,—তোমাদের কর্ত্তব্য, নিজ নিজ জীবনে ঈশ্বরোপাসনাকে সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎপর অন্য কর্ত্তব্যের দাবী পূরণের দিকে অগ্রসর হওয়া,—তোমাদের কর্ত্তব্য, হরি ওঁ কীর্ত্তনে পল্লী-নগর, পথ-প্রান্তর আপ্লাবিত করিয়া নামের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দেওয়া,—তোমাদের কর্ত্তব্য, সমবেত উপাসনার সুষ্ঠুতম এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানের দ্বারা মানবে মানবে প্রকৃত মিত্রতার বন্ধন দৃঢ় করা।

ঈশ্বরোপাসকই আমার প্রিয়

"তোমাদের মধ্যে যাহারা প্রতিদিন নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা কর, তাহারা আমার অতীব প্রিয়। ভগবানকে যে ভালবাসে, আমার সমস্ত ভালবাসা তাহারই জন্য। ভগবানের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, নিরন্তর তাহার জন্য আমারও প্রাণ কাঁদে। লোক-দেখাবার জন্য তোমরা দীক্ষা নাও নাই, দীক্ষা নিয়াছিলে সাধন করিবার জন্য। আজ তোমরা প্রত্যেকে সাধনে একান্তভাবে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া তোমাদের দীক্ষা লাভের সেই মৌলিক উদ্দেশ্যকে সিদ্ধিমন্ত করিতে যত্নবান হও।

"হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের অর্থ

"হরি-ওঁ কীর্ত্তন সর্ব্বপাপহরণের কীর্ত্তন, সর্ব্বসত্যের আহরণের কীর্ত্তন। 'হরি' শব্দ 'ওঁ' শব্দের এস্থলে বিশেষণ, 'ওঁ' শব্দ এস্থলে বিশেষ্য। 'হরি-ওঁ' মানে সর্ব্বপাপহারী-ওঁ। হরি শব্দের মানে হরণকারী এবং আহরণ-কারী। ওঙ্কারেই সর্ব্বসত্য, সর্ব্বতত্ত্ব, সর্ব্বমন্ত্র, সর্ব্বতন্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বানুভূতি, সর্ব্বধ্বনি ও সর্ব্বরূপ বিরাজ করে। এই জন্যই 'ওঁ' শব্দের বিশেষণ হইয়াছে 'হরি' শব্দ। ওঙ্কারই যে সর্ব্বপাপের হরণকারী, ওঙ্কারই যে সর্ব্বতত্ত্বের আহরণকারী, ওঙ্কারই যে সর্ব্বসাধনের সমন্বয়, ওঙ্কারই যে দ্বিজ-চণ্ডালের ভেদবিনাশক মহাসাধন, তোমরা এই পবিত্র সত্যকে বারংবার বিঘোষিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া পল্লীর পথে, নগরের পথে, প্রাসাদে, কুটীরে, সূতিকাগৃহে ও শ্মশানে, বিবাহ-সভায় ও শ্রাদ্ধবাসরে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় 'হরি-ওঁ' কীর্ত্তনের প্রবল রোল সমুত্থিত কর।

সমবেত উপাসনায় সহযোগ ও সুফল

"এই জগতে সমবেত উপাসনার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়তর অপর কোনও অনুষ্ঠান নাই। যে-কেহ সমবেত উপাসনায় যোগদান করে, সে-ই-আমাকে নিবিড় প্রেমে বাঁধিয়া রাখে। আমি জন্মজন্মান্তর তাহার প্রেমে আবদ্ধ থাকি। কোথাও সমবেত উপাসনা হইতেছে, এই সংবাদ পাইবার পরে তোমরা কেহই অলস হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া থাকিও না। যে যেভাবে পার, যোগ দিও। কাতারে কাতারে ভক্তিব্যাকুল নরনারী যাইয়া তাহার উপাসনা-মণ্ডপ পূর্ণ করিও। কণ্ঠে স্তোত্র-কীর্ত্তন গাহিয়া সহযোগ দিও। পুষ্প-বিল্বপত্র-তুলসী-শ্বেতচন্দন বহিয়া লইয়া যাইও, চিরাচরিত নৈবেদ্য খৈয়ের মোয়া এবং নারিকেলের নাড়ুর ভোগ সাজাইয়া দিও,—দরিদ্র হও, ধনী হও,—নিজের রুচি, প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্যের অনুপাতে পরিপূর্ণ-সহযোগ দিও। ধনীর গৃহে ক্ষুদ্র উপচার লইয়া উপনীত হইতে কুণ্ঠিত হইও না, দরিদ্রের কুটীরে বিপুল পূজা-সম্ভার পৌঁছাইয়া দিয়া গর্ব্ব অনুভব

করিও না,—কেননা ইহা তোমারই তপস্যার দায়, ইহা তোমার পবিত্র কর্ত্তব্য। ইহার ভিতর হইতেই সঙ্ঘের শক্তি জাগিয়া উঠিবে, কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সার অবসান ঘটিবে, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরানিষ্ট প্রভৃতির অসদ্ বৃত্তি লোপ পাইবে, ষড়যন্ত্র-প্রিয়তা ও কলহ-পরায়ণতা বিদূরিত হইবে, তোমাদের প্রত্যেকের চরিত্র ও আচরণ অনবদ্য সুন্দরতায় বিমণ্ডিত হইবে। ইহা হইতেই ধনি-দরিদ্রের ভেদ, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দূরত্ব, বিদ্বান্-মূর্খের পার্থক্য বিদূরিত হইয়া ভক্তমাত্রেরই এক প্রেমময় বিগ্রহের আদরের সন্তান বলিয়া তোমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে যে দুর্নিবার কলহ চালাইয়া চালাইয়া আজ ক্লান্তি এবং বিরক্তি অনুভব করিতেছ, তোমাদের সকলের শুদ্ধান্তঃকরণের সম্মিলিত উপাসনায় তাহা সমূলে চিরতরে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবী শান্তিতে, প্রেমে, আনন্দে এবং উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে।

"সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া তোমাদের প্রত্যেকের জীবন প্রেমময় সুখময়, তৃপ্তিময় হউক। তোমাদের মনঃপ্রাণ অমৃতময় অখণ্ড-নামের সাধনে একান্তভাবে নিয়োজিত হইয়া মৃত্যুনাশকারী অমৃত আহরণে প্রযত্নবান্ হউক। অসৎ বিষয় লইয়া জটিলাবৃদ্ধি বা দলপুষ্টির নিন্দনীয় প্রয়াস তোমরা প্রত্যেকে পরিহার কর এবং যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে, যে বিষয় লইয়া সজ্জবদ্ধ হইলে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপক সহায়তা হইবে, এক মাত্র সেই সকল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়ের প্রতিই নিজেদের মনোযোগকে কেন্দ্রীকৃত কর। জগৎ-জোড়া কুবিষয়-সমূহকে উপেক্ষা করিয়া তোমাদের নিজ জীবনের প্রত্যেকটী অংশকে শুদ্ধ, পবিত্র ও সুন্দর করিবার দিকেই অখণ্ড মনোযোগ প্রদান কর। অন্তরের সকল অহঙ্কার-অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া তোমরা আজ একান্ত-ভাবে নামের শরণাপন্ন হও এবং নামের সেবার ভিতর দিয়া অবিমিশ্র প্রেম লাভ কর। শরণাগতিই সর্ব্বসুখের মূল, অহমিকা নহে।"

কয়েকজন প্রশ্নকর্ত্তা আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কুশল-প্রশ্নাদি হইল।

বিবাহ ও জীবনের পূর্ণতা-লাভ

অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবাহের উদ্দেশ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবজীবনের পূর্ণতা-লাভ। অপরাপর উদ্দেশ্যও থাকতে পারে কিন্তু এইটিই মুখ্য, অপরগুলি গৌণ এবং নিম্নশ্রেণীর।

প্রশ্নকর্ত্তা।—সকলেরই কি পূর্ণতা-লাভের জন্য বিবাহের প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, কারো কারো পক্ষে বিবাহ পূর্ণতালাভের সহায়, কারো কারো পক্ষে অন্তরায়, কারো কারো পক্ষে সহায়ও নয়, অন্তরায়ও নয়, নিরর্থক। মোট কথা, কারো পক্ষে আবশ্যক, কারো পক্ষে অনাবশ্যক, কারো

পক্ষে আবশ্যকও নয়, অনাবশ্যকও নয়। সাধনের বল থাক্‌লে, যাদের পক্ষে আবশ্যক, তারাও বিবাহ না ক'রেই পূর্ণতালাভ কত্তে পারেন, আবার যাদের পক্ষে অনাবশ্যক, তারা বিবাহিত হ'য়েও পূর্ণতালাভ কত্তে পারেন।

বিবাহ কাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়

প্রশ্নকর্ত্তা।—কার পক্ষে বিবাহ প্রয়োজন, আর কার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, সেকথা কি ক'রে বুঝা যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বোঝবার প্রকৃত উপায়টী হচ্ছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি। সে অন্তর্দৃষ্টি সাধনের শক্তিতে খোলে। অতএব সে অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য তোমাকে তপস্যা কত্তে হবে। নতুবা যাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁর উপদেশ শুন্‌তে হবে। বিবাহে অনিচ্ছুক কত ব্যক্তি যে গুরুর আদেশে সংসারী হ'য়েছেন আর কত বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি যে গুরুর আদেশে চিরকৌমার ব্রত পালন ক'রেছেন, তার বোধ হয় সংখ্যা করা যায় না। এসব স্থলে যোগী গুরুরা নিজেদের অন্তর্ভেদী যোগ-দৃষ্টির বলে শিষ্যের কোন্‌টা প্রয়োজন আর কোন্‌টা নিষ্প্রয়োজন, তা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু চিরকুমার থাকবেন ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছিলেন। কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির আলোকে তিনি এই সঙ্কল্পের বৈধতা বা অবৈধতা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন না। শেষটায় তিনি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তিনি বল্লেন, "বাবা, বিয়ে কর।" কিন্তু মহর্ষির কথা তাঁর মনের সাথে খাপ খেল না। গেলেন তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে। পরমহংসদেব রাগ ক'রে বল্লেন—"শালা, এখনো মাকে ঘরে নিয়ে এলি নে?" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও তাঁর মনে ধর্‌ল না। তিনি দেশ-সেবাতে, সমাজ-সংস্কারে মহা উৎসাহের সহিত লেগে গেলেন। কিন্তু শেষটায় এমন এক অবস্থায় এসে তিনি পড়্‌লেন, যখন বিবাহ ব্যতীত কিছুতেই জীবনটাকে সৎপথে আর ধ'রে রাখতে পারেন না। যিনিই জীবনে অন্ততঃ পাঁচ সাতবার স্ত্রীলোকঘটিত এমন সব ভয়ঙ্কর প্রলোভনের মাঝ থেকে জয়ী হ'য়ে এসেছেন, যার কাছ থেকে অক্ষত শরীরে, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ চরিত্রে ফিরে আসা সাধারণ লোকের পক্ষে একেবারেই অভাবনীয়। তাঁরই এমন ভীষণ দুর্ব্বলতা এসে পড়্‌ল যে, শেষটায় যে মেয়েকে বিবাহের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত পেলেন, আর কিছু বিচার-বিবেচনা না ক'রে তাকেই বিবাহ কর্লেন,—মনে মনে ইনি ছিলেন বিধবা-বিবাহের প্রতি একটু ঘৃণাশীল, কিন্তু শেষটায় এক কিশোরী বিধবাকেই বিয়ে ক'রে তিনি ধর্ম্মপত্নী-রূপে গ্রহণ কর্লেন। এই দৃষ্টান্তটা থেকে বুঝ্‌তে পার্ব্বে, মহর্ষি আর পরমহংসদেব অন্তর্দৃষ্টির বলে যা বুঝেছিলেন, ঠিকই বুঝেছিলেন।

পরার্থ-সেবীর বিবাহ

প্রশ্নকর্ত্তা।—যে ব্যক্তি নিজেকে পরার্থে বিকিয়ে দিতে চায়, তার কি বিবাহের আবশ্যকতা আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কোনও স্থলে আবশ্যক হ'তে পারে, কোথাও বা অনাবশ্যকও হ'তে পারে। পরকল্যাণে জীবন দিলেই যে বিবাহ কত্তে হবেই বা কুমার-কুমারী থাক্‌তে হবেই, এমন কোনও চুক্তি নেই। জীবসেবার চুক্তি শুধু জীবসেবা, সর্ব্বতোভাবে সেবা, চাই বিয়ে ক'রেই কর, চাই বিয়ে না ক'রেই কর। জীবসেবার জন্য বিবাহের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা নেই, জীবসেবার পক্ষে আত্মোৎসর্গই আবশ্যক, আত্মদানের সর্ত্তই চরম সর্ত্ত। বিবাহ প্রয়োজনীয় বা নিষ্প্রয়োজনীয় নিজের পূর্ণতা সাধনের জন্য। পরার্থকারীর যদি নিজ পূর্ণতা সাধনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হয়, তবে তিনি তা' কর্ব্বেন বই কি। তবে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী পুরুষ যদি বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেন, তাহ'লে তাঁকে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী সহধর্ম্মিণী খুঁজে বের কত্তে হবে। পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী নারী যদি বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তবে তাঁকে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী পতির জন্য অপেক্ষা কত্তে হবে। নইলে বিবাহের ফল অশুভ হবে।

প্রশ্নকর্ত্তা।—এরূপ মিলন যদি সম্ভব না হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা হ'লে কৌমার্য্য বিধেয়। পার্ব্বত্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ত্রিপুরার কোনও এক বিখ্যাত কালীবাড়ীতে আমি একজন খ্যাতিমান্ ব্রহ্মচারীকে বিবাহ-সম্বন্ধে আলোচনা কত্তে শুনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিবাহ সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত কি? তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছিলেন,—"উপযুক্ত পাত্রী পেলে এই মুহূর্ত্তে বিয়ে করি।"

কৌমার্য্য-সঙ্কল্পের পরীক্ষা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষ কুমার-কুমারীর উপরে অভিভাবকের পীড়ন হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হওয়াই স্বাভাবিক এবং হওয়া দরকারও। কারণ নির্য্যাতনেই আকাঙ্ক্ষার অকপটতা প্রমাণিত হয়। অত্যাচার সহ্য ক'রেও যিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন না, তিনিই প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষ।

পরমহংস-মা ও বাধ্যকর বিবাহ

প্রশ্নকর্ত্তা।—আপনি কি স্ত্রীলোকদেরও কৌমার্য্যে পক্ষপাতী?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অপক্ষপাতী হবার কারণ নেই। অনেক মেয়ে আছেন, জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য যাঁদের বিবাহের প্রয়োজন নেই। অনেক মেয়ে আছেন, যাঁদের জীবন কৌমার্য্যের সুযোগ পেলে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের জীবনের সম্মান ও সমকক্ষতা পেত।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি অনাবশ্যক বিবাহের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলিলেন,—কুমিল্লা জেলার বাঘাউড়া গ্রামে এমন এক মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি আমি দেখেছি, যাঁকে একবারটি দেখ্‌লে সারাজন্ম কাশীবাসের পুণ্য হ'য়ে যায়। তাঁকে আমরা পরমহংস-মা বলে ডাক্‌তাম। আট নয় বছর বয়সের সময়ে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর পিত্রালয় হ'ল নাটঘর গ্রামে, যেখানে বিখ্যাত অর্দ্ধনারীশ্বর বিগ্রহ রয়েছেন। বাল্যাবধি পরমহংস-মা ঐ বিগ্রহটীকেই সমগ্র প্রাণ দিয়ে এমন ভালবেসেছিলেন যে, বিয়ের পর যখন তাঁকে শ্বশুরঘরে নিয়ে যাবার আয়োজন হ'চ্ছে, তখন তিনি শিবমন্দিরে গিয়ে বিগ্রহকে আঁক্‌ড়ে ধরে প'ড়ে রইলেন। অনেক জোর-জবরদস্তি ক'রে তাঁকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান হ'ল। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মাগো বাবাগো ব'লে তিনি এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লেন না কিন্তু "শিবধন, শিবধন" ব'লে অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। শুনেছি স্বামীর ঘরে বাস করা অবধি স্বামিবাক্য রক্ষার জন্য একদিন মাত্র আহার-বিষয়ে তিনি বঙ্গদেশীয় সধবার চিরসম্মত আচার পালন ক'রেছিলেন। অর্থাৎ মাছ খেয়েছিলেন। ছিলেন তিনি শাক্তের মেয়ে, কিন্তু নিষ্ঠা ছিল তাঁর বৈষ্ণবেরও উপরে। সকলের মাছের রান্না ক'রে দিয়ে পুনরায় স্নান ক'রে এসে কতকগুলি গোময়, তুলসী পাতা, বেলপাতা আর পূজার ফুল এই খেয়ে তিনি ক্ষুধার দাবী মিটাতেন। স্বামী যখন ক্রোধের উত্তেজনায় নিতান্ত ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌তেন, তখন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাঁর ক্রোধশান্তির জন্য আমিষ-স্পৃষ্ট ভাতই খেতেন। স্বামীটি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতেন, আর পরমহংস-মা সারারাত্রি ইষ্টপূজা, ইষ্ট ধ্যান, জপ, স্তোত্র-পাঠ এই সব ক'রে কাটাতেন। শয্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল না এবং এর জন্য তিরস্কার ত' সামান্য কথা, কত নির্দ্দয় প্রহার যে তাঁকে সইতে হয়েছে, তা বলবার নয়। অশিক্ষিত, অসাত্ত্বিক স্বামী এমন স্ত্রীর মূল্য কি বুঝবে? কিন্তু পরমহংস-মা বড় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি শেষটায় স্বামীর একটু আধটু মন জুগিয়ে চলাই সঙ্গত মনে কর্ল্লেন। তাঁদের তিনটী ছেলেও হ'ল। এর পরেই তিনি বিধবা হ'লেন। যাই বিধবা হওয়া, অমনি তিনি অশৌচে তিন ছেলেকে তিন জায়গায় পোষ্য দিয়ে কাশীধামে গেলেন। কাশী গিয়ে সাধন-ভজন আর জীব সেবা তাঁর ব্রত হ'ল। সমস্ত রাত্রি জেগে তিনি নামজপ কর্ত্তেন। ঘুম না আসে, এজন্য চোখে সর্ষপ তেল দিলেন। কিন্তু তাতেও যখন কুলুলো না, তখন থেকে লঙ্কা বাটা দিতে আরম্ভ কর্ল্লেন। এইভাবে শেষটায় তিনি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, আমি তাঁকে সেই অন্ধ অবস্থাতেই দেখেছি। যেন জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ, যেন সরলতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি। কাশীতে কিছুদিন থাকার পরেই অনেক লোকজন তাঁর কাছে যাওয়া-আসা কর্ত্তে লাগল, কেউ যথার্থ সাধু জেনে ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তঃকরণ নিয়ে যেত, কেউ বা হুজুগে যেত। তিনি তখন মুখে, বুকে, হাতে, পায়ে গোময় ও কাদা মাখ্‌তে আরম্ভ কর্ল্লেন। একটী

মহিলা-ভক্ত জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—"ও কি মা, তুমি এমনধারা সাজলে কেন?" পরমহংস-মা বল্লেন,—"দেখো মা, কাশীতে লোক আসে পুণ্য করে, দান-ধর্ম্ম করে, ধ্যান-জপ করে। আমার ত' মা তেমন সাধ্য নেই যে ওসব করি। কাশীনাথ সে শক্তি দেন নি। কিন্তু কাশীনাথ এই দেহটায় যে আশ্চর্য্য রূপ দিয়েছেন, তাতে মানুষ কোন্ ছার, মুনির মন টলে। নিজে ত' কাশীনাথের কোনও সেবাই কর্ত্তে পার্ল্লাম না, শেষটায় কি আমার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর কৃপাকণাপ্রার্থীদের মনে কুভাব এসে তাদের তপস্যা পণ্ড হবে? তাই মা আমি কাদামাটি-গোময় দিয়ে রূপ লুকিয়ে রেখেছি।" এদিকে ছোট ছেলে বঙ্কু-গোপাল গোঁয়া পিতার বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে মায়ের কাছে হাজির। একদিন পরমহংস-মা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লেন। কিন্তু সেই যে কখন মা ঘর থেকে বেরিয়েছেন, আর ত' ফিরেন না। বঙ্কু-গোপাল বড় ভাবনায় পড়্লেন। চার পাঁচবার তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দির ঘুরে এলেন, মাকে পেলেন না। ছেলে-মানুষ ত'। কাঁদ্তে কাঁদ্তে ঘরের পানে রওনা হ'লেন। পথিমধ্যে দেখেন, তাঁর মা রাস্তার পাশে ব'সে কুষ্ঠরোগীর ক্ষত ধুয়ে তা যত্নের সহিত বেঁধে দিচ্ছেন। ছেলে জিজ্ঞেস কর্ল্লেন,—"একি মা, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাসনি?" মা বল্লেন,—"পথের মধ্যে এসব জীবন্ত বিশ্বেশ্বর দেখ্তে পেয়ে আর পাথরের বিশ্বেশ্বরে মন গেল না।" এই ব'লেই পরমহংস-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মা ভক্তি-গদ্গদ্ চিত্তে শিবস্তোত্র পাঠ করে করে গলদশ্রুনয়নে কুষ্ঠীকে প্রণাম করে লাগ্‌লেন। দেখাদেখি ছেলেও কুষ্ঠীকে প্রণাম করে সুরু কর্ল্লেন। পথে ভিড় জমে গেল। শেষে পথিকরা পর্য্যন্ত কুষ্ঠীকে মহেশ্বর-বোধে প্রণাম করে লাগল।—এমন অদ্ভুত নারীর জীবনের পূর্ণতা-সাধনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন ছিল না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পরমহংস-মা স্বামীর দ্বারা জীবনের কোনও পুণ্যে সহায়তা পান নি, বরং বিরুদ্ধতাই পেয়েছেন। তবে, বলা যেতে পারে যে, এই সব বিরুদ্ধতা তাঁকে বরং আরো শক্তই ক'রে তুলেছে, তাঁর সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করেছে; যেমন শক্তিমান প্রজাবর্গের উপর অত্যাচারী রাজা উৎপীড়ন চালায়, তখন তাতে প্রজার শক্তি, সৎসাহস, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা, দৃঢ়প্রাণ আরো বেড়েই চলে। কিন্তু পরমহংস-মায়ের চাইতে অল্পশক্তিশালিনী কারো উপর যদি এই রকম নির্য্যাতন হত, তবে সে কবে যে অতলে তলিয়ে যেত, তার ঠিক্ নেই। বাধ্যকর বিবাহের দ্বারা সমাজ এভাবে পুণ্যবতীদের জীবন-সাধনার প্রতিকূলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এটা সমাজের এক মহৎ দোষ। আমার মতে, একবার বিধবা হ'লে অক্ষতযোনি মেয়েরও পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া যেমন অপরাধ, মেয়ে মাত্রকেই বিয়ে দিতে যাওয়াও ততবড় অপরাধ। বিবাহের মত ব্যাপারে, কি বিধিতে কি নিষেধে, জবরদস্তি থাকা ভাল নয়।

গুরুভাই চিনিবার উপায়

বেলা এগারটার সময়ে রহমৎগঞ্জ হইতে দুইটি যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদ-বন্দনা করিতে আসিলেন।

যুবকদ্বয় পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত কিন্তু পথে-ঘাটে দেখা হইলেই নিজেদের মধ্যে গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। ইহার কারণ ইঁহারা জানিতেন না। রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবাদিতে ইঁহারা প্রায়ই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেন, কিন্তু কখনও মৌখিক আলাপ করেন নাই। অদ্য দুই জনেই ঠিক একই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ বন্দনা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই দুইজনের মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে কিনা।

যুবকদ্বয় বলিলেন যে, পরিচয় স্থাপন হয় নাই এবং আজ এইখানে হঠাৎ দুইজনে একই সঙ্গে আসিয়া না পৌঁছিলে হয়ত দীর্ঘকাল পর্য্যন্তই জানাশুনা ঘটিত না যে, পরস্পর পরস্পরের গুরুভাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুতে যাদের একান্তই নিষ্ঠাযুক্ত অনুরাগ, তাঁদের কখনো গুরুভাই চিনতে কষ্ট হয় না। একটা চুম্বকের সাথে যখন দুইটি লোহার আকর্ষণ হয়, তখন সেই লোহা দুইটির মধ্যেও অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণ সৃষ্ট হয়। এ দ্বারা চেনা যায় যে, কে কার গুরুভাই। এই জন্যই আমি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক চেনা-জানার সুবিধা সৃষ্টির

উদ্দেশ্যে কোনও নির্দ্দিষ্ট রকমের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণের নির্দ্দেশ দেই নাই। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তাঁরা বিনা বিজ্ঞাপনে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে। তোমাদের সেই চেনা জগতের কুশল, দেশের কুশল, সমাজের কুশল, এবং উভয়ের ব্যক্তিগত কুশল সৃষ্টি করবে।

সমসাধকদের মিলনের ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুভাইদের ভিতরে প্রাণের গভীর মিল এক সুখময় অবস্থা। এই অবস্থা এলে আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব দ্রুত সাধিত হয়। মিলনের প্রেমপূর্ণ আবহাওয়ার ভিতরে যাঁরা সাধন চালায়, তাঁদের আধ্যাত্মিক দ্রুতগামিতা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। সাধন-সমরে তাঁদের জয়িষ্ণুতা একপ্রকার সর্ব্বক্ষেত্রেই অবধারিত হ'য়ে যায়। একের প্রেম অপরকে যেন হাত ধ'রে পঙ্কাবর্ত্ত থেকে টেনে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে মূষিকও অনেক সময়ে ঐরাবতের শক্তি লাভ করে এবং স্বল্প সাধনে মহতী সিদ্ধি আয়ত্ত করে।

গুরুনিন্দকগণের মিলনের ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমসাধকদের মিলনের এই সুফল কিন্তু বাহ্য ততক্ষণই স্থায়ী, যতক্ষণ সম্মিলিত প্রাণসগুলির মধ্যে কর্তৃত্ব ফলাবার কুবুদ্ধি না আসে, যতক্ষণ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না কৌশলে অল্পতর বুদ্ধিমানদের সবাইকে নিজের হাতের অস্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে উচ্চতর বুদ্ধিমানেরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বাভিমানের পরিপুষ্টি সাধনে মনোযোগী হয়। অহং এল, আর সব শান্তি রসাতলে গেল। যে মিলন তোমাদের গুরু-নিষ্ঠা, ইষ্ট-নিষ্ঠা, মন্ত্র-নিষ্ঠা, সাধন-নিষ্ঠা এবং আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি-বর্দ্ধন-চেষ্টায় নিষ্ঠা নাশ ক'রে কৌশলী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র-পরায়ণতার প্রশ্রয় দেবে, সেই মিলনে সমসাধকেরা লাভবান্ না হ'য়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই মিলনে জগতের, দেশের বা নিজেদের কুশল না হ'য়ে বরং ঘোরতর অকুশল হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ যতদিন ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকে কল্‌কাতায় এবং ঢাকায় শিষ্য করছিলেন, ততদিন তাঁর শিষ্যদের সকলের ভিতরে অতীব হিতকর মিলন-স্পৃহা লক্ষিত হ'ত। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যবহারে তিনি যখন ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বের হ'য়ে গিয়ে কতকদিন এই ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে এবং কতকদিন কল্‌কাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর একদল শিষ্যের ভিতরে একটা অবাঞ্ছনীয় ঢংয়ের মিলন-স্পৃহা লক্ষিত হ'ল। গুরুদেবের ধর্ম্মকে প্রচারের নাম ক'রে এসে সবাই মিলিত হয়, কিন্তু আলোচনা-কালে গোস্বামী মহারাজের বিরুদ্ধে যে যত বিষোদ্গার পারে, তাই করে। একজন বিষোদ্গার করে, দশজন তখন কাণ পেতে শোনে, কেউ প্রতিবাদ করে না, সবাই চুপ ক'রে ব'সে ব'সে

নিদারুণ গুরু-নিন্দা হজম করে, কেউ কেউ বা মিথ্যা অভিযোগকে সত্য জ্ঞান ক'রে গোঁসাইজীর বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি এবং বিদ্বেষ অনুভব করে থাকে। কোনো শিষ্য বলে,—আমিই না বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অমুক স্থানের লোকদের কাছে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলাম, নইলে তাঁকে চিন্‌ত কে? কোনো শিষ্য বলে,—তিনি গৈরিকধারী সন্ন্যাসী হ'য়েও নিজ স্ত্রী, কন্যা শাশুড়ী প্রভৃতি এতগুলি আত্মীয় নিয়ে একত্র বাস কচ্ছেন, এর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কোনো শিষ্য বলে,—আমরা মাসে মাসে প্রণামীর কম টাকা পাঠাই না, অমুক বাবু ত' কিছু দিন পরে পরেই দুই তিন শ টাকা ক'রে একলা পাঠান, এসব টাকা কি ভাবে খরচ হয়, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। কোনো শিষ্য বলে,—টাকা পেলেই উনি সঙ্গে সঙ্গে খরচ ক'রে ফেলেন, কিছুই জমান না, শেষে যখন একটা অনুষ্ঠান এসে পড়ে, তখন আমরা টাকার জন্য হই গলদ্‌ঘর্ম্ম। কোনো কোনো শিষ্য বলে,—উনি আজকাল বৈষ্ণব-মতাবলম্বীদের প্রতি রীতিমত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কচ্ছেন, এটা নিতান্তই অন্যায়। কোনো শিষ্য বলে,—আজও তিনি ব্রাহ্মদের প্রতি অনুরাগ বর্জ্জন করতে পারেন নি,—এটা আমারা সহ্য করতে রাজি নই। কোনো শিষ্য বলে,—ইনি যে গলায় রুদ্রাক্ষ, অক্ষাক্ষ, স্ফটিক, তুলসী, বিল্ব প্রভৃতি সব রকমের মালা এনে তুলেছেন, এ দৃশ্যটা আমার অসহনীয়। অপর শিষ্য বলে,—তিনি আমাদের গুরু হয়েছেন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ত' সদাসর্ব্বদা উপদেশ দেবেন, কিন্তু তিনি যে আবার মাঝে মাঝে মৌনী হ'য়ে থাকেন, এতে তাঁর দস্তরমত কর্ত্তব্য-চ্যুতি ঘটছে,—বলতে কি, এসব আমার কাছে ভণ্ডামির মত ঠেকে। এভাবে শিষ্যদের দ্বারা গুরুজীর উপরে দলবদ্ধ নির্য্যাতন কম হয় নি। কিন্তু এতে গুরুদেবের কোনও ক্ষতিই হয় নি, কতকগুলি অপাত্র শিষ্য একেবারে অতলের তলে তলিয়ে গেল। এদের ইহজীবনেও শান্তির আশা নেই, পরজীবনেও না।

অপাত্রে দীক্ষার কারণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—গুরুনিন্দক এবং কুকার্য্যে উৎসাহী এই সব লোকদের সদ্‌গুরুরা দীক্ষা দেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেন অন্তরের অহেতুকী করুণায়। তাঁদের হৃদয় যে কত কোমল, তাঁরা জগদ্বাসীর পরম দুঃখে কত দরদী, কত যে অন্তরভরা তাঁদের স্নেহ, তা কি তোমরা জগতের অপর কাউকে দেখে অনুমান কত্তে পারবে? শিষ্যই পরিণামে গুরুহত্যা কর্ব্বে, একথা জেনেও তাঁরা অপাত্রে কৃপা-বিতরণে কৃপণতা কত্তে পারেন না। তাঁদের স্বভাবই দয়ার, শিষ্যের অনন্ত ভবিষ্যৎ জেনেও তাকে দয়া কত্তে তাঁরা কুণ্ঠিত হ'তে অক্ষম হন।

সমগ্র দিবস ভরিয়া জিজ্ঞাসু জনতার স্রোত চলিতেছে। ঢাকা সহরের প্রান্ত ও প্রান্তান্তর হইতে অবিরাম জিজ্ঞাসু

নরনারীরা আসিতেছেন। এমন একটা অবস্থা হইয়াছে যে, যে-কোনও রাস্তায় যে কোনও পথিক কোনও ঘোড়ার গাড়ীর সহিসকে ডাকিলে অমনি সে আগবাড়ী জিজ্ঞাসা করে যে, পথচারী কি স্বামীবাগে যতীনবাবুর বাড়ী যাইবেন?

দ্বিপ্রহরে একরূপ জোর করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল বিশ্রাম লইলেন। বিশ্রামান্তে পুনরায় জিজ্ঞাসুদের সমীপস্থ হইলেন।

গুরুভাইয়ের সহিত সম্পর্ক

গেণ্ডারিয়ায় শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী নাড়ুগোপাল আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা স্বামীজী, গুরুভাইয়ের সাথে গুরুভাইয়ের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তুমি ত' বাবা যমুনা-দাদিদের মন্ত্রশিষ্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যের শিষ্য। তোমাকে আবার উপদেশ দিব কি? তোমার গুরুদেবীর শিষ্যদের মধ্যে এবং তাঁর নিজের গুরু-ভাইদের মধ্যে এমন হয়ত হাজার জন আছেন, যিনি বা যাঁরা গুরুদেবের তৃপ্ত্যর্থে হৃৎপিণ্ড তুলে দান ক'রে দিতে পারেন। এই সব মহাপ্রাণ গুরুভক্ত শিষ্যরাই প্রকৃত শিষ্য এবং এঁদের জীবনের আচরণ থেকেই শিক্ষা নিতে হয় যে, গুরুভাইয়ের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত। গুরুকে যে ভালবাসে, সে গুরুভাইকে ভাল

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না বেসে পারে না। কিন্তু গুরুতে যার নাই ভালবাসা, গুরুভাইয়ের প্রতি তার ভালবাসার দাম কি? কেন সে গুরুভাইকে ভালবাসতে প্রণোদিত হবে? গুরুভাইয়ের সংস্পর্শে এসে গুরুদত্ত সাধনে রুচি বাড়ে, এজন্যই ত' গুরুভাইকে অত খাতির। একজন নিজেকে গুরুভাই বলে পরিচিত কচ্ছে কিন্তু তার সংস্পর্শে সাধনে রুচি আসে না, এমন গুরুভাইয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করেই চলা উচিত। যেহেতু আমরা গুরুভাই, অতএব অন্যায় ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করার আমাদের অধিকার,—এরূপ দাবীর কোনও অর্থই নেই। শিষ্যের ভিতরে গুরুই বিরাজিত, এই বোধ যেই গুরুভাইকে দেখে অন্তরে উদ্দীপ্ত হবে, সে-ই প্রকৃত গুরুভাই। গুরু একটা মহান্ ভাব, একটা রক্ত-মাংসের পুঁটুলি মাত্র নন। সেই মহান্ ভাব দীক্ষাযোগে শিষ্যে শিষ্যে পরিবেশিত হয়েছে। তাই, গুরুভাইকে দেখলে অন্তরে দিব্য ভাবের স্ফুরণ হয়। এটাই হ'ল আসল কথা। গুরুদত্ত মহাভাব যাতে বিপুল ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারে শিষ্যের জীবনে, এইটিই হবে প্রকৃত শিষ্যের একমাত্র লক্ষ্য। আর, এই লক্ষ্যটি যার আছে, সে দয়া ক'রে যাকে নিজ সঙ্গ দেবে, তার জীবনে মহত্তম ভাবের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনের একটা দারুণ আবেগ জেগে উঠবে। সুতরাং একের সংস্পর্শ দিয়ে অপরকে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনে প্রণোদিত ক'রে তোলার মধ্যেই গুরুভাইয়ের সাথে গুরুভাইয়ের মিলনের যথার্থ সার্থকতা। সুতরাং গুরুভাইয়ের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সঙ্গে গুরুভাইয়ের সম্পর্ক হচ্ছে দানের, স্বার্থের নয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা গুরুভাইদের সঙ্গ করে, তারা নিজেদেরও সর্ব্বনাশ করে, গুরুভাইয়েরও সর্ব্বনাশ করে। গুরুদেব দিয়েছেন আদর্শ, গুরুদেব দিয়েছেন অভ্রান্ত পন্থা, সেই আদর্শের নির্ভুল অনুসরণে এবং সেই পথে সহস্র সহস্র অজ্ঞান নরনারীকে চল্‌বার সুযোগ ক'রে দিয়ে তাদের মৃতকল্প জীবন-যাত্রায় নবজীবন-রসের আস্বাদন এনে দেওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করতে হবে, এইটিই এক গুরুভাইয়ের সম্পর্কে অপর গুরুভাইয়ের দায়িত্ব।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—এক গুরুভাই যদি বিপন্ন হয়, অভাবগ্রস্ত হয়, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়, উচ্ছৃঙ্খল হয়, মাতাল হয়, লম্পট হয়, তবে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার সঙ্গত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর যে-কোনও মানুষ বিপন্ন হ'লে যা তুমি কর্বে, গুরুভাইয়ের জন্যও তা' কর্বে। কর্ত্তব্য সামনে এলে ভয়ে পালিয়ে যাবে না। তবে, অন্য লোককে সহায়তা ক'রে তার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করবে না, এমন কি একটু প্রশংসা বা যশও না। কিন্তু গুরুভাইয়ের কাছে একটী প্রত্যাশা রেখো। সেটি হচ্ছে এই যে, সে নিজে অভাবমুক্ত হ'লে যেন অন্য দশ জনের অভাব দূর করার ব্যাপারে কার্য্যকর সহায়তা করে। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সমান, গুরুভাই ব'লে কেউ একটু বেশী প্রাধান্য পাবে, এটা তোমার আদর্শ নয়। কিন্তু উপকার ক'রে

অন্যের নিকটে কিছু প্রত্যাশার অধিকার তোমার নাই কিন্তু গুরুভাইয়ের নিকটে আছে। কারণ, তোমার নিকটে আর তোমার গুরুভাইয়ের নিকটে দীক্ষাযোগে একই আদর্শ পরিবেশিত হয়েছে। গুরুভাই পাপ কর্ম্মে আর তাতে তুমি দিব্যি তৃপ্তিসহকারে সহযোগ দেবে, গুরুভাই সম্পর্ক এই জাতীয় নয়। গুরুভাইকে পাপের পঙ্কিল থেকে টেনে তোমাকে তুলতে হবে, তাকে কদভ্যাস, কুসঙ্গ, কুক্রিয়া, কুখাদ্যাদির অভ্যাসের ও কদর্য্য অভিলাষ থেকে মুক্ত ক'রে আনার জন্য তোমাকে সাধ্যমত সর্ব্বপ্রকার সদুপায় অবলম্বন করতে হবে। এতে আলস্য থাকলে আর গুরুভাই ব'লে পরিচয় দিতে পার না। গুরুভাইয়ের কাছ থেকে জাগতিক স্বার্থ আদায়ের পথ তোমাকে ছাড়তে হবে। একজন গুরুভাই ধনী ব'লেই তোমাকে টাকা ধার দিতে বাধ্য নন, একজন গুরুভাইয়ের বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে দুই কাঠা জমি ফালতু আছে ব'লেই তিনি তোমাকে ঐ জমি দান করতে বাধ্য নন, একটী গুরুভগিনীর গায়ে অলঙ্কার আছে ব'লেই তোমার দোকানের দেনা শোধ করার জন্য তিনি তাঁর অলঙ্কার বাঁধা দিতে বাধ্য নন, একজন গুরুভাই কোনো অফিসে বড় চাকুরী করেন ব'লেই তোমার অযোগ্য ছেলেটীকে একটা চাকুরী দিয়ে দিতে বাধ্য নন। মোটকথা, স্বার্থ আদায়ের জন্য কেউ কখনো কোনো গুরুভাইয়ের কাছে যেও না। পরার্থে আত্মদানের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যাপারে যাঁদের সঙ্গে পাবে, তাঁরাই প্রকৃত গুরুভাই এবং তুমিও তাঁদের প্রকৃত গুরুভাই। গুরুভাইবোনের সম্পর্ককে কদাচ সংসারী স্বার্থের নীচতায় ডুবিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে কেউ হত্যা করো না।

ভগবানকে কি দেখা যায়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বাহির হইলেন। বাজে লোক সঙ্গে আসিতে দিলেন না। মাত্র জন তিনেক যুবক সঙ্গ লইল।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবানকে কি দেখা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয় যায়। এই আমি তোমাকে যেমন দেখছি, ঠিক্ তেমনি পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট দেখা যায়।

ভগবান্ দেখিতে কিরূপ

প্রশ্ন।—ভগবান্ দেখতে কিরূপ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ভগবানের ত' নির্দ্দিষ্ট কোনোও রূপ নেই। তিনি অনন্ত রূপ, তিনি অপরূপ। তাই, এক এক জন তাঁকে এক এক রকম দেখে। তিনি বিশ্বরূপ, অর্থাৎ বিশ্ব হয়েছে অনুরূপ যাঁর। মূল রূপটী হচ্ছে তাঁর, আর বিশ্বের কোটি কোটি সৃষ্টি বৈচিত্র্য সব হচ্ছে তাঁর 'অনু'—রূপ,

পশ্চাতের রূপ, রূপের বিভামাত্র, রূপের আভাস মাত্র, রূপের কণা মাত্র, রূপের কল্পনা মাত্র, রূপের ছায়া মাত্র, রূপের অংশাণুর অংশ মাত্র। বিশ্বকে দেখে, বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মাঝে তাঁর রূপের আভা মাত্র দেখে ভাবুক, প্রেমিক, কবি প্রথমে তাঁর রূপ সম্পর্কে একটা অনুমান ক'রে নিয়েছেন এবং সেই অনুমানকেই নিরপেক্ষ প্রমাণের আসনে বসিয়ে অবিরাম সাধন ক'রে ক'রে তাঁর অত্যাশ্চর্য্য আসল রূপটি দর্শন করেছেন। সেই দর্শনটী এতই আশ্চর্য্য,—আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং—যে, পরমাত্ম-ধ্যান থেকে ব্যুত্থান লাভ ক'রে সংজ্ঞায়-নিম্নভূমিতে নেমে এসে কেউ তার সঠিক বর্ণনা কত্তে পারেন না। মানুষের ভাষা এতই অসম্পূর্ণ যে, বর্ণনায় যাঁর ক্ষমতা আছে, তিনিও ভাষার অভাবে চুপ মেরে যান্। এই জন্যই এক এক জনের অনুভূতি এক এক ভাবে জগতে প্রচারিত হয়। তারই জন্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লড়াই লাগে যে, আমরাই একমাত্র সত্যের ধ্বজাধারী, অপরেরা লোক-প্রতারক ও আত্ম-প্রবঞ্চক, ইত্যাদি।

কবি কাহাকে বলে

প্রশ্ন।—আপনি ত' এইমাত্র বললেন যে, ভাবুক, প্রেমিক ও কবিরা সাধন ক'রে ভগবানকে দর্শন করেন। ভাবুক এবং প্রেমিকেরা তা' কত্তে পারেন, কিন্তু কবিদের পক্ষে কি একথা সত্য?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ওহো, তুমি বুঝতে পার নি। আমি ধ্যানের ভাষায় কথা বলছিলাম, সাহিত্যের ভাষায় নয়। প্রাচীন ভারতের ভাষায় কবি বলতে বুঝাত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে, যিনি তত্ত্বকে জেনে আবার জগতের কাছে তা' পরিবেশন করেছেন। ছন্দ-মিলিয়ে কবিতা লিখতে পারলেই কেউ কবি হবে না, সুখ-দুঃখ, সুন্দর-অসুন্দর, শুভ-অশুভ, ত্রিগুণাধীন ও ত্রিগুণাতীত, ত্রিকালাধীন ও ত্রিকালাতীত সব-কিছুর ভিতরে যিনি একমাত্র পরম-সুন্দরকে উদ্‌ঘাটিত করেন, দর্শন করেন, সকলকে ডেকে এনে দর্শন করাতে চেষ্টা করেন, তিনিই কবি। এই দৃষ্টিতে তোমার সাহিত্য-জগতের অনেক মহারথি-পদবাচ্য কাব্য-রচয়িতারাই কবি নন।

ভগবানকে কিরূপে দেখা যায়

প্রশ্ন।—ভগবানকে কিরূপে দেখা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দেখার পথ অনন্ত। হাজার হাজার পথ আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তার যে কোনো পথে চল্‌লে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাবে। তবে যে পথটী একবার ধরবে, সেই পথটীতেই আমৃত্যু একাগ্র নিষ্ঠায় লেগে থাকা চাই। যা' একবার ধরেছ, তা' আর জীবনে ছাড়বে না, এই জেদ নিয়ে পথ চলা চাই। তবে দর্শক ব্যাপারটা কি রকম জানো? গীতার সেই কথাটাই পুনরায়

বলতে হচ্ছে,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং"। ভগবানকে দেখে দর্শন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হ'য়ে যায়,—এই হ'ল প্রথম ব্যাখ্যা। তাঁকে দেখে এক অতি বিস্ময়-জনক বস্তু দর্শন হ'ল ব'লে দর্শক অনুভব করেন,—এই হ'ল দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। তাঁকে দেখতে পাওয়া একটা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এই হ'ল তৃতীয় ব্যাখ্যা। তাঁকে দর্শন করার কৌশলটা অতীব আশ্চর্য্য,—এই হ'ল চতুর্থ ব্যাখ্যা। দেখবার কালে কেমন ক'রে যে দেখা হ'য়ে গেল, এই ব্যাপারটা এতই আশ্চর্য্য যে, কেউ আর সেই বিষয়ে কোনও বিবরণই প্রদান করেন নি। প্রদান যে করেন নি, সে কি ইচ্ছা ক'রে? তা নয়। সেই বিবরণ প্রদানের কারো ক্ষমতাই হয় নি। হ'লে কি আর বলা চলে,—"আশ্চর্য্যবৎ"?

তোমায় আমি কেমন ক'রে
দেখেছি হরি
মুখের ভাষায় কেমন ক'রে
প্রকাশ করি?
কেড়ে নিয়ে সকল ভাষা
হৃদয় শতদলে আসা,
লুকোচুরির নাই তুলনা,
আ-মরি-মরি।
কেমন ক'রে এলে, আর
কখন এলে,

চিত্ত-জোড়া জমাট-বাঁধা
আঁধার ঠেলে,
দেখেছিনু সবই সঠিক,
কিন্তু এখন নাই কিছু ঠিক,
দেখেও দেখা হ'ল না, সব
গেছি পাসরি'।

ভগবদ্দর্শন কি সম্ভব

প্রশ্ন।—মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। তার পক্ষে কি ভগবদ্দর্শন সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন সম্ভব হবে না? ঐ দেখ অনন্ত আকাশ দিগ্-বিদিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। বিশাল বিশাল মেঘখণ্ড কত বৈচিত্র্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই সন্ধ্যা-সমাগমে কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোক গুচ্ছে পরিদৃশ্যমান হবে। কোনো নক্ষত্রের হয়ত দশ, বিশ, পঁচিশ, লক্ষ বা কোটি মাইল পরিমিত ব্যাস। এত বিরাট এত বিশাল কোটি কোটি নক্ষত্র ঐ আকাশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছে, তবু আকাশে স্থানের অভাব হচ্ছে না। কিন্তু তোমার পকেট আয়না খানা বে'র কর, আকাশের দিকে তাকে ফিরাও, দেখবে, তোমার দর্পণ যদি হয় অমলিন, তবে তাতে বিশাল নভোমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। ভগবানই তোমার ক্ষুদ্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁরই শক্তির প্রতিচ্ছায়ায় তোমাকে শক্তি দিয়েছেন। সাধন ক'রে তোমার ক্ষুদ্রতর শক্তি যাতে বৃহত্তর হ'তে পারে এবং পরিশেষে তাঁর অসীম অনন্ত অফুরন্ত শক্তির সাথে একত্ব লাভ করতে পারে, এই ব্যবস্থা তিনিই ক'রে রেখেছেন। সুতরাং কেন তোমার পক্ষে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হবে না?

ভগবদ্দর্শন-কালীন অনুভূতি

প্রশ্ন।—ভগবদ্দর্শনের সময়ে সাধকের অনুভূতিটী কি? তাঁর সঙ্গে নিজের একত্বরোধ, না পৃথকত্ববোধ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই অনুভূতিটী অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু বচনের ভাষায় যখন এই অনুভূতিটীকে অনুবাদ করতে হয়, তখন কেউ বলেন একত্ব-বোধ, কেউ বলেন পৃথকত্ব-বোধ। কিন্তু আসল কথাটি হচ্ছে, আপনত্ব-বোধ। এমন নিবিড় আপন, যেই আপন-বোধের তুলনা নেই। এমন গভীর আপন, যেই আপন-বোধের সীমানা নেই। বচনের ভাষাতে এনে অনুবাদের ভঙ্গীর পার্থক্যানুসারে সেই চূড়ান্ত আপনত্ব-বোধকে কেউ বলেন,—"দাসোঽহং", কেউ বলেন,—"তুমি প্রিয়তম", কেউ বলেন,—"তোমাতে আমাতে ভেদ কৈ?" কিন্তু প্রকৃত অনুভূতিটী হচ্ছে এতজ্জাতীয় নানা-তারতম্য-যুক্ত সকল প্রকারের আপনত্ববোধের এক অত্যাশ্চর্য্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সংমিশ্রণ। অর্থাৎ সেই অনুভূতির ভিতরে কোনও ভাবের, কোনও রসের, কোনও মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র অভাব নেই, সর্ব্বভাবময়ী সর্ব্বরসময়ী সর্ব্বমাধুর্য্যময়ী সেই অনুভূতি।

ভগবদ্দর্শন

প্রশ্ন।—আপনি কি ভগবদ্দর্শন করেছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ প্রশ্ন আমাকে আরও অনেকে করেছে। কিন্তু বাবা, করেছি বল্লেও ভুল হয়, করিনি বল্লেও ভুল হয়। "আপনি কি রসগোল্লা খেয়েছেন",—এই প্রশ্ন যদি কর, তবে জবাবে বলতে পারি,—"হাঁ"। কেন না, রসগোল্লাটা মুখে দিয়ে চর্ব্বণ ক'রে উদরস্থ করার পরে ঐ সম্পর্কে স্মৃতি ছাড়া আর কোনও অনুভূতির বালাই নেই। কিন্তু ভগবদ্দর্শনের শেষ নেই। এ দর্শন অনন্ত, অফুরন্ত, নিত্যকালস্থায়ী। আর এক কারণেও বলতে পারি না যে দেখেছি। কেন না, দেখলে ত' বাবা মুখের ভাষা থেমে যেত।

তোরে যে চিনেছে মাগো
সে কি মুখে কথা কয়?
নীরবে চরণ-তলে
দেহ-মন করে লয়।
ভোলে জগতের ভাষা,

তোলে নাম-যশ-আশা,
তোর স্নেহ ভালবাসা
রহে তার প্রাণময়।
শতমুখ কলরব
তার থেমে যায় সব,
করে না জ্ঞান-গরব,
চাহে না মান-বিভব,
জীবন আহুতি দিয়া
গোপনে সজাগ রয়।
জানে না সে তোরে ছাড়া
কাঁদে হাসে তোরি তরে,
প্রেমের প্রতিমা তোর
শত বার বুকে ধরে,
তোর লাগি' মরে বাঁচে
ভুলি' শোক-দুখ-ভয়।

কথা যখন বলছি, তখন তাঁকে দেখেছি, একথা বলব বাছা কেমন ক'রে? কিন্তু ঐ দেখ, একখানা সাইকেল চ'ড়ে একটী লোক যাচ্ছে না? ঐ সাইকেলে, ঐ সাইকেলের গতিতে, ঐ আরোহীতে, ঐ আরোহীর গমন-চেষ্টায়, ঐ সাইকেলের জড়-পরমাণুসমূহের ভিতরে, ঐ আরোহীর চৈতন্যময়ী শক্তি ও তার খেলায় আমি ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং কেমনে বলি যে, তাঁকে আমি দেখিনি?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভগবানের সহিত জীবের সম্পর্ক কি

প্রশ্ন।—আচ্ছা, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্পর্ক হচ্ছে আপনত্বের। তিনি তোমার আপন, তুমি তাঁর আপন। এই আপনত্ব এক এক সাধকের ভিতর দিয়ে এক এক ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। এই জন্যই শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর রস ব'লে আপনত্বের পাঁচটা পৃথক্ পৃথক্ স্তর বিভাগ ক'রে এ আপনত্বকে বুঝবার চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু এসব ভাবের কোনোটাই নিজের ভিতরে নিজে সীমাবদ্ধ নয়। একটা ভাবের ভিতরেই সকল ভাব আছে এবং ভাবের চরম আস্বাদনের সময়ে সে বিষয়টা প্রত্যক্ষ হয়।

ভগবানে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ

ভক্ত প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা, ভগবান যদি আমাদের এতই আপনার হবেন, তবে আর তাঁর উপাসনার প্রয়োজন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপাসনার প্রয়োজন নিহিত রয়েছে তোমার স্বভাবে। তিনি তোমার আপন ব'লেই তুমি তাঁকে ভজনা না ক'রে পার না। তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারটাই তোমার

ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতীক্ষা না ক'রে তোমাকে ভগবদুপাসনায় রত করবে। শিক্ষা, সংস্কার, প্রতিবেশ-প্রভাব তোমার যাই হোক্ না কেন, তোমার স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসা এক সময়ে না এক সময়ে তোমাকে ঈশ্বর-ভজনে বাধ্য করবে।

ভগবদুপাসনা সংস্কারের নাগপাশচ্ছেদক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, এই স্বতঃসিদ্ধ ভালবাসাকে যে ব্যক্তি অন্তরের সংস্কার সমূহের আবিলতার দরুণ অনুভব করতে না পারে, তার পক্ষে সেই ভালবাসাকে সংস্কারের আবর্জ্জনা-স্তূপের নীচ থেকে টেনে এনে প্রত্যক্ষ করার জন্যও ভগবদুপাসনার প্রয়োজন আছে। ভগবদুপাসনা সকল প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সংস্কারের নাগপাশ ছেদন ক'রে চিত্ত, মন ও হৃদয়কে সার্ব্বলীন স্বাধীনতা প্রদান করে।

প্রার্থনা ও নামজপ

প্রশ্ন।—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ভাল, না নাম-জপ করা ভাল?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রার্থনা-কালে তুমি হচ্ছ কর্ত্তা এবং প্রার্থনা-পূরক শ্রীভগবান হচ্ছেন তোমার ইচ্ছার পূরণকারী দাস। কিছুকাল প্রার্থনা করলে একথা ক্রমশঃ তোমার বোধগম্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হবে। যেখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কটি এই, সেখানে প্রকৃত সম্পর্কের যে অবমাননা হ'ল, একথা সহজবোধ্য। কিন্তু নিম্ন স্তরের সাধক বিপদে প'ড়ে ভগবানের কাছে বিপৎ-ত্রাণ চাইবে না ত' কার কাছে চাইবে? ঠেকায় পড়লে সেই ব্যক্তি গ্রাম্য চৌকিদার বা জমিদারের গোমস্তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই ব্যক্তি ঠেকায় পড়লে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সাহায্য কেন চাইবে না? চাইলে কোনো দোষ নেই, তবে প্রার্থনার এই স্তরটী খুবই নিম্ন। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ প্রার্থনা ছেড়ে জগতের কুশল এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রার্থনা হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ স্তর। "আমার চরিত্র নির্ম্মল কর, আমার আত্ম-সুখ-কামনা কমাও, আমার মনকে পরমার্থমুখ কর, আমাকে তোমার সেবক কর, তোমার সাধনায় আমাকে রুচি দাও",—এসব প্রার্থনা সাত্ত্বিক। এসব প্রার্থনা-কালে নিজেকে আদেশ-দাতা প্রভু এবং ভগবানকে আদেশ-পালক ভৃত্য ব'লে মনে হয় না। মনে হয়,—"তিনি সর্ব্বশক্তিমান, বাঞ্ছাকল্পতরু, পরমপ্রভু, আমি কৃপা-ভিখারী হ'য়ে তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি এক-কণা ভক্তি-ধনের লোভে; তিনি দয়াল, তিনি নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূরণ ক'রে আমার জন্মজন্মান্তরের কাতরতা বিদূরণ কর্ব্বেন।" কিন্তু নাম-জপের মধ্যে সাত্ত্বিক বা অসাত্ত্বিক কোনও প্রকার প্রার্থনারই সংস্রব-মাত্র নেই। নাম-জপ হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে

বারংবার তাঁকে স্মরণ। তাঁকে স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে যদি বিপৎ-ত্রাণ ঘটে, ভাল কথা, যদি ভক্তি-প্রেম বর্দ্ধিত হয়, ভাল কথা। জাপকের আদর্শ মনোভাবটী হচ্ছে এই। অবশ্য, নামের বলে বিপৎ-ত্রাণ ত' অবশ্যম্ভাবী, নীচতা, হীনতা, কদর্য্যাভিলাষ, স্বার্থপরতা, বহির্ম্মুখতা, দুর্ব্বলতা, পাপাসক্তি, অন্যায্য রুচি প্রভৃতি দূর হ'য়ে গিয়ে আপনা আপনি প্রেম-ভক্তির উদয়ও নামজপের ফলে অনিবার্য্য। সুতরাং যদি পরিপূর্ণ নির্ভরের ভাব নিয়ে অবিরাম নাম জপ ক'রে যেতে পার, তবে সেইটী নিশ্চিতই প্রার্থনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

জপকালীন নির্ভর

প্রশ্ন।—জপকালে যাতে নির্ভরের ভাবটা খুব বর্দ্ধিত হ'তে পারে তার সদুপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুক্ষণ মনে মনে আলোচনা কর্ব্বে যে, ভগবান্ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বজীবের সর্ব্বকুশল অনায়াসে সম্পাদন কর্ত্তে পারেন এবং ক'রে যাচ্ছেন। তোমার অন্তরের সব কথা তিনি জানেন এবং ভিতরের বা বাহিরের সব অভাব ও অসম্পূর্ণতা তিনি পূরণ ক'রে দিতে পারেন এবং দেনেন। যে ছেলে মায়ের কাছে ক্ষুধার কথা মুখ ফুটে বলে না, তার বাবারটী মা যেমন নিজের গরজেই ঠিক্ সময় মত এনে হাজির করেন, ভগবানও ঠিক তেমনি। "যোগক্ষেমং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বহাম্যহম্"। তবে, জাগতিক মাতার সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য এই যে, তিনি ভবিষ্যৎও জানেন এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ জুড়ে যাতে কুশল হবে, সেই ভাবে তোমাকে কুশল বিতরণ করেন। বিচার-প্রণালীকে এই ভাবে অবিরাম পরিচালিত ক'রে ক'রে নির্ভরের ভাবকে আয়ত্ত কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। তাঁতে নির্ভর ছেড়ে একশতবার নাম জপ কর্‌লে যা হয়, তাঁতে নির্ভর নিয়ে একটীবার নাম জপ কর্‌লে তার চেয়ে বেশী লাভ হয়।

প্রশ্ন।—এতেও যদি নির্ভর না আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাহ'লেও ঘাবড়াবার দরকার নেই। অবিরাম নাম ক'রে যাও। নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই অনির্ভর দূরে যাবে, নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই নির্ভরের উদয় হবে।

ভগবৎ-সাধন ও গুরু

প্রশ্ন।—ভগবৎ-সাধনে গুরুর প্রয়োজন আছে কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আচ্ছা বাবা, যে মানুষটী সর্ব্বপ্রথম এই জগতে এলেন, তাঁর কে ছিলেন গুরু? আবার, আমি যে ক-খ-গ-ঘ শিখেছি, এ' কি গুরুর সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়েছে? যিনি নিজের ভিতরেই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার পেয়েছেন, তাঁর গুরুর প্রয়োজন হয় না। যিনি তা' পান নি, তাঁর প্রয়োজন হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে জগতের সকল জীবকে নিয়ে ফেলতে পারা যায় না।

গুরু চেনা

প্রশ্ন।—যাঁদের গুরুর প্রয়োজন, তাঁরা গুরু চিন্‌বেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গুরু চেনা বড়ই কঠিন। গুরু যদি দয়া ক'রে চেনা দেন, তবেই চেনা যায়। অনেক অজ্ঞান ব্যক্তি দশ বিশ বছর গুরু-সঙ্গ ক'রেও গুরু চিন্‌তে পারে না, গুরুর অহেতুকী করুণার কণামাত্র উপলব্ধি না ক'রে অকারণে গুরুদ্রোহী হয়। ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির প্রখরতা না কম্‌তে কারো পক্ষে গুরু চেনা কঠিন। কঠিন কেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব। আত্মসমর্পণের বৃত্তি জাগ্‌লেই গুরু চেনা যায়।

সাকার উপাসনা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ

প্রশ্ন।—একজনের কাছে শুনেছিলাম যে, আপনি গুরুবাদে অবিশ্বাসী এবং গুরুবাদের বিরোধী। কিন্তু আপনার কথা শুনে ত' ঠিক্ তা' মনে হ'ল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের মাটিতে তিনটী জিনিষ বড় শক্ত শিকড় গেড়েছে। সাকার উপাসনা, গুরুবাদ আর জাতিভেদ। শুধু দেশের লোকের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়েই এগুলি এত দৃঢ়মূল হয়েছে, তা' মনে করা অনুচিত। এদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমর্থনেরও কতকগুলি দিক্ আছে, যা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে, সবদেশেই কতকগুলি ব্যাপার নিয়ে মানুষ বড় বাড়াবাড়ি করে। এদেশের লোকে প্রতীকোপাসনা, গুরুবাদ এবং জাতিভেদ নিয়ে তা' করেছেন। আমার প্রতিবাদ সেইখানে। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যে মতে বা পথে চ'লে শান্তি বোধ করেন, তার প্রতি আমার বিদ্বেষ বা তার সম্পর্কে আমার বিরোধ নেই। কিন্তু যুগের গতি বুঝে সকল মত বা পথেরই ভিতরে আতিশয্যের প্রশমন অত্যাবশ্যক হয়। *

সর্ব্বাবস্থায় যোগ-সাধন

প্রশ্ন।—শুয়ে ব'সে সব অবস্থায় কি যোগ-সাধন চলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চলে, কিন্তু সকল যোগ চলে না। শুয়ে শুয়ে ত' শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ চলে, কিন্তু ধ্যান চলে না। ধ্যান করতে হ'লেই মেরুদণ্ড সরল এবং অনিষ্পেষিত অবস্থায় থাকা চাই। এজন্যই ধ্যানকালে অভ্যাসের জন্য

* ইহার পরে সাকারোপাসনা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ নিয়া বহু উপদেশ হইল। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ কিছু না পাওয়া যাওয়াতে পাণ্ডুলিপির বিবরণে পরিবর্জ্জিত হইল। পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতক ঢাকা মিটফোর্ড স্কুলের জনৈক কম্পাউণ্ডারী ক্লাসের ছাত্র।

শঙ্খাসন, গোমুখাসন, উত্থান গোমুখাসন প্রভৃতি বহু আসন ব্যবস্থাপিত হয়েছে।

যোগ ও যোগাঙ্গ

প্রশ্ন।—আসন-মুদ্রা প্রভৃতিকেও কি যোগ বলা চলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না, এগুলি যোগাঙ্গ। যোগকে যা পরিপোষণ করে তার নাম হচ্ছে যোগাঙ্গ। যে ব্যক্তি যোগ-সাধনের জন্য আহার করে, তার আহার কার্য্যটিও যোগাঙ্গ। যে ব্যক্তি যোগ-সাধনের জন্য শরীরকে সুপুষ্ট রাখবার উদ্দেশ্যে পরিমিত নিদ্রা গ্রহণ করে, তার নিদ্রারূপ কার্য্যটিও যোগাঙ্গ। কিন্তু যে কার্য্যে জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্বন্ধকে অনুভব করার সাহায্য হয়, সেই কার্য্য করাকেই বলে যোগ-সাধনা। যোগযুক্ত হ'য়ে তুমি তাঁর দাস হ'য়ে থাকবে কিম্বা তাঁর সখা হ'য়ে কৃতার্থ হবে কিম্বা তাঁকে পতি জেনে জন্ম-জীবন সার্থক কর্বে অথবা অবিচ্ছেদ মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ ঐক্য-সংস্থাপন ক'রে দ্বিত্বের বোধ ও আস্বাদন চিরতরে ঘুচিয়ে দেবে, উপায়ের এই নানা বিভিন্নতাতে কিছু আসে যায় না। যে কার্য্য সাধনের দ্বারা কোনও না কোনও প্রকারে পরমোপাস্যের সঙ্গে উপাসকের নিত্য সংযোগ স্থাপিত হয়, সে কার্য্য করার নামই হচ্ছে যোগ-সাধন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ঢাকা
১৭ই আশ্বিন ১৩৪১

সত্য, মিথ্যা ও লোকহিত

জনৈক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—সত্য কথা বল্লে যদি লোকের অহিত হয়, তবে তদ্রূপ সত্য কথা বলা উচিত কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক কথায় এর জবাব দেওয়া চলে না। সাধুজন-সম্মত সর্ব্বজন-স্বীকৃত আদর্শ হচ্ছে এই যে, সর্ব্বাবস্থাতেই সত্যই একমাত্র কথনীয় এবং অসত্য বর্জ্জনীয়। কিন্তু সত্যের প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে সর্ব্বভূতের উপকারে। যে সত্যে সর্ব্বভূতের অহিত হবে, তদ্রূপ সত্য কথনে সত্যবাদিতার অহঙ্কারকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কিন্তু সর্ব্বভূতের উপঘাতক পাপও সঞ্চিত হয়। এই সকল সত্য পুণ্যবৎ প্রতীয়মান হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে পুণ্য নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে পাপ। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এরূপ সত্য কথা বলা উচিত। সর্ব্বভূতের হিতকর সত্যবাক্যই বলা উচিত এবং এজন্য যথেষ্ট বিচার-শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক।

প্রশ্ন।—যেরূপ সত্য কথা বল্লে কতক লোকের হিত এবং কতক লোকের অহিত হয়, তৎসম্পর্কে কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দেখতে হবে যে, কত লোকের হিত

হচ্ছে আর কত লোকের অহিত হচ্ছে। আরো দেখ্তে হবে যে, কেমন লোকের হিত হচ্ছে আর কেমন লোকের অহিত হচ্ছে। দুচার জন লোকের যাতে হিত হচ্ছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের যাতে অহিত হচ্ছে, এমন সত্য ঠিক্ ঠিক্ সত্য নয়, এর ভিতরে হিংসা-রূপ অসত্য লুকিয়ে আছে। অনেকগুলি স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব পরানিষ্টকারী দুর্জ্জনের যাতে হিত হচ্ছে কিন্তু তদপেক্ষা কমসংখ্যক পরোপকারী পরমার্থসেবী উদারচেতা জীবহিতকারী সৎপুরুষের যাতে অহিত হচ্ছে, এমন সত্য সত্য হ'লেও সকল সময়ে অনুবর্ত্তনীয় নয়। তবে, অপক্ষপাত-দৃষ্টিতে সকল দিক্ তলিয়ে বোঝ্বার অভ্যাস না থাক্‌লে সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্বে খেই হারিয়ে ফেলার যথেষ্ট ভয় থাকে।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে নিঃস্বার্থপরতা

প্রশ্ন।—সত্য-মিথ্যার এইরূপ দ্বন্দ্বে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—প্রথম উপায় হচ্ছে, দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত বিচার থেকে নিজের স্বার্থকে এবং স্বার্থবোধকে দূরে সরিয়ে আনা। যেখানে সত্য বা মিথ্যা বলার ভিতরে আমার নিজের কোনও স্বার্থ নেই, সেখানে কোন্‌টী যে কর্ত্তব্য, তা বুঝতে আমার পক্ষে খুব বেশী দেরী হবে না। তবে, স্বার্থ বল্‌তে

শুধু টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ, লোক-মান বা যশঃ-প্রতিপত্তিই বুঝলে চলবে না, পরন্তু আমি যে নির্দ্দিষ্ট একটী মতবাদের সমর্থক, আমার যে নিজের কতকগুলি জিদ্ আছে, নিজের একটা গোঁ আছে, সেই সবের প্রতিও অনাসক্ত হ'তে হবে। নিজের জিদ্ নিজের গোঁ, নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রকৃতি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদাসীন হ'তে হবে। তবে বলা চলবে যে, আমি সত্য-মিথ্যার বিচারে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যবহার করেছি।

সত্য-মিথ্যার নির্ণয়ে ভগবৎ-শরণাগতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, এই পথ-নির্দ্দেশ হল তার জন্য, অহং-এর উপর যার আস্থা প্রচুর। কিন্তু নিজের উপরে আস্থা তোমার যতই অধিক হোক, ভগবৎ-করুণা ব্যতীত তুমি কখনো কোনও বিচারে সম্পূর্ণ নির্ভুল হ'তে পার না। এমন কি বিচারে নিরপেক্ষতা অর্জ্জনও বিশেষ ভাবে সাধন-সাপেক্ষ। সুতরাং সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে প'ড়ে তোমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য হবে, ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া। ভগবৎ-শরণাগতি অন্তরের ভিতরে সত্য-মিথ্যা দ্বন্দ্বের নির্দ্দোষ মীমাংসাকে জাগরিত ক'রে দেয়। সেজন্য তোমার আর পৃথক্ ক'রে বিচার-বিতর্ক-বিবেচনার প্রয়োজন হবে না। শরণাগত চিত্ত অতি সহজেই প্রশান্ত হয়। সেই প্রশান্ত চিত্তে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভগবানের সত্য অভিপ্রায় আপনি ফুটে ওঠে। এই কথাটি অভ্রান্ত ব'লে জান্বে, যা ভগবদভিপ্রায়, তাই সত্য, অপর সকলই অসত্য।

সত্য-গোপন কি পাপ

প্রশ্ন।—সত্য-গোপন কি পাপ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অপরকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যে যে সত্য-গোপন, তা পাপ। পিতা বা বন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তুমি সব জেনেও পিতা বা বন্ধুকে কিছু জান্তে দিলে না,—এটা পাপ। শুধু পাপ কেন বলি, ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য যদি কোনও কারণে সিদ্ধও না হয়, তবু তুমি ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দিষ্ট অন্যায় কাজের সহায়তাকারী ব'লে কঠোর শাসনের যোগ্য। আবার, একটা পরিবারের মধ্যে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা প্রকাশ পেলে সেই পরিবারের নিদারুণ ক্ষতি হবে, অথবা কোনও ব্যক্তি কোনও গুরুতর গর্হিত কাজ করেছে যা প্রকাশ কর্‌লে অপরে তার অনুকরণ ক'রে সমাজের অনিষ্ট কর্‌বে,—এমন স্থলে সত্য-গোপন করাই পুণ্য। মানুষ যদি নিজের পাপ-কার্য্য সমূহ দুনিয়ার লোকের কাছে ব'লে ব'লে বেড়ায়, তাহ'লে উক্ত পাপগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের ভীতি এবং বিরক্তি দূর হ'য়ে গিয়ে পরোক্ষে রুচি এবং প্রবণতা সৃষ্টি হ'তে পারে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এতে জগৎ ও সমাজ ধ্বসে পাবে। এ স্থলে সত্যকে গোপন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি তোমার অপরাধ সমূহ নির্দ্দিষ্ট ভাবে এমন কোনও লোকের কাছে বললে, যাঁর কাছে বলার দরুণ তোমার পাপের প্রবণতা নাশ পাবে, এস্থলে সত্য-গোপন করা অন্যায় হ'ত। নিজের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ এবং জগতের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে যে সত্য হয়ত একজনের নিকটে প্রকাশ ক'রে ধরা তোমার কর্ত্তব্য, সেই সত্যই অপর একজনের কাছে প্রকাশ করা হবে তোমার নিদারুণ অকর্ত্তব্য। ফটো তোলবার সময়ে কাপড় প'রেই লোকে তা তোলে, উলঙ্গ হ'য়ে তোলে কি? তা' তোলে না। কিন্তু এতে এই অভিযোগ করা চলতে পারে যে,—"একটা মানুষের পক্ষে তার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ যেমন সত্য, তার গুহ্যেন্দ্রিয়ও তদ্রূপ সত্য। সুতরাং গুহ্যেন্দ্রিয়কে কেন ফটো থেকে বাদ দেওয়া হবে?" এরূপ অভিযোগ কেউ ক'রে বস্‌লে তা' খুবই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হবে না। কিন্তু ফটো লোকে তোলে সর্ব্বসাধারণের দেখার জন্য, অথচ মানুষের গুহ্যেন্দ্রিয় সর্ব্বসাধারণের দেখার জন্য নয়। তাই ফটো তোলার সময়ে কাপড় প'রে গুহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ গোপন করাতে পাপ হয় না। মায়ের স্তন মায়ের শরীরের পক্ষে এক অপরিহার্য্য সত্য, কিন্তু এ স্তন তার শিশুর দুগ্ধপানের জন্য, সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য নয়। এই

কারণেই মা যদি লোক-সমক্ষে আসার কালে বস্ত্রাবরণে স্তন ঢেকে আসেন, তবে এতে সত্য-গোপন-করা-জনিত অপরাধ হবে না। দেবদর্শনের জন্য মন্দির-দুয়ার খোলা থাকে, কিন্তু কদর্য্য দৃশ্যে যেন লোকের চিত্তে বিতৃষ্ণা না জাগ্রত হয়, এই উদ্দেশ্যে পাইখানার সামনার নাক্কার-জনক দৃশ্যকে আড়াল সৃষ্টি ক'রে ঢেকে রাখা হয়, এতে সত্য গোপন করার অপরাধ হয় না।

ঢাকা

১৬ই আশ্বিন, ১৩৪১

ভালবাসা জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ভগবানকে যে জীব কেন ভালবাসে, তার কারণ বলা কঠিন। বরং প্রথমে বলতে হয় যে, ভগবান নিজে জীবকে ভালবাসেন, তাই জীব তাঁকে ভালবাসে। আরো বলতে হয়, ভগবান্ জীবকে ভালবাসার স্বভাব-ধর্ম্ম দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, তাই জীব ভগবানকে ভালবাসে।

মাগো, প্রাণ তোরে ভালবাসে।
(তাই) শিশুর সরল সোহাগ লইয়া
সদা খল খল হাসে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চারু চরণের কিরণ-মালায়
নিতি নব-লীলা দেখিবারে পায়,
কত হাসি-খেলা রাতুল শোভায়
জোছনা-পুলকে ভাসে।
অপলক চ'খে থাকি মা চাহিয়া,
উছল হরষে নাচে মোর হিয়া,
কত যে ছন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
চরণের চারি পাশে।

ভালবাসার সসীম ও অসীম রূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ভালবাসা যখন সসীম সান্তকে নিয়ে আটক পড়ে, তখন লালসা ও বাসনার শ্যাওলা সৃষ্টি করে। কিন্তু ভালবাসা যখন সসীমের ভিতরেও অসীমকে অনুভব করে, সান্তের মাঝ দিয়েও অনন্তের স্পর্শসুখ পায়, নাম-রূপ-গুণাদির পরিবেষ্টনে থেকেও নামাতীত, রূপাতীত, গুণাতীত পরম সত্তার সঙ্গ করে, তখন এটী জীবের সর্ব্ববন্ধনের মোক্ষদাতা, সর্ব্বসঙ্কোচের লয়-বিধাতা, সর্ব্ব সংশয়ের ভয়ত্রাতা হয়। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ছোটতে এসে আটকা পড়লেই বিপদ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে বৃহত্তমে যাও, তোমার স্বভাব-সম্পন্ন ভালবাসাকে সার্থক কর।

ভগবানকে ভালবাসা বনাম ভগবানের সৃষ্টিকে ভালবাসা

প্রশ্ন। মানুষ, পশু, পক্ষী, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতিকে ভাল না বেসেও কি ভগবানকে ভালবাসা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যায়, কিন্তু সেই অবস্থাটা হচ্ছে এই যে, ভগবানের সৃষ্টি ভগবানকে বাদ দিয়ে নয়, অতএব ভগবানকে ভালবাসাই তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসার রূপ পায়। কিন্তু ভগবানকে ভুলে গিয়ে তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে আকর্ষণ, তাকে প্রেম বলা চলে না, সেটা নিতান্তই প্রাকৃত ব্যাপার। ভগবানে যখন ভালবাসা আসে, তখন সেই ভালবাসা এত বৃহৎ ও এত মহৎ হয় যে, সেই ভালবাসার আওতার নীচে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থাবর, জঙ্গম, জড় ও চেতনাময় বস্তু এসে যায়। নিখিল-ভুবনকে ভুলে গিয়েই ভগবানকে ভালবাসতে শিখতে হয়। কিন্তু সেই ভালবাসার অপরিমেয় ব্যাপকতাহেতু সব-কিছুই ঐ ভালবাসার আশ্রয়তলে এসে দাঁড়ায়। ভগবানকে ভালবাসা আর তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসার ভিতরে একটা বিরাট পার্থক্য এই যে, ভগবানকে ভালবাসার কালে তুমি, তোমার অহং, তোমার সর্ব্ববোধশক্তি, তোমার সকল আস্বাদন-পিপাসা, তোমার ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনেচ্ছা সবই একমাত্র ভগবানের অধীন ক'রে রাখ; কিন্তু সর্ব্বজীব, বিশ্বজগৎ, কোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই মহৎ ও ব্যাপক ভালবাসার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্পর্শ পেয়ে তোমার ইষ্টসুখসম্পাদনেচ্ছার একান্ত অধীন হ'য়ে পড়ে। জীবকে ভালবাসা আর ভগবানকে ভালবাসা এই একটা বিরাট পার্থক্যের দ্বারা চিহ্নিত হ'য়ে আছে। ভগবানকে ভালবাসার ভিতর দিয়ে যে ভালবাসা জীব বা বস্তুর উপরে এসে পড়ে নি, সেটা ত' ভালবাসাই নয়, সেটা নিতান্তই মোহ, লালসা, আসক্তি বা ভোগলিপ্সার রূপান্তর কিম্বা নামান্তর। কিন্তু ভগবানের প্রতি অগাধ ভালবাসার ব্যাপক বপু যখন এসে জীবের উপরে বা বস্তুর উপরে পড়ে, তখন সেই বস্তু ভালবাসার মধুতে রঞ্জিত হ'য়ে যায় এবং তোমার ইষ্টপ্রীতি বর্দ্ধনেরই মাত্র উপকরণ-রূপে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে। তার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র সত্তা অসম্ভব হয়।

ঢাকা

১৮ই আশ্বিন, ১৩৪১

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবকে প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর দিতেছেন। শরতের নির্ম্মল আকাশ আজ সমস্ত দিন ধরিয়া মেঘাচ্ছন্ন।

বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস

প্রশ্নকর্ত্তা।—শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবস্থায় সন্ন্যাস নিলেন, তা'

কি সমর্থনযোগ্য? বৃদ্ধা মাতা, অসহায়া পত্নী প্রভৃতিকে ত্যাগ ক'রে কি সন্ন্যাসী হওয়া সঙ্গত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।— সঙ্গত নয়, কারণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগের দ্বারা অকৃতজ্ঞতা এবং অসহায়া পত্নীকে ত্যাগের দ্বারা অধর্ম্ম হয়। এজন্যই মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী মাতৃ-বিয়োগ-পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রেছিলেন এবং স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী পত্নী-বিয়োগের পরে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হ'য়েও পিতামাতার সেবা করা যায়, এতে দোষ হয় না। জননী স্মরণ কর্ত্তে শঙ্করাচার্য্য তাঁকে সর্ব্বদাই দর্শন দিতেন এবং অন্তিমকালে তিনি নিজ হাতে এসে মুখাগ্নি ক'রে গেছেন। জীবন যার পরার্থে বিকিয়ে গেছে, জীব-কল্যাণ যার একমাত্র লক্ষ্য, তার পক্ষে বৃদ্ধ জনকজননীর সেবাতে পরাঙ্মুখ হওয়া এক অতি বিসদৃশ ব্যাপার। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি যার স্নেহ নেই, সে অপরকে কেমন ক'রে স্নেহ কর্ব্বে? আত্মরক্ষণে অক্ষম মা-বাপের উপর যার সেবাবুদ্ধি নেই, কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই, জগতের সেবা সে কি ক'রে কর্ব্বে? তবে, যার প্রাণ অনন্তের সেবা কর্ত্তে চায় এবং ঐরূপ সামর্থ্য নিয়েই যে এসেছে, সে পিতামাতা প্রভৃতি দুই চারিটি স্বজনের সেবা ক'রে তৃপ্ত থাক্তে পারে না। এমন ব্যক্তি অনন্তের সেবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পিতামাতারও সেবা কর্ব্বেন। অনন্তের সেবায় যে আত্ম-নিয়োগ করে, মানব-সমাজের কল্যাণে যে আপনাকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিলিয়ে দেয়, শ্রীভগবান্ তার সহায় হন। তাকে কর্ত্তব্যের দায় থেকে মুক্ত কর্বার জন্য তিনি অহরহ-ব্যগ্র-সতর্ক থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী ভার্য্যা পরিত্যাগ ক'রে জীবকল্যাণার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর মাতাপত্নীর সেবার ভার তৎক্ষণাৎ মানব-সমাজ গ্রহণ করেছে। আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াজীর সেবা শত উপচারে ক'রে থাকে। অসংযমী স্বার্থপর সন্তান সংসারী হয়েও, সর্ব্বদা পিতামাতার নিকটে থেকেও তাঁদের কাছ থেকে শুধু নিজের সুখ-সুবিধা-টুকুই আদায় ক'রে নেয়, তাঁদের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনও প্রকার সেবাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তে পারে না,—যদিও সাধারণ লোকে তার স্বার্থান্বেষণকেও পিতৃ-মাতৃ সেবা ব'লে সচরাচর ভ্রম করে। আর, সংযমী ত্যাগী সন্তান সংসার ছেড়েও পিতামাতার সঙ্গ ত্যাগ ক'রেও পরোক্ষভাবে তাঁদের সেবা কর্ত্তে পারেন, নিজ পবিত্র হৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে, নিষ্কলঙ্ক অন্তরের শুভকামনা দিয়ে, স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেম দিয়ে লোকদৃষ্টির অজ্ঞাতসারে তাঁদের গোপন চিত্ততাপ প্রশমিত কর্ত্তে পারেন, তাঁদের মোক্ষপথের সাহায্য কর্ত্তে পারেন। সর্ব্বস্বত্যাগী মুক্তপুরুষ সন্তানের গর্ব্ব মোহবদ্ধ মাতাপিতাকেও মুক্তির পথে টেনে নিয়ে যায়। মাতাপিতার মুখে দুটি অন্নদানই সেবার চরমোৎকর্ষ নয়। অন্নদানও সেবা কিন্তু সন্তানের মনুষ্যত্ব লাভই পিতামাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা—শুধু পিতামাতা বলি কেন, সন্তানের মনুষ্যত্ব

লাভ সমগ্র কুলের অতীত এবং অনাগত নিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর উৎকৃষ্টতম সেবা। যেই কুলে একটী শুদ্ধ মানুষ আবির্ভূত হন, সেই কুলের সমস্ত দুষ্কৃতি দূরীভূত হ'য়ে কুল পবিত্র হয়।

পিতামাতার নিকটে থাকিয়াই অনন্তের সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু পিতামাতার নিকটে থেকেই কি অনন্তের সেবা করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কোনও কোনও ক্ষেত্রে যায়। সে সব স্থলে তাঁদের চরণচ্ছায়ায় ব'সেই যাবতীয় কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন কর্ত্তব্য। পিতামাতা কি সামান্য বস্তু যে উপেক্ষা করা চল্‌বে? যে দেহ ধারণ ক'রে ভগবানকে পাব, সেই দেহ ত' মা-বাপের কাছেই পেয়েছি। কিন্তু পিতামাতা যদি শুদ্ধ জীবন-লাভের অন্তরায় হন, তবে তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ দেহ জগতের কা'র কোন্ উপকারে আস্‌বে? বরং ব্রতচ্যুতিজনিত ক্লেশ এবং অবিবেক-জনিত পাপভারই বর্দ্ধিত হবে। এরূপ অবস্থায় পিতামাতার দৈহিক সান্নিধ্য বর্জ্জন ক'রে দূরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

বিবাহিতের স্ত্রী-ত্যাগ

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু স্ত্রী সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী-পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস এক অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেউ এরকম কচ্ছে শুন্‌লে আমার ত' হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এর দায়িত্ব বড় গুরুতর। বুদ্ধদেব বা শ্রীগৌরাঙ্গ সে দায়িত্বের বোঝা বইতে পেরেছিলেন ব'লেই সবাই পার্‌বেন, তা' নয়। স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা পত্নীর যদি পতন ঘটে, তবে তার সমগ্র দায়িত্ব স্বামীর। কারণ, স্বামি-বিহনে নারী এত অসহায় যে, দুমুঠো উদরান্নের জন্য তাকে বিপদ-সাগরে ভাস্‌তে হ'তে পারে। যে দেশে বা যে যুগে স্বামীর বর্ত্তমানেই লম্পটের হাতে প্রতিনিয়ত সতীর সতীত্ব বিপন্ন, অবর্ত্তমানে সেখানে ত' বিপদের অন্ত-অবধিই নেই। বিশেষতঃ পত্নী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ। তাই তাকে বাদ দিয়ে ব্রতধারী হবার অধিকার স্বামীর নেই। সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তির এই কথাটা ভেবে দেখা উচিত। স্বামীর সাহচর্য্য ছাড়া ধর্ম্ম-সাধনার অধিকার স্ত্রীজাতিকে যে সমাজ দেয় নি, সেই সমাজের পুরুষদের পক্ষে নিজ মনুষ্যত্বের সম্মান বজায় রাখ্‌তে হ'লে স্ত্রীকে ছেড়ে ব্রতধারী হওয়ার কল্পনাও ত্যাগ করা উচিত। হবে ত' দুই জনে মিলে ব্রতধারী হও, সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেবে ত' দুই জনে মিলেই নাও, সন্ন্যাস-সংস্কার গ্রহণ ক'রে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের জীবন নিয়ে নিজ অন্তরঙ্গ ধর্ম্মসাধনা ও জগৎ-কল্যাণ কর্ত্তে চাও, দু-জনেই এক সঙ্গে নব-জীবনের

দীক্ষা গ্রহণ কর, পরার্থে ও পরমার্থে জীবন বিকিয়ে দিতে চাও ত' একে অন্যকে তার জন্য প্রস্তুত কর এবং যখন দুজনের মনে সমান আগ্রহ, সমান ব্যাকুলতা, সমান দৃঢ়তা আসবে, তখন এক সঙ্গেই উৎসর্গের সাধনা আশ্রয় কর। এতেই যথার্থ পুরুষকার।

প্রশ্নকর্ত্তা।—হ'তে পারে যে, স্ত্রী সকল শুভ অভিপ্রায়ের প্রতিকূল।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সেখানেও স্বামীকে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে—স্ত্রীকে অনুকূল করার জন্য। তার ধর্ম্মবুদ্ধিকে সুকৌশলে ধীরে ধীরে, অতি দ্রুত বা ব্যস্ততার সঙ্গে নয়, প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে এবং নিজের দেহ, মন ও বাক্যের সংযমের শক্তি দিয়ে তার শ্রদ্ধাকে আকৃষ্ট কত্তে হবে। আর যেখানে স্বামীর নিজের চরিত্রই আত্মগঠনের প্রতিকূল, সেখানে তাকে সংসারে থেকেই আত্মশুদ্ধির প্রাণপণ চেষ্টা কত্তে হবে। সংসারাশ্রম আত্মজীবন-গঠনে বাধা দান কর্ল্লেও সাধারণ অবস্থায় সংসার-ত্যাগ অবৈধই হবে। এরূপ স্থলে সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্যগুলিকে উচ্চ স্থান দিয়ে ঐ কর্ত্তব্য যথাবিহিত পালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপাত যত্নে আত্মগঠনই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সংসারাশ্রম যদি মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে এমন কঠিন বিঘ্ন হয় যে, জীবন-গঠন ও সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন কিছুতেই সামর্থ্যে কুলিয়ে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উঠ্ছে না, তখন জীবন-গঠনার্থ ঐরূপ সংসারাশ্রম পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। কারণ, মানুষের পক্ষেই আশ্রম, মনুষ্যত্বই যদি না রইল, সন্ন্যাস-সংসারাদি যে-কোনো আশ্রমই আশ্রয় করা থাক্ না কেন, কোনও আশ্রমেরই কর্ত্তব্য পালন হ'য়ে উঠ্বে না, ভণ্ডামিই সার হবে। তবে, এরূপ ত্যাগীর পক্ষে আত্মগঠনের পরে পুনরায় এসে পরিত্যক্ত সংসার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাতে সংসার এবং সমাজ বিশিষ্টরূপে লাভবান হবে।

বিকাল চারি ঘটিকার সময়ে হঠাৎ ভালরকমে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। কিছুকাল মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বাহির হইলেন।

দ্বিবিধ কুম্ভক

একজন জিজ্ঞাসু কুম্ভক সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্বাস এবং প্রশ্বাসের বিরতির সময়টুকুর নাম কুম্ভক। কুম্ভক দুই প্রকার হ'তে পারে। বাহ্য কুম্ভক, আর আভ্যন্তর কুম্ভক। প্রশ্বাস পরিত্যাগের পরে বায়ু যখন বাইরে গিয়ে স্থিত হ'য়ে রইল, তখন তার নাম বাহ্য কুম্ভক। শ্বাস গ্রহণের পরে বায়ু যখন ভিতরে এসে স্থির হ'য়ে রইল, তখন তার নাম আভ্যন্তর কুম্ভক। কুম্ভক-কালে মন খুব স্থির থাকে, তাই সেই সময়ে তত্ত্বে বা ইষ্টে মনোনিধান খুব গভীর এবং অতীব প্রীতিকর হয়।

বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহির্ম্মুখ কুম্ভকে আর অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকে অনুভূতির তারতম্য আছে। বহির্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি এই যে, তোমার এই দেহটা নেই বা থাক্‌লেও নিতান্ত অপ্রধান ও গৌণ বস্তু, যা-কিছু প্রধান বা মুখ্য, তা কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম ক'রে অতি ব্যাপক ভাবে ভূমা-মূর্ত্তিতে রয়েছেন এবং তোমার তুমিত্ব হয় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নতুবা ছায়ারূপে মাত্র আছে। অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি এই যে, তুমিই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম ক'রে অতি বিরাট অতি বিশাল মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছ, তোমার মধ্যেই নিখিল সত্তা এসে পরিপূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তুমি বিরাট এবং স্বরাট, তুমি অহং এর পরিপূর্ণ প্রসারের উপর ভিত্তিমন্ত হ'য়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য যা' বল্লুম, তা' অনুভূতির অতি মোটা কথা। এর বেশী প্রকাশ ক'রে বলা চলে না।

সহজ কুম্ভক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুম্ভক আয়ত্ত করার অনেক প্রকার নিয়ম এবং কৌশল আছে। এক এক যুগের সাধকেরা তত্তৎ যুগের প্রকৃতি বুঝে এক এক প্রকারের নিয়ম বা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কৌশল স্থাপিত করেছিলেন। তার সবগুলি এই যুগের উপযোগী নয় কিম্বা তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে হিতকারী নয়। সব চেয়ে নিরাপদ, নির্ব্বিরোধ ও অনায়াসসাধ্য কুম্ভক হচ্ছে "সহজ কুম্ভক" বা বিনা চেষ্টায় কুম্ভক। স্বাভাবিক শ্বাসে আর স্বাভাবিক প্রশ্বাসে নাম করে ক্রমশঃ আপনা আপনি এই কুম্ভক আয়ত্ত হ'য়ে যায়। কেমন ক'রে আয়ত্ত হয় জান? তোমার স্বাভাবিক যা' শ্বাস আর স্বাভাবিক যা' প্রশ্বাস, তাদের মাঝখানে বাহিরে একটী এবং ভিতরে একটী মোট দুইটী স্বাভাবিক বায়ু-বিরতি রয়েছে। এই বিরতি-কাল এত ছোট যে, বিরতি যে দুটো রয়েছে, তা' তোমরা নিজেদের শ্বাসপ্রশ্বাসকে একটু পর্য্যবেক্ষণ না করলে ধর্‌তেই পার না। ধর, ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ Shuttle (শাট্‌ল্) ট্রেন যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা' ঢাকাতে ফিরছে। যাওয়া আর আসা ছাড়া এই ট্রেনের কোনো কাজ নেই। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ গিয়েই ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হ'লেও ট্রেনকে আবার থাম্‌তে হয় এবং তারপরে নূতন ক'রে যাত্রা সুরু করতে হয়। এই যে থামা আর যাত্রা সুরু করা, এর মধ্যবর্ত্তী সময়টুকু কিন্তু পূর্ণ বিরাম। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কেও তাই। বাহিরে গিয়ে আবার ভিতরে আসা সুরু না করতেই কতক সময় বায়ু একটু জিরিয়ে নেয়, ভিতরে গিয়ে আবার বাহিরে আসা সুরু না করতেই কতক সময় বায়ু একটু জিরিয়ে

নেয়। প্রাণ-বায়ুর এই যে জিরানো, তাই হচ্ছে কুম্ভক। নারায়ণগঞ্জ গিয়েই ট্রেনটি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হ'তে পারে না, যদি অনেক যাত্রী থাকে, যদি মাল বোঝাই করা প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ অবস্থায় ঢাকা এলেই ট্রেনটী সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হ'তে পারে না, তার গতি-বিরতির কাল বেড়ে যাবেই যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ আপট্রেন ও ডাউনট্রেনেও তেমনি নামের বোঝা চাপিয়ে দিলে ক্রমশঃ বিরতির কাল-পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে বাধ্য হবে। জোর ক'রে শ্বাসকে শাসনে আনবার দরকার হবে না, নামের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে গেলে আপনি বায়ু কাবু হ'য়ে নিজের গরজে বিশ্রাম বেশী বেশী ক'রে নেবে। দীর্ঘকাল পরে দেখা যাবে যে, এর ফলে আপনা আপনি বায়ু বহিরে এবং ভিতরে ক্রমশঃ এত দীর্ঘকাল স্থির হ'য়ে থাকছে যে, হঠযোগীরা চেষ্টাকৃত কুম্ভক ক'রে ক'রেও অত দীর্ঘকাল বায়ু ধারণ করতে পারেন না।

সহজ কুম্ভকের শ্রেষ্ঠতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহজ কুম্ভকের শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, এর কোনও শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া নেই। হঠ-কুম্ভকে ভুল প্রাপ্তিতে বা অনিয়মে গুরুতর পীড়া জন্মাতে পারে, যার হয়ত কোনো চিকিৎসাই নেই। সহজ-কুম্ভকে কখনো কারো কোনো প্রকার পীড়ার সৃষ্টি হ'তে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পারে না, বরঞ্চ এর ফলে সর্ব্ববিধ পীড়ার অবসান হয়। হঠ-কুম্ভকে মনটা থাকে শ্বাসকে ধরার উপরে, শ্বাসের প্রভু পরমাত্মাকে ধরার উপরে নয়; এজন্য কুম্ভকের প্রগাঢ়তা খুব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতিটাও খুব বেশী পরিমাণ হ'য়েই যাবে, এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রেমের পথ

ইহার পরে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কলহের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ নিবারণের প্রকৃত পথ হচ্ছে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্তায় এবং সর্ব্বজীবের পিতৃত্বে বিশ্বাস করা। ভগবানে প্রগাঢ় বিশ্বাস না এলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কখনো দূর হবে না। ভগবানকে তোমরা খেলার সামগ্রী করেছ, তোমাদের নিজ নিজ ভোগের উপকরণে পরিণত করেছ, তাঁকে তোমাদের নিজ নিজ সুখ-সুবিধা সম্পাদনের প্রয়োজনেই মাত্র স্বীকার কচ্ছ। এই জন্যই এক সম্প্রদায়ীরা অন্য সম্প্রদায়ীদিগকে প্রেমের চক্ষে দেখ্‌তে পার না। যেমন দুই, তিন বা চারিটি সতীন থাক্‌লে হাজার চেষ্টা ক'রেও তারা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে না। কেন না, স্বামীর প্রতি তাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভোগ-

অনুষিক্ত—সেবা-প্রণোদিত নয়। তাদের প্রত্যেকের নিকটে স্বামীটি তাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সম্পাদনের সহায়ক মাত্র, স্বামীর প্রতি তাদের দাবী সুখ-প্রাপ্তি, স্বামীকে তাদের প্রয়োজন নিজ সুখের জন্য। স্বামিসুখের জন্য তাদের জীবন নয়, তাদের সুখের জন্যই তাদের স্বামি-গ্রহণ। ঠিক্ তেমনি নিজ নিজ সুখের জন্য যারা ভগবানকে ডাকে, অপর ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাদের প্রেম আসা অসম্ভব। যে ক্ষেত্রে ভগবৎ-সেবারই জন্য জীব জীবন-ধারণ করে, সেই ক্ষেত্রে অপর সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী ভগবদ্-ভক্তদের প্রতি তার প্রাণ প্রেমাকুল না হ'য়েই পারে না। জীবনে দুটী চারটী দিন ভগবৎ-সুখার্থে ভগবৎ-সেবা ক'রে আমার এই কথার প্রত্যক্ষ সত্যতার প্রমাণ লও।

আমি ত' চাহিনি তব প্রণয়-মধু

সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ হইলেই শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামিবাগে ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজ সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করিলেন। তৎপরে একটি ব্যাকুল ভক্ত নিজ প্রাণের কতিপয় কথা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি সুমধুর স্বরচিত গান তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

আমি ত' চাহিনি তব প্রণয়-মধু

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তবু কেন পাগল করিলে আমারে?
হ'তে ত' চাহিনি তব গরল-বঁধু,
তবু কেন ভাসাইলে নয়ন-ধারে?
কেন দিলে আকুলতা,
দিলে প্রাণ-ভরা ব্যথা,
কেন দিলে এ আবেগ
হৃদি-মাঝারে?
কোমল করিলে কেন কঠিন হৃদি,
মরুভূমে বহাইলে প্রেমের নদী?
যত আগে চাহি নাহি,
তত আজি কেন চাহি?
প্রাণের প্রবাহ কেন
চাহে তোমারে?

গোপন পূজার ধন

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

আমার, গোপন পূজার ধন।
আজকে কেন বাহিরে এসে
ডাকছ হে এমন?
প্রাণের পুরে তোমার সাথে
হ'ত আলাপ নিভৃত-রাতে,
নিকট কেন দূর হ'য়ে আজ

করহ উচাটন?
দূর থেকে ঐ বাঁশীর ধ্বনি
বাজাই যে দেয়—যতই শুনি;
না প্রাণনাথ, এস কাছে,
দাও হে আলিঙ্গন।
আগে যেমন ছিলে হে নাথ,
তেমনি হও আপন।

কেন আমায় কর্‌লে পাগল

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

কেন আমায় কর্‌লে পাগল
এমন ক'রে?
আর যে আমি রইতে নারি
সলাজ মুখে আপন ঘরে।
তোমার বাঁশীর করুণ রব
কেড়ে আমার নিল সব,
নিল সরম, নিল ভরম,
করল অধীর তোমার তরে।
গোপন ছিলে হৃদয়-মাঝে,
বাহিরে ডাক আজ কি কাজে?
ভিতর আলো-করা মানিক।
থাক্‌লে কি দোষ অন্তরে?

জিজ্ঞাসু আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। ভক্তিগদ্গদ চিত্তে শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকখানা পত্র লিখিলেন। কীটদষ্ট পাণ্ডুলিপি হইতে যে কয়খানা উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে, নিম্নে তাহা সন্নিবেশিত হইল।

মহান্‌প্রার্থী ও মহতী প্রার্থনা

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি ভগবানের চরণে যে সাত্ত্বিক প্রার্থনা জানাইয়াছ, তাহা পূর্ণ হইবে। যে নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তি চাহে না, চাহে ভগবানের সুখ, ভগবানের তৃপ্তি, তার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না ত' কার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে? পৃথিবীর কোনও সুখ যে চাহে না, চাহে মাত্র ভগবানে নিত্যা রতি, তার মতন মহান্ প্রার্থী বা আর কে আছে? দুঃখ দেখিয়া মোটেই ভয় পাইও না। এই দুঃখের পশ্চাতে পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবানের করুণাময় হস্ত রহিয়াছে। তোমার বুকে তিনি অবিরাম বল যোগাইবেন। তামসিক ব্যক্তিরা গুরুতে এবং ইষ্টে পাপ সমর্পণ করিয়া হাল্কা হয়, আর সাত্ত্বিকেরা নিজেদের পুণ্যটুকু সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করে। 'হে প্রভো, আমার পাপের ফল আমাকে ভুগিয়া শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইতে দাও, আর আমার পুণ্যের ফলটুকু তুমি গ্রহণ করিয়া আনন্দ-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্ভোগ কর',—এইরূপ প্রার্থনার চেয়ে মহত্তী প্রার্থনা জগতে আর কি আছে?

মধ্যম প্রার্থী

"কিন্তু যাহারা অত বড় মহান্ প্রার্থী নহে, তাহারাও অনাদরের পাত্র নহে। 'হে ভগবান্, আমার সকল পাপ তুমি নিয়া যাও, নতুবা প্রারব্ধ ভুগিয়া পাপের শেষ করিবার ধৈর্য্য, সাহস বা শক্তি আমার নাই দয়াময়, অকৃতী অধম অনাথ সন্তানের কৃতকর্ম্মের ভোগ নিজের হাতে সরাইয়া দিয়া আমাকে তোমার ভজন-সাধনের আনুকূল্য প্রদান কর, নতুবা বিল-জোড়া শক্ত দামে পরিণত এই কচুরী-পানার লঙ্ঘন অতিক্রম করিয়া জীবনের নৌকা লগি ঠেলিয়া আগাইয়া নিবার সাধ্য আমার নাই প্রভো',—এভাবে কেহ প্রার্থনা করিলে সে অবশ্যই উত্তম প্রার্থী হইবে না, কিন্তু একেবারে অধমও হইবে না। এইরূপ প্রার্থীদিগকেও আমি আমার পূজার পাত্র জ্ঞান করি।

অধম প্রার্থনা

"পরন্তু,—'হে হরি, মোকদ্দমায় যেন জয়ী হই, পুত্র যেন আরও তিনটী জন্মে, কন্যা যেন ভাল ঘরে দিতে পারি, প্রতিবেশীর চেয়ে যেন আমার অর্থ বেশী হয়, লটারীর টিকিটে যেন অর্থ অবশ্যই মিলে',—এই জাতীয় প্রার্থনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অতীব অধম। কিন্তু যে কিছুতেই ভগবানের কাছে মাথা নত করিবে না, সে যদি রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি বলিয়াও প্রার্থনা করে, তবে তাহা নিতান্তই মন্দের ভাল বলিতে হইবে। তুমি তোমার মনকে অধম ও মধ্যম প্রার্থনা হইতে মুক্ত রাখিয়া সর্ব্বদা উত্তম স্তরে রক্ষার চেষ্টা করিও।"

ভক্তি ও বিশ্বাসের পারস্পরিকতা

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতার উপরে তুমি ভক্তি হারাইয়াছ, তাই পিতা তোমার উপরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। ভক্তি আর বিশ্বাস বড়ই পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। একজনের ভিতরে একটী আসিলে অপর জনের ভিতরে অপরটী আসিবেই আসিবে। সুতরাং পিতার হারানো বিশ্বাসকে যদি ফিরিয়া পাইতে চাহ, তাহা হইলে তাঁর চরণে অকৃত্রিম ভক্তির আগে অনুশীলন কর। পিতার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া, তাঁহার পৌরুষকে বারংবার লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের অমর্য্যাদা করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিনয় পরিহারপূর্ব্বক পিতৃ-চরিত্রের সহস্র দোষ অনুসন্ধান করতঃ তাঁহার উপরে শাসন-দণ্ড পরিচালনের

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তারপরেও ভরসা করিবে যে, পিতা-পুত্রবৎ বিশ্বাস করিবেন, ইহা অতীব অসঙ্গত। পিতৃবৎ স্নেহের খনি, সুতরাং তিনি নিজেও শত চেষ্টা করিয়া তোমাকে স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না, কিন্তু বিশ্বাস পাইবে না, অভক্ত এবং অপাত্র নির্ভর পাইবে না। পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি পাইতে পার, পিতার গচ্ছিত ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি পাইতে পার, কিন্তু বিশ্বাস পাইতে হইলে বিশ্বাসের যোগ্য হইতে হইবে। বিনয় ও আনুগত্য ব্যতীত কেহ বিশ্বাসের পাত্র হয় না। কথাগুলি তিরস্কার-রূপে গ্রহণ না করিয়া নিজ সুস্থ চিত্তে বিচার করিয়া দেখিও। খোদার উপর খোদ্‌কারী করিয়া কেহ বিশ্বাসের ভাজন থাকে না, এমন কি সুগভীর স্নেহের অধিকারী হইয়াও নহে। পিতামাতা যে সন্তানকে স্নেহ করেন, গুরু যে শিষ্যকে স্নেহ করেন, তাহা কোনও হেতুবিশেষকে আশ্রয় করিয়া নহে। সেই স্নেহ অহেতুক। অহেতুক বলিয়াই ইহা টলে না, কমে না, নষ্ট হয় না। কিন্তু বিশ্বাস অহেতুক বস্তু নহে। ইহা হেতুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই হেতুগুলি হইতেছে আনুগত্য, বিনয় এবং ভক্তি। পিতৃভক্তির অনুশীলন করে না অথচ পুত্র বলিয়া বিত্তের দাবী করে, এমন ব্যক্তি ত' বাতুল-শ্রেণীভুক্ত। গুরুভক্তির অনুশীলন করে না, অথচ নিজেকে শিষ্য বলিয়া জাহির

করে, এমন ব্যক্তিও বাতুলই বটে। না দিয়া জগতে কে কবে কিছু পায়? ভক্তি দাও, আনুগত্য দাও, আদেশপালনের যোগ্যতা দেখাও, তবে ত' বিশ্বাসরূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবে। আব্দারে বিশ্বাস পাইবে না, পাইবে শুধু সর্ব্বাঙ্গীণ অনুরঞ্জিত নম্রতায়। তাহার অনুশীলন করিলে কি? শিষ্যকে তাঁহার কর্ত্তব্য শিখাইবার কালে কতবার মুখর হইয়াছ, স্মরণ করিয়া দেখ। কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য নিজে শিখ নাই।"

দেবত্ব

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পত্রের ভিতরে দিব্য জীবন-লাভের আকাঙ্ক্ষা অতীব তীব্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। মানব-জীবন পরিপূর্ণতা পায় দেবত্বে। পরার্থে স্বার্থ-বিসর্জ্জন দেওয়াই হইতেছে দেবত্বের লক্ষণ। স্বর্গের কর্ত্তৃত্ব লইয়া মারামারি কাটাকাটি নহে, সমুদ্র-মন্থনোত্থ সুধার জন্য কাড়াকাড়ি হানাহানি নহে, পর-অর্থে স্বকীয় ক্ষুদ্র সুখকে বিসর্জ্জন দেওয়াই দেবত্ব। পর মানে পরম, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহার উপরে কিছু নাই। সব চাইতে বড় প্রয়োজনে ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে বলি দেওয়াই দেবত্ব।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দম্পতীর একনিষ্ঠা, জৈব প্রেম ও দৈব প্রেম

নোয়াখালী-জেলা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহিত পুরুষের পক্ষে নিজ স্ত্রীতেই প্রাণের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করা কর্ত্তব্য। নিজ স্ত্রীকে এমন করিয়া ভালবাসা কর্ত্তব্য যেন অপর স্ত্রীকে মন বা চক্ষু একবারের জন্যও না তাকাইয়া দেখে। এই একনিষ্ঠতা যদি একান্ত ভাবে জৈব-ভাবানুপ্রাণিতও হয়, যদি দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণার আদান-প্রদানের দিক্ চাহিয়াও চলে, তবু একনিষ্ঠার এমনই এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, ইহার ফলে জৈব ভালবাসাই ক্রমে দৈব ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। কাঁচা আম যেমন টক্ লাগে বলিয়া দন্তের অহিতকর, কিন্তু পাকিলেই পরম সুস্বাদু, ঠিক্ তেমনি জৈব প্রেম কাঁচা থাকিতেই বিপত্তিকর, কিন্তু লাগিয়া থাকিতে থাকিতে বৈশাখের কাঁচা আম জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে গিয়া নিশ্চিতই পাকে, তখন ইহা ক্রমশঃ দৈব প্রেমের রূপ ধরে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠা, একের উপরে অপরের কর্তৃত্ব-স্থাপনের জন্য নহে, পরন্তু একের ভিতরে অপরকে ষোল আনা পাইবার জন্য। স্বামী এবং স্ত্রীর মিলন একের ভোগসুখের জন্য অপরকে উপকরণ-রূপে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব্যবহার নহে, পরন্তু একের তৃপ্তির প্রয়োজনে অপরের সুখলিপ্সাহীন আত্মদান। আত্মসুখী পশু আত্মদান শিখিলেই দেবতাতে রূপান্তরিত হয়। সেই আত্মদান শিখিতে হইলেই একনিষ্ঠারূপিণী দেবীর আগে অর্চ্চনা করিতে হয়।"

পাপীকে ঘৃণা করি না

খুলনা, সাতক্ষিরা-নিবাসী অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে ভুল করিয়াছ, তাহা নিয়া বিষণ্ণতার চর্চ্চা করিয়া কোনও লাভ হইবে না। ভুল করিয়াছ, ত' করিয়াছ, আর করিও না। ভুল করিয়াছ বা পাপ করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ঘৃণা করিব, তেমন ব্যক্তি আমি নহি। তাপীকে দেখিলে তার তাপের ভয়ে আমি দূরে পলাইয়া যাই না, তাকে সস্নেহে টানিয়া আনিয়া আমার শীতল বুকের স্পর্শ দেই। আশা, যদি তাহাতে তাহার তাপ কিছু কমে। অপরের ঘৃণিত বলিয়া আমি তোমাকে ঘৃণা করিব না। আমার চিত্ত ঘৃণা-বিদ্বেষের ঊর্দ্ধে। আমার নিকট অকপট, সরল ও নিঃশঙ্ক চিত্তে আসিও। আমি দুনিয়ার চরম পাপিষ্ঠকেও কোল দিব। মদ্যপ কি লম্পট আমার অবজ্ঞার পাত্র নহে। মদ-মাতালকে নাম-মাতাল আর রমণীলোলুপকে ভগবৎ-প্রেম-লোলুপ করাই আমার লক্ষ্য।"

দীক্ষার আগে ভাব জমাও

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষা নিতে চাহ, ইহা ত' ভাল কথা। যাহারা একাগ্র মনে সাধন করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে দীক্ষা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আমাকে দেখিলে বা আমার কথা শুনিলে, একটু মুগ্ধভাব বোধ করিলে আর সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষা নিয়া ফেলিলে, আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। অবশ্য দল বাঁধিয়া ভিড় জমাইয়া দীক্ষার্থীরা যখন আসে, তখন আমি তাহাদের অনেককেই বিমুখ করি না। কিন্তু তাহার ফলে আমাকে বহু চিত্ততাপ ও মর্ম্মদাহ সহ্য করিতে হয়। ভাগাড় ঘাঁটিতে গিয়া নিজে অনেক অবাঞ্ছিত উৎপাত ভুগিয়া থাকি। তবু সকলের প্রতিই আমার উপদেশ এই যে, দীক্ষা নিবার আগে রহিয়া সহিয়া নাও, ঝোঁকের বশে নিও না। জীবনে সকল কাজে হুজুগ চলে, বিবাহ আর দীক্ষায় তাহা চলে না, চালান উচিত নহে। অপর কেহ হইলে তাহাকে আরও লিখিতাম যে, এক বছর গুরু-পরীক্ষা কর। তোমাকে সে কথা বলিব না। তোমাকে বলিতেছি যে, দীক্ষা নিবার আগে বহুবার যাতায়াত কর, বহুবার দেখ শোন, অন্তরের ভাব জমাও, দীক্ষার্থী আর দীক্ষাদাতার মধ্যে একটা জমাট স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন কর। তারপরে যখন দীক্ষা হইবে, তখন দীক্ষার শক্তি সহজে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উপলব্ধি করিতে পারিবে। দীক্ষা নেওয়ার মানে হইতেছে, নিত্যকালের সত্যসম্বন্ধ স্বীকার করা। যে সম্বন্ধ একবার স্থাপিত হইলে কোটিজন্মে বা শত চেষ্টায় অস্বীকার করা যায় না, তেমন সম্বন্ধ স্থাপন করা। সুতরাং আগে একটু ভাব জমাইয়া পরে দীক্ষা নেওয়াই ত' ভাল বাবা। নতুবা, হয়ত সামান্য একটা অকারণকে আশ্রয় করিয়া হঠাৎ একদিন গুরু-ভক্তির পাড়-ছাপানো সরোবরের এক কোণা দিয়া একটি ইঁদুরের গর্ত্ত হইবে এবং অপস্রোতের বেগে তাহা দেখিতে না দেখিতে বিপুল আকার ধারণ করিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া সব জল নিঃশেষ করিয়া দিবে। হয়ত তখন কত কুমুদ, কত কমল ও কত কহ্লার জল-তলে ফুটি-ফুটি করিতেছিল, তাহাদের মুখের লাজ ঘুচিতে না ঘুচিতে ললাটের সিন্দুর-বিন্দুর শোভন-সাজ চিরতরে মুছিয়া গেল।

ভালবাসাকে অস্বীকার করা

"একবার ভালবাসিয়া সেই ভালবাসাকে অস্বীকার করার মত দুর্দ্দৈব মানুষের জীবনে দুইটী নাই। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ এক অপার্থিব ভালবাসার সম্বন্ধ। এ ভালবাসা ত্রিকাল-ব্যাপী, ত্রিলোক-জয়ী। বিধবারও পুনর্বিবাহে হয়ত শান্তির আশা কোনও কোনও স্থলে আছে, বিপত্নীকও দারান্তর গ্রহণে ক্রমশঃ অতীতের দাম্পত্য জীবনের সুখময়ী স্মৃতি

ভুলিয়া যায় কিন্তু গুরুমন্ত্র গ্রহণের পরে শিষ্য কখনও অন্তরের জ্বালা ভুলিতে পারে না। এই জ্বালা অহর্নিশ তুষের আগুনের মত দগ্ধ করে। বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। দেশ-পর্যটন, তীর্থ-দর্শন, সাধু-সমাগম, স্বাধ্যায়-সেবন প্রভৃতি দ্বারা এই অন্তর্জ্বালা আপাততঃ চাপা থাকে মাত্র, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরেই বিরহের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। কেন ওঠে? কেননা, ইহা ভারতবর্ষ, ইহা প্রেমের দেশ, ইহা ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎকে অনুভবের দেশ, তুচ্ছের মধ্য দিয়া সেই পরম মহানকে উপলব্ধির দেশ, সৃষ্টির মধ্য দিয়া স্রষ্টাকে পাইবার দেশ, মানুষের মধ্য দিয়া পরমাত্মার অমানবীয় সত্তা সন্দর্শনের দেশ, সামান্য একটা লঘু বৃত্তির ভিতর দিয়া গুরুর গুরু পরমগুরু পরমেশ্বরকে পাইবার দেশ। যাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা একমাত্র এই কারণেই বলিতেছি।"

ঢাকা

১৯ আশ্বিন ১৩৪১

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লেখনী ধরিলেন। অদ্যই দুপুরের ট্রেইনে চাঁদপুর রওনা হইতে হইবে। এখানে যেসব চিঠি-পত্র আসিয়া জমিয়া রহিয়াছে, তাহার জবাব এখানেই শেষ করিয়া যাইতে না পারিলে আবার চাঁদপুরে গিয়া কতগুলি পত্রের সম্মুখীন হইতে হয়, কে জানে?

বক্তা বনাম পত্র-লেখক

বক্তা এবং পত্র-লেখক এই উভয়-রূপেই শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনসেবা-জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতা-কালে তিনি শত সহস্র ব্যক্তিকে তাঁহার মধুময় ভাষণ শ্রবণ করাইয়াছেন, কিন্তু পত্র লিখিয়া তিনি বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্তির সহিত প্রত্যক্ষ ভাব-বিনিময় করিয়াছেন। কীট, অগ্নি এবং জলের উৎপাত * হইতে সেই সহস্র সহস্র পত্রের অতি অল্পই সংরক্ষিত হইতে পারিয়াছে। এই সময়কার পত্রগুলির অধিকাংশেরই পাঠোদ্ধার কীটের গ্রাস হইতে টানিয়া তুলিয়া করিতে হইয়াছে। এই জন্য দুই এক স্থানে শব্দ পরিবর্তন বা আনুমানিক শব্দসমষ্টির বিন্যাসও করিতে হইয়াছে।

নারীর ভগবতী মূর্ত্তি

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

* ব্রিটিশ রাজত্বের পুলিশের উৎপাত-ভয়ে হাজার হাজার পত্রের অনুলিপি আজ ময়মনসিংহ বা পুপুন্কী, কাল বর্দ্ধমান বা ঢাকা, পরশ্ব রহিমপুর বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারপর দিন শিবপুর বা মোহনগঞ্জ, তারপর দিন চাঁদপুর বা কুমিল্লা অথবা ফেণী বা চট্টগ্রাম সরাইতে হইয়াছে। অনেক পাণ্ডুলিপি মেঘনা, ডাকাতিয়া, কর্ণফুলী, তিতাস, গোমতী ও বুড়িগঙ্গার গর্ভে চিরতরে অন্তর্ধান করিয়াছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"স্ত্রীলোকদের উদ্দাম স্বাধীনতা দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইতেছ? ভয় পাইবে কেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল। একদা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের ফলে গৃহকোণ হইতে দলে দলে নারীরা সমরাঙ্গনে ধাবিত হইতে পারে, কারখানায় প্রবেশ করিতে পারে, রেল, মোটর, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ী, গোযান চালাইতে উদ্যত হইতে পারে। সেদিন ত' তাহা হইলে তোমার বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইবে ভয়ে এবং আতঙ্কে। আতঙ্ক পরিহার কর। সহজ স্বাভাবিক মানুষ হও। নারীর স্তন আছে আর তোমার দাড়ী আছে, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরের ভয়ের বস্তু হইও না। এই কারণকে অবলম্বন করিয়াই একে অপরকে ভয় করিও না। নারী তোমার কি করিবে? নারী তোমার মাতা, জগতে কি একটী নারীকেও বিমল ভক্তি দান কর নাই? একটী নারীকে দেখিয়াও কি সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জ্ঞান হয় নাই? সেই মহীয়সী নারীকে সকল নারীতে দেখ।"

আত্ম-অবিশ্বাস

শ্রীহট্ট, দাড়িয়াপাড়া-নিবাসী অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার কর্ম্মশক্তি নাই,—একি সর্ব্বনাশা আত্ম-অবিশ্বাস! কাজে লাগিয়া দেখ, শক্তির স্ফুরণ হইবে। কাজে হাতটী না ছোঁয়াইয়া দূর হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিবে যে, তুমি ইহা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পার না! কিন্তু পারিবে না, ইহার আমি প্রতিবাদ করিতেছি। এই দুর্ব্বলতা দূর কর, এই অবসাদ নাশ কর। তোমার যদি শক্তি-সামর্থ্য কিছু নাও থাকে, তবু দিন-দুনিয়ার যিনি মালিক, তিনি কখনই শক্তিহীন নন। তাঁর শরণাপন্ন হও এবং তাঁর চরণে শক্তি ভিক্ষা কর। যে ব্যাকুল প্রাণে যাহা চাহে, তিনি তাহাকে তাহা দেন।"

স্ত্রীতে ভোগদৃষ্টি ও সংসারের অশান্তি

শ্রীহট্ট, জিন্দাবাজার-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনে নিত্যসুখের জন্য লালায়িত হইলে সংসারের সকল কুটিল ব্যাপারে অনাসক্ত হইয়া চলিও। নতুবা শান্তির আশা কোথায়? পত্নীকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া জ্ঞান করিও, ভোগ-সঙ্গিনী নহে। ধর্ম্মের উদ্দীপনার মধ্য দিয়া তাহাকে আপন-রূপে পাইতে চেষ্টা করিও। পরিবারস্থ অপরাপরের প্রতি অপক্ষপাত ক্ষমার ভাব পোষণ করিও। মেয়েলী ব্যাপার হইতে নিজেকে একেবারে দূরে সরাইয়া রাখিও। স্ত্রীলোকদের কলহের মধ্যে কোনও পুরুষেরই পক্ষে নিজেকে পক্ষভুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা তুমি নিশ্চিতই বোঝ। কিন্তু বুঝিয়াও যে পুনরায় পত্নীর পক্ষ লইয়া ভাতৃবধূদের প্রতি নির্যাতন

করিতে আগুয়ান্ হইতে লজ্জা বোধ কর না, তাহার কারণ এই যে, নিজপত্নীতে ধর্ম্মবুদ্ধি অপেক্ষা ভোগবুদ্ধি তোমার প্রবল। পত্নীকে একান্তই ভোগ-সামগ্রী জ্ঞান কর বলিয়াই তাহার প্রতি কেহ সঙ্গতভাবে রূঢ় ব্যবহার করিলেও তুমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিবৃত্ত হও না। যাকে দিয়া নিজের ভোগসুখের পরিতৃপ্তি, তার কোনও প্রকার ক্লেশ বা অবমাননা কেহ সহ্য করিতে পারে না। এমন কি, এই ক্লেশ ও এই অবমাননা তাহার স্বোপার্জ্জিত কিনা, এই ক্লেশ ও এই অবমাননা পাইবার যোগ্য কাজ সে করিয়াছে বলিয়াই ইহারা আসিল কিনা, সেই বিচারেরও প্রতীক্ষা সহে না। ভোগবুদ্ধি বিচার-দৃষ্টিকে এমনই অন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু পত্নীর প্রতি যদি তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কেহ তাহার লাঞ্ছনা করিলে সেই লাঞ্ছনা তোমার পত্নীর ধর্ম্মবুদ্ধিকে সাহায্য করিতেছে কিনা, তাহার আগে হিসাব লইতে। সংসারে যদি শান্তি পাইতে চাহ, তবে ভাইকে ফাঁকি দিয়া পৃথগন্ন হইলেই শান্তি আসিবে, এরূপ ভ্রম মন হইতে দূর কর। স্ত্রীর ভিতর হইতে স্বার্থপরতা দূর কর, নিজের ভিতর হইতে স্ত্রীর প্রতি ভোগ-দৃষ্টি দূর কর, এবং স্ত্রীকে সর্ব্বব্যাপারে সহিষ্ণু ও ত্যাগশীলা হইতে উপদেশ দিয়া নিজে স্ত্রীলোকের কলহকচায়ন হইতে একেবারে দূরে রহ। স্ত্রীলোকের কলহ স্ত্রীলোকেরাই মিটাইবে, পুরুষ তাহাতে ঢুকিবে কেন? এই মনোভাব লইয়া সংসারে শান্তিতে বিচরণ কর।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

একই শুক্রে একই রক্তে জন্ম লইয়া ভাই ভাইকে পর বলিয়া বিবেচনা করিবে, আর স্ত্রীই হইবে জগতে নিকটতম আপন,— এই ভ্রমকে মন হইতে নির্ব্বাসন দাও। একই মায়ের গর্ভে বাস করিয়া, একই মায়ের স্তন পান করিয়া ভাই ভাইকে আপন বলিয়া ভাবিতে শিখিবে না, আর পরের ঘরের মেয়েকে আনিয়া দুদিনেই নিজের ভাইকে নিজের বোনকে ভুলিয়া যাইবে—এই সর্ব্বনাশা শিক্ষা ভারতের মাটির নহে। স্ত্রীকে বনবাস দিতে কেহ বলিতেছে না, কিন্তু তোমার স্ত্রী যে তোমার ভ্রাতা এবং ভগিনীদেরই একটী নবাগতা ভগিনীমাত্র, বিদ্বেষেরও পাত্র নহে, ঈর্ষারও বস্তু নহে, এই সত্যকেই সংসার-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমার ঐকান্তিক শ্রম প্রয়োজন। তুমি যদি স্ত্রীর প্রতি ভোগ-বুদ্ধি, ভোগ-দৃষ্টি, ভোগাতুরতা পরিহার কর, দেখিবে সংসারকে অমরাবতীতে পরিণত করিতে আরও কোনও কঠিন আয়াসের প্রয়োজন হয় না।"

অর্থার্জ্জন ও ভক্তি-সাধনা

মেদিনীপুর, রঘুনাথবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভক্তিই জগতে শান্তির উৎস। টাকা-পয়সা কাহাকে শান্তি দেয়? টাকা-পয়সা ছাড়া প্রাণ-ধারণ চলে না এবং নিজের উপার্জ্জনে নিজের প্রাণ ধারণ না করিলে সমাজের

অপর ব্যক্তিদের গলগ্রহ হইতে হয়। এই কারণে তোমাদের প্রত্যেকেরই অধিক অর্থ না হউক, নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের যোগ্য অর্থ অবশ্যই অর্জ্জন করিতে হইবে। এমন কি একই পরিবারভুক্ত-ব্যক্তিরাও যাহাতে নিজ নিজ অন্নের জন্য পরস্পরের উদ্বেগ কেবলই বর্দ্ধিত না করে, তাহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্নাধিক অর্থার্জ্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শ্রম ও সহযোগ থাকা উচিত। কিন্তু অর্থের লালসা বা অত্যধিক অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু ভগবানের চরণে ভক্তির প্রবর্দ্ধক অনুশীলনে রত হওয়া প্রয়োজন। নামকীর্ত্তন, স্বাধ্যায়, সৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ, সৎকথা কথন, সাধু-ভক্ত-তপস্বীদের জীবনালোচনা, ভক্তগণের তপঃস্থান দর্শন প্রভৃতি ভক্তিবর্দ্ধক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার জন্য অবসর সৃষ্টি করিতেই হইবে। দুই বেলার আহার জুটাইতে যদি সমস্ত দিন চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভক্তিপ্রবর্দ্ধক অনুশীলন করিবে কখন? এইরূপ স্থলে প্রকৃত ভক্তেরা একবেলার আহার সংক্ষেপ করিয়া অত্যধিক শ্রমের প্রয়োজন কমাইয়া লইবেন। মাত্র একবেলা আহার করিলে যাহার স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তাহার পক্ষে অপর বেলার আহার বর্জ্জন দোষণীয় নহে। মাধুকরী করিয়া ভিক্ষাটনের প্রথা প্রবর্ত্তিত কেন হইয়াছিল? বিনা উদ্বেগে স্বল্প সময়ে যে পরিমাণ আহার্য্য সামগ্রী মিলিল, তাহাই লইয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ দিবসের অধিকাংশ সময়টী একমাত্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভগবদ্-ভক্তির অনুশীলনে অর্পণই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে সকলেই দারিদ্র্যের চরম সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে,—কে কাহাকে তৃপ্ত চিত্তে ভিক্ষা প্রদান করিবে? আর, যে দুই চারিজনের হস্তে গিয়া দেশের অধিকাংশ দরিদ্রের সর্ব্বস্ব পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহাদের প্রাণে ভিক্ষা-দানের প্রশস্ত রুচি কোথায়? তাই, কর্ম্ম কৌশলের সাহায্য লইয়া,—চালাকীর নহে,—অল্প সময়ে অধিক অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করতঃ তোমরা নিজ নিজ জীবন-যাপনোপযোগী অর্থ-সংগ্রহানন্তর বাকী সময় ভক্তি-প্রসঙ্গে ও ভক্ত-প্রসঙ্গে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর। ভক্তিই অবিনশ্বর ধন, ভক্তিই শাশ্বত সম্পদ, ভক্তিই অনাদ্যনন্ত ঐশ্বর্য্য। প্রত্যেকে এই ধনে ধনী, এই সম্পদে সম্পন্ন, এই ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বর হও।"

অযাচক আশ্রমে বাসের ক্লেশ

পুপুন্কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—"আশু অসুবিধা দেখিয়া তোমরা কেহ আশ্রম ত্যাগ করিও না। অন্ততঃ করা উচিত নহে। আমি ত' জোর করিয়া কাহাকেও ধরিয়া রাখি না, ডাকিয়া আনিয়াও কাহাকেও কাজে লাগাই না। তবে, স্বেচ্ছায় যখন আসিয়া কাজে লাগিয়া গিয়াছ, তখন বলিতে হইতেছে যে, কোনও সৎপ্রতিষ্ঠানই ত' বাবা অল্প চেষ্টায় বা অল্পশ্রমে হয় না।

তোমরা দু-চার দিন পরিশ্রম করিয়াই যদি পিছাইয়া যাও। তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে কি করিয়া? আমি ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া অর্থ আনিয়া তোমাদের হাতে দিব, আর তোমরা সেই অর্থ দ্বারা নিশ্চিন্ত অন্নের সংস্থান করিয়া ধ্যান-জপ-তপস্যা করিবে,—ভাবিয়া দেখ ইহা সম্ভব কি না এবং সঙ্গত কি না। তোমরা দলের পর দল আসিতেছ, আর যাইতেছ, কেহ কেহ প্রতিষ্ঠানের জন্য কঠোর শ্রমও করিতেছ,—কিন্তু আমি কি বসিয়া রহিয়াছি? তোমাদের মধ্যে কে আছ বলিতে পার যে, তাহার সঙ্গে আগাগোড়া সমানে সমানে আমি মাটি কাটি নাই, পাথর খুঁড়ি নাই? বরং তোমরা কেহ কেহ বিশ্রামের জন্য অন্যত্র চলিয়া গিয়াছ, আমি তখনও কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করি নাই। একজন দু-দিনের জন্য আসিয়াছ, অপর জন দু-দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছ। কিন্তু যে ছিল তারও সঙ্গে আমি সমানে পাথর কাটিয়াছি, যে আছে তারও সঙ্গে আমি সমানে মাটির ঝুড়ি মাথায় বহিয়াছি। অথচ তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে বলিতে পারিবে যে, আমার সমকক্ষ শ্রম করিতে পারিয়াছ? কে আমার আগে ক্লান্ত হও নাই? কে আমার আগে শয্যা ত্যাগ করিয়াছ? কে আমার পরে নিদ্রিত হইয়াছ? কে আমার চেয়ে কম খাইয়াছ? তোমাদের কাহারও ক্লেশ না হয়, এজন্য আমি কতদিন নিজ অর্দ্ধোপবাসী উদরকে হাতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চাপিয়া শান্ত করিয়াছি, নিজের মুখের গ্রাসের অর্দ্ধেক পুনরায় তোমাদেরই পাতে ফেলিয়া দিয়াছি। *** এ আশ্রমে ধনীর মধ্যান্ন অন্ন নাই, মালপোয়া ভোগে চড়ে না, জমি হইতে ধান্যের পসরা গাড়ী বোঝাই হইয়া আসে না—কেন না, আজ পর্য্যন্ত ধান্য জমি প্রস্তুতই হইয়া উঠিল না,—এই সকল কারণে তোমাদের যে অন্নকষ্ট হইতেছে, তাহা ত' বাবা আমার কোনও দোষে নহে। আমি অযাচক, জানিয়াই ত' তোমরা এখানে আসিয়াছিলে। চা-বাগানের আড়কাঠীর মত তোমাদিগকে ভোগা দিয়া বা ধোঁকা দিয়া ত' আমি এখানে আনি নাই। এখানে আসিলে কষ্ট হইবে, একথা কি আমি কখনও গোপন করিয়াছি? তোমরা তবু আসিয়াছ। সুতরাং আশ্রমের ক্লেশাদি দর্শনে হতাশ না হইয়া ক্লেশকে সহিয়া নিবার জন্যই বুকের পাটা শক্ত কর। অপুষ্টিকর খাদ্য খাইতেছ, দেখ নিজেদের শ্রম-কৌশলে পুষ্টিকর খাদ্য আশ্রমেই উৎপাদন করিয়া লইতে পার কিনা। আমি ত' তোমাদের সঙ্গে বসিয়া একই খাদ্য খাই। একটী ব্যক্তিও ত' নিজ মস্তিষ্ককে খাটাইতেছ না। সকল বিষয়ে সকল সময়ে একাকী আমি মস্তিষ্ককে কত খাটাইব? তোমরাও নিজ নিজ বুদ্ধি এবং প্রতিভার প্রয়োগ করিতে যত্নবান্ হও। কেহ নিজ বুদ্ধি বা প্রতিভার প্রয়োগ করিতে চাহিলে আমি ত' তাহাকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাই দিয়া থাকি। আমি ত' কোনও প্রকারেই

কাহারও প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজের মত বা নিজের জেদ্ চালাইতে চেষ্টা করি না। আমার এই বিষয়ের উদারতা কি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার নাই? সকলের স্বাধীনতাকে আমি কিভাবে সম্মাননার ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, তাহা কি এতদিনেও তোমরা বুঝিতে পার নাই। অযাচকত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে কৃচ্ছ্র অবশ্যম্ভাবী। দেশে হিন্দু রাজত্ব নাই, ভবিষ্যতে আর ভারতে কখনও হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিতও হইবে না। সুতরাং ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, কপিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি কুলপতি ঋষিরা সহস্র সহস্র শিষ্যকে পালন করিবার জন্য রাজ-ভাণ্ডার হইতে যে সাহায্য অযাচিত ভাবে পাইতেন, তাহা তোমরা পাইবে বলিয়া আকাশ-কুসুম চয়ন করা বৃথা। অবশ্য, অযাচকের কাছে দান আসিবে কিন্তু তাহা আজই নহে, সুদূর ভবিষ্যতে। যেদিন অযাচক সন্ন্যাসী কর্ম্ম-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে জ্ঞান-ভক্তির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া অকৈতব যোগনিষ্ঠায় আরূঢ় করিতে যত্নবান্ হইবেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সেই দিন নিষ্প্রয়োজনে আসিবে। তোমরা কি জনগণের শ্রদ্ধা-দত্ত দানের প্রত্যাশায় সেই সুদূর দিবস পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে? যদি প্রতীক্ষা না কর, তাহা হইলে নিজেরাই নিজেদের শ্রমশক্তিকে প্রয়োগ করিয়া, অন্নসৃষ্টির কৌশল বাহির কর এবং নিজেদের শ্রমার্জ্জিত অন্ন সেবনেই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ অবসর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সময় ভগবদ্‌ধ্যানে অর্পণ কর। আজও তোমাদিগকে একটী গাভীর পরিচর্য্যা করিতে হয় না, কেন না গাভী আমি কিনিয়া দিতে পারি নাই। আজও তোমাদের প্রত্যেকের অন্ন ক্রয়ের অর্থ শতকরা একশতটী টাকাই আমি নিজের শক্তিক্ষয়ের বিনিময়ে ধর্ম্মোপেত শ্রমের মধ্য দিয়া তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি। একথা স্মরণ করিয়া অন্তরের অসহিষ্ণুতা দূর কর এবং যতকাল আশ্রমে বাস অন্তরের পক্ষে প্রীতিকর হয়, ততকাল ঋষি-বালকোচিত তিতিক্ষা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, বিনয় ও আনুগত্যের সহিত আশ্রমে বাস কর। তোমরা কেহ কেহ আশ্রম ত্যাগের জন্য অস্থির হইয়াছ এখানকার সুকঠোর শ্রম দেখিয়া, অন্নাভাব দেখিয়া, অথচ আমি ভাবিতেছি যে, একদা এই আশ্রম আমি নিজে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব ইহার অন্নাভাব চিরতরের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পাকা করিয়া রাখিয়া। আজ তোমরা ইহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ অন্ন এখানে নাই বলিয়া, আর আমি সেদিন ইহাকে পরিত্যাগ করিব অন্ন এখানে আছে বলিয়া। একথা চিন্তা কর এবং ধৈর্য্য ধর। সাহস ছাড়া সৎকাজ হয় না। ধৈর্য্য ব্যতীত মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা যায় না।"

নাম-কীর্ত্তনের ব্রত

ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"নাম-কীর্ত্তনের ব্রতকে মহদ্‌ব্রত বলিয়া জানিবে। যে নাম কীর্ত্তন করে সেও ধন্য, যে নাম-কীর্ত্তন শোনে সেও ধন্য। এমনকি ভাগ্যদোষে যে নিজে নাম-কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ পায় না, কিন্তু চেষ্টা যত্ন করিয়া অপরকে দিয়া নাম-কীর্ত্তন করায় এবং শুনায়, সেও ধন্য।

উদয়াস্ত কীর্ত্তন অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন

"অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন অপেক্ষা উদয়াস্ত কীর্ত্তনকে আমি এই জন্য অধিক পছন্দ করি যে, উদয়াস্তে শরীরের উপরে উৎপীড়ন হয় না, অথচ একবার বারো ঘন্টা অবিরাম কীর্ত্তনের ফলে বাকী বারো ঘন্টা বিনা কীর্ত্তনেই মনের কাণে, হরি-ওঁ হরি-ওঁ ধ্বনি অবিশ্রাম অনুরণিত হইতে থাকে। যাহারা সপ্তাহব্যাপী, পক্ষব্যাপী, মাসব্যাপী বা বর্ষব্যাপী নাম-কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে চাহ, তাহারা অষ্টপ্রহর তাহা না করিয়া প্রত্যহ উদয়াস্ত তাহা করিলে এই অনুষ্ঠানে শারীরিক ক্লেশ অল্প হইবে অথচ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কীর্ত্তনানুষ্ঠান, তাহাও সফল হইবে। এই কারণেই অষ্টপ্রহর অপেক্ষা উদয়াস্তের প্রতি আমার অন্তরের ঝোঁক একটু বেশী। প্রত্যহ রাত্রি-জাগরণ তোমাদের চলিবে না, ফলে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনে অপর কতকগুলি লোককে রাত্রিজাগরণ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনে পক্ষ, মাস বা বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তনের আর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ছেদ নাই, কিন্তু উদয়াস্ত কীর্ত্তনে কীর্ত্তনাবসানে সমবেত উপাসনা করিয়া শান্তিবাচন করিবে এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুনঃ কীর্ত্তনারম্ভ করিবে।"

ঊষা-কীর্ত্তন

"প্রতি সপ্তাহেই তোমরা ঊষাকীর্ত্তন করিয়া ঘরে ঘরে নামের অমৃত বিলাইবে। পার যদি, প্রতিদিন এই কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গ্রামের একটী প্রাণীকেও নিদ্রিত থাকিতে দিও না, কিন্তু যে সকল গৃহে রুগ্ন ব্যক্তি আছে, সেই সকল গৃহে উচ্চ কলরব যাহাতে না প্রবেশ করে তদ্রূপ ভাবে চলিবে। ঊষাকীর্ত্তন সকলের সহিত প্রেমবন্ধন সৃষ্টি করিবার জন্য। সুতরাং জিদ্, গোঁড়ামি বা রূঢ়তা দ্বারা কাহাকেও আহত না কর, ইহা দেখিতে হইবে। যে সকল পাড়ার লোক ভগবদ্বিদ্বেষী বা হরিনামে বিরক্ত, জোর করিয়া তাহাদিগকে নাম শুনাইতে যাইও না, পরন্তু তোমাদের নামকীর্ত্তনের নেশা আস্তে আস্তে ছড়াইতে ছড়াইতে যখন উহাদেরও কঠোর হৃদয় গিয়া স্পর্শ করিবার উদ্যম করিবে, তখন তোমরা সেই সকল পাড়াতে ঢুকিবে। কেহ নীচ জাতি বলিয়া যেন ঊষাকীর্ত্তনে তোমরা ভেদাভেদ বিচার করিও না। হরিনাম শ্রবণে সকলের সমঅধিকার, সূর্য্যালোক পাইবার যেমন প্রত্যেকেরই অধিকার। সামাজিক, পারিবারিক বা অন্য

কোনও প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে উষাকীর্ত্তনের পবিত্র আবহাওয়াকে কলুষিত করিতে দিবে না।"

কীর্ত্তন ও সম্প্রদায়-ভেদ

"তোমাদের কীর্ত্তন সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করুক। তোমাদের পরমপবিত্র হরি-ওঁ কীর্ত্তন ভবিষ্যতের এক মহামিলন বা মহাসমন্বয়ের দিনকে আগাইয়া আনুক। এমন তৃপ্তি, এমন আনন্দ, এমন শান্তি তোমাদের হরি-ওঁ কীর্ত্তন পরিবেশন করুক, যেন জাতিতে জাতিতে ভেদবুদ্ধি বিনা চেষ্টায় দূর হইয়া যায়। যাঁহারা তোমাদের গুরুর শিষ্য নহেন, তোমাদের কীর্ত্তনে আসিয়া তাঁহারা যেন কোনও প্রকারে স্মরণও করিতে না পারেন যে, তাঁহারা অপর গুরুর শিষ্য কিম্বা এখনও অদীক্ষিত। স্বর্গের দেবগণ অনন্তকাল সাধনা করিয়া যে মহামৃত পাইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ মধুর অমৃত তোমরা মর্ত্ত্যের মানবগণকে পরিবেশন কর। উদার হৃদয় লইয়া কীর্ত্তন-সুখে তোমরা জীবকে তোমাদের অকৃপণ প্রেম অকুণ্ঠ চিত্তে বিতরণ কর। জীবে জীবে মিলনকে তোমরা শিবে শিবে মিলনে পরিণত কর। কীর্ত্তন শুনিয়া, শুনাইয়া, করিয়া, করাইয়া, অহি-নকুলে প্রেম স্থাপন কর, বাঘে ছাগলে প্রীতির বন্যা ছুটাও। তোমাদের যে একটা নিজস্ব সম্প্রদায় আছে, একথা তোমরা ভুলিয়া যাও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এবং অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর হইতে সেই বোধ মুছিয়া দাও। একটা নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে, এই জন্যই তোমাদিগকে অখণ্ড সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াই কি তোমরা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলে? তোমরা একটী পৃথক্ সম্প্রদায় রূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে এতদ্দেশে আর একটী নূতন বৈচিত্র্য প্রদান করিবে, এই জন্যই কি আমি বুকের রক্ত সিঞ্চন করিয়া তোমাদের জীবন-তরুর মূলদেশে ঢালিয়া গেলাম? নিশ্চয়ই তাহা নহে। নিজসম্প্রদায়ের পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু, যাহা কিছু করিবার তাহা জগৎ হইতে সাম্প্রদায়িকতারূপিণী দানবীকে নির্ব্বাসিত করিবার মহদুদ্দেশ্য নিয়াই করিও।"

একক সমবেত উপাসনা

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসগুলিতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া অপরাপর উপাসকদের সহিত মিলিত হইয়া ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় নির্দ্ধারিত সময়ে উপাসনা সুরু করিবে। এই কার্য্যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি এমন স্থানে থাক, যেখানে সমদীক্ষিত ব্যক্তি আর নাই এবং

অন্যত্র দীক্ষিত বা অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যেও এমন কেহ নাই, যিনি তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগদানে রুচি-সম্পন্ন বা অভ্যস্ত, তাহা হইলে একাই নিজের উপাসনার আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ কতক্ষণ ভাবিয়া লইবে যে, সমদীক্ষিত, অদীক্ষিত এবং ভিন্নমতাশ্রয়ী শত শত নরনারী তোমাকে দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার প্রতিবার মন্ত্রোচ্চারণের সাথে-সাথে মনে মনে বা অস্ফুটভাবে সেই মন্ত্র ও সুরের সহবর্দ্ধন অতীব ভক্তিভরে, অতীব প্রীতি-সহকারে করিতেছেন। এইভাবে একাই সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবে।"

আমাকে তোমার যন্ত্র কর

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লিখিয়াছ, আমার স্পর্শে কোন্ মরা নদীতে বান্ ডাকে, কোন্ মরুভূমিতে সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। হয়ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ ঘটা আমি কখনও আশ্চর্য্য বা বিচিত্র বলিয়া জ্ঞান করি না। কেননা, ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায়ে এই জগতে কোন্ অদ্ভুত ব্যাপার না সংঘটিত হইতে পারে? কিন্তু বাবা, যদি বাস্তবিকই

তাহা সংঘটিত হয়, তবে জানিও যে, ইহা একমাত্র ভগবৎ-করুণাতেই সম্ভব হইল, আমার নিজের কোনও কৃতিত্বে নহে। নিজের অন্তর-বাহির আমি বারংবার নিরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি,—কোথাও আমি নিজের কোনও ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা বিভূতির ভগ্নাংশ মাত্রও পাই নাই। পরমশক্তিধর শ্রীভগবান্ নিজের ইচ্ছায় তৃণকে দিয়া বজ্রের কাজ, অণুকে দিয়া হিমাচলের কাজ, গোষ্পদকে দিয়া মহাসাগরের কাজ করাইয়া নিতে পারেন। সুতরাং আমার দ্বারা যদি কোথাও কোথাও অসাধ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাও, তাহা হইলে জানিও এবং মনে প্রাণে মানিয়া লইও যে, তাহা একমাত্র ভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছে, আমার কোনও ব্যক্তিগত পৃথক্ কৃতিত্বের বা প্রতিভার গুণে নহে। আমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হস্তধৃত যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিতে পারিতেছি কিনা, ইহা ব্যতীত আমার অন্তরে দ্বিতীয় কোনও অভীপ্সাও নাই। কে কোন্ অদ্ভুত কাজ করিল, সেই সকলের আলোচনায় প্রমত্ত হইয়া বাবা জীবনের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিও না। পরন্তু যাঁহার কৃপায় পঙ্গু করে গিরিলঙ্ঘন, মূক করে বেদমন্ত্রোচ্চারণ, দুর্ব্বল করে অত্যাশ্চর্য্য সফলতার প্রমাণ-প্রদর্শন, তাঁহার চরণে বারংবার প্রণত হইয়া প্রার্থনা কর,—'হে প্রভু, আমাকে তোমার যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে নিজাভিলাষানুযায়ী তৃপ্তি সংগ্রহ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর, আমাকে তোমার কর। ইহার অধিক চাহিয়া কি লাভ হইবে?"

দাম্পত্য জীবনে আত্ম-সুখ বর্জ্জন

জনৈক বিবাহিত ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্য হইতে আত্মসুখ নামক বস্তুটার সমূল উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হও। দাম্পত্য জীবনের সুখ-গভীরতা প্রতিষ্ঠার ইহা অভ্রান্ত পন্থা। স্ত্রী চাহিবে স্বামীর সুখ, স্বামী চাহিবে স্ত্রীর সুখ। নিদ্রায়, জাগরণে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, আহারে, অনশনে, প্রকাশ্য ব্যবহারে ও অপ্রকাশ্য আচরণে এই একটীই হইবে লক্ষ্য। নিজের সুখ নহে, পরন্তু সঙ্গীর সুখ-সম্পাদন, সঙ্গীর সুখ-সম্বর্দ্ধন।"

বৃথা প্রজল্প বনাম সৎকাজে রুচি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাজে আন্দোলনে এবং বৃথা প্রজল্পে তোমরা এত অধিক সামর্থ্য ব্যয়িত করিয়া থাক যে, প্রকৃত কোনও কাজের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রস্তাব আসিলে তখন আর তাহাতে রুচি, সাড়া, উৎসাহ, উদ্যম বা সমর্থন অনুভব কর না। পরনিন্দাকে কণ্ঠের মালা করিয়াছ, সুযোগে দুর্য্যোগে কেবলই লোকের দোষ আর লোকের ত্রুটি অনুসন্ধানে তোমাদের চক্ষু ব্যস্ত। কোথাও পরচর্চ্চা হইতেছে শুনিলে শতকাজ ফেলিয়া রাখিয়া মহোৎসাহে সেইখানে গিয়া ভিড় জমাও। এই এক অপরাধে সৎকার্য্যে রুচি ও প্রকৃত কাজে চেষ্টা তোমাদের নাশ পাইতেছে। সহরে যাও আর পল্লীতে যাও, শুধু পূতিগন্ধ মলভাণ্ডই খুঁজিয়া বেড়াও, তোমাদের হাতে দেব-পূজার চন্দন-পেষণ হইবে বল কি করিয়া? চন্দন পেষিতে যদি ভাগ্যক্রমে ব্রতী হও, তাহা হইলে চন্দন-পাটার খোদাইয়ের উঁচু নীচু খাঁজগুলির নিন্দা করিতে রসনাকে এত অধিক পরিমাণে আলোড়ন করিবে যে, অজস্র মুখের থুৎকার পড়িয়া পড়িয়া চন্দনের চন্দনত্ব, পবিত্রত্ব, পূজাযোগ্যত্ব হ্রাস পাইবে। সুতরাং সৎকাজ সত্যই যদি করিতে চাহ, প্রজল্প ও বিতণ্ডা পরিত্যাগ কর।

বিদ্বেষ-মূলক কার্য্যে সঙ্ঘবদ্ধতা

"আর একটী গুণে তোমরা সকলেই পরমগুণান্বিত। সেইটী হইতেছে, অতীব জঘন্য কার্য্যকে পরম পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়া তাহার ভিত্তিতে দল-গঠন করা। এই সকল দল-গঠন-প্রয়াসই ব্যক্তি বা সঙ্ঘ-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষের মূল হইতেছে। অথচ তোমরা ইহাকে বিশ্বপ্রেমের

মুখস পরাইয়া দিয়াছ। উত্তমকে অধম বা মান্যকে জঘন্য প্রমাণ করিবার জন্য যাহারা দল গড়িতেছে, তাহারা দলভুক্ত লোকগুলির ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্রের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করিতে পারিতেছে না। বুদ্ধি বিদ্বেষে আচ্ছন্ন, দৃষ্টি হিংসাবুদ্ধিতে ধূমায়িত, আর, ইহারই সাক্ষ্যে তোমরা হয়কে নয় আর নয়কে হয় বলিয়া রায় দিয়া ফেলিতেছ। জগতের যে যত অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানই করিয়া থাকুক না, তোমরা যাহাকে বিদ্বেষ করিতেছ, তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের কার্য্যে কেহ তোমাদের সমভাগী হইলেই তোমাদের চক্ষে সে স্বর্গের দেবতা হইয়া দাঁড়াইবে। চরিত্রকে মূঢ়তা আনিয়া কতখানি আবৃত করিলে ইহা সম্ভব হয়, তাহা তোমরা চিন্তা কর। কেননা, সেই চিন্তা তোমাদের জন্য কুশল আনয়ন করিবে। কেহই ত' একটীবারও ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, যাহাকে বা যাহাদিগকে বিদ্বেষ করিয়া তোমরা একত্র জড় হইতেছ, সে বা তাহারা তোমাদের নাগালের বাহিরে গেলে স্বভাবতই এই বিদ্বেষ যে তোমাদেরই দগ্ধ করিবে। যে অস্ত্র পরের জন্য শান দিয়াছ, সে অস্ত্র তোমাদের হাতে ত' রহিয়াই গেল। সে তখন তোমাদের পারস্পরিক আক্রমণে ব্যবহৃত হইবে। সাত্যকির যে অস্ত্র কুরুবংশকে নিধন করিল, সেই অস্ত্র কি পরে যদুবংশধ্বংসে ব্যবহৃত হয় নাই?"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বেলা আট-ঘটিকার সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আজই শ্রীশ্রীবাবামণি চলিয়া যাইবেন বলিয়া তিনি তাঁহার কিছু কিছু জিনিষ-পত্র গুছাইয়া দিতে সঙ্গীয় সেবককে সাহায্য করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথন চলিতেছে। জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেন, আর শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিয়া যান।

অখণ্ড-মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঙ্কার হচ্ছেন অখণ্ড-মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভিতরে জগতের সকল খণ্ড সমাহৃত হ'য়ে আছে। সকল খণ্ড, সকল অণু-পরমাণু এই একটী মন্ত্রের ভিতরে এসে মিলিত হয়েছে ব'লেই এর সাধনার ভিতরে এমন মহাফল নিহিত রয়েছে, যার প্রভাবে ছোট-বড় এক হবে, দূর নিকট মিলে যাবে, আপন ও পরের ভেদ ঘুচবে।

অখণ্ড-কথার মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'অখণ্ড-মন্ত্র' ওঙ্কারের যাঁরা সেবা করেন, তাঁরাই অখণ্ড। তাঁরা যদি আমার কাছে মন্ত্র নাও নেন, কিম্বা আমার শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা দীক্ষিত নাও হন, এমন কি দীক্ষা-রূপ সংস্কারকে যদি তাঁরা আদৌ আমলই না দেন এবং নিজের কাছে নিজে নিয়মিত সাধনের প্রতিশ্রুতি

দিয়ে ওঙ্কারের সাধন আরম্ভ করেন, তবে জানবে, তাঁরাও অখণ্ড। অখণ্ড একটী সীমাবদ্ধ সম্প্রদায় নয়, একটী গণ্ডীবদ্ধ দল-বিশেষ নয়, অখণ্ড হচ্ছে বিশ্বমানবের সংহতি। স্বরূপানন্দের আগে যদি একথা আর কেউ কখনো ব'লে না থাকে, তবে এইটুকুই মাত্র স্বরূপানন্দের কৃতিত্ব, কিন্তু একথা জেনো, স্বরূপানন্দ কোনো নূতন দল গঠন করতে আসেন নি, কোনো নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করবার কামনা করেন না, কোনো নূতন ধর্ম্ম জগতের কাছে পরিবেশন কর্ব্বার গৌরব দাবী করেন না। অখণ্ড-ধর্ম্ম মানে বিশ্বমানবের ধর্ম্ম, অখণ্ড সমাজ মানে বিশ্বমানবের সমাজ, অখণ্ড-সংহতি মানে বিশ্বমানবের সংহতি। একথা তোমরা একটী দিনের জন্যও ভুলে যেও না।

অখণ্ড-শব্দের আইনঘটিত মানে

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—অখণ্ড-শব্দের আইনঘটিত মানেও কি এইরূপই হইবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হবে না, হতে পারে না। আইন মানে কর্ম্মশৃঙ্খলা, কর্ম্মের ধারাবাহিক পারম্পর্য্য রক্ষা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীতে কর্ম্মকে টেনে আনার বিধান। সেখানে আদর্শবাদের দার্শনিক উচ্চতা কোনও কাজে আসে না, সেখানে কর্ম্মধারাকে অবিচ্ছেদ চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য শাস্তি-প্রতিষ্ঠার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রয়োজন। রাজর্ষি অশোকের আদর্শ অহিংসা হওয়া সত্ত্বেও কি তিনি পুলিশ বিভাগ তুলে দিয়েছিলেন? সর্ব্ববস্তুতেই ব্রহ্ম বিরাজমান ব'লে কি একজন হিন্দু গোমাংস, একজন মুসলমান শূকর-মাংস ভক্ষণ করতে পারেন? তত্ত্বের দৃষ্টিতে যা দূষ্য নয়, লোকশাসনের প্রয়োজনে তাও নিষিদ্ধ করতে হয়, হয়েছে, হবে। সুতরাং আইনঘটিত ব্যাপারে যখন অখণ্ড কথার মানে আলোচিত হবে, তখন অখণ্ড-পরিচয়-প্রদানকারীকে অখণ্ডবাদের উদ্গাতার ছত্রচ্ছায়াতলে আসতে হবে। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে এই কথাটা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। নতুবা উচ্ছৃঙ্খল জনতার উন্মত্ত খড়্গ মহাযজ্ঞ পণ্ড করতে পারে।

অখণ্ড-মন্ত্রের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"ওঁ"—এই মন্ত্রটার মানে কি? মানে হচ্ছে,—"হে প্রিয়, তুমি আমার, আর আমি তোমার।" মানে হচ্ছে,—"তুমি ছাড়া আমি নই, আমা ছাড়া তুমি নও।" মানে হচ্ছে,—"তুমিই আমি, আমিই তুমি,—ভেদ যদি থাকে, তবে তোমার আমার প্রেম-বর্দ্ধনের জন্য, অভেদ যদি হয়, তবে তোমার আর আমার গভীরতম নিবিড়তম প্রেমেরই দরুণ।" "ওঁ" মানে,—"হাঁ প্রভু, হাঁ, তোমার যত অভিপ্রায়, সবই আমার জীবনে আমি পূর্ণ হ'তে দেখতে চাই, আমার নিজের কোনো অভিপ্রায় নেই, নিজের কোনও পৃথক্

কটী নেই, অন্তরে উপরে তোমার অধিকার শাশ্বত, সনাতন, ত্রিকাল ব্যাপ্ত এবং সর্ব্বত্র।" "ওঁ" বলে,—"হে নাথ, তোমার সম্পর্কে সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্ব-অবিষয়ে আমার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি, পরিপূর্ণ আনুগত্য, পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।"

অখণ্ড-সাধন বনাম দলগড়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা সাধন কর্ব্বে না, আর দলে অখণ্ডের নিশান নিয়ে দল বাঁধবে, এই অভিলাষ নিয়ে আমি তোমাদের কাহাকেও অখণ্ড-মন্ত্র দীক্ষা দেই নাই। সাধন করাই তোমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রধান দায়িত্ব, প্রধান উপজীব্য হবে, এই বাসনা নিয়েই তোমাদের কাহারো কানে কারো প্রাণে অমৃতময় ওঙ্কার-ধ্বনি দীক্ষা-যোগে, শব্দ-যোগে বা স্পর্শ-যোগে ঢেলেছি। তোমরা সেই আদিম উদ্দেশ্য ভুলে যেও না, কৃত্রিম লক্ষ্যকে মধ্যপথে এনে দীক্ষা-দাতার অন্তরে সৃষ্টি ক'রে আমার মূলগত অভিলাষকে ব্যর্থ ক'রে দিও না। অখণ্ড-নাম পেয়েছ বাবা সাধন করার জন্য, দল গড়ার জন্য নয়। যে দল-গড়ায় সাধনে ক্ষতি করে, সেই দল-গড়াই তোমাদের পক্ষে দৈন্য জানবে। যে তোমার অখণ্ড আত্মীয় খুঁজে বেড়াচ্ছ ত'? তার নাম-ঠিকানা তালিকায় দেখ, মন জল দেখা সাক্ষাৎ কর, আলাপ জমাও স্বচ্ছন্দে,—কিন্তু তাকে দেখবার এই বোধ মনে জেগেছে কি যে, তাকে নিয়ে তোমাকে সাধনে বসতে হবে, অন্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আলাপ অবান্তর, অন্য চেষ্টা নিরর্থক, অন্য উদ্যম অপ্রাসঙ্গিক? তা' যদি না জেগে থাকে, তা' যদি জাগাবার চেষ্টা তোমার না থাকে, তা' হ'লে তোমার সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা যে জগতের অনর্থ-সৃষ্টি কর্ব্বে না, এমন ভরসা খুব বড় বুকের পাটা নিয়ে ক'রো না।

সাম্প্রদায়িকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীতে কম অনর্থ আর কম অশান্তি সম্প্রদায়-বুদ্ধি থেকে সৃষ্ট হয় নি। "সকল সম্প্রদায় আমার, আমি সকল সম্প্রদায়ের",—এই কথা না যতক্ষণ তোমার অন্তর থেকে উৎসারিত হবে, ততক্ষণ সম্প্রদায়-পরিপুষ্টির চেষ্টা দ্বারা তুমি জগতের ভবিষ্যতের জন্য নানা অশান্তিরই যে বীজ সযত্নে বপন করছ না, একথা তুমি হলফ ক'রে বলতে পার না। তোমরা সমবেত উপাসনায় বসবে, আর তা' দেখে বৈষ্ণবের মনে ত্রাস আসবে, শাক্তের মনে আশঙ্কা জাগবে, রামকৃষ্ণ-পন্থীর মনে বিরক্তির সৃষ্টি হবে, জগদ্বন্ধু-পন্থী বিদ্বেষ অনুভব কর্ব্বে, এই যদি গিয়ে দাঁড়ায় তোমাদের সংহত হবার চেষ্টার ফল, তা হ'লে জানবে তোমরা অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়তে অক্ষম হয়েছ, তোমরা অসাম্প্রদায়িকতার নাম ক'রে আপাততঃ একটা নূতন সম্প্রদায়ই গড়েছ, যে সম্প্রদায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অপর সম্প্রদায়ের অশান্তি উৎপাদন করে। অবশ্য কোনও

সম্প্রদায়-বিশেষ তোমাদের ক্রম-শ্রীবৃদ্ধি ও অভ্যুদয় দর্শন ক'রে যদি ঈর্ষা-কাতর হয়, তবে তার জন্য তোমাদের দোষ দেওয়া চলে না, ঈর্ষার জ্বালায় যে জ্ব'লে মরে, সে তার নিজের দোষেই মরে। কিন্তু যাঁদের মনে ঈর্ষা নেই, তারাও যদি তোমাদের অভ্যুদয়ে আতঙ্ক, আশঙ্কা, উদ্বেগ বা অশান্তি কখনো অনুভব করেন, তবে জান্‌বে যে, তোমরা তোমাদের হয়ত অজ্ঞাতসারেই অসাম্প্রদায়িকতার পবিত্র আদর্শ ও ব্যাপক লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাচ্ছ। প্রতিবেশীর গৃহে তাঁদের সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষের স্মৃতি-উৎসব সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হয়েছে দেখেই তুমি তোমার সম্প্রদায়ের উৎসবে এমন মহাসমারোহের আমদানী কর্লে, যার উদ্দেশ্য অপর সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের আত্ম-প্রসাদে খোঁচ সৃষ্টি করা। এসব কার্য্যকে আমি কখনো ধর্ম্মকার্য্য ব'লে গণনাই করি না। আমার মতে এ সব হচ্ছে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার এক প্রচ্ছন্ন রাজসিক মূর্ত্তি।

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অখণ্ডেরা হবে, অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। যে আমাকে মানে, তাকেও যতখানি ভালবাসবে, যে আমাকে মানে না, তাকেও ততখানি ভালবাসতে হবে। কংস আর কংসারিতে সমান দৃষ্টি যার, তার নাম অখণ্ড। রাবণ আর রাবণারিতে সমান প্রেম যার, তার নাম অখণ্ড।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

খণ্ডের সাথে অখণ্ডের তফাৎ শুধু "অ" এই একটা অক্ষরই না, তফাৎ আকাশ পাতাল। বৈষ্ণব যদি শৈবজনকে দ্বেষ করে, তবু অখণ্ড অনখণ্ডকে ভালোবাস্‌বে। শাক্ত যদি অশাক্তকে অবজ্ঞা করে, তবু অখণ্ড অনখণ্ডকে আদর কর্বে।

অসাম্প্রদায়িক হইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য প্রকৃত বৈষ্ণবের আর প্রকৃত শাক্তের কাউকেই দ্বেষ বা অবজ্ঞা করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এরা সব সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সম্প্রদায়। সুতরাং নিজ নিজ সম্প্রদায়গত কৌলীন্য-বোধ থেকে এই ভ্রম তাঁদের হ'লেও হ'তে পারে। তোমরা নবীন সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের এই সব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের ভুলের নিন্দাও ক'রো না, অনুকরণও ক'রো না। বড়রও ভ্রম-প্রমাদ হয়, কিন্তু বড়'র দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ক'রে গুণগুলিকেই অনুকরণ করতে হয়। বৈষ্ণবের কাছে শিখ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা, সর্ত্তহীন আনুগত্য, যুক্তি-বিচার-বিতর্ক-বর্জ্জিত আত্মসমর্পণ, শাক্তের কাছে শিখ মরণ-ভয়-রহিত সাধন, দৃঢ়বীর্য্য ও অদমিত অধ্যবসায়, শৈবের কাছে শিখ জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষ-তুচ্ছকারিণী উদারতা, জীবমাত্রে শিব-বোধ, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। কেবল খুঁজে বেড়াও, কার কাছে কি শিখ্‌বার আছে,—দেখো সাম্প্রদায়িকতা তোমাদের কাছ ঘেষ্‌তে পারবে না। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমানের মহত্ত্ব কোথায়, জৈন, শিখ ও

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, কেবল তাই খোঁজ, দে'খো, সাম্প্রদায়িকতার হলাহল তোমাদের অনায়াসে জীর্ণ হ'য়ে যাবে। "অখণ্ড" হ'লে একটা সম্প্রদায় জগতের মধ্যে অমর হ'য়ে থাক্‌বে, তোমরা এরূপ কামনা কেন কর্ত্তে যাবে? প্রত্যেকটী মানুষ সাধক হও, সাধনের সমুদ্রে ডুব দিয়ে প্রত্যেকটী নরনারী অতলের তল দেখে নাও,—তার ফলে যা' হবার হোক্‌, যা' না-হবার না হোক্‌। সম্প্রদায়কে নিয়ে অন্তরে কোন সঙ্কল্প-বিকল্পকে উদিত বা বিলীন হ'তে দিও না।

চাঁদপুর (কুমিল্লা)
২০শে আশ্বিন, ১৩৪১

ওঁ হরিঃ বনাম হরি-ওঁ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বাবামণি, আপনি "ওঁ হরি" কীর্ত্তন না করিয়া "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার কারণ আছে। প্রথম কথা এই যে, বৈদিক যুগে ঋষিরা "হরিওঁ" কীর্ত্তন কর্ত্তেন, "ওঁ হরি" কীর্ত্তন কর্ত্তেন না। এটা হ'ল প্রথার কথা। তারপরে অর্থের দিক্‌ দিয়েও বিবেচ্য রয়েছে। "ওঁ হরি" বল্‌তে বুঝায় "ওঙ্কারযুক্ত হরি" যেমন ওঁ-কৃষ্ণ, ওঁ-কালী, ওঁ-দুর্গা ইত্যাদি। ফলে "ওঁ হরি" কথাটার মানে গিয়ে দাঁড়াবে "ওঁ বিষ্ণু," চতুর্ভুজ বিষ্ণু, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু। অর্থাৎ প্রণবযুক্ত না

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হ'লে মন্ত্রের ত' প্রাণ সঞ্চার হয় না, অতএব মন্ত্র শূন্য থাকে, অতএব "ওঁ হরি" ব'লে সেই প্রাণহীনতা বা শূন্যত্ব ঘুচান হ'ল। কিন্তু মন্ত্রটী একটী সাম্প্রদায়িক মন্ত্রই র'য়ে গেল। আর "হরি-ওঁ" বল্‌তে বুঝায়,—"সব-কিছুর আহরণকারী ওম্‌"। অর্থাৎ হরি শব্দ এখানে ওম্‌ শব্দের বিশেষণ। ওঙ্কারই আসল কথাটি, হরি শব্দ দ্বারা সেই কথাটিকে বিশেষিত করা হচ্ছে যে, ওঙ্কার শুধু একটা শব্দ মাত্র নয়, মন্ত্র মাত্র নয়, ওঙ্কার হচ্ছেন সব কিছুর সমাহরণকারী পবিত্র নাম। "হরি ওম্‌" বল্‌তে বুঝান হচ্ছে যে, যতকিছু সাম্প্রদায়িক ভাব বা যত কিছু সাম্প্রদায়িক নাম, সব ভাবকে ও সব নামকে নিজের ভিতরে সমাহৃত করেছেন এই ওঙ্কার।

"হরি-ওঁ"-কীর্ত্তন কখন কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা এই হরি-ওঁ কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রয়োজনে কর্ব্বে। শিশু জন্মালে আনন্দোৎসবে, কেউ মারা গেলে শ্মশান-যাত্রায়, শ্রাদ্ধবাসরে পারলৌকিক কুশল প্রার্থনায়, বিবাহ-বাসরে দম্পতীর সাত্ত্বিক-মিলনের আকাঙ্ক্ষায়, রুগ্নের রোগনিরাময় কামনায়, বিপন্নের বিপদুদ্ধার প্রয়োজনে, জ্ঞানি-গুণি-সাধু-ভক্তের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনে, দেশ-হিতৈষীর দীর্ঘজীবন কামনায় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রয়োজনে হরি-ওঁ কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান কর্ব্বে। এই কীর্ত্তন সর্ব্ব জাতির সমন্বয়-সাধনের কীর্ত্তন, ভেদবিচ্ছেদক্লিষ্ট সমাজের ঐক্য-সাধনের কীর্ত্তন,

আত্মকলহরত উচ্চনীচ-বিচার পরায়ণ দুষ্ট-বুদ্ধির সংশোধনের কীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীবাবামণির অদ্যকার লিখিত কতিপয় পত্রের অধিকাংশ অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জীবন সার্থক কর

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রী-পুত্র-বিয়োগে চঞ্চল হইও না। ভগবান্ নিজের জিনিষ নিজে নিয়াছেন। উঁহাদের উপরে তোমার কোনও স্বত্ব ছিল না। তাঁর জিনিষ তিনি দুই দিনের জন্য পুত্র বলিয়া বুকে ধরিতে, পত্নী বলিয়া আদর করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তোমার অন্তরের স্নেহ-ভাবের পরিপুষ্টির জন্য যে কয়দিন উঁহাদের আবশ্যকতা ছিল, সেই কয়দিন তোমার কাছে ছিল। প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাই চলিয়া গিয়াছে। উঁহারাও নিজ নিজ অন্তরের ভাব-পুরিপুষ্টির জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছিল। কেহই, একমাত্র তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য আসে নাই। তবে, তুমি অনুক্ষণ মনে করিয়াছ যে, তোমার জন্যই ইহারা, ইহাদের জন্য তুমি নহ। এই কারণেই তোমার শোকের মাত্রা বেশী হইয়াছে। কিন্তু একদা ভগবান্ তোমাকেও নিবেন, আমাকেও নিবেন। যে কয়দিন দয়া করিয়া না নেন, সেই কয়দিন প্রতিটী শ্বাস ও প্রশ্বাস তাঁহার কাজে ব্যয়িত করিয়া নিত্য-প্রেম-ধন করায়ত্ত করিয়া সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক কর।"

বিপত্নীকের পুনর্ব্বিবাহ

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পত্রে তোমার মনের সরল, বলিষ্ঠ ও দৃঢ় মনোভাব অবগত হইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। নারীদের মধ্যে যেমন একনিষ্ঠ সতীত্বের আদর্শ বন্দনীয়, পুরুষের মধ্যেও তেমন একনিষ্ঠা আমি দেখিতে অভিলাষী। রূপ এবং যৌবন অটুট অক্ষত রহিয়াছে বলিয়াই যদি 'চন্দ্রকুমার' স্ত্রীবিয়োগের পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে রূপ-যৌবন-সম্পন্ন, 'চন্দ্রলেখা' কেন একবার পতি-বিয়োগ ঘটিলে পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করিবে না? আদর্শকে একচক্ষু হরিণ মনে করিও না। যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে আদর্শ, পুরুষের পক্ষেও এস্থলে তাহাই কেন আদর্শ হইবে না, তাহা বুঝিতেছি না।

"বলিতে পার, তোমার পুত্র-সন্তান নাই, সুতরাং পুত্র-পিণ্ডের প্রয়োজনে আবার বিবাহ করা দরকার। কিন্তু আবার বিবাহ করিলেও হয়ত তোমার একটী সন্তানও জন্মিতে না পারে। আর, যদি জন্মে, তবে হয়ত পুত্র-সন্তান না জন্মিয়া পুনরায় কতকগুলি কন্যাই জন্মিতে পারে। তখন কি হইবে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তখন কি মস্তক রাখিবে না? অথবা তখন কি ভাগিনেয়ের হাতের পিণ্ডকে প্রত্যাশা করিতে করিতে একদা এই জড়দেহ ছাড়িয়া যাইবে না? বিবাহের পরে পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে, তাহা ত' সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের হাতে।

"বলিতে পার বৃদ্ধা মাতার সেবা-যত্নের জন্য একটী সেবিকা প্রয়োজন। বিবাহের জন্য প্রস্থানোদ্যত বর চিরকালই মাকে প্রণাম করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে,—'মা, তোমার জন্য দাসী আনিতে যাই।' জননীও আনন্দ-সজল নয়নে ভাবাবেগোদ্বেল কণ্ঠে বলিয়া থাকেন,—'যাও বাছা।' কিন্তু দুইটী দিন পার না হইতেই প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দাসী ত' আসে নাই, আসিয়াছে নূতন একটী প্রভু। দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ পক্ষের ভার্য্যারা প্রায়শই প্রভুর মূর্ত্তিতে স্বামীর গৃহে প্রবেশ করে। সেবা পাইবার তাহাদের অধিকার, সেবা দিবার নহে। অপরে তাহাদের মনোরঞ্জন করুক, তাহারা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে বাধ্য নহে। বৈধব্য সুনিশ্চিত জানিয়াই দোজবরে বিবাহ সে করিয়াছে। সুতরাং ভাবী বৈধব্যকালীন সকল কল্পিত দুঃখের প্রতিশোধ সে সধবা থাকিতে থাকিতে তুলিয়া লইবে। অনেক স্থলে ইহাই হইয়া থাকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পক্ষের পত্নীর মনস্তত্ত্ব। সুতরাং বিবাহ করিয়া আনিয়া মায়ের সুখ বাড়াইবে না কমাইবে, তাহা আরও ভাবিয়া দেখ।

"বলিতে পার, তোমার ছোট ছোট মেয়েগুলি মাতৃ-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিহনে কাতরা হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের যত্ন-আদরে প্রতিপালন করিয়া তুলিবার জন্য তাদের একটি মা প্রয়োজন। কিন্তু সেই মায়ের পেটে যখন আরও ভাই-বোনেরা জন্মিবে, তখন নূতন মা পুরাতন শিশুদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা কি কল্পনা করিয়া দেখিয়াছ? দুই একটী দুর্লভস্থলে সৎ মাকে গর্ভধারিণী মায়ের তুল্য ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি হয়, তাহা তুমি তোমার যে-কোনও পুনর্বিবাহকারী প্রতিবেশীর গৃহে প্রত্যক্ষ করিতে পার। বুকের রক্ত ও মাংস দিয়া যেই শিশুগুলিকে বাঁচাইয়াছ, দেখিবে, সেই শিশুগুলি ধীরে ধীরে তোমার কত পর হইয়া গিয়াছে। দেখিবে, তাহাদের দুঃখে তোমার প্রাণ গলে না, তাহাদের চখে অশ্রু দেখিলে নিজ হাতে মুছিয়া দিবার সাহস কিম্বা রুচি হয় না। যেই শিশুগুলির সেবা-যত্নের দোহাই দিয়া একটী নূতন পক্ষ সৃষ্টি করিলে, সেই শিশুগুলিই তখন তোমার পথের কণ্টক, সুখের বাধা, শান্তির নাশক বলিয়া প্রতীত হইবে।

"সুতরাং উল্লিখিত কোনও যুক্তিতেই তোমার পুনরায় দারগ্রহণ সমর্থিত হইতে পারে না। তবে যদি বুঝিয়া থাক যে, পুনরায় বিবাহ না করিলে চরিত্র বজায় রাখিয়া চলিতে গুরুতর বেগ পাইতে হইবে, তবে অবশ্যই বিবাহ করিবে। ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে। কিন্তু তুমি যখন বিপত্নীক, তখন তোমার সহিত সমরুচি-সম্পন্না

এবং সম্ভব হইলে তোমার সহিত সমধর্মাদর্শবিশিষ্টা একটী বাল্য-বিধবাকেই বিবাহ করিয়া এক কার্য্য দ্বারা সমাজের দ্বিবিধ হিতসাধনের চেষ্টা করা কর্তব্য।"

পিতার (গুরুর) স্নেহ

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

" A father is always a father. He never counts the age of his children. (পিতা সর্ব্বাবস্থাতেই পিতা, তিনি কখনও নিজ সন্তানের বয়স গণনা করিয়া হিসাব করেন না যে, তাঁর সন্তান কত বড় হইল)। সকল বয়সেই সন্তানকে তিনি শিশুর মতন সযত্নে রক্ষণীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তাই তিনি প্রতিপদে তাহাকে falls and pitfalls (গর্ত্ত এবং পতনের সম্ভাবনাপূর্ণ স্থান সমূহ) সম্পর্কে সচেতন, সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতে যত্ন পান। কিন্তু তোমরা তাহা বোঝ না। গোঁফের রেখা দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ভিতরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমানের মেঘ-পুঞ্জ উদগত হইতে থাকে এবং পরম-হিতৈষীর হিতবচনকে নিজেদের স্বাধীনতার বিঘ্ন-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তোমরা প্রথমে কর মনে মনে দ্রোহ এবং পরে তাহাকে প্রকাশ্যে অবাধ্যতারূপে মূর্ত্তি দান কর। ইহা তোমাদের যৌবনের স্বাভাবিক প্রকৃতি ভাবিয়া ক্ষমাশীল পিতা এবং গুরু উপেক্ষার প্রশ্রয় দেন। তাহার ফলও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্দ্ধিততর দ্রোহেরই রূপ পরিগ্রহ করে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমাদের দিয়া তোমাদের গুরুদেব এবং মাতা-পিতার যে ক্লেশ, উদ্বেগ ও অনর্থক অশান্তি পোহাইতে হয়, তাহা এই কচি বয়সে তোমরা কিছুতেই প্রণিধান করিতে পার না। কিন্তু একদা এই স্নেহের খনির প্রকৃত মূল্য এবং মর্য্যাদা নিরতিশয় মর্মতাপের ভিতর দিয়া বুঝিবে, যখন ইঁহারা এই পৃথিবীতে থাকিবেন না। যাঁহার স্নেহের আশ্রয়ে বড় হইয়াছ, যাঁহার ভালবাসার প্রশ্রয়ে তোমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাভিমান আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, জীবনের প্রত্যেকটী উত্থানের জন্য যাঁর কাছে তুমি ঋণী, তাঁহাকে আজ পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিতে তোমার কতই না দানবীয় আনন্দ, কতই না পৈশাচিক উল্লাস, কতই না পাশবিক উৎসাহ। কিন্তু বাছা, এত সব সত্ত্বেও পিতা সর্ব্বাবস্থাতেই পিতা, গুরু সর্ব্বাবস্থাতেই গুরু। তুমি ইঁহার মূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইতে পার, কিন্তু ক্ষমায় তিনি কখনই কৃপণ হইবেন না।"

জীবন অনিত্য

একটী মহিলা ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"জীবন অনিত্য। একদিন তুমিও এই জগৎ হইতে বিদায় লইবে। আজ যাঁহারা বিদায় নিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোকাচ্ছন্ন হইবার কোনও তাৎপর্য্য নাই, যদি সঙ্গে সঙ্গে না ভাবিতে পার যে, একদা তুমিও যাইবে। শুধু যাইবে বলিব

যেন, তোমাকেও যাইতেই হইবে, শত ইচ্ছা বা শত চেষ্টা করিয়াও সেদিন এদেশে থাকিতে পারিবে না। কাঁদিয়া আকুল হইলেও যাইতেই হইবে। এ বিধানের আর কোনও পরিবর্ত্তন সাধন কোনও প্রকারেই সম্ভব হইবে না। সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে সৎকাজ কি এবং কতটুকু করিয়া লইতে পার, তাহা দেখ।

কোন্ সৎকার্য্য করণীয়

"সৎকার্য্য বলিতে হাজার রকমের কাজকে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সকল সৎকাজই সকলের সুসাধ্য নহে। যে সৎকাজ যাহার পক্ষে সুসাধ্য, তাহাই আগে করিতে প্রয়াস পাইবে। আবার, সকল সৎকাজই সকলের উপরে সমান প্রযোজ্য নহে। তোমার ঘরের দুয়ারে নিরন্ন ব্যক্তি কাঁদিয়া মরিতেছে, সেই সময়ে বিলাতের হাসপাতালফাণ্ডে টাকা পাঠানোর কর্ত্তব্য তোমার উপরে জরুরী-ভাবে প্রযোজ্য নহে। পাশের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেগুলি বিনা চিকিৎসায় বসন্ত রোগে মরিতেছে, সেই সময় সাহিত্য-পরিষদের চাঁদা দেওয়া তোমার উপরে জরুরী ভাবে প্রযোজ্য নহে। কোন্‌টী তোমার সহজ কর্ত্তব্য, স্বাভাবিক দায়িত্ব প্রথম করণীয়, তাহা বুঝিয়া সৎকাজের পারম্পর্য্য ঠিক্ করিবে। যেইটী জরুরী বেশী, সেইটী আগে করিবে, যেইটী জরুরী কম, সেইটী পরে ধরিবে। একই সময়ে হাজার রকমের সৎকার্য্য করিবার

সামর্থ্য খুব অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। আর, অত্যল্প সামর্থ্যবান্ ব্যক্তিরাও যখন এক সাথে পাঁচ, দশ বা বিশ ডজন কাজে হাত দেন, তখন তাঁহাদের সব কাজে ব্যর্থতা বা মূল উদ্দেশ্য সাধনে অপারগতা দেখা যায়। অবশ্য, রাঁধিতে বসিলে বাট্‌নাও বাটিতে হয়, কুট্‌নাও কুটিতে হয়। এইরূপ কতকগুলি সৎকাজও আছে। এইগুলির একটী করিতে গেলে স্বভাবতঃই অপরটী করিয়া যাইতে হয়। আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেই। ইহা সৎকাজ। কিন্তু শূন্য উদরে ধর্ম্ম হয় না দেখিয়া তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও আবার অর্থসাহায্যও করি, কাহাকেও উপার্জ্জনের জন্য ফিকির বাহির করিয়া দেই। ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া এভাবে আমাকে বেকারবান্ধব সমিতির করণীয় কাজও কতক করিতে হয়। না করিলে চলে না, তাই না করিয়া পারি না। অর্থাৎ, রাঁধিতে বসিয়া বাট্‌নাও বাটিতে হইতেছে, কোট্‌নাও কুটিতে হইতেছে।

অর্থসাধ্য সৎকাজ ও শ্রমসাধ্য সৎকাজ

"কিন্তু অর্থসাধ্য সৎকাজ প্রত্যেকেই সুপ্রচুর করিতে পারে না, সীমাবদ্ধ ভাবেই পারে। এক এক জনের আর্থিক গণ্ডী অতীব সঙ্কীর্ণ। যেমন তোমাদের। কিন্তু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চাহিলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে, যেখানে তোমার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মত অবস্থার লোকও অনেক জনসেবা করিয়াছে। একজন ডাক-পিওনের কথা শুনিয়াছি, যে সমগ্র জীবন জুড়িয়া ইট গাঁথিয়া একটী বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহা সমাপ্ত করিয়া অনাথ শিশুদের পালনের জন্য দানপত্র করিয়াছিল। আর একটী চাষার কথা আমি মানভূমে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এক হাতে কোদাল ও এক হাতে ঝুড়ি নিয়া প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে প্রান্তরে যাইত এবং প্রতিদিন দুই তিন ঘন্টা করিয়া মাটী ও পাথর কাটিয়া জীবনের সায়াহ্নে এক বাঁধ বা পুকুর খনন সমাপ্ত করিয়া মৃত্যুর আগে সর্ব্বসাধারণের জলপানের উদ্দেশ্যে তাহা উৎসর্গ করিয়া গেল। বিন্দু মিলিয়া সিন্ধু হয়, যদি বিন্দু অবিরাম পড়িতে থাকে। নিজেকে একান্ত অসহায় জ্ঞান করিও না। যাহারা অর্থসাধ্য সৎকার্য্য করিতে পারে না, তাহারা শ্রম দিয়াও তাহা করিতে পারে। পথের মধ্যে হুমড়ী খাইয়া এক বৃদ্ধ পড়িয়া গেল,—তখন তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। রাস্তা পার হইবার সময়ে এক অন্ধ ভিখারীকে এক পার হইতে অপর পারে হাত ধরিয়া নিয়া যাইতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর দুয়ারে বিদেশী পথিক অন্ধকারে পথ চিনিতে পারিতেছে না, বাতি লইয়া তাহাকে এক মাইল পথ আগাইয়া দিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। বিদ্যার্থিজনের দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা বা অন্নের সাহায্যার্থে কিছুই করিবার আর্থিক সামর্থ্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার নাই, কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা তুলিতে যে বালকেরা বাহির হয় তাহাদের তণ্ডুলের বোঝাটা মাথায় করিয়া বহিয়া নিয়া দিয়া আসিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। একটা মরণাপন্ন ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া আছে, তাহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিতে অর্থের প্রয়োজন হয় না। কত আর দৃষ্টান্ত দিব। কত যে সেবার পথ চতুর্দ্দিকে খোলা আছে, তাহা চখ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। জগৎ স্বার্থান্ধ বলিয়াই দেখে না যে, কত প্রকার সৎকার্য্যের সুযোগ দিকে দিকে রহিয়াছে।

সকলের সেরা সৎকার্য্য

"তবে সকলের সেরা সৎকার্য্য হইতেছে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরাম ভগবানের নাম করা। ইহাতে অর্থেরও প্রয়োজন নাই, গায়ে পায়ে জোরও সামর্থ্যেরও প্রয়োজন নাই। এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা দেহ-মন বিশ্বমঙ্গল সাধনের উপযোগী হয়। এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান-দ্বারা অন্তরে নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, প্রতিদানলোভহীন, পূজাপ্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা-বর্জ্জিত, নির্ম্মল জীবসেবার সামর্থ্য সঞ্জাত ও সঞ্চিত হয়। এই সৎকার্য্য দ্বারা জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীর সহিত নিজের সত্য সম্বন্ধ নির্ণীত ও স্থাপিত হয়। এই একটী সৎকার্য্যের মহিমায় একমাত্র বিশ্বপ্রাণের আকর্ষণে সকল পর আপন হয়, সকল দূর নিকট

হয়, সকল শত্রু মিত্র হয়, সকল অনিত্য বস্তু নিত্য হয়। সুতরাং জীবনকে নিতান্তই খেলো জিনিষ জানিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর জৈবিক সুখবশে না মজিয়া, স্বল্প-কালস্থায়ী এই আয়ুকে বিশ্রাম না করিয়া অচিরে নাম-জপ পরমসত্যে আত্মনিমজ্জনের জন্য প্রস্তুত হও। শান্তি ইহাতে, সুখ ইহাতে, তৃপ্তি ইহাতে, আনন্দ ইহাতে, নিত্যকালের নিশ্চিন্ততা ইহাতে।"

সরকারী চাকুরী ও ভগবানের চাকুরী

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরের চাকুরী করিয়া ভগবানের চাকুরী বজায় রাখা কঠিন। তোমার এই উক্তিতে সত্য আছে। কিন্তু ভগবান্ যখন পর নহেন, তিনি যখন আপন, তখন তাঁহার চাকুরী রক্ষার দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। বৈষয়িক অনটনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাহিরের জগতে চাকুরী তুমি সরকারেরই কর আর সওদাগরেরই কর, অন্তরের অনটন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্তর্জগতের শাহানশাহের চাকুরী তুমি নষ্ট করিতে পার না। সরকারের চাকর তুমি দশটার আর পাঁচটার। (অবশ্য, সরকারের কড়ি খাইয়া তুমি অপর সময়ে সরকারের বিরোধী কার্য্য করিতে পার না।)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিন্তু ভগবানের চাকর তুমি দিনে রাত্রিতে সর্বক্ষণরে। সরকারের বা সওদাগরের নুন খাও, সুতরাং সেই নুনের গুণ তোমাকে রাখিতেই হইবে, মনিবের প্রতি সকল প্রকার বৈধ কর্তব্য তোমাকে পালন করিতেই হইবে। কিন্তু মনিবের উপরেও মনিব আছে। আসল মনিব ভগবান্। সুতরাং ভগবানের কাজে যত কম ফাঁকি দিয়া চলিতে পার, তাহাই করিবে।

গুরুভক্তি ও সাধন

"তুমি গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছ। আমি ত' আমার শিষ্যদের অবিরাম উপদেশ দিয়াছি,—দ্রোহ কর, দ্রোহের ভিতর দিয়া সত্য জানিয়া লও। কেন এইরূপ উপদেশ দিয়াছি? Because this is an age of revolts and revolutions (কারণ, ইহা হইতেছে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যুগ।) যুগের গতির সহিত যোগ রাখিয়া কথা না কহিতে পারিলে তোমরা আমার উপদেশ মানিবে কেন? তোমাদের বিদ্রোহকে মানিয়া লইবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু সাধন-জগতে প্রকৃত গুরু-ভক্তির প্রয়োজনও অসীম। গুরুভক্তি ব্যতীত সাধনে মন বসে না, সাধনে গভীরতা আসে না, সাধনে তৃপ্তি ও আনন্দ জমাট বাঁধে না। তাই ভক্তিপন্থী ও রসিক সাধকেরা অবিরাম গুরু-ভক্তিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু সাধন ব্যতীত শুধু মুখের কথায় বা ভাবপ্রবণতায় অকৃত্রিম ও অকপট

গুরুভক্তি আসে না। তুমি গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছ, আমি আশীর্বাদও তদ্রূপই করিলাম। কিন্তু বাবা, আমার এই আশীর্বাদ সফল হইবে, শুধু যদি তুমি আবার অকপট উদ্যমে গুরুদত্ত নামের সাধন কর। সাধনের ফলে গুরুভক্তি তোমার নিজস্ব স্বভাব রূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে। গুরুভক্তি যখন স্বভাবে পরিণত হয়, তখন আর তাহা টলে না, কোনও অবস্থাতেই আর তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। আজ গুরু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গুরুদেবের প্রতিচিত্র হাতীর পিঠে চাপাইয়া 'গুরুজীকী জয়' ধ্বনিতে পথচারীদের কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া শোভাযাত্রার ধূলিতে সকলের বসন মলিন করিয়া জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে ছুটিলে, কাল গুরুদেবের কেশের কাটিবার জন্য কাঁচি শানাইলে, দাঁত ভাঙ্গিবার জন্য শিল-নোড়ার যোগাড় করিলে, মানীকে অসম্মানিত করিয়া পৈশাচিক লীলা করিবার জন্য ভূত-প্রেতের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিলে,—ইহা অসাধনেরই ফল। সাধকের চক্ষু বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই শান্ত, বড়ই সুন্দর,—সে গুরুতে সর্ব্ব-বিশ্বের কুশলকে দর্শন করিয়া থাকে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অতীত, সংশয়-সন্দেহের অতীত, দোষ-দর্শনেচ্ছা-বর্জ্জিত সরল সেই দৃষ্টি গুরুর সৌম্য সুহাস প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তির ভিতর দিয়া নিখিল কল্যাণকে করায়ত্ত করে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ক্রোধকে দাস করিবার উপায়

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্রোধকে দাস কর। নিজের নহে, ভগবানের। নিজের দাস করিতে চাহিলে ক্রোধ বাগ নাও মানিতে পারে। কিন্তু ভগবানের দাস করিতে চাহিলে সে সহজেই নত হইয়া পড়িবে, কেননা, ক্রোধের সৃষ্টির মূল উৎস ত' ভগবানই নিজে। সৃষ্টি কখনো স্রষ্টার নিকটে উদ্ধত, অবাধ্য থাকিতে পারে না। চোর-ডাকাতেরা অনেক সময়ে চৌকিদারকে গ্রাহ্যই করে না, কিন্তু পুলিশের বড়কর্ত্তা চৌকিদারের ঠিক পিছনেই দাঁড়াইয়া আছেন জানিলে বাগ মানিয়া যায় বা দ্রুত ছুটিয়া পলায়। ক্রোধের উদ্দীপ্তির সময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিয়া একবার দেখিয়া লও যে, তার মূর্ত্তি কতখানি ভয়ঙ্কর, কিরূপ সে কদাকার, কি বীভৎস তার অঙ্গভঙ্গিমা, কেমন অবাঞ্ছনীয় তার ব্যবহার। তারপরে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার জপ করিতে থাক,—'ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ..........'। এই সময়ে 'ওঁ' শব্দের মানে হইবে, 'হে ক্রোধ, তুমি ওঙ্কাররূপী বিশ্বস্রষ্টার দাসানুদাস মাত্র, আর কিছুই নহ, দাসের আবার আস্ফালন কেন, দাসের কর্ত্তব্য নত শিরে প্রভুর পাদ-বন্দনা করা।' এই ভাবে ক্রোধকে দাস কর।"

নাস্তিকের পরিণতি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ঈশ্বর, ধর্ম্ম এসব কিছুই নাই বলিয়া মনে করিতেছ ত' ? তোমার সহিত আমার কলহ নাই। তুমি তোমার গৃহীত পন্থায় অবিচলিত চিত্তে চল। মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা রাখিও না। এই অস্বীকৃতির পথেই একদিন তুমি সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া ঈশ্বর এবং ধর্ম্মকে স্বীকার করিবে। তোমার জীবন-পথ নিষ্কণ্টক হউক।"

ভগবানের সংসার

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারকে ভগবানের সংসার বলিয়া মানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে প্রবৃত্তির তাণ্ডব-নৃত্য প্রশমনের পথে চলিয়াছে। যতক্ষণ তুমি সংসারের প্রভু, ততক্ষণ শ্মশান-চারী ভূত-প্রেতেরা থামিবে কেন? তোমাকে ভয় করিবার তাহাদের কি আছে? কিন্তু ভগবানের সংসারে ভূতনাথের সম্মুখে ভূতেরা উপদ্রব করিবে কি করিয়া? নিজে মনে প্রাণে ভগবানকে তোমার সংসারের প্রভু বলিয়া মান এবং এই ভাবটা প্রত্যেকটী পরিজনের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দাও।"

উপহাসকারীর প্রতি কর্ত্তব্য

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লোকে উপহাস করে করুক, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাও। এমন লোকই আছে, উপহাস করা যাহাদের স্বভাব। ভাল কাজেও ইহারা উপহাস করে, মন্দ কাজেও করে। কাজটী ভাল বা মন্দ বলিয়া কোনও তারতম্য হয় না। দশজনকে লইয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া আজ যাহারা উপহাস করিতেছে, কাল একা নিরিবিলি কাজ করিতে গিয়া দেখ যে তাহাদের উপহাস করিবার উৎসাহ কমে নাই। ইহাদের প্রকৃতি অতি জঘন্য। ইহাদের বিরুদ্ধতাকে গ্রাহ্যও করিও না। কিন্তু ইহাদের প্রতি অন্তরের কোনও প্রকার বিদ্বেষও রাখিও না। আজ যে উপহাস করিতেছে, কাল সে তোমার হয়ত সমর্থকও হইতে পারে। সৎকার্য্য যখন বিপুল ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয়, তখন অনেক উপহাসকারীর স্বভাবের পরিবর্ত্তনও হয়। তখন ইহারা কেহ কেহ তোমার সহযোগী সুহৃৎ হইতে পারে।"

জীবন অনিত্য

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"জীবন অনিত্য, মৃত্যুই ধ্রুব। প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতেছ, কিন্তু একবারও ভাব না যে, তোমার নিজেরও মৃত্যু আছে। সূতিকাগৃহের অপেক্ষাও শ্মশান বেশী সত্য। কাহারও ঘরে আর শিশু জন্ম লইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিত কিন্তু যে গৃহেই যে একদা জন্মিয়া থাকুক, একদা তাহাকে আবার মরিতেও হইবে। প্রত্যেকটী প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরমায়ু হ্রাস পাইতেছে। বড় হইতেছ, না মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছ। সুতরাং হাতে সময় থাকিতে থাকিতে কাজে লাগ।

প্রধান কাজ

"এই কাজ ভগবানের কাজ। এই কাজ তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণ। তাঁহাকে আপন বলিয়া জানা এবং তাঁহার চরণে নিঃশেষে নিজেকে নিবেদন করা—ইহাই হইতেছে জগতের সেরা কাজ। অন্য সকল কাজ করিও, বাদ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আসল কাজের অনুগত রাখিয়া করিও। সংসার করিও, অর্থার্জ্জন করিও, দীন-দুঃখীর দৈন্য-দুঃখ নিদূরণের প্রয়াসে হাত দিও, স্বদেশ স্বাধীন করিবার পবিত্র প্রযত্নে রত হইও,—সব কাজই করিতে পার, কিন্তু প্রধান কাজটীর অনুগত থাকিয়া। ভগবানকে বিত্ত দিয়া সুখী করা যায় না, প্রেম দিয়া সুখী করিতে হয়। তাঁর চরণে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভুক্তিহীন, মুক্তিহীন, দাবীহীন আত্মসমর্পণই হইতেছে প্রেমের পরাকাষ্ঠা।"

নামে নিষ্ঠার ফল

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের পরম পবিত্র নামে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা রাখিয়া চল। ইহারই ফলে সকল দিকের সকল পথ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। মানুষ যেখানে রুদ্ধ কারার লৌহ কবাট খুলিতে যাইয়া বারংবার বিফল হয় এবং কেবলই মাথা খুঁড়িয়া হতাশার তুষানলে জ্বলিয়া মরে, ভগবানের ইচ্ছা কটাক্ষের মধ্যে সেখানে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ঘটায়। কোন্ তুচ্ছ একটি কারণকে অবলম্বন করিয়া তিনি কোন্ বিরাট ব্যাপারের উদ্ঘাটন করিবেন, তাহা তোমার কল্পনা বা অনুমান করিবার সামর্থ্য কোথায়? তাঁহার বিরাট বিপুল ইচ্ছা ও কর্ম্মকে তুমি তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রতিভা দিয়া বেড়িয়া ধরিবে কি করিয়া? চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল উন্মাদনা দেখিয়া কখনও বিশ্বাস করিও না যে, তোমার জীবন-যজ্ঞের অবসান প্রেতের তাণ্ডবের ভিতর দিয়া হইবে। অবিশ্বাসীরা যখন নৈরাশ্যে ঢলিয়া পড়ে, তুমি তখন নামের সেবার মধ্য দিয়াই বিশ্বাসের অফুরন্ত বল সংগ্রহ কর এবং বিশ্বাসেরই বলে পুনরায় নামে নিষ্ঠাবান্

হও। জগতের সবই যে চঞ্চল, অস্থির, অনিত্য ও মায়াময়, নামের সেবার ভিতর দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি কর এবং নামের সেবার ভিতর দিয়াই প্রকৃত সত্যকে, নিত্যবস্তুকে, শাশ্বত, সনাতন, অবিনশ্বর মহাতত্ত্বকে, নিজের পরমাবলম্বন, পরমাশ্রয়, পরমশরণ বলিয়া গ্রহণে সমর্থ হও। জ্ঞান ও বিজ্ঞান বাচালতা করিয়া নিজেকে নিঃশেষ করুক, কাব্য ও কল্পনা ফেনায়িত উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া হঠাৎ একদা থামিয়া যাউক, তুমি অনির্ব্বাণ উৎসাহে নামে লাগিয়া থাক।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি সিরাজগঞ্জ পৌঁছিয়াছেন। পাবনা জেলার পল্লীগ্রাম হইতে একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনার্থে আসিয়াছেন। বিশ্রামান্তে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। যুবক কোনও ধর্ম্মের প্রেরণায় আসেন নাই, আসিয়াছেন ব্যক্তিগত নানা সাংসারিক অক্ষমতার জ্বালায় জ্বলিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইতে। যুবক বিবাহিত এবং দৈহিক অক্ষমতাই তাঁহার প্রধান উদ্বেগ।

দেহসম্পর্কে উদাসীন হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনকে দেহের ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন কর, নিম্ন দেশের চিন্তা একেবারে বিস্মৃত হও। নিম্নাঙ্গ-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্পর্কিত তোমার দাম্পত্য যত কর্ত্তব্য আছে, তা সম্পূর্ণ ভুলে যাও। মনকে ঊর্দ্ধসঞ্চারী করার ফলে নিম্ন অঙ্গের যে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আসবে, তা থেকেই তার দুর্ব্বলতা দূর হবে। রোগের উপরে দুশ্চিন্তার সার প্রয়োগ কর্‌লে রোগ না ক'মে কেবল বাড়ে। দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ-রূপে উদাসীন হ'য়ে দেহাতীত তোমার যে ব্রহ্মসত্তা, তার উপরে সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। দেহটা একটা খাঁচা মাত্র। এই খাঁচাটা কারো হয়ত সুঠাম সুগঠিত, কারো হয়ত অগঠিত বা দুর্ব্বল; কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। সবল হোক্, দুর্ব্বল হোক্, এ খাঁচা একদিন ভাঙ্গবেই। সকলেরই ভাঙ্গবে। আমারও ভাঙ্গবে, তোমারও ভাঙ্গবে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মসত্তার লয়ও নেই, ক্ষয়ও নেই। সুতরাং তার উপরেই দৃষ্টিকে নিবদ্ধ কর।

দাম্পত্য জীবনে যৌগিক কৌশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিতান্ত দুর্ব্বল দেহকেও অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য-কালে কাজে আন্‌বার উপায় আছে। সে উপায় যোগীর হাতে। সব চেয়ে কম মূলধন নিয়ে বড় কারবার কত্তে জানে যেমন মাড়োয়ারীরা, সব চেয়ে কম সামর্থ্য নিয়ে বেশী কর্ত্তব্য সম্পাদনের কৌশল জানেন তেমন যোগীরা। যোগীদের কৌশল ভোগীদের হাতে পৌঁছুতে দেওয়া হয় নি শুধু কৌশলের অপব্যবহারের ভয়ে। গৃহস্থ যোগীরা

অনেকেই সে কৌশল জানেন বা নিজেদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন। তোমরাও দাম্পত্য জীবনটাকে দেওয়া আর নেওয়ার জীবন জ্ঞান না ক'রে, যোগের জীবন ব'লে যদি গ্রহণ কর, তাহ'লে নিজেদের নিষ্কাম অনুশীলনের ভিতর দিয়ে অনেক যৌগিক কৌশল আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌তে পার্‌বে। মনকে ভোগেচ্ছার দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে নিতে পার্‌লে দুর্ব্বল দেহ দিয়েও সবল দেহের কাজ করান যায়। তবে এগুলি একান্তই অনুশীলন-সাধ্য ব্যাপার। হঠাৎ ক'রে কারো কিছু হয় না।

শক্তির তুমি আধার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগাচার্য্য এবং শাস্ত্রকারেরা খোলাখুলি এসব কৌশল তোমাদের শিক্ষা দিতে সাহস পান নি। কেননা, যোগের উপাদানকে তোমরা ভোগের উপকরণে পরিণত ক'রে স্বর্গের সুরভিকে নরকের পুতিগন্ধে রূপান্তর দিলে তখন উপায় হবে কি? মানুষের দেহের প্রত্যেকটা পরমাণুর ভিতরে এত শক্তি সমাহিত হ'য়ে আছে যে, একটা মাত্র পরমাণুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর্‌লে শত শত ব্রহ্মাণ্ড উলট-পালট ক'রে দেওয়া যায়। যেই নিজেকে তুমি অতি দুর্ব্বল ভাবছ, সেই তোমার শরীরের যে কোনও অঙ্গের একটা পরমাণুর শক্তি যদি পূর্ণতঃ জাগ্রত হয়, তাহ'লে শত ঐরাবত তার বেগ সাম্‌লাতেই পার্‌বে না। শক্তির তুমি

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অফুরন্ত আধার, অথচ নিজ পরিচয় জান না ব'লে অন্তর ভরা কত তোমার হতাশা, কত তোমার বিষাদ, কত তোমার দৈন্য।

নিজের ব্রহ্ম সত্তায় মজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনের সকল গ্লানি দূর ক'রে দিয়ে নিজের ব্রহ্ম-সত্তায় মজ। নিজের দেহাতীত পরম মহিমার ধ্যানে নিমগ্ন হও। দেহের প্রয়োজন, দেহের দাবী সব এখন ভুলে যাও। নিজের অতীন্দ্রিয় সত্তা জীবনের পানে প্রেম-ভরে তাকাও। তাতেই তোমার সকল বিপদ্ কাটবে, সকল বিষাদ ঘুচবে।

অনিত্যকে নিত্য কর

উক্ত যুবক প্রস্থান করিলে আমলা পাড়ার জনৈকা বিশিষ্টা ভদ্র মহিলা তাঁহার পুত্রের সম্পর্কে কতকগুলি উদ্বেগজনক ব্যাপার শ্রীশ্রীবাবামণি চরণে নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাগো, মাতা হিসাবে পুত্রের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য অসীম। কিন্তু ভক্ত হিসাবে ভগবানের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তার চেয়েও বৃহৎ, তার চেয়েও মহৎ। স্বামী, পুত্র এবং পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য যখন ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্যের পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়াবে, তখন ভগবানের প্রতি

কর্ত্তব্যকে ঊর্দ্ধে স্থান দিয়ে অপর সকলের প্রতি কর্ত্তব্যকে তার অধীন ক'রে নিতে হবে। স্বামী, পুত্র বা পরিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ দুদিনের, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ নিত্যকালের। তবে, যে স্বামী, যে পুত্র বা যে পরিজন তোমার ভগবৎ-কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়ক, তাদের সঙ্গে ক্রমশঃ অনিত্য সম্পর্কই নিত্য সম্পর্কে পরিণত হয়ে যায়। অনিত্য জগৎকে বর্জ্জন তোমার লক্ষ্য হবে না, তোমার লক্ষ্য হবে অনিত্যকে নিত্যে পরিণত করা, অস্থিরকে চিরস্থির করা, মরণশীলকে অমর করা, ধ্বংসশীলকে সনাতনে রূপান্তরিত করা, পরিবর্ত্তনশীলকে শাশ্বত বস্তুতে পরিণত করা। তোমার স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, বধূ হওয়া, কন্যা হওয়া সবই মা এই মহৎ উদ্দেশ্যে, জান্‌বে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় পত্র লিখিলেন।

স্ত্রীর প্রতি বনাম মাতা-পিতার প্রতি কর্ত্তব্য

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কষ্ট তুমি কাহারও মনেই দিও না। স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাতা-পিতার মনে কষ্ট দেওয়া যেমন অন্যায়, মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্ত্রীকে অসঙ্গত ভাবে শাসন

করাও তেমন অন্যায়। কর্ত্তব্য করিবে, কিন্তু কাহারও প্রতি অন্যায় করিও না।

"সংসার এক বিচিত্র গোলক-ধাঁধা। এখানে ঢুকিয়া নিজের কর্ত্তব্য-নির্ণয় সঠিক ভাবে করিতে পারা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। একজনের প্রতি কর্ত্তব্য সাধিতে গেলে অপর জনের প্রতি অবিচার করা হয়। এইরূপ দ্বৈধ-সঙ্কটে পড়িয়াও চেষ্টা রাখিও যেন কাহারও প্রতি অনুচিত ব্যবহার না করা হয়। নিজের শক্তিতে বুদ্ধি স্থির করিতে না পার, পরম-শরণ ভগবানের শরণাপন্ন হইও। একান্ত ভাবে শরণাপন্ন হইলে তিনিই সকল বিপত্তির জটিল গ্রন্থি ছেদন করিয়া দিবেন।

"সংসারের কাহারও উপরেই কোনও দাবী রাখিও না। কাহারও কাছ হইতে কিছু পাইবার তোমার অধিকার আছে, এইরূপ প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দাও। কিন্তু সাবধান, এই অপ্রার্থী অপ্রত্যাশা মনোভাবের কথা মুখের বচনে বা লেখনীর মুখে কখনও কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না। কেননা, তাহা করিলে গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে। তুমি যে প্রত্যেককেই সেবা দিতে বাধ্য এবং এই কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাওয়ার ভিতর দিয়াই যে তোমার পূর্ণতর জীবনের বৃহত্তর পরিতৃপ্তির বিকাশ ঘটিবে, এই ভাব লইয়া সংসারে নির্ব্বিষয় যতির মত চলিবে। যে নিষ্কিঞ্চন, সে বড়ই সুখী। যে নিজে কিছু না চাহিয়া অপরের অভাবই

পূজা করিয়া যায়, সে আরও সুখী। সংসারে প্রকৃত সুখী হইবার চেষ্টা কর। বৃথা দ্বন্দ্ব-কলহের বর্ব্বরোচিত কোলাহলের মধ্যে গিয়া গড়াইয়া পড়িও না।

"সংসারে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, কন্যা এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যের তারতম্য আছে এবং কর্ত্তব্যের প্রকার-ভেদ আছে। বিচারের দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা পাইবে। নিজ বিচারে যেখানে সিদ্ধান্ত আসিবে না, সেখানে ভগবানের কাছে সিদ্ধান্ত চাহিবে। অথবা, উৎকৃষ্টতর উপদেশ এই যে, জীবনকে এমনই ভাবে ভগবন্মুখী কর, যেন তোমার প্রত্যেকটী বিচার, প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁরই অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিয়া চলে। তাঁহার চরম আত্মদানের ভিতর দিয়া এই অসাধ্য সাধন হয়।"

বিশ্বময় গুরু

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একই গুরু নিখিল বিশ্বে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আছেন। ঠিক্ ঠিক্ যে গুরু চিনিয়াছে, সে ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। যে এক স্থানে ডুব দেয়, সে সকল স্থানে গুরুকে এক সঙ্গে পায়,—

'এক সাধে ও' সব সাধে,
সব সাধে সব যায়।'—ইহা মহাপুরুষ-বাণী।

একটী স্থানে প্রাণ ডুবাও। তোমার জীর্ণ কুটীর-অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ঐ ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চের তলে যে কোটি গুরুচার্য্য, কোটি বৃহস্পতি, কোটি জগদগুরু একত্র অবস্থান করিতেছেন, এই বিশ্বাসকে দৃঢ় কর। বিশ্বময় গুরুর সাক্ষাৎকার এই ভাবেই হয়। ঐ যে একজোড়া খড়ম নিয়া ঠাকুর-ঘরে বসাইয়াছ, তাহার একটা কোণায় জগতের সকল গুরুর গুড-সমন্বয় ঘটিয়াছে জানিও। চাক্‌চিক্য আর আড়ম্বর, ঘটা আর ছটা দেখিয়া তোমার দৃষ্টিকে অন্য দিকে চালিত করিও না। সবকিছু একটী স্থানেই পাইবে। শুধু মন দিয়া প্রাণ দিয়া হৃদয় দিয়া উৎসাহ লইয়া আবেগ ভরে আবেশ ভরে নামের সাধন করিয়া যাও। লাগিয়া থাক, মাপিয়া থাকিবে না, বিশ্বকে প্রেমের পীযূষ বিতরণ করিতে পারিবে।"

আত্মা ও ভালবাসা

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনের গোচর-বস্তু সমূহের মধ্যে জগতে ভালবাসাই একমাত্র সত্য বস্তু। আর কিছুই সত্য নহে। কাহাকেও ভালবাসার মানেই হইতেছে সত্যকে পাওয়া। যতটুকু ভালবাসিলে, জানিবে, সত্যকে ততটুকু পাইয়াছ। ভালবাসা অক্ষয় বস্তু। ভালবাসার লয় নাই, বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় নাই, প্রকাশ আছে, ভালবাসার মৃত্যু নাই। আত্মার জন্মও নাই,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মৃত্যুও নাই। আত্মার সহিত ভালবাসার তফাৎ এইখানে। অথবা বলিতে পার, ভালবাসা আত্মার জ্যোতিঃ। আত্মা আত্মাকেই ভালবাসে, দেহকে নহে। ভালবাসার পাত্রের সহিত সম্বন্ধও নিত্য, শাশ্বত, সনাতন। আমার দর্শন-শাস্ত্র ভালবাসার,—বৈরাগ্যেরও নহে, মায়ারও নহে। ভালবাস তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা উভয়ের উর্দ্ধে থাকিয়া।

গুরুভ্রাতা কে

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এ স্থানে তোমরা সমদীক্ষিত ব্যক্তি অল্প আছ। কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন গুরুভ্রাতা আছ, তাহাদেরই ভিতরে একটা ঐক্যের নৈকট্য ও আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হইবে। কেননা, ইহাদের মধ্যে এক দিকে তুমি যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ, তেমন তোমার দীক্ষাও সকলের আগে হইয়াছে। আমার মহিলাশিষ্যদের ভিতরে শ্রীমতী সা—সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা পায়। ইহাও অন্যতম গৌণ কারণ যেজন্য সে আমার শিষ্য-প্রশিষ্য-জগতে সকল মহিলাদের স্বাভাবিক জ্যেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। শ্রীমতী সা— তাহার জ্যেষ্ঠত্ব অটুট রাখিবার জন্য সকলের জন্য সেবাহস্ত প্রসারণে এখনই বদ্ধব্রতী হইয়াছে। তুমিও তদ্রূপ কর। সেবা দিতে গিয়াই দেখিবে যে, প্রকৃতই তুমি শ্রেষ্ঠ। সেবা বড়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নহে, সেবকই বড়। কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ গুরুভ্রাতাদিগকে তুমি কোন্ সেবা প্রদান করিবে? রুগ্ন হইলে মলমূত্র ঘাঁটানই সকল সময়ে সেবাপদবাচ্য হয় না। গুরুভ্রাতার প্রতি গুরুভ্রাতার সেবা হইতেছে সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুনিষ্ঠা, সাধন-নিষ্ঠা ও তপো-নিষ্ঠা বর্দ্ধন। তুমি তোমার পরমার্থ-ভ্রাতাদের মনের ভিতরে সাধনার প্রদীপ্ত অনুরাগ সৃষ্টি কর। তবেই তুমি তাহাদের গুরুভ্রাতা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিবার যোগ্য হইবে। এক ভ্রাতা যদি অপর ভ্রাতার নিষ্ঠা না বাড়াইয়া নিষ্ঠা কমাইল, তবে সে ভ্রাতা ত' নহেই বরং বধযোগ্য শত্রু হইল। তাহার প্রতি করিবে আততায়ীর প্রতি যোগ্য ব্যবহার,—বন্ধুতা সংরক্ষণ নহে, মিষ্ট ভাষণ নহে, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা প্রদর্শন নহে, পরন্তু যাহারা গুরুভ্রাতা হইয়াও সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করে না, তাহাদিগকে সাধন-ভজনে আগ্রহশীল করিবার জন্য তোমার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের সাধন-ভজনে ক্ষতি করিয়া নহে, পরন্তু নিজের সাধন-ভজন জোরসে চালাইয়াই তাহাদের বহির্ম্মুখ বিক্ষিপ্ত মনকে সাধন-ভজনে অনুরাগী করিতে হইবে। এইটিই হইল গুরুভ্রাতার প্রকৃত লক্ষণ। অনেকে আছে, গুরুভ্রাতার পরিচয়ে নানাবিধ বহির্ম্মুখ কর্ম্মের জন্য অর্থসংগ্রহে যথেষ্ট উদ্যমের অপচয় করে, কিন্তু নিজেরাও গুরুদত্ত সাধন করে না, কিম্বা গুরুভ্রাতাদিগকে প্রকৃত সাধনে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করে না। ইহাদের যাবতীয় উদ্যম বহির্ম্মুখ হইয়াগেল

ও আড়ম্বর সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ইহারা গুরুভ্রাতা হইয়াও গুরুভ্রাতা নহে। একথা সত্য বলিয়া জানিও। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার নাম করিয়া ইহারা অনেক সময়ে এমন অনুষ্ঠানও করে, যাহাতে অন্তরের শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার মূলোচ্ছেদ ঘটিয়া যায়।

"সমবেত উপাসনার ও হরি-ওঁ কীর্ত্তনের উপলক্ষ্যে সকলকে একতাবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। তোমাদের ওখানে আমাকর্ত্তৃক দীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কম বলিয়া তোমার হতোৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হইবার প্রয়োজন দেখি না। আমার যে শিষ্য হইবে, বাহিরের লোককে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার কি আপত্তি থাকিতে পারে? যে ব্যক্তি হরি-ওঁ কীর্ত্তন আনন্দ সহকারে করিবে, যে ব্যক্তি অখণ্ড-স্তোত্র প্রেমভরে আবৃত্তি করিবে, সে যেই গুরুর ইচ্ছা শিষ্য হউক, কিম্বা কাহারও শিষ্য নাই হউক, তোমরা তাহাকে গুরুভাই বা গুরুবোন্ বলিয়া জানিবে। তাহার প্রতি ভেদবুদ্ধি করিবে না। আমি আমার জীবনে একটী দিনের জন্যও ভিন্ন সম্প্রদায়কে বা ভিন্ন সম্প্রদায়ীকে পর বলিয়া ভাবি নাই, আপনার আপন বলিয়াই নিরন্তর জানিয়াছি। তোমরা কেন পর বলিয়া জ্ঞান করতঃ দূরে সরাইয়া রাখিবে? তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই হওয়া প্রয়োজন যে, কেহ আমাকে মানুক বা না মানুক, আমি নিখিলের গুরু, সুতরাং নিখিল ভুবনের প্রত্যেক জীব তোমাদের গুরুভাই বা গুরুভগিনী। আমার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভিতরে গুরু-ভাব বা গুরু-বোধ নাই, আমি নিজেকে জগতের শিষ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি এবং জগতের জীবের ভিতরে আমার পরম-প্রাণারাম গুরুকে দর্শন করিয়া বিকাশের অনুরূপ ভাবে যথাযোগ্য সেবা দিয়া থাকি বা দিতে উন্মুখ হই। কিন্তু শিষ্যই যদি হইয়া থাক, তোমাদের ভাব হওয়া উচিত এই যে, আমিই জগদ্গুরু এবং সকল জগৎ আমার শিষ্যরূপী পুত্র ও শিষ্যারূপিণী কন্যা, অতএব তোমাদের একান্ত আপন, একান্ত আত্মীয়, একান্ত হৃদয়ের ধন ও পরম আদরের বস্তু। এইরূপ উদার এবং বিশাল দৃষ্টিতে জগৎকে নিরীক্ষণ করিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তনে এবং সমবেত উপাসনায় ব্রতী হইবে, এইরূপ হৃদয়াবেগ ও মনোভাব নিয়া পল্লীতে পল্লীতে অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিবে, ওঙ্কার-মন্দির রচনা করিবে। গুরু কে, গুরুভাই কে, তাহা এইভাবে না চিনিলে তোমাদের জীবনের মহৎ প্রণবলক্ষ্য (লক্ষ্য) পূর্ণ হইতে পারিবে না।"

বিধবার সাধন-ভজনে পিতৃমাতৃ-বিরোধ বিমাতার প্রতি শ্রদ্ধা

একজন বিধবা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিধবা-কন্যাকে পিতামাতা সাধন-ভজনে উৎসাহ না

দিয়া বিরুদ্ধতা করিবে, ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত। যাহাকে পুনরায় বিবাহিত হইয়া সংসার-জীবনের আমোদ-আহ্লাদ করিয়া পরমায়ু-ক্ষয় করিতে দেওয়া হইল না, সে ভগবানের চরণাশ্রয় করা ব্যতীত তাহার জীবন-ভার বহন করিবে কি করিয়া এবং কিসের বলে? তোমার পিতামাতার ব্যবহারের বিবরণ শুনিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমি পিতৃ-মাতৃ বিরোধ করিতে তোমাকে উপদেশ দিতে পারি না। হোক না বিমাতা, তথাপি পিতারই অর্দ্ধাঙ্গিনী। আমি আমার কৈশোর বয়সে ঢাকাতে অধ্যয়ন করিতাম। সেখানে দেখিয়াছি, সাহা এবং বসাকের ছেলেরা নিজ নিজ পিতার রক্ষিতা বেশ্যাকে মাতৃ-জ্ঞানে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়াছে। স্বগৃহে রক্ষিতা নহে, একেবারে বাজারের মধ্যে রক্ষিতা। বিচারটা এই যে, পিতা দুশ্চরিত্র হইলেও পিতা, তিনি আদর্শ না হইতে পারেন কিন্তু পিতৃত্ব তাঁর কিছুতেই যায় না, তাঁর সহিত সন্তানদের সম্পর্ক অস্বীকার করিবার উপায় কিছুতেই নাই। উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তি পাইবার কালে এই পিতারই পরিচয় দিতে হইবে, খুনের দায়ে ওয়ারেন্ট বাহির হইলেও এই পিতারই পরিচয় উহাতে লেখা থাকিবে। সুতরাং পিতা যদি অধর্ম্ম-বন্ধনের ভিতর দিয়াও কাহাকেও স্ত্রীতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, সেই রমণী কুলটাই হউক, আর ভিন্ন জাতীয়া ও ভিন্ন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধর্ম্মাবলম্বিনীই হউক, পুত্রের নিকটে সেও মাতা, সেও মাতার প্রাপ্য পূজার অধিকারিণী। ঢাকার ছেলেদিগকে দেখিয়াছি, যে রক্ষিতা-মাতার হাতের ছোঁয়া জল তাহারা পান করিবে না, উৎসব-বিশেষের পরে গিয়া তাহাদেরও চরণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছে। পিতার রক্ষিতা রমণী সম্পর্কে যদি এত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাহারও পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার বিমাতা সম্পর্কে তুমি অন্তরে অশ্রদ্ধা পোষণ করিবে কি করিয়া? সুতরাং মা, বিরোধের পথে যাইও না। দ্রুত চেষ্টা কর, আর্থিক দিক্ দিয়া স্বাবলম্বিনী কিভাবে হইতে পার। যে বিধবা পরগলগ্রহ, তাহারই প্রতিকর্ম্মে আত্মীয় পরিজনেরা বিঘ্ন-বাধা সৃষ্টি করে। যে নিজের রুটি নিজে কামাই করিতে পারে, তার কাছে সকলেই সমীহ্ করিয়া চলে। দেখ চিন্তা করিয়া, অতি দ্রুত কোন্ পথে তুমি স্বাবলম্বিনী হইতে পার। গ্রামে গ্রামে আমি এমন প্রতিষ্ঠানের স্থাপন প্রয়োজন বোধ করিতেছি, যাহা গ্রামের বিধবাগুলিকে ধর্ম্মসম্মত কাজ দিবে, ধর্ম্মসঙ্গত অন্ন দিবে, কিন্তু নৈতিক বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হরণ করিবে না।"

অনাসক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান-গঠন

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই কর্ম্মীর অভাব অনুভব করিতেছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই দলে দলে লোক আসিতেছে আর যাইতেছে, খুব কম লোকই লাগিয়া থাকিতে পারিতেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিক সমস্যা কতকটা মিটাইয়া লইতে পারিয়াছে, মাত্র তাহারাই আকাশের এই নিয়তসঞ্চরমান মেঘমালার মধ্য হইতে দুইটী একটীর কাছে কিছু কিছু কর্ম্মিরূপ বারি-বর্ষণ আদায় করিতে পারিতেছে। যোগ্যতা লইয়া প্রতিষ্ঠানে কয়জনে আসে? তাহাদিগকে যোগ্য করিতে করিতে তাহাদের মনে পড়িয়া যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানে শ্রম-ক্লেশ অত্যধিক, তখন তাহারা অন্য ওজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়ে। একটা অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া নিতে নেতার যে কি অপরিসীম শ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব কে করে? অশিক্ষিত-পটুত্ব জগতে কয়জনের থাকে? অশিক্ষিত-পটুত্ব নামক বস্তুটী সর্ব্বকর্ম্মে খাটেও না। যাহা হউক, যে সব অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতেছ, তাহাদের প্রতিও প্রীতির দৃষ্টি রাখ। ভগবানই এসব বিষয় দিয়াছেন। তাঁর দেওয়া জিনিষ মন্দ হইলেও ভাল। একদিন এই প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যাইতে হইবে, জড় দেহও থাকিবে না, সহকর্ম্মী, সহধর্ম্মী, পৃষ্ঠপোষক বা বান্ধব সকলে পিছনে যার যার স্থানে পড়িয়া থাকিবে। সেই সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া একেবারে অনাসক্ত হইয়া কাজ কর।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভক্তিই সম্বল

অপর এক পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লিখিয়াছ,—ভক্তিই তোমার একমাত্র সম্বল। মাগো, এর চেয়ে বড় সম্বল জগতে আর কি আছে? এর চেয়ে বড় সম্বল আর কোন্ বস্তু পাইতে চাহ? দেবতারা, ঋষিরা, মানবশ্রেষ্ঠ তাপসেরা এই সম্বলটুকু পাইবার জন্যই জন্মে জন্মে ভগবানকে ডাকিয়াছেন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্য্যা করিয়াছেন। এই মহাসম্বল হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না।"

সিরাজগঞ্জ

২১শে আশ্বিন, ১৩৪১

মনোহরী-পট্টির একটী যুবক বগলে করিয়া কতকগুলি বই নিয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে, এই সকল পুস্তক তিনি পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে পাঠ করিতে দিয়া আসেন এবং সপ্তাহান্তে ফিরাইয়া আনেন। যুবকটীর এই জাতীয় অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন।

গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎকথা ও সচ্চিন্তার প্রসারের জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে আমি অন্তরে অন্তরে একটী ব্যাপক পরিকল্পনা পোষণ ক'রে আসছি। এখনো আমি আভাস পাই নি যে, সেই পরিকল্পনা কতদিনে কর্ম্মে রূপ পাবে। মনে কর, তোমার একটা ছাপাখানা আছে। সেই ছাপাখানাটিকে মূলকেন্দ্র ক'রে তুমি দেশের এক হাজার গ্রামে এক হাজারটী শাখা খুললে। সেই শাখাগুলির কাজ হবে তোমাকে মাসে একটী ক'রে টাকা পাঠান। তাতে মাসে তোমার একহাজার টাকা হ'ল। এক হাজার টাকা এক সঙ্গে পেলে ডবল-ক্রাউনের প্রায় ষাট ফর্ম্মার অর্থাৎ নয় শত ষাট পৃষ্ঠার একখানা বই বেরুতে পারে। * এভাবে প্রতি মাসে শাখাগুলি মাত্র এক টাকা ক'রে পাঠাতে লাগ্‌ল এবং প্রেস থেকে আট নয় শত পৃষ্ঠার সদ্‌গ্রন্থ মাসে মাসে যেতে লাগ্‌ল। ক্রমান্বয়ে যদি দশ বছর এভাবে কাজ চলে, তাহ'লে দেখা যাবে যে, এক হাজার গ্রামে এক হাজারটী বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'য়ে গিয়েছে। এই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় দু-চার সপ্তাহ পরে পরেই এক একবার ক'রে ঢোকে এবং

* ১৩৪১ বাংলায় কাগজ এক রীম ৫ পাঁচ টাকাতে এবং প্রতি ফর্ম্মা ছাপান আট দশ টাকাতে সম্ভব ছিল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কয়েক দিন পর্য্যন্ত ভূতের মত ঘাড়ে চেপে থাকে। তার পরেই আবার স'রে পড়ে।

যুবক পরিকল্পনা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বলিলেন,—বাবা, আপনার যেরূপ বাগ্মিতা-শক্তি, তাতে আপনি যদি একবার শুধু আপনার এই পরিকল্পনাটীর প্রচারের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশটা ঘুরে আসেন, তাহ'লে এ পরিকল্পনা সফল হ'তে বেশী সময় লাগ্‌বে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বাবারে, তা নয়। সবাই জানে আমি অযাচক, এজন্যই লোকের আমি অন্নদাতা। যেদিন আমার একটী ক্ষুদ্র বা অসতর্ক কাজকে যাচ্ঞা ব'লে ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ তোমরা পাবে, তন্মুহূর্ত্তে দেখো, আমার কাছে আর যাত্রীর ভিড় থাক্‌বে না। আমার চাওয়ার অপেক্ষা না রেখে নিজেরা যেচে যে জিনিষ দিয়েছ, সেদিন সেটাকেও আমারই যাচ্ঞার ফল ব'লে ব্যাখ্যা কর্ব্বে। এতে তোমাদের হবে সাধুনিন্দার পাপ, আমার হবে অনর্থক অপকর্ম্ম বৃদ্ধি। এজন্য শবরীর সহিষ্ণুতা নিয়ে কাল-প্রতীক্ষা কচ্ছি। যেদিন আমি বুঝ্‌ব যে, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে না বেড়িয়েও একদিনে একটী হাজার গ্রামে আমি সমজাতীয় আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে পার্ব্ব, এই বিরাট পরিকল্পনায় আমি হাত দিব সেদিন।

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি ভাবে যে আমি দেশব্যাপী কাজ ক'রে যাচ্ছি, তার কি

তোমরা কোনও কল্পনা করতে পার? রহিমপুর আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পাঠাতে হচ্ছে, পুপুন্‌কী আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে কোনো মাসে একশত কোনো মাসে পাঁচ শত টাকা দিতে হচ্ছে, এদিকে অবিরাম রেল ভাড়া আর ডাক খরচ মিটাতে হচ্ছে। কত স্থানে যাই, বক্তৃতা দেই, সভাস্থলের বাতির খরচটাও কোথাও কোথাও নিজের দিতে হয়, এমন কি দু-দশ জায়গায় টুল-টেবিল-চেয়ার টানাটানির মজুর খরচের ব্যবস্থা আমাকেই কর্ত্তে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীয় একটী ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখাইলেন। বলিলেন,—এই দেখ, ট্রাঙ্কের দশ আনা ভর্ত্তি হ'য়ে আছে হ্যমান-নিদ্রা, বলদণ্ড আর কতকগুলি ভেষজ-বস্তুতে। স্থানে স্থানে যাই, বিকালে বক্তৃতা করি, পাগলের মত আবেগ নিয়ে মানুষ বক্তৃতা শুন্‌তে আসে, রাত্রে ব'সে ঔষধ তৈরী করি আর প্রাতঃকালে একদিকে দেই যৌগিক আসন মুদ্রার শিক্ষা, অপর দিকে শত শত লোককে বিনামূল্যে মস্তিষ্ক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা দেই, অনেককে বিনামূল্যে ঔষধও দেই এবং তার মধ্যে দুই-এক জন হয়ত দু-পাঁচটী টাকা দেয়। তাই নিয়ে যে ব্যক্তিকে এত বড় বিরাট ব্যয় চালাতে হয়, তাকে কালপ্রতীক্ষা কর্ত্তেই হবে বাছা। দেশভ্রমণের কঠোর শ্রমে ক্লান্ত ক্লিষ্ট হ'য়ে আশ্রমে যাই এবং যে কয়দিন থাকি, সে কয় দিন কেমন বিশ্রাম করি, তা' বুঝে নাও বাছা আমার হাতের আঙ্গুলের কড়াগুলা দেখে।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার ডাইরি দেখাইলেন এবং বলিলেন,—দেখ, এখান থেকে দক্ষিণ-বঙ্গ ঘুরে আমাকে চাঁদপুর পৌঁছুতে হবে ১৫ই কি ১৬ই কার্ত্তিক, আর পুপুন্‌কীতে গিয়ে ১৮ই কার্ত্তিক থেকে ২৩শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ছয়টা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে, পাথর ভেঙ্গে, ইট কেটে ২৫শে কার্ত্তিকের মধ্যে চাঁদপুরে ফিরে এসে পৌঁছুতে হবে। তারপরে সুরু হবে ঢাকার বক্তৃতা, বিদ্বজ্জন-পরিশোভিত বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সামনে দাঁড়িয়ে বাগ্‌বিলাস। এই দেখ বিজ্ঞাপনের খসড়া, দু-চার দিনের মধ্যেই প্রেসে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই দেখ, নিজের হাতে কাঠের ব্লক দৈনিক একটু একটু ক'রে খোদাই কচ্ছি, তাতে বল্‌তে হবে যে, ঢাকার লোকে জীবনে কখনও এমন বক্তৃতা শোনেন নি,—নইলে নাকি শ্রোতাই হবে না। ঢাকার লোক ধীমান্, বুদ্ধিজীবী, নাস্তিক এবং আত্মগর্ব্বী, তারা অপরের গর্ব্ব দেখ্‌লে সেই গর্ব্ব ভেঙ্গে আমোদ করার উৎসাহেই নাকি জড় হবেন। অন্যভাবে তাদের নাকি জড়ই করা যাবে না। অন্ততঃ ঢাকা থেকে নানাজনের যে সব পত্র পাচ্ছি, তাতে একথা স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

নিত্যপাঠের প্রচলন

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু থাক্‌ ওসব কথা। আমার পরিকল্পনার কথা শোন। আমার ইচ্ছা করে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কি, জানো? কতকগুলি সদ্‌-গ্রন্থের নিত্যপাঠের প্রচলন করা। যেখানে যেখানে হাইস্কুল, মাইনরস্কুল বা চতুষ্পাঠী আছে, সেখানেই আবৃত্তির প্রতিযোগিতা ক'রে আগে উত্তম পাঠককে খুঁজে বের ক'রে নেওয়া। সে যদি দরিদ্র ছাত্র হয়, তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হ'ল, তাকে মাসে মাসে পাঁচ কিম্বা দশটি টাকা দিয়ে সাহায্য করা এবং প্রত্যহ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে সে সকলের সমক্ষে দুই ঘণ্টাকাল সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ক'রে যাতে শুনায়, তার ব্যবস্থা করা। সহরের পার্কে, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বা দুর্গামন্দিরে বা হরিসভার অঙ্গনে লোকে চা-চুরুট-তামাক সেবন ও তাস-পিটান ছাড়া সৎকাজ কিছু করে না। প্রত্যহ সেই স্থানে সদ্‌গ্রন্থ পাঠের প্রচলন করতে হবে। শুধু ঘরে ঘরে বই দিয়ে আস্‌লেই যথেষ্ট হ'ল না। অনেক লোক আছেন, যাঁরা পড়তে আলস্য বোধ করেন, কিন্তু শুন্‌তে ভালবাসেন। অন্ততঃ পক্ষে প্রত্যহ শুনাতে শুনাতে শুন্‌বার আগ্রহ বহুলোকেরই সৃষ্টি করা যায় এবং তাই আমাদের করতে হবে। আমার বক্তৃতাগুলি লক্ষ্য করেছ ত'? ঠিক্ ঘড়ির কাঁটায় বক্তৃতা সুরু করি। আজ যদি সাড়ে পাঁচটায় সুরু হয়, তবে কাল পাঁচটা একত্রিশ মিনিটে সুরু হবে না। দু-তিন দিন শুন্‌তে শুন্‌তে শেষে শ্রোতাদের এমন একটা অভ্যাস এসে যায় যে, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে ইচ্ছা ক'রেও ঘরে ব'সে থাকতে পারেন না, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ দিনে ত' বক্তৃতা না থাকলেও বক্তৃতার জায়গায় সময় মত একবার ঘুরে যাওয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চাই। মানব-মনের এই স্বভাবকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এই জন্যই গ্রামে গ্রামে নিত্যপাঠের প্রবর্ত্তনকে আমি এক অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। কিন্তু এখন এ জ্ঞান একা হয়ত আমিই করছি। হাজার হাজার লোকে যখন এ জ্ঞান করবে, তখন ব্যাপক ভাবে নিত্যপাঠ প্রচলন অতি সহজ ব্যাপার হয়ে যাবে।

বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের সামঞ্জস্য

যুবক বলিলেন,—আপনি সেই দিকে একটু চেষ্টা দেন না কেন? আপনি যদি আপনার বক্তৃতার কালে এই বিষয়ে একটু বলেন, তা' হ'লে হয়ত অনেকেই এ কাজে উদ্যত হবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হয়ত হবেন। কিন্তু উদ্যম অস্থায়ী হ'তে পারে। আর আমি এক সঙ্গে এত কাজে হাত দিয়েছি যে, নিজে ক'রে দেখান ত' একরূপ অসম্ভব। তবু আমার মনে হয়, ক্রমশঃ নিত্যপাঠের প্রবর্ত্তন ব্যাপারটায় আমাকেই one-pointed devotion (একাগ্র লক্ষ্য) দিতে হবে। সম্মুখে একটা দিন আসছে, যেদিন আমার বক্তৃতার ভাষা বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নিত্য পাঠের প্রবর্ত্তন হবে। আমার বহির্ম্মুখ সমস্ত কর্ম্ম আমার অন্তর্ম্মুখ

কর্ম্মগুলিকে বাধাই দিচ্ছে। আমি উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাতেই আপ্রাণ নিয়োজিত রয়েছি। ক্রমে ক্রমে বহির্ম্মুখতার উপরে অন্তর্ম্মুখতার পরিপূর্ণ বিজয় হবে। অর্থাৎ স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রকৃত মানে হ'ল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর চরণে পরিপূর্ণ-আত্মদান। অন্তরের সেদিন জয় হবে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় পত্র লিখিলেন।

সদ্গুরুর স্নেহ

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রতি আমার অন্তরের গভীর স্নেহকে কখনও ভুল বুঝিও না। কত বড় বিশাল স্নেহের খনি আমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টীর মাঝখানে বহন করিয়া বেড়াইতেছি, তাহা আমি মুখের ভাষায় তোমাদের বোধগম্য করাইতে পারিব না। জননী সন্তানকে যতখানি ভালবাসে, প্রণয়ী প্রণয়িনীকে যতখানি ভালবাসে, মদ্যপায়ী মদিরাকে যতখানি ভালবাসে, বিষয়ী বিষয়কে যতখানি ভালবাসে, কাপুরুষ নিজ প্রাণকে যতখানি ভালবাসে, পতিব্রতা পত্নী স্বামীকে যতখানি ভালবাসে, শিশু তার মাতৃক্রোড় যতখানি ভালবাসে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমার ভালবাসা তাহা অপেক্ষা অধিক, তাহা অপেক্ষা গভীর। তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোনও কারণ-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নহে বলিয়াই কোনও কারণেই এই স্নেহের লয় বা ক্ষয় সম্ভব নহে। আমার এই স্নেহ অহেতুক এবং সম্পূর্ণ স্বভাব-স

জীবনের পরমারাধ্যকে আমার আশ্রিত সন্তানদের ভিতরে খুঁজিয়াছি এবং তোমাদের ভিতরে তাঁহাকেই পাইয়াছি। এই কারণেই তোমাদের অশিষ্টতা, বিরুদ্ধতা, বিদ্রোহ, অনানুগত্য বা ঔদ্ধত্য আমার ভালবাসাকে কখনও বিনষ্ট করিতে পারে না। দ্রোহ করিয়া তোমরা যে নিজেদের অন্তর নিজেদের দোষের অনলে জ্বালাইয়া ফেলিয়াছ, তাহাই আমার ব্যথার কারণ হইয়াছে, আমাকে যে তোমরা আঘাত করিয়াছ, এজন্য কখনও আমি ব্যথা অনুভব বা সঞ্চয় করি নাই। আমার এই স্নেহ-সরল প্রেম-সরস স্বরূপ তোমাদের অভিদর্শনে আসিতেছে না কেবল তোমরা সাধন কর না বলিয়া। সাধন-ভজনে একাগ্র হইলে সাধন-লব্ধ নিস্তরঙ্গ মনে আমার প্রেমের মলয়-হিল্লোল চন্দন-সুরভি-সহ উপলব্ধিতে আনিতে পারিবে। কর্ম্মীর সাজ পরিয়া আমি গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছি, তাই তোমরা আমার কর্ম্ম-কঠোর রুদ্র মূর্ত্তিকে দেখিয়াই থমকিয়া যাইতেছ, আমি যে স্বরূপতঃ প্রেমিক, প্রেমই যে আমার স্বভাব, আমার নিজ স্বভাবের ভিতর দিয়াই যে তোমাদের সহিত আমার নিত্যকালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, একথা বুঝিতে পারিতেছ না। এই কারণেই আমি আজ তোমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বহিঃকর্ম্মে

আমার সহিত সহযোগ দিতে আসিবার আহ্বান করার চাইতে নিজ নিজ সাধনে একান্ত ভাবে নিমগ্ন হইবার জন্য উপদেশ, উৎসাহ, প্রেরণা, আদেশ ও অনুদেশনা প্রদান অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। গুরুকে দেখিয়া বাবা গুরু চিনিতে পারা যায় না, গুরুকে চিনিতে হয় নিজেকে দেখিয়া। তোমার নিজের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ডুবিয়া নিজের মূর্ত্তি আগে প্রত্যক্ষ কর, তখন গুরুকেও চিনিবে, সদ্‌গুরুর অপার অসীম অকৃত্রিম অনাবিল অনবদ্য ও অপূর্ব্ব স্নেহের প্রকৃত মর্ম্মও বুঝিবে। তোমরা আমার কর্ম্ম দেখিয়াই 'থ' মারিয়া গিয়াছ, মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলে কোথায়, কবে এবং কতক্ষণ?"

পাপমুক্তির উপায়

অযোধ্যা ফয়জাবাদ-প্রবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জানিও, নামই সর্ব্বপাপের মুক্তিবিধাতা। যদি নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, নির্ম্মল থাকিতে চাহ, তাহা হইলে একমাত্র নামকেই চিরাবলম্বন কর। পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ পাপ বারংবার তোমাকে কবলগত করিবার চেষ্টা করে ত' করুক। তুমি নাম ছাড়িও না, নাম ভুলিও না। পাপ তোমাকে যত প্রবল ভাবে নিজ কুক্ষিগত করিবার জন্য অধঃপানে আকর্ষণ করিবে, তুমি তত অধিক আগ্রহ, উদ্যম, দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য সহকারে ভগবন্নামের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রজ্জু আকর্ষণ করিতে থাকিবে। দীক্ষাযোগে নামের দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অভয় আশ্রয়ের সহিত তুমি নিত্য কালের জন্য বাঁধা হইয়া আছ। চিরকালের জন্য অধঃপতিত তুমি থাকিতে পার না। চিরকালের জন্য পাপের ক্রীড়নক রূপে তোমার জীবন চলা অসম্ভব ব্যাপার। তোমার উত্থান ও অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তুমি নামের অস্ত্রে পাপের সহিত যুদ্ধ কর। একবারের জন্য বা ক্ষণকালের জন্যও তুমি অস্ত্র ত্যাগ করিও না। বারংবার ভূপতিত হইয়াও আত্মসমর্পণের কল্পনা পরিহার করিয়া চলিবে।"

নাস্তিক বনাম ভগবান্

নোয়াখালী-সন্দ্বীপ নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবান্ এত কঠোর-হৃদয় নির্ম্মম নহেন যে, ভগবানকে অস্বীকার করিলেই তিনি শাস্তি দিবেন। তিনি অবিবেচকও নহেন। তিনি একথা বুঝিতে সমর্থ যে, যাহারা তাঁহাকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহাকে স্বীকার না করিলে, তাহা অস্বাভাবিক হয় না। বলিতেছ, কেবল শাস্তির ভয়েই ভগবানকে অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাক। সকলের পক্ষে একথা সত্য নহে। ভগবান্ অস্মিতাবোধ-রূপে অতি সূক্ষ্মভাবে তোমারই অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। সেই কারণেই তুমি তাঁহাকে বারংবার অস্বীকার করিতে গিয়াও স্বীকার করিয়া

ফেল। তিনি যে নাই, এই যুক্তি দিতে বসিয়াও তিনি আছেন, এই সিদ্ধান্তই করিয়া বস। তাঁহাকে দেখিতে শুনিতে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছ না বলিয়াই তাঁহাকে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি তোমার হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে তাঁহাকে না পাইলেও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা অপ্রকাশিত, অস্পষ্ট ও অস্ফুট অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তোমার ভিতরেই রহিয়া গিয়াছে। তাই অস্বীকার করিয়াও শান্তি পাও না, মনে হয় যে সত্য পথে যেন চলিলে না, সত্যকাজ যেন করিলে না। ইহা শান্তিভয় নহে।

"ভগবানকে স্বীকার করাকে যদি প্রথার দাসত্ব বলিয়া মনে করিতে চাও, কর। ভগবানকে নিয়া জগতে বিচিত্র মত থাকিবেই। তাঁকে বাদ দিবার চেষ্টাও তাঁকে লইয়াই, জানিও। তাঁকে ছাড়ার মানেই হইতেছে, প্রকারান্তরে তাঁকে ধরা। এখন নিজের অন্তরের রুচি অনুযায়ী চল এবং শুদ্ধ মনে শান্ত চিত্তে সৎ জীবন যাপনে চেষ্টিত থাক। অপরের অশুভ সম্পাদন না করিয়া নিজের শুভ সাধনে ব্রতী হও। কালক্রমে তোমার তমসাকবলিত নাস্তিক চিদাকাশে ভগবদ্‌রূপ পূর্ণচন্দ্রমার উদয় স্বভাব-বশেই হইবে। মনে, বাক্যে, কার্য্যে সততা রক্ষা করিয়া চল,—সেই সততার ভিতর দিয়াই পরম মমতাময় শ্রীভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাহার জন্য যুক্তি বা শাস্ত্র ঘাঁটিতে হইবে না, বা পরমতামত আলোড়ন করিতেও হইবে না।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পরমেশ্বর নিজ কৃপাবশেই তোমার অন্তর্লোক সমুদ্ভাসিত করিয়া নিজের বিমল বিভার বিকাশ করিবেন।"

সদ্‌গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ

ময়মনসিংহ-সিরৈল-নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার একান্ত অনুগত-চিত্ত সন্তানদের কাছ হইতে আমি ক্ষণকালের জন্যও দূরে অবস্থান করি না। তোমাদের মধ্যে যাহারা সাধন করিতেছ, তাহারা এই কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে। অসাধক সন্তান-সন্ততির পিতার এজগতে দুঃখের কোনও অন্ত-অবধি নাই। সর্ব্বদা কাছে কাছে পাছে পাছে থাকিয়াও সন্তানের নিকট হইতে দূরে অবস্থানের ক্লেশ বলিবার নহে। অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, দোষদর্শী, অসাধক সন্তানেরা পিতার এই ক্লেশের, এই বেদনার কারণ হইয়া থাকে। স্নেহময় পিতা নিজ স্নেহ-গভীরতায় ইহা সহ্য করিয়া নিয়া থাকেন, কিন্তু সন্তানের তাহাতে কি লাভ হইল? বড় মধুর কণ্ঠে তোমরা 'বাবা' বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া থাক। তোমাদের অনেকের পত্রের ভাষায় পীযূষের প্রস্রবণ বহিতে থাকে। কথায় এবং লেখায় এমন প্রেমামৃত পরিবেষণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমরা অন্তরের সজাগ উপলব্ধিতে নিজেদের ভিতরে সেই প্রেমামৃতের প্রকৃত আস্বাদন না কর, তবে তোমাদের আর আমার নিত্য সম্বন্ধকে সত্য করিয়া স্বীকার

করা হইল কোথায়? আমি অনুক্ষণ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান। তোমরা সাধন করিয়া সেই সত্য অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া নির্ভয় হও।"

উপাসনানুষ্ঠানে ভোগের নৈবেদ্য

জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি যে তোমাদের সমবেত উপাসনায় নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়াকে চিরাচরিত এবং বাধ্যকর নৈবেদ্য-রূপে ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই নারিকেল সহজ-লভ্য এবং সস্তা। খৈ বা লাজের সহিত আমাদের প্রাচীন কালের মাঙ্গল্য-স্মৃতি বিজড়িত আছে। নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়া অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব দিনেও তৈরী করিয়া শুচিভাবে রক্ষা করা যায়। ইহার ফলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় উপাসনা-অনুষ্ঠান সুরু হইতে কোনও অসুবিধা ঘটে না। ফল, মূল, লুচি, মালপোয়া প্রভৃতি করিতে গেলে কতক সময় ঐসকলের সজ্জীকরণ বা প্রস্তুত-করণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকিবেই। এই কারণেই তোমরা আমার প্রবর্ত্তিত এই নিয়মকেই মানিয়া চলিও। সময়-নিষ্ঠার হানি না করিয়া কেহ বাহুল্য বা বৈচিত্র্য করিতে চাহ, করিতে পার, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়া একান্তই বাধ্যকর জানিও। পশ্চিমাঞ্চলে নারিকেল মিলে না। সেই সকল দেশে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নারিকেলের নাড়ুর পরিবর্ত্তে সহজে লভ্য কোনও প্রকার মণ্ডার প্রবর্ত্তন ঘটিতে পারে। প্রসাদ বিতরণ-কালে প্রসাদ সুবিধাজনক ভাবে বিতরিত হইতে পারে এবং নষ্ট অল্প পড়ে, সেই দিকে তাকাইয়াই নারিকেলের নাড়ু এবং খৈয়ের মোয়াকে বাধ্যকর করিয়াছি।

উপাসনায় সুর-সংযোগ

"নিত্য উপাসনায় কোনও মন্ত্রই সুর-সহযোগে করা বাধ্যকর নহে। তবে চঞ্চল মনকে সহজে একাকেন্দ্র করিবার উপায়-স্বরূপে গুরুস্তোত্র, ব্রহ্মগায়ত্রী, অখণ্ড-স্তোত্র, জলসমর্পণ, হরিওঁ কীর্ত্তন প্রভৃতি সবই সুর-সহযোগে করিলে করিবে। অন্যথা সুরুতে শুধুই গুরুস্তোত্র এবং শেষে শুধুই হরিওঁ কীর্ত্তন সুর-সহযোগে করিতে পার। কিন্তু সমবেত উপাসনায় জগন্মঙ্গলসঙ্কল্প এবং নামজপটুকু ব্যতীত অপর সকল মন্ত্রই সুর-সহযোগে হইবে এবং যে মন্ত্রের বা স্তোত্রের জন্য যে সুর নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, ঠিক্ সেই সুরেই এবং যে স্তোত্রের যে অংশটুকু সমবেত উপাসনায় বিহিত, মাত্র সেইটুকুই করিতে হইবে। ইহার উপরে কোনও পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন চলিবে না।

ইষ্টপূজার উপচার

"নিজ ইষ্টকে ফুল দিয়া পূজিবে, না তুলসীও দিবে, না

বিল্বপত্রও দিবে,—এই সকল নিয়া কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসারই হেতু দেখি না। নিজের প্রাণের ঠাকুরকে পূজা করিতে প্রাণের রুচিকেই অনুসরণ করিবে, তবে ভ্রূ-মধ্যে ফোঁটা দিতে, শ্বেত-চন্দনই ব্যবহার করিবে, রক্ত-চন্দন নহে। ওঙ্কার-বিগ্রহ তৈরী করিতে শ্বেতবর্ণেই করিবে, অন্য কোনও বর্ণে নহে। উপাসনাকালীন উত্তরীয় যদি সম্ভব হয়, শ্বেতবর্ণই করিবে, অবশ্য এই বিষয়ে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কে কিরূপ উত্তরীয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহার উপরেই ইহা নির্ভর করিবে। তবে, রুচি রাখিতে হইবে শ্বেতবর্ণের দিকে। কোনও সমবেত-উপাসনার অনুষ্ঠানে সকলেরই উত্তরীয় শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা এক গম্ভীর শোভার বিস্তার করিবে, সন্দেহ নাই। নগরসঙ্কীর্ত্তন-কালে পর্য্যন্ত সকলেই শ্বেত-শুভ্র বস্ত্রাদি পরিহিত হইলে তাহাও এক আশ্চর্য্য শোভার বিস্তার করে।"

ভদ্রব্যবহারের আত্মপ্রসাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার নিজ-প্রতিষ্ঠিত কোনও আশ্রমের একজন প্রধান কর্ম্মীকে এক পত্রে লিখিলেন,—

"মানুষের সহিত ভদ্র ব্যবহারের প্রয়োজন যে তোমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না এবং সামান্য একটু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিলেই নিজেদের পদবীর অনুযায়ী গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়া কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়িয়া মানুষের সঙ্গে অনেক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপ্রীতিকর ব্যবহার করিতেছ, ইহা আমাকে বিশেষ মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। হাসিমুখে কথা কহিবার বা মানুষের অন্তরের বৃত্তির দিকে চাহিয়া নিজের কঠোর কর্ত্তব্যকেও মধুর করিয়া নিবার ভিতরে যে কত বড় আত্মপ্রসাদের খনি লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা তোমরা এতটেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ কি না, তাহাও ত' বুঝিতে পারিতেছি না। একই ট্রেণে দশ জন যাত্রী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে বিদায়কালে অপরিচিত পথিকদের ভিতরেও পরস্পর অভিবাদন-বিনিময় কি চিত্তের আনন্দ-বর্দ্ধক নয়? দুই একবার এরূপ অভিবাদন-বিনিময় করিয়া কখনও দেখিয়াছ কি? একজন তোমার গৃহে আসিয়াছে। সমাজের যেই স্তরে তার জন্ম, তাহাতে তাহাকে বসিবার আসন দেওয়ার প্রথাই এ যাবৎ সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেই অবজ্ঞাত অনাদৃত আগন্তুককে বসিবার জন্য একখানা আসন এবং স্নেহ-মধুর সাদর সম্ভাষণ করিয়া একবার দেখিয়াছ কি যে, অন্তরটা কতখানি গভীর আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়? টিকিট কিনিয়াই ট্রামগাড়ীতে বসিয়াছ। অপর লোকে পরে আসিয়াছে বলিয়া স্থান পায় নাই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই চলিতেছে। সেই সময়ে কোনও বৃদ্ধ, কোনও দুর্ব্বল, কোনও বালক বা কোনও স্ত্রীলোককে বসিবার জন্য নিজের আসনখানা ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলে অন্তরে যে বিমল আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা দুই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? ভদ্রব্যবহার করিবার

জন্য পয়সা খরচ করিতে হয় না বাবা, অতি সামান্য কাণ্ডজ্ঞানের মাত্র প্রয়োজন হয়। অপরের কিসে সুখ বা সুবিধা হইবে এবং পৃথিবীর কাহারও ক্ষতি না করিয়া অপরের কিসে আনন্দ-বর্দ্ধন ঘটিবে, মাত্র এই সম্পর্কে একটুখানি খেয়াল প্রয়োজন।"

ভগবান্‌কে ডাকিতে লাঞ্ছনা

চট্টগ্রাম-মীরসরাই-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে ডাকিবার পথে যত বাধা যত বিঘ্নই আসুক না, গ্রাহ্যে আনিও না। সৎকাজেই ত' মা উৎপীড়ন সহ্য করা সঙ্গত। মন্দ কাজ করিয়া উৎপীড়ন সহিবার ভিতরে গৌরব কোথায়? চতুর্দ্দিকের বিপত্তি যতই ঘনাইয়া আসিবে, ভগবানকে ডাকিবার জেদ মা তুমি তত চড়াইবে। তাঁকে ডাকাই যে তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ, একথা নিমেষের তরেও ভুলিবে না বা মনকে তাহা ভুলিতে দিবে না। ভগবানকে ডাকিবার পথে যিনিই উৎপীড়ন করুন, তাঁহার শক্তি যতই প্রবল হউক, তোমার উপরে তাঁহার পার্থিব অধিকার যতই সর্ব্বজন-সম্মত হউক, তিনি স্বামী হউন, তিনি পিতা হউন, তিনি সামাজিক ভাবে শাসনের যত বড় অধিকারীই হউন, তিনি ভগবানের চেয়ে যে বড় নহেন, এই কথা মা স্মরণে রাখিয়া হাসিমুখে শান্ত মনে নির্ব্বিকার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চিত্তে সব অত্যাচার সহিবে। ভগবানকে ডাকিতে যাইয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনা লাভ করাকে মহাসৌভাগ্য বলিয়া গণনা করিবে, যদিও বিনা লাঞ্ছনায় ডাকিতে পারিলে যাচিয়া লাঞ্ছনা বরণ করার কোনও অর্থ নাই।"

ধর্ম্মানুশীলন বনাম পরাধীন চাকুরী তথা স্বাধীন জীবিকা

জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"পরাধীন চাকুরীতে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করা যেমন কঠিন বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিলেও যে তাহা অপেক্ষা কম কঠিন হইত, ইহা মনে করিও না। সুবিধা এবং অসুবিধা উভয় অবস্থাতেই সুপ্রচুর রহিয়াছে। চাকুরী দ্বারা জীবিকার্জ্জন-কারী ব্যক্তিকে প্রতি কার্য্যে মনিবের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে হয় বলিয়া মনে আনন্দ বা তৃপ্তি থাকে না, ইহা সত্য। কিন্তু স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনকারী ব্যক্তিকে চব্বিশটা ঘণ্টাই একমাত্র অর্জ্জনের ফিকিরে থাকিতে হয় এবং সর্ব্বক্ষণ নানা উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইতে হয়। স্বাধীনতার যেমন সুখ আছে, তেমন দুঃখও আছে। ফলে, সাধন-ভজন করিবার জন্য অন্তরে প্রবল রুচি না থাকিলে এই ব্যক্তির পক্ষেও ধর্ম্মানুশীলনে রত হইবার অবসর হইয়া উঠে না।

"দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলেও একদল লোক চাকুরী দিবে, অপর দল লোক চাকুরী করিবে। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কোনও সুদূর সম্ভাবনাও দেখি না। এমন কি সকল ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প যদি রাষ্ট্রের হাতেও চলিয়া যায়, অর্থাৎ বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী যদি শ্রেষ্ঠতম সুব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়, তবু একদল কাজ করিবে, অপর দল কাজ করাইবে, একদল খাটিবে, অপর দল খাটাইবে, একদল হুকুম জারি করিবে, অপর দল হুকুম তামিল করিবে,—এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং তোমরা যে যেই অসুবিধার ভিতরে থাকিয়াই জীবিকা অর্জ্জন কর না কেন, ইহারই ভিতরে জোর করিয়া অবসর সৃষ্টি করিয়া লইবে এবং সেই অবসরটুকু ধ্যান, জপ, সাধন, ভজন, কীর্ত্তন, প্রচার, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মানুভূতিতে প্রকৃষ্ট ভাবে প্রয়োগ করিবে।"

গুরুভ্রাতাকে চিনিবার উপায়

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যে স্থানে বর্ত্তমানে অবস্থান করিতেছ, তাহার চতুর্দ্দিকে তোমার বহু গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীরা আছে। কিন্তু তুমি চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছ না কিম্বা কাহারও সহিত তোমার পরিচয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্থাপিত হইতেছে না জানিয়া আমি মোটেই বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই। যাহারা দীক্ষা নিবার পরে আর সাধন-ভজনের নাম-গন্ধও করে না, তাহারা তোমার নিকটে আসিয়া গুরু-ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিবে কোন্ লজ্জায় আর কোন্ সাহসে? 'আমি অমুক পিতার পুত্র'—বলিয়া পরিচয় দিলেই ত' আর হইবে না, পুত্রত্ব যে সত্যই কিছু আছে, সাধন-প্রতিষ্ঠায় তাহার কিছু প্রমাণও ত' দিতে হইবে। বনচারী অর্জ্জুন নিজেকে পাণ্ডু-পুত্র বলিয়া জাহির করিলেই কি দ্রুপদ রাজা এবং সভাসদ্‌বর্গ তাহা মানিয়া লইতেন, যদি না লক্ষ্যভেদের আশ্চর্য্য পরাক্রম তার সঙ্গে থাকিত? কেহই সাধন করে না, ভজন করে না, মাত্র বিপদে আপদে পড়িলে দুই একবার কাতরস্বরে নাম জপিয়া রেহাই পাওয়া মাত্র পুনরায় সংসারের নিকৃষ্ট জঞ্জালে মাথা গোঁজে। ইহারা কোন্ সাহসে তোমার কাছে আসিয়া বুক ফুলাইয়া বলিবে যে, তাহারা তোমার গুরুভাই?

"আরও একটা কথা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক পরিচয় দিবার জন্য বাধ্যকর কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। এক এক সম্প্রদায়ের তিলক ধারণের ব্যবস্থা এক এক প্রকারের। একজন রামানুজ-পন্থী শ্রীবৈষ্ণবকে, একজন নিম্বার্কপন্থী বৈষ্ণব হইতে বা একজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে বা একজন বল্লভী-ভক্ত হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিবার পক্ষে তাহার তিলক-সেবার বিশেষত্বটুকু

লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট। ভোলাগিরি বা আলেখ্ বাবার শিষ্যেরা গলায় তুলসী ধারণ করেন না, কণ্ঠ-বিলয় একটী মাত্র রুদ্রাক্ষই তাঁহাদের পরিচয় দিয়া দেয়। তোমাদের জন্য এইরূপ কোনও বাধ্যকর ব্যবস্থা নাই। উপাসনা-কালে তোমাদিগকে ভ্রূমধ্যে একটী শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা দিয়া লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি কোথাও কোনও কারণে শ্বেত-চন্দনের অসংস্থান ঘটে, তবে একটা জলের ফোঁটা মাত্র দিবার বিধান তোমাদের জন্য করা হইয়াছে। সেই শ্বেত-চন্দনের ফোঁটাটি যদি সঠিক ভাবে থাকে, তবেই তোমাদিগকে দেখিয়া বাহির হইতে অখণ্ড বলিয়া লোকে ধারণা করিতে পারিবে। কিন্তু উপাসনা-কালে ফোঁটাটি দেওয়া বাধ্যকর হইলেও, অপর সময়ে ফোঁটাটি রক্ষা করা বাধ্যকর হয় নাই। এই কারণেই বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া তোমরা গুরুভাই চিনিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইতেছ না।

"কিন্তু বাবা, নিজেরা যদি একাগ্র চিত্তে, অকপট প্রাণে নিজেদের সাধনে লগ্ন থাক, তাহা হইলে যোগীর চক্ষু তোমাদিগকে ছদ্মবেশের আড়াল হইতেও যে খুঁজিয়া বাহির করিবে, এই কথা ভুলিয়া যাইও না। ফোঁটা-তিলকে নহে, বাহিরের চটকে নহে, অন্তরের সাধনের বল সম-সাধকদের অন্তরকে আপনি আকর্ষণ করিয়া আত্মীয়ের সহিত আত্মীয়ের পরিচয় স্থাপন করাইবে, আমার যে বাবা ইহাই অভিপ্রায়। গুরুভ্রাতা কথার অর্থ এই নহে যে, একই গুরুর কাছ হইতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধন নিয়াছ বলিয়াই তোমরা ভ্রাতা। গুরুভ্রাতা কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, একই সাধনে তোমরা নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছ বলিয়াই তোমরা ভ্রাতা কথাটা খুব দায়িত্বজ্ঞানের সহিত চিন্তা করিও। দলে দলে লোক তোমার গুরু-দেবের কাছ হইতে বা তাঁরই অনুবর্ত্তীদের নিকট হইতে মন্ত্র নিতেছে, আর তোমার গুরুভ্রাতাদের গোষ্ঠী পুষ্ট হইতেছে, এই ধারণা কখনও করিও না। দলে দলে লোক প্রকৃতই সাধন করিতেছে, তাদের নীরব, নিভৃত, গোপন ও আত্মপ্রচার-বর্জ্জিত সাধনের প্রভাবে দিকে দিকে ঐশী শক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে,—ইহাই গুরুভ্রাতার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত সার্থকতা।

"আর গুরুভ্রাতা কথাটাকে কেবলই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিও না। জগতের সকল গুরুই তোমার গুরুর সহিত অভেদ। জগতে শত শত গুরু আছেন, এই ধারণাই তোমরা রাখিও না। একই গুরু ভিন্ন ভিন্ন জন-সঙ্ঘের পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজনের দাবী পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকলের প্রদর্শিত পথেরই কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে এমন একটা সঙ্গম-স্থান রহিয়াছে, যেখান হইতে সকল দিকের যাত্রী প্রকৃত প্রস্তাবে একই পথের যাত্রী হয়। সেই সময়ে সাধন-সুরু-করার সময়ের সাধন-গত পার্থক্য আর কাহারও চোখে পড়ে না, সবাই যে একই পথের পথিক, সবাই যে

একই লক্ষ্যের লক্ষী, সবাই যে একই দয়িতের সঙ্গসুখলিপ্সু, সবাই যে একই উদ্দেশ্যে ধাবিত,—একথা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে প্রাণের কাছে ধরা পড়ে। এই সময়ে সকল মতের মতীরা একই পরম-গুরুর শিষ্য বলিয়া নিজেদিগকে অনুভব করে। এই সময়ে জগতের সকল সম্প্রদায়ীরাই পরস্পর পরস্পরের গুরু-ভাই। তোমাদের আদর্শ ইহা। তোমাদের চিন্তানুশীলন এই ধারায়। ইহা কখনও ভুলিও না।

"জগৎ হইতে নিত্য নূতন গুরুশক্তির বিকাশকে কি কেহ তরবারির আস্ফালনে রুদ্ধ করিতে পারিবে? না, পারিবে স্মৃতি-বচনের শাসনে? না, পারিবে অর্থনৈতিক কৌশল-বিশেষের বিস্তারে? না, পারিবে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব সংঘটনের দ্বারা? কিছুতেই তাহা পরিবে না এবং কখনই পারিবে না। সুতরাং সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের পথে আপনি যাহা সম্ভব, সাধন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা বিনা যুক্তিপ্রয়োগে নিজে নিজে বুঝিবে, সেই বিশ্বমাতৃত্বের মধুমাখা গুরুবাদকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া নাও এবং সাধন করিতে করিতে প্রত্যেকে এমন অভ্যুন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ কর, যেন, জগতের যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত 'সাধক' ব্যক্তিকেই নিজের গুরুভাই বলিয়া চিনিতে পার। স্বকীয় সাধনে রুচি, প্রীতি, উৎসাহ, অভিনিবেশ এবং মনঃসন্নিবেশনের গভীরতা বৃদ্ধির জন্যই না তোমার গুরুভ্রাতা চিনিবার প্রয়োজন? সাধন করিয়া দ্রুত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এমন অবস্থায় পৌঁছ, যেন ভিন্ন গুরুর সাধক-শিষ্যকে দেখিলেও তোমার নিজ সাধনের রুচি বাড়ে, প্রীতি বাড়ে, উৎসাহ বাড়ে, অভিনিবেশ বাড়ে, মনঃসন্নিবেশের গভীরতা বাড়ে,—পরন্তু ভিন্ন গুরুর শিষ্যের সংসর্গ-হেতু নিজ ইষ্টনিষ্ঠা এক কলাও না কমিতে পারে। গুরু যেমন একটা তত্ত্ব, গুরুভ্রাতাও তেমন একটা তত্ত্ব জানিও, শুধুই রক্তমাংসের একটা চেতনাযুক্ত পিণ্ড বলিয়া তাহাকে মনে করিও না।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২৮ আশ্বিন, ১৩৪১

স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ে বয়স্ক ছেলে এবং মেয়েদের একত্র অধ্যয়নের ব্যাপার নিয়া একটা আন্দোলন চলিতেছে। ইহা লইয়া ছাত্র এবং অভিভাবকদের ভিতরে কেহ স্বপক্ষে কেহ বিপক্ষে আলোচনা করিতেছেন। দুই পক্ষের সমর্থনকারী দুইটি বিদ্যালয়-বালক শ্রীশ্রীবাবামণির মতামত জানিতে আসিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বনাম সমাজ-শৃঙ্খলা

ধীর ভাবে উভয়ের বক্তব্য শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহশিক্ষা ভাল কি মন্দ, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যায় দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উপরে। রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ

স্বাধীনতা প্রত্যেক যুবক এবং প্রত্যেক যুবতীর উপরে এমন কতকগুলি চরম দাবী ক'রে থাকে, সমগ্র সমাজ-জীবনের কাঠামো বদল যার উপরে নির্ভর করে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্থূলতা বা সূক্ষ্মতার উপরেই সমাজের শৃঙ্খলাগুলি বাধ্য হ'য়ে নির্ভর করে। রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, সমাজ-শাসন হচ্ছে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ক্ষত্রিয়কেই ব্রাহ্মণ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন ছিল ব'লেই অস্ত্রবল-বিরহিত নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্তে সমাজ-শাসন করেন।

নিষ্কাম চুম্বন ও নিরপরাধ আলিঙ্গন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্যার্জ্জনের জন্যই হোক্, কিম্বা সামাজিক জীবনেই হোক্, নিরসম্পর্কিত বয়স্ক যুবক ও যুবতীদের মিশ্রণ কতটা অনুমোদনযোগ্য হবে, কতটা নিষিদ্ধ থাক্‌বে, তার মানদণ্ড রাষ্ট্রিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হ'তে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্রিক উন্নতি বা অবনতি তোমাদের যতই হোক্, চুম্বন এবং আলিঙ্গনের যে মাদকতা-শক্তি, তা কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা নৈতিক শাসনের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করা যাবে না। সহস্র মেলামেশায় চিত্তের যে ক্ষিপ্ততা আসে না, একটী মাত্র চুম্বনে বা একটীমাত্র

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আলিঙ্গনে অনেক সময়ে তার সহস্রগুণ ক্ষিপ্ততা আসে। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য। এই কারণে, রাষ্ট্র বা সমাজের পরিবর্ত্তনশীলতা যেই দিকেই ঝুঁকুক, চুম্বন এবং আলিঙ্গনকে নিয়ে কড়া শাসনের ব্যবস্থা রাখ্‌তেই হবে। নিষ্কাম চুম্বন আর নিরপরাধ আলিঙ্গন খুব উচ্চস্তরের যোগীপুরুষের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু এক কোটি সাধারণ যুবক-যুবতীর মধ্যে দুই কি চার জনের মধ্যেও তা' কখনো সম্ভব হ'তে পারে না।

গাত্র-চর্ম্মের প্রকৃতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের গাত্র-চর্ম্মের প্রত্যেকটা রোমকূপে একটা ক'রে ক্ষুধিত রাক্ষস ব'সে আছে। স্থান-বিশেষে আবার এক একটা রাক্ষসের দশটা, বিশটা, পঁচিশটা ক'রে ওষ্ঠ এবং জিহ্বা। তীক্ষ্ণ-ধার দাঁতের সংখ্যা কত, তা' গোণা কঠিন। এই হচ্ছে মানবের গাত্র-চর্ম্মের প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক সত্যকে অস্বীকার ক'রে যদি কেহ উন্মত্ত হও না বাছা, বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

চুম্বন ও আলিঙ্গন কখন পবিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—য়ুরোপ-আমেরিকায় চুম্বন ও আলিঙ্গন নিয়ে কত যে গবেষণার চেষ্টা হয়েছে বল্‌বার নয়। কিন্তু এই সমুদ্র-মন্থন ক'রে তাদের ফল উঠেছে হলাহল,

অমৃত তারা পায় নি। বীক্ষণাগারের গবেষণা থেকে যে বিষয়ের যেটুকু জানা গিয়েছে, তাই নিয়ে হেঁচড়া লেখকেরা কিতাবের পর কিতাব ছেপেছে আর স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করেছে। যে দুর্নীতি তাতে সৃষ্ট হয়েছে, একদিন হয়ত তার কুফল আমাদেরও পেতে হবে। মানুষের নোংরা মন বিশ্বময় আবর্জ্জনা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর ক্লাবে, মজলিসে, সাহিত্যের আসরে প্রেতকে দেবতা, কবন্ধকে পুরুষোত্তম এবং নর্দ্দমার পূতিগন্ধময় পঙ্কিল প্রবাহকে গঙ্গানীর ব'লে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছে। চুম্বন পবিত্র, মাত্র স্বামীর গণ্ডে স্ত্রীর আর স্ত্রীর গণ্ডে স্বামীর। আলিঙ্গন পবিত্র, মাত্র স্বামীর বক্ষে স্ত্রীর আর স্ত্রীর বক্ষে স্বামীর। সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন কর, তাতে ক্ষতি কি, যদি এই কথাদুটী প্রত্যেক যুবক-যুবতীর মনে থাকে।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রীর আর স্বামীর সম্বন্ধটা হচ্ছে সম্যক্ দানের আর সম্যক্ গ্রহণের। দানের ভিতরেও ফাঁকি থাক্‌বে না, গ্রহণের ভিতরেও ফাঁকি থাক্‌বে না। সবখানি দিয়ে যদি ঠকে থাকি ত' ঠকেছি,—এই হবে স্ত্রীর মনোভঙ্গী। সবখানি দিয়ে যদি ঠকে থাকি ত' ঠকেছি,—এই হবে স্বামীর মনোভঙ্গী। দেওয়াটা আর নেওয়াটা পূরা হওয়া চাই,—এর মাঝে কোনো অপূর্ণতা না থাকে, কোনো খাঁজ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না থাকে, ভাঁজ না থাকে, গোঁচ না থাকে, ফাঁক না থাকে। সম্যক্ দিয়ে এবং সম্যক্ নিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের আপনার। অথবা আরো শুদ্ধ ক'রে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে, সম্যক্ দিয়ে আর সম্যক্ নিয়ে তারা দুজনে অভিন্ন। স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধের এইটী হ'ল আসল কথা। অন্ততঃ ভবিষ্যত জীবনে নিজ নিজ স্ত্রীর বা নিজ নিজ স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ একনিষ্ঠার মহিমাকে অন্তরে উপলব্ধি করে সমর্থ হওয়ার জন্যও বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক যুবকের এবং প্রত্যেক যুবতীর চুম্বন এবং আলিঙ্গন আদান-প্রদান সম্পর্কে অতীব কঠোর, অতীব দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

জাতিসৃষ্টির মর্ম্ম-কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা শক্তিশালী জাতি সৃষ্টির, জান্‌বে, এটা হচ্ছে গোড়ার কথা। যেই সব জাতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদল পাঠিয়ে সৈনিকদের মনোরঞ্জন করার জন্য আবার দলে দলে গণিকা পাঠানো আবশ্যক জ্ঞান করে, তেমন জাতিসৃষ্টির কথা আমি বল্‌ছি না। রণক্ষেত্রে বিজিত জনপদের বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা-নির্ব্বিশেষে নারীদের ধর্ষণ ক'রে যে সব জাতির সেনাদল বিজয়োৎসবের তাণ্ডব নাচে, আমি তেমন জাতিসৃষ্টির কথা বল্‌ছি না। যে জাতি বল-বীর্য্যে অসুর কিন্তু চরিত্রে ঋষি, আমি তেমন জাতি-

সৃষ্টির কথা বল্‌ছি। তোমার মাতা তোমার পিতার প্রতি যেরূপ, তোমার জীবনে তার প্রতিফলন হবেই। তোমার পিতা তোমার মাতার প্রতি যেরূপ, তোমার জীবনে তার প্রতিধ্বনি ফুটবেই। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান আর দার্শনিকের দর্শন, কবিশ্রেষ্ঠের কাব্য আর রাষ্ট্রনেতার কূটনীতি তার অন্যথা করে পার্ব্বে না। যে মাতা বিবাহের পূর্ব্বেই নিজেকে অন্যপূর্ব্বা ক'রে এসেছে, বীর্য্যবান্ স্বামীর ঔরস সত্ত্বেও সেই মাতার গর্ভে যিনি ভূমিষ্ঠ হবেন, তিনি দ্বিমনা ভাব নিয়েই জন্মাবেন। যে পিতা বিবাহের পূর্ব্বেই নিজেকে এক পেয়ালা বাসনার মদিরার কাছে বিক্রী ক'রে এসেছে, মহাসাধ্বী পত্নীর গর্ভ-সত্ত্বেও সেই পিতার ঔরসে যিনি ভূমিষ্ঠ হবেন, তিনি স্বেচ্ছাচারিতা নিয়েই জন্মাবেন। বিবাহের পরে স্বামী ও পত্নী নিজেদের মধ্যে কি করেছে, তার উপরে জাতি-সৃষ্টি যতটা নির্ভর করে, বিবাহের আগে অনূঢ় যুবক অনূঢ়া যুবতী কার-সাথে বা কার প্রতি কি করেছে, তার উপরে জাতি-সৃষ্টি তার চাইতে একটুকুও কম নির্ভর করে না।

মহাজাতি সৃষ্টির লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লক্ষ্য রাখ মহাজাতিসৃষ্টির। কন্দর্পদর্প, বীর্য্য-বরীয়ান দেবত্বের পরিপূর্ণ উন্মেষে অপরূপ সুন্দর এক মহাজাতির অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাবকে ধ্যানের নয়নে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দর্শন ক'রে তারপরে তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য নির্ণয় কর, তাহ'লেই দেখ্‌বে, যাত্রাপথে দুচারবার হোঁচট খেলেও অধঃপতন হবে না।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

পতি-ভাবে ভগবৎ-সাধনা

জনৈকা ভক্তিমতী চিরকুমারী সাধিকাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে পতি ভাবিয়া সাধন করার পন্থা অতীব মধুর। জীব-মাত্রেরই একমাত্র নিত্য, সত্য, শাশ্বত পতি শ্রীভগবান্—এই প্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতে যে উপাসনা-পদ্ধতির প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই কারণেই কবি-ভাবের ভাবুকেরা বড়ই প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, মধুর রসের সাধক বৈষ্ণব মহাজনেরা অধিকাংশেই বনিতার মত কোমল-মনা এবং কবিতার ভাষায় প্রাণের কথা বলেন, শুনেন, বোঝেন। কিন্তু পুরুষোচিত দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবার পরে নিজেকে শ্রীভগবানের কান্তা বলিয়া জ্ঞান করিতে হইলেও প্রচুর কল্পনা-শক্তির এবং auto-suggestion বা আত্ম-সম্মোহনের প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে জগতের অপর সকল নর-নারীকেও একমাত্র প্রকৃতি বলিয়া ভাবিবার নিরন্তর অভ্যাস আবশ্যক।

জন্মজাত সংস্কারসমূহের সহিত এই অভ্যাসের আপাত-বিরোধ এত বেশী যে, সকল ব্যক্তি ইহা করিতে সমর্থ হইয়া উঠেন না। একটী রমণী সহজেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা বলিয়া ভাবিতে পারেন। এই ভাবনা তাঁহার পক্ষে আরও সহজ হয়, যদি তিনি চিরকুমারী বা বিধবা হইয়া থাকেন। কিন্তু নিজ পিতা, ভ্রাতা বা প্রতিবেশী শত শত পুরুষগণকেও প্রকৃতি বলিয়া জ্ঞান করিবার অভ্যাস তাঁহার পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইয়া উঠে না। এই কারণেই তোমার পক্ষে ভগবানকে পতি বলিয়া ভজনা করিবার কালে জগতের সকল মানুষের ভিতরে ভগবানের পুত্র বা কন্যাদিগকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই তুমি জগতের মানুষের ভিতরে ভগবানই আছেন বলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিও না, দেখিও যেন তোমার পতি মহেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর, আর জগতের যত নরনারী তোমার পুত্ররূপী গণেশ কার্ত্তিকেয় বা কন্যারূপিণী লক্ষ্মী-সরস্বতী। তোমার মনের যাহা গঠন, তাহাতে এভাবে ভগবানকে ভজিলেই তোমার ভজন-পথ নিরাপদ এবং সাধনে সিদ্ধি দ্রুত অধিগম্য হইবে।"

দম্পতীর আত্মিক মিলন

জনৈক বিবাহিত ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দাম্পত্য জীবনে স্বামী এবং পত্নীর যত কিছু কাজ,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সকলই উভয়ের আত্মিক মিলনের দিকে তাকাইয়া পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে যত জোড়া দম্পতী আছেন বা হইবেন, প্রত্যেকেরই সমস্যা-সমূহ বিশিষ্ট এবং অভিনব। হয়ত এক দম্পতীর সমস্যার সহিত অপর দম্পতীর সমস্যার কোনও সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে। কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যেকেরই এক। তাহা হইতেছে,—উভয়ের আত্মিক মিলনের লক্ষ্যে প্রত্যেকটী বাক্য, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, ভাব-বিনিময় এবং সর্ব্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। 'আত্মায় আত্মায় মিলিতে হইবে',—এই সঙ্কল্পে সমারূঢ় হইয়া ইহারা জীবনের গতিপথে কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর হউক, কখনো গম্ভীর, কখনো চটুল হউক, কখনো সন্নিবদ্ধ, কখনো বিচ্ছিন্ন হউক, কখনো ভোগমুখ, কখনো ত্যাগমুখ হউক,—এই সকল বৈচিত্র্যে চরমে ইহাদের ক্ষতি কিছুই করিবে না, যদি 'আত্মায় আত্মায় মিলনের' পরম লক্ষ্যকে ভুল না হইয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে প্রেমকে ঘন, গভীর ও নিবিড় করিবার জন্য কল্পনা শক্তির আশ্রয় নাও। ভাবিতে শিখ,—তোমাদের এই দাম্পত্য লীলা শুধু একটী জন্ম জুড়িয়াই নয়, জন্মে জন্মে তোমরা স্বামী এবং স্ত্রী হইয়া আসিয়াছিলে এবং একমাত্র আত্মায় আত্মায় মিলন-সাধনের প্রেরণাতেই শরীর ও মন দিয়া একে অন্যের সঙ্গ-সাহচর্য্য করিয়াছিলে। কৃষাণ এবং কৃষাণী হইয়া কোনও এক জন্মে তোমরা মাঠে মাঠে

হাল চষিতে বীজ বুনিতে ধান নিড়াইতে গিয়াছ, শুধু রক্ত-মাংসের দাবী মিটাইতে নহে, আত্মার প্রতি আত্মার অভিসারে। পশুপালক ও পশুপালিকা হইয়া কোনও এক জন্মে তোমরা বনে বনে পাচন হাতে বা বংশী বাজাইতে বাজাইতে বিচরণ করিয়াছ কেবল রক্তমাংসের দাবী মিটাইতে নহে, পরন্তু আত্মার সহিত আত্মাকে মিলাইতে। ছোট ঘরে, বড় ঘরে, ধনীর ঘরে, দরিদ্রের ঘরে, শূদ্রের ঘরে, ব্রাহ্মণের ঘরে, দাসের ঘরে আর রাজার ঘরে পুরুষ এবং নারীর দেহ নিয়া বারংবার তোমরা আসিয়াছ, শুধু আত্মার সাথে আত্মাকে মিলাইতে। এই কল্পনার আশ্রয় লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রেমকে এত গভীর কর, যেন, সেই প্রেমই তোমাদের সংসার-সমুদ্র উত্তরণের নৌকা হইতে পারে। নরনারীর সাধারণ প্রেম, স্বামী ও স্ত্রীর জান্তব ভালবাসা একটু রূপান্তর পাইলেই, একটু পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই বিশুদ্ধ কাঞ্চনের মত দীপ্তবর্ণ হয়, বিমল ভগবৎ-প্রেমের রূপ ধরে। তোমরা একে অপরের প্রতি নিরতিশয় আসক্ত বলিয়া আত্মগ্লানিতে মরিয়া যাইও না। তোমাদের পরস্পরের আসক্তি যখন আত্মার সহিত আত্মার মিলনের নিত্য লক্ষ্যকে প্রধান করিয়া চলিবে, তখন আস্তে আস্তে সে তার গায়ের বন্য গন্ধ পরিত্যাগ করিবে এবং ভাগবত প্রেমের অরুণ কিরণ-সম্পাতে দিব্য সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিবে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাৎসল্য ভাব ও দাম্পত্য সংযম

অপর এক বিবাহিত ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামী-পত্নীর পরস্পরের মধ্য হইতে কামকে কমাইতে হইলে প্রাণপণ যত্নে সন্তানের প্রতি তোমরা উভয়ে নিজেদের প্রাণের স্নেহকে বাড়াইতে থাক। বাৎসল্য-ভাব এক অতি আশ্চর্য্য ভাব। বৈষ্ণব সাধক ও সাধিকারা শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-ভাব অর্পণ করিয়া কামজগতের অতীতে স্থিতি লাভ করিয়াছেন। তোমরা নিজ সন্তানের ভিতরে ভগবানের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া সন্তান-সেবার মধ্য দিয়া ভগবৎ-সেবার অনুশীলন কর। ইহাতে চিত্ত-চাঞ্চল্য সুনিশ্চিত-রূপে প্রশমিত হইবে। একত্র সাধন কর, অবিরাম ঈশ্বর-স্মরণ কর এবং সন্তান-রূপী জগদীশ্বরের বা জগদীশ্বরীর দিকে তাকাইয়া অন্তরের অস্বস্থ চপলতাকে নিবারিত কর।"

সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অহঙ্কারের বিনাশ ব্যতীত সাধন-জীবনে উন্নতি লাভের আশা দুরাশা। সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য, এই তিনটীর অনুগত করিয়া নিজেকে চালাইতে শিখ। এই তিনটীর ভিতরে যদি আপাতবিরোধ কিছু দেখিতে পাও, তবে সেই

বিরোধের উপরে লক্ষ্যকে তীব্র না করিয়া এই তিন বাক্যে সামঞ্জস্য বা মিল কোথায় আছে, যত্ন করিয়া তাহা খোঁজ। সাধনে উন্নতি করিতে হইলে নিজের বিচারশক্তি অপেক্ষা আদেশ পালনের শক্তিকে বেশী উন্নত এবং অনুশীলিত করিতে হয়।"

নিয়মিত সচ্চিন্তার অনুশীলন

নোয়াখালী জেলান্তর্গত দালাল বাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি গ্রন্থাদি রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থাদি রচনার উদ্দেশ্য বহু হইতে পারে। মান, যশ, প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবার জন্য নিজের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে প্রদর্শন করাই কাহারও কাহারও গ্রন্থাদি রচনার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ নিজের অপেক্ষা অল্পবিদ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ব্যক্তিদের জ্ঞানবর্দ্ধনের লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ নিজের চিত্ত এবং চিন্তাশক্তিকে সদ্বিষয়ে নিয়োজিত রাখিবার উপায়-স্বরূপে গ্রন্থ-রচনা-কার্য্যে হাত দেন। তোমার পক্ষে শেষোক্ত উদ্দেশ্যই গ্রহণীয় হইবে। প্রত্যহই কিছু-না-কিছু সময় সদ্বিষয়ে চিন্তাকে পরিচালনা করিবে। এই অভ্যাস অতীব হিতকর, নিজের পক্ষে যেমন, জগতের পক্ষে তেমন। নিজের চিন্তাগুলিকে নিজে সঠিক ধরিবার বুঝিবার জন্য পুনরায়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাহাদিগকে কালি-কলমে আটক করিয়া ফেলিবার চেষ্টা এই জন্য প্রশংসনীয়। সকলেই সকল সময়ে ইচ্ছা করিলেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সফলকাম হয় না। কিন্তু সৎ চিন্তা চালাইতে থাকিলে তাহাতে বাধা তত আসে না এবং চেষ্টাপূর্ব্বক নিয়মিত সৎচিন্তার অনুশীলন চালাইতে চালাইতে সৎকর্ম্মের অনুশীলনের পথ সুগমতর হইয়া যায়।"

আধ্যাত্মিক উন্নতি বনাম বৈষয়িক উন্নতি

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত পাঁশকুড়া নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে তোমার বৈষয়িক উন্নতিরও প্রার্থনা আমি নিরন্তর করিতেছি। বৈষয়িক দুশ্চিন্তা স্কন্ধে বহিয়া মানুষ নিশ্চিন্তচিত্তে ঈশ্বর-সাধন করিতে পারে না। সমগ্র দেশের যেই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিলে ব্যাপক ভাবে সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য কমিবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সেই সকল পরিবর্ত্তন এই জন্যই আমি অন্তরে অন্তরে নিবিড় সহানুভূতির এবং গভীর সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। একাকী তুমিই যে দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে ক্লিষ্ট হইয়া হা-অন্ন জো-অন্ন করিতে করিতে ভগবানের সেবার ও অনুধ্যানের পবিত্র কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছ, তাহা নহে। তোমার ন্যায় বিপন্ন অবস্থা আরও শত শত সহস্র সহস্র

জনের হইয়াছে এবং হইতেছে। এই কারণেই একটী বা দুইটী ব্যক্তি কি পরিবারের দারিদ্র্য দূর হইয়া গেলেই আমি চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। কি করিলে বা কি হইলে শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তি কি পরিবারের দারিদ্র্য-দুঃখ চিরতরে নিবারিত হয়, ইহা আমার একান্ত কাম্য।

মদ্যপানাভ্যাসের প্রতীকার-চেষ্টা

"তোমার পত্রের শেষ সংবাদটীতে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শঙ্কিত হইলাম। এত অল্প বয়সে এই দুইটী বালক মদ খাইতে শিখিয়াছে এবং গুরুজনদের সমক্ষে পর্য্যন্ত বর্ব্বরোচিত আচরণ করিয়া যাইতে পারিয়াছে শুনিয়া অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিয়াছি। তোমার কর্ত্তব্য এক্ষণে ইহাদিগকে এই মারাত্মক বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। শুনিয়াছি, মিশ্রির সরবৎ বেশী পরিমাণে এবং বারম্বার খাওয়াইলে মদ্যপানের আসক্তি অনেকটা কমিয়া যায়। আরও কি কি সদুপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা কর এবং স্নেহ, উপদেশ, বারণ এবং শাসন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যবহার যথাকালে যথোপযুক্ত ভাবে কর। সর্ব্বশেষ উপায়-স্বরূপে ইহাদের উপরে অবিরাম নিজের শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে মনে মনে প্রয়োগ করিতে থাক এবং ইহাদের চরিত্রের সংশোধনের জন্য সঙ্কল্প-পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের পরম পবিত্র নাম জপ কর।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সত্য-মিথ্যা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করা

"সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে পড়িয়াছ ত'? কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ—অর্থাৎ মহাজ্ঞানীরা পর্য্যন্ত এই দ্বন্দ্বের, এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বই ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব। একদিকে ধর্ম্ম রাখিলে অপর দিকে অধর্ম্ম হয়, একদিকে সত্যকে পূজিলে অপর দিকে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। জগতের প্রত্যেকটী সত্য-মিথ্যার, ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বের ইহাই স্বভাব। তুমি তখন করিবে কি? ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে একদিক রাখিয়া অন্যদিক্ ফেলিবে? ইহাতে এই বিপদের সম্ভাবনা সুপ্রচুর আছে যে, যতটুকু ধর্ম্ম করিবে, হয়ত তার দ্বিগুণ অধর্ম্ম করা হইয়া যাইবে, যতটুকু সত্যপরায়ণ হইবে, হয়ত তার চতুর্গুণ মিথ্যার প্রশ্রয়-প্রদাতা হইবে। সুতরাং বিচারের বন্দুক নিজের ঘাড়ে না রাখিয়া নামের উপরে দাও। পরমকৃপাল পরমপ্রভুই জগতে একমাত্র সত্য, তাঁর মধুময় পরমপবিত্র নামই চরম সত্য, তাঁর মহিমাই প্রকৃত সত্য। সেই সত্যকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও। তোমার মতন কঠোর দ্বন্দ্বে হাজার হাজার লোক পড়িয়াছেন, সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত বা বুদ্ধিমত একটা করিয়া উপায় বাহির করিয়াও লইয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনুতাপ-বর্জ্জিত সত্যরক্ষা, পরিপূর্ণ-আত্মপ্রসাদ যুক্ত ধর্ম্মরক্ষা

কয়জনের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? এক সত্যকে রাখিতে যাইয়া অপর সত্যকে আহত করা হইয়াছে, এক ধর্ম্মকে পালন করিতে যাইয়া অপর ধর্ম্মকে ভূতলশায়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বের ভিতরে মাথা গলাইতে না যাইয়া নামরূপ পরম সত্যকে আশ্রয় করিয়া অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্বন্দ্ব কর।"

সংসারকে সুখময় করিবার উপায়

ঢাকা জেলান্তর্গত বারদী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারী হইয়াছ, বেশ করিয়াছ। লক্ষ্য রাখিও, যেন মত্ততা না আসে। কর্ত্তব্য করিবে অনাসক্ত চিত্তে এবং সকলের সন্তোষ, তৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ ও সুখের দিকে তাকাইয়া। নিজেকে একেবারে অপ্রধান করিয়া তোমার সেব্যদিগকে প্রধান কর। ব্যক্তিগত সুখের তৃষ্ণা গুটাইয়া আনিয়া অপরাপর সকলের সুখকে, শান্তিকে, উল্লাস-মুখরিত কলহাস্যকে লক্ষ্য কর। ভালবাসিবে, শাসন করিবে, উঠাইবে, বসাইবে, চালাইবে, নিজেকে কর্ত্তা জানিয়া নহে, পরন্তু ভগবানকে কর্ত্তার আসনে বসাইয়া। তাঁর দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত পরমপদে নিত্যকালের জন্য আস্থা রাখিয়া এই অস্থায়ী জগতের স্নেহ ভালবাসার বস্তুগুলিকে যথাযোগ্য সেবা প্রদান কর। ইহারা যে উপলক্ষ্য, পরন্তু তিনিই যে একান্ত ভাবে তোমার পরমলক্ষ্য, এই কথা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্মরণ রাখিয়া চল। ইহাতেই সংসার হইবে সুখের আগার, গৃহ হইবে পরমা শান্তির নিত্য-নিকেতন।"

সাংসারিক অশান্তি বিদূরণের উপায়

দিনাজপুর জেলান্তর্গত নূতন বাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারের সহস্র অশান্তি চতুর্দ্দিক হইতে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আসিয়া তোমাকে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ এবং জর্জ্জরিত করিতে চাহিতেছে জানিয়া ব্যথিত হইলাম। কিন্তু এই অবস্থাতে বাঁচিবার পথ উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থা। অবিরাম মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র নাম জপিতে থাক এবং অন্তরে এই বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাও যে, এ দুঃখের দিন দীর্ঘকাল থাকিবে না। ক্ষমা, উপেক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং তোমার অপেক্ষা অধিক দুঃখী জগতে কে কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধান,—এই সকল বর্ম্মকে পরিধান কর। যাহারা তোমাকে দুঃখ দিতেছে, হয়ত তাহাদের মনে তোমার দুঃখের চেয়েও বৃহত্তর দুঃখনিচয় লুকাইয়া রহিয়াছে। তাহাদের দুঃখের কারণ এবং পরিমাণ অন্বেষণ করিয়া বাহির কর। ইহা দ্বারা নিজের দুঃখের কারণ এবং পরিমাণ সহজে হ্রাস পাইবে। গুরুজনকে ভক্তি দ্বারা ও অনুজনকে স্নেহ দ্বারা বশীভূত করিবার সঙ্কল্পই তোমার পক্ষে

সর্ব্বোত্তম জানিও। গুরুজনদের ভুল-ত্রুটী ধরিয়া দেখাইবার প্রবৃত্তি কেবলই যে অসুন্দর, তাহা নহে, পরন্তু নিদারুণ ভাবে অহং মত্ততার জনক। পুত্র পিতার ভুল ধরিবে, কন্যা মাতার দোষ উদ্‌ঘাটন করিবে,—এসব এই ডিমোক্রেসির যুগের কথা কিন্তু ইহারা শান্তির কথা নহে, সন্তোষের কথা নহে, স্নেহ প্রেম ভালবাসার জগতের্ কথা নহে। স্নেহ প্রেম-ভালবাসাই অশান্তি দূর করে, ডিমোক্রেসি নহে, ভোটের অধিকার নহে। পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ বা মাতার সহিত কন্যার সম্বন্ধ নহে, মমত্বই দুঃখ বিদূরণ করিয়া থাকে।"

নামের আশ্রয়

ঢাকা জেলান্তর্গত ধামরাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মঙ্গলময় নামে নিজের মনকে নিমগ্ন কর। এমন ভাবে মনকে নামে ডুবাও, যেন সে আর উপরে ভাসিয়া বেড়াইবার সাহস পর্য্যন্ত না করিতে পারে। নামই জীবনের সকল কুশল সম্পাদন করিবেন। সংসারের অশান্তি তাহার কি করিতে সমর্থ হইবে, নামে যাহার মন মজিয়াছে? প্রবল ঝঞ্ঝাবর্ত্ত নাম-রস-রসিকের নিকটে মলয়-পবনের মৃদু হিল্লোল মাত্র, খাণ্ডব-দহনের নিদারুণ জ্বালা-মালা হরি-চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ মাত্র। নামে মজ, নামে ডোবে, নাম-রসের রসিক হও, নাম-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সমুদ্রের অতল তলে যাইয়া আনন্দের খনি লাভ কর। নামই জীবের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, নামই নিরাপদ ভরসা, নামই পরম অবলম্বন। নামকে জীবনের সার কর।"

পুরাতনের প্রতিধ্বনি

কুমিল্লা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একই কথা বহুবার বলিতেছি বলিয়া মনে কেন অনুভব করিতেছ? যাহা বলিতেছি, তাহা যেন আগেও আরো বহুবার শুনিয়াছ! এসব নিতান্তই শুনা কথা, পুরাতন কথা, নূতন কিছু নহে। কেমন, এই ত' তোমার মনের দৃষ্টিকোণ? কিন্তু বাবা, ভাল কথাই ত' বহুবার বলিব, কুকথা বারংবার বলিয়া আমার লাভ কি? ভাল কথাই ত' বহুবার শুনিবে, কুকথা বারংবার শুনিয়া তোমার লাভ কি? সোণা পুরাতন বলিয়া কি তার সোনাত্ব কমে? পুরাতন রেশম পুরাতন পশম পোকে কাটে, স্যাতসেঁতি লাগিলে নষ্ট হয়, কিন্তু হীরা ও মণি কি শত শতাব্দী পরেও যেমনটী ছিল, তেমনটী থাকে না? আর, আমি তোমাকে নূতন কথা কি শুনাইব বাবা? অতীতের গুরু অতীতের শিষ্যকে যে কথা শুনাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানের গুরু বর্ত্তমানের শিষ্যকে তার অতিরিক্ত নূতন বাণী কি দিতে পারেন? জগতে কোন্ গুরু নূতন জ্ঞানের স্রষ্টা?

এক অদ্বিতীয় শাশ্বত জ্ঞানের মূলধন লইয়া জগতের সকল যুগের সকল জ্ঞানীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারবার চলিতেছে, যা কিছু বিবর্তন, পরিবর্তন আর উদ্বর্তন, সবই চলিতেছে রেজগী লইয়া। টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি, এক-আনি, পাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র। পূর্ব্বজন্মারা যাহা পাইয়া গিয়াছেন, আমাদের প্রাপ্য তাহাই। তবে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে প্রাপ্তির রসে তারতম্য অনুভূত হয়। শ্রীশঙ্করের প্রাপ্তি আর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাপ্তি যে এক, একথা বলিলে তত্ত্ব-ভক্তেরা হয়ত লাঠি নিয়া মারিতে আসিবেন। কিন্তু প্রকৃত প্রাপ্তি এক ব্যতীত দুই নহে। বচনের পরিপাট্য, ভাষার বিন্যাসে পার্থক্য দেখিয়া প্রাপ্তিতে পার্থক্য অনুমিত হইতেছে মাত্র। চিরপুরাতনী পরম বাণী আমি যদি বারংবার কহিতে পারিয়া থাকি, তবে ত' আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিব, তুমিও যদি সেই পুরাতনী বাণীই শুনিয়া থাক, তবে বিরক্ত না হইয়া আত্মগৌরববোধযুক্ত হও যে, চিরপুরাতন তোমার নিকটে বিংশ শতাব্দীর ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমার শ্রবণকে সার্থক করিয়াছে। চিরপুরাতন বারংবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হউন এবং আমাদের এই নবীন জড়দেহের ভিতরে যে প্রাচীন নিত্য দেহ আছে তাহার ভিতরে জাগ্রত হউন।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সিরাজগঞ্জ
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪১

শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাহ্য পার্থক্য

শাক্ত ও বৈষ্ণবদের পার্থক্যের কথা হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাক্তের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর বৈষ্ণবের গলায় তুলসীর মালা, শাক্তের ললাটে সিন্দুরের রেখা আর বৈষ্ণবের ললাট-গাত্রে গোপীমৃত্তিকার তিলক, শাক্তের পূজার ফুল রক্তবর্ণ আর বৈষ্ণবের ফুল শাদা, শাক্ত ইষ্টের নিকটে পশুবলি দেয় আর বৈষ্ণব বলিদানের নাম শুনলেও কানে আঙ্গুল দেয়,—এই কি শাক্ত আর বৈষ্ণবের পার্থক্য? এ পার্থক্য নিতান্তই বাহ্য। ভিতরের পার্থক্য হচ্ছে মনোভঙ্গীর।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের আভ্যন্তর পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাক্ত ও বৈষ্ণবের আভ্যন্তর পার্থক্যের প্রধান ধারাটি হচ্ছে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠায় আর আনুগত্যে। মহাশক্তির উপাসক শাক্ত সাধক নিজের ভিতরে শক্তিকে জাগরিত করেন, বলবীর্য্যপ্রমুক্ত এবং স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ হন। বৈষ্ণবের লাভ-লিপ্সা নেই, তিনি নিজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমগ্র শক্তি ইষ্টের

সেবায় অর্পণ করেন এবং তাও নিজের প্রীতি-ইচ্ছায় নয়, ইষ্টের প্রীতি ইচ্ছায়। এজন্য শাক্তের প্রার্থনা হচ্ছে,—রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশঃ দেহি, জনং দেহি, দ্বিষো জহি ইত্যাদি। কিন্তু বৈষ্ণবের প্রার্থনা হচ্ছে,—আর কিছুই চাই না, আমাকে কেবল তোমার দাস কর, আমার আত্মসেবাবুদ্ধির নাশ কর। শাক্ত হচ্ছেন সাধন জগতের যুবক, নিত্য নবশক্তির স্ফুরণ তার প্রয়োজন। বৈষ্ণব হচ্ছেন সাধন জগতের প্রৌঢ়, তিনি বল, বীর্য্য, শক্তি, সুখ, তুষ্টি বা প্রতিষ্ঠা অর্জনের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব করেছেন এবং নিঃশেষে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করছেন।

শাক্ত শ্রেষ্ঠ, না বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য এর দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে যায় না যে, শাক্ত শ্রেষ্ঠ, না, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। অর্থ না বুঝে প্রথার অনুবর্ত্তনে মাত্র যারা সাধন করে, তারা বালক। শক্তি লাভের জন্য যারা সাধন করে, তারা যুবক। সকল শক্তিকে একমাত্র ভগবৎ-সেবায় নিয়োগের জন্য যারা সাধন করে, তারা প্রৌঢ়। একটী অবস্থার পরে আর একটী অবস্থা স্বতঃসিদ্ধ। বালকই যুবক হয়, যুবকই প্রৌঢ় হয়। যে বালক ছিল না, সে যুবক হয় না, যে যুবক ছিল না, সে প্রৌঢ় হয় না। এজন্যই আমাদের পল্লীগ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যে, "আগে শাক্ত হও, পরে বৈষ্ণব হ'য়ো" সুতরাং শাক্ত-বৈষ্ণবে শ্রেষ্ঠত্ব আর নিকৃষ্টত্ব নিয়ে কোনো বিচার আনা উচিত নয়।

প্রকৃত শাক্ত এবং প্রকৃত বৈষ্ণব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কালী বা দুর্গার পূজা কল্লেই শাক্ত হয়, আর কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর পূজা কল্লেই বৈষ্ণব হয়, একথাও সত্য নয়। বিষ্ণুর পূজা করে অথচ নানা রকমের প্রার্থনা পূরণের জন্য ইষ্টকে দাবী জানায়, সে শাক্ত। দুর্গাপূজা করে অথচ অব্যভিচারিণী ভক্তির এবং নিজেকে তাঁর চরণে অর্পণ ক'রে দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া অন্য প্রার্থনার লেশমাত্র নাই, সে বৈষ্ণব। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মনোভঙ্গীর মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য এই যে, শাক্তের গুরুনিষ্ঠা বিচার-পরায়ণ আর বৈষ্ণবের গুরু নিষ্ঠা নির্ব্বিচার। শাক্ত গুরুকে উপদেশদাতা জ্ঞান করেন, বৈষ্ণব গুরুতে আর গৌরাঙ্গে অভেদ মনন করেন। শাক্তের ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি প্রবল, বৈষ্ণবের আদেশ-পালনী বৃত্তি প্রবল। শাক্ত তুল্যকক্ষ অপর সাধকের সম্পর্কে অসহিষ্ণু, বৈষ্ণব নিম্নতর স্তরের সাধকদের পক্ষে পর্য্যন্ত মানদ, সসম্মান, সসম্ভ্রম। শাক্ত দার্শনিক, কর্ম্মী ও যোদ্ধা; বৈষ্ণব কবি, প্রেমিক ও সহানুভূতিশীল মরমের মরমী। বিষ্ণুর পূজকই বৈষ্ণব নন, শক্তির পূজকই শাক্ত নন পরন্তু যথাযোগ্য এই সকল লক্ষণ যার ভিতরে যেমন ভাবে

আছে, তদনুসারে তিনি শাক্ত বা বৈষ্ণব, জান্‌বে। পঙ্কে যা জন্মে, তাই পঙ্কজ নয়, পঙ্কজ বল্‌তে একমাত্র কমলকেই বুঝায়। বিষ্ণুকে যিনি ভজনা করেন, তিনিই বৈষ্ণব নন, বৈষ্ণব বল্‌তে বুঝ্‌তে হবে তেমন সাধককে, যাঁর জীবনে এবং অনুশীলনে বৈষ্ণবের এই সব লক্ষণ প্রকটিত হয়েছে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রলেখায় মনোনিবেশ করিলেন।

মনের প্রসন্নতা সম্পাদনে নামের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনৈক ভক্তকে লিখিলেন,—

"তোমার মন অত্যন্ত খারাপ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। জগতে ভালমন্দ যে ঘটনাই ঘটুক, নামের সেবার মধ্য দিয়া অন্তরের প্রসন্নতা অর্জ্জন কর। নামের মত চিত্তের প্রসন্নতা-সম্পাদক বস্তু এই জগতে আর কিছুই নাই। মানুষ তাহা বোঝে না, এই জন্যই কেহ কেহ বিমর্ষ মনকে সহর্ষ করিবার জন্য পরনিন্দায় মন দেয়, কেহ নেশার চর্চ্চা করে। নামের নেশাই ত্রিজগতে সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ, প্রীতিদায়ক ও সুখসঞ্চারক নেশা। মন যত খারাপ হইবে, নামে তত বেশী নিবিষ্ট হইবে। মন যত চঞ্চল হইবে, নামে তত বেশী জোরে লগ্ন হইবে। মনকে শাসন করিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ নামের সহিত যুক্ত করিবে। নামই মনোব্যাধির শ্রেষ্ঠ মহৌষধ, নামই মনের বিকলতা-নাশে অদ্বিতীয় শক্তিধর পরম বস্তু। মন

আপন স্বভাবেই কখনও ভীত, কখনও ত্রস্ত, কখনও হতাশ, কখনও দুর্ব্বল, কখনও অহঙ্কৃত, কখনও দর্পিত, কখনও হিতাহিত-বিবেচনা-বর্জ্জিত, কখনও পারম্পর্য্য-বোধ-রহিত হইবে। কিন্তু নামের অপার্থিব সঙ্গ দ্বারা মনকে নিজ প্রকৃতির ঊর্দ্ধদেশে নিয়া যাও। এই কার্য্যে সফল হইলে দেখিবে, চিত্ত-প্রসন্নতা তখন তোমার স্বভাব-সম্পদ, ইহা আর কষ্ট করিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে না।"

গুরু-শিষ্যের অভেদ-সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—

"তোমরা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। তোমাদের দেহের বা মনের পীড়া আমাকে পীড়াগ্রস্ত করে। তোমাদের বিকলতা, বিহ্বলতা আমাকেও বিকল, বিহ্বল করে। যদিও তোমরা আমা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছ, তবু অন্তরের যোগে এমনই এক হইয়া রহিয়াছি যে, দীক্ষা-দানের পরমুহূর্ত্ত হইতে তোমাদিগকে আর ভিন্ন সত্তা বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতেছি না। তোমাদিগকে যখন উপদেশ প্রদান করি, তিরস্কার করি, শাসন করি, আদর করি বা আদেশ দেই, তখন মনে মনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যেন আমি আমাকেই উপদেশ তিরস্কার প্রভৃতি করিয়া যাইতেছি। আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিরক্তি, বিদ্বেষ, ভয়, সব-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কিছুই যেন আমারই প্রতি আমার স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রভৃতি বলিয়া অনুভব করি। ইহা আমার সরল মনের অকপট আত্ম-স্বীকৃতি জানিবে। এই জন্যই বলি, অবিলম্বে শরীরকে সুস্থ এবং মনকে সবল করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হও। অপর এক রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া সহানুভূতিশীল সজ্জন দর্শক যেমন নিজেকে মনে মনে রুগ্ন কল্পনা করিয়া লইয়া তৎপরে রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ অনুমান করতঃ নিজের অন্তরকে অনুকম্পায় পূর্ণ করেন, তোমাদের সম্পর্কে আমার অনুভূতি তদ্রূপ নহে। হাতের বা পায়ের একটী কোণায় বিষধর সর্পে দংশন করিলে মস্তিষ্ক যেমন তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে, কিম্বা চক্ষের কোণায় একটী ক্ষুদ্র বালুকার কণা পড়িলে যেমন চক্ষের পাতা সঙ্গে সঙ্গে তাহা বুঝিতে পারে, তোমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, দুর্গতি সম্পর্কে আমার অনুভূতি সেই শ্রেণীর জানিও। এই জন্যই বলিতেছি, আমাকে যদি সুখে এবং পরম পরিতৃপ্তির মধ্যে রাখিতে চাহ, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে তোমরা নিজেরা অবিলম্বে সুখবন্ত এবং পরিতৃপ্ত হইতে চেষ্টা কর। তোমাদের মলিন মুখে হাসি ফুটিলে আমার মুখেও হাসির অভাব হইবে না।"

শিষ্যের কুশলে গুরুর কুশল

অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক পত্রে লিখিলেন,—

"তোমাদের কুশলেই আমার কুশল। আমার নিজের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কোনও পৃথক্ কুশল জীবনে কখনও কল্পনাও করি নাই, ভবিষ্যতেও করিব না। তোমরা কিসে কুশলবন্ত হইবে, তোমরা কিসে নিত্যকুশলে অবস্থান করিবে, তোমাদের জন্য ইহাই আমার নিয়ত এক উদগ্র চিন্তা। তোমরাও প্রাণপণে নিজেদের কুশল নিজেরা দেখিতে চেষ্টা কর। আমার স্নেহ যদি অকপট হইয়া থাকে, তবে আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের জীবনে যে কার্য্যকর হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কেবল আমি আশীর্ব্বাদ করিলেই ত' হইবে না, তোমাদিগকে নিজ নিজ ভগবদ্দত্ত শক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োগ করিয়া সুকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী সুফল-রূপে কুশলকে আয়ত্ত করিতে হইবে। বিনা টিকিটে যাহারা রেল চড়ে, তাহারাও কেহ কেহ কোনও না কোনও প্রকারে নিজ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া যায়। কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া টিকিট কিনিয়া যাহারা রেল চড়ে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে একেবারে নির্ভয়ে। টিকিট কাটার মানে হইতেছে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া নিজ কুশলকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা।"

অনাড়ম্বর প্রেমভাব

অপর একজন ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

"তোমাদের ওখানে আমি খুব শীঘ্রই যাইব এবং সঠিক ভাবে তারিখ আর কয়েকদিন পরেই জানাইতে পারিব। তোমাদের পত্রের ভাবে ভাষায় বুঝিতেছি, তোমাদের ভক্তির

উৎস সজোরে বহিতেছে। কিন্তু একটি অনুরোধ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিতেছি। আমাকে লইয়া তোমরা কোনও হৈ-চৈ বা আড়ম্বর করিও না। প্রাণের প্রেমভাব নিয়া সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিও, প্রাণের ভালবাসা দিয়া সাধারণ ভাবে বরণ করিও, চিরস্থায়ী প্রীতির পাথেয় দিয়া সাধারণ ভাবে বিদায় করিও, আমার উপরে কোনও অসাধারণত্ব আরোপ করিয়া নিজেদের সঞ্চিত উৎসাহ বৃথা ব্যয়িত করিও না কিম্বা আমাকেও বিব্রত করিও না। অতীব অকপট মনে সরল সদিচ্ছায় এই কথা কয়টি লিখিলাম। ইহা হইতে প্রাণে কোনও কষ্ট নিও না। যুবক-মনের ভাবোচ্ছ্বাস আড়ম্বরের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশে চেষ্টিত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু বাহিরের আড়ম্বরকে প্রশমিত, সঙ্কুচিত বা সংযত করিয়া ভাবের গভীরতা ও ঐশ্বর্য্য সম্পাদনে চেষ্টা অধিক করিলে তাহার সুফল সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। প্রিয়জনেরা প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা করিবেন, ইহাতে এক হিসাবে আড়ম্বর সমর্থনযোগ্য হইলেও অনাড়ম্বর শুচিস্মিত শান্ত অভ্যর্থনা তাহা অপেক্ষা শতগুণ প্রশংসনীয়। তাহা কিরূপে হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিও। তোমাদের সংস্পর্শে যাইয়া তোমাদের অনাড়ম্বর অথচ সুগভীর প্রেম-ভাবের ভিতর দিয়া আমি কি শিক্ষা চয়ন করিয়া আনিতে পারি, তজ্জন্য আমিও সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

একক কীর্ত্তন

কোনও একটী পল্লীবাসিনী ভক্ত-মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রথম কয়েক দিন গ্রামবাসী বহু ব্যক্তিকে নিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিবার পরে বর্ত্তমানে কীর্ত্তনের স্রোতে ভাটা পড়িয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। জোয়ার থাকিলেই ভাটা থাকে। কিন্তু নদীর জল একেবারে না শুকাইয়া যায়, এই জন্য একটী পল্লী-কুলবধূ হইয়াও একাকিনী যে নিয়মিত হরি-ওঁ কীর্ত্তন চালাইয়া যাইতেছ, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু একা কীর্ত্তন করিতেছ বলিয়াই তুমি নিজেকে একান্ত একাকিনী জ্ঞান করিও না। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আছি জানিও। তোমার কণ্ঠের উচ্চারোহণ ও অবরোহণকালে আমিও তোমার সুরের সহিত আমার নিজের সুর মিলাই। একটু লক্ষ্য করিলে তুমি এই কথার সত্যতা নিশ্চিতই অনুভব করিতে পারিবে। তুমি কোনও অবস্থাতেই নিজের নিয়মিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিও না। কিছুদিন পরে দেখিবে, আরও কত কণ্ঠ তোমার কণ্ঠে নিজেদিগকে মিলাইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে।"

গুরুদ্বেষী ধর্ম্মসঙ্ঘ

দক্ষিণ-কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত কোনও একটী ধর্ম্ম-সঙ্ঘের

কর্ম্মিগণের মধ্যে একটী অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্ঘকর্ম্মিগণের কেহ কেহ সঙ্ঘগুরুর প্রতি দ্রোহভাব অবলম্বন করতঃ পৃথক ভাবে একটা ধর্ম্মসঙ্ঘ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন নিজেদের কর্ম্ম, চিন্তা ও উদ্দেশ্যের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহার সময়োচিত উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সঙ্ঘ যখন তোমাদের ধর্ম্ম লইয়া এবং তাহার মূলই যখন রহিয়াছে সাধন-ভজনে, তখন গুরুকে বাদ দিয়া তাঁহার আদর্শের পূজা করিতে তোমরা যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ, ইহা আমার নিকটে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতেছে। গাছের মূল কাটিয়া ফেলিয়া শাখার আর প্রশাখার মিত্রতা বা ঐক্য একটা আজগুবি কল্পনা বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধন-ভজনের দৃঢ়তা, গভীরতা, ঐকান্তিকতা ও ব্যাপকতা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্য নিয়া যে সঙ্ঘ হইবে, সেই সঙ্ঘ গুরুর মর্য্যাদা মনে, বাক্যে বা কর্ম্মে কোনও প্রকারেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। কেননা, ভজনশীল মনের নিকটে গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বিগ্রহ বা তৎস্বরূপ। কিন্তু যদি কর্ম্ম-প্রচেষ্টা লইয়া তোমাদের মতভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরুদেবের আদর্শের, মতের এবং ভাব-সম্পদের দোহাই দিতে যাও কেন? ভোটাভুটি দ্বারা কখনও গুরুর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুরুত্ব বা গুরুবাক্যের যাথার্থ্য নির্ণীত হইবে না। ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী বিচার করিতে হইলে, গুরু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল বাদ-প্রতিবাদ ও ভোটাভুটির ঊর্দ্ধে। গুরুবাক্য শিষ্যেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তৌলযন্ত্রে মাপিয়া তারপরে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবে, ইহা ভারতীয় সাধক-সমাজ কখনও আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই একথা তাঁহারা তারস্বরে বারংবার বলিয়াছেন,—'গুরোর্ব্বাক্যং সত্যমসত্যমন্যৎ—গুরু-বাক্যই সত্য, অপর সব অসত্য।' সাধক ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী ইহা। কিন্তু যদি তোমরা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মপ্রবাহে আত্ম-নিমজ্জন করিবার পক্ষে বাধা পাইয়া গুরুদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিয়া থাক, তাহা হইলে নিজেদের নূতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে গুরুদেবের নাম নিয়া টানাটানি করিও না। ভোটের জোরে মত বা পথকে সাব্যস্ত করিয়া নিয়া কাজ করার প্রচুর স্বাধীনতা কংগ্রেসে বা হিন্দুমহাসভার ন্যায় প্রতিষ্ঠানে আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানও কোনও ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত সাধন-ভজন-সম্পর্কিত সমস্যা নিয়া মাথা ঘামায় না এবং কে কিরূপ সাধনের জন্য কিরূপ উপদেশ বা আদেশ কাহার কাছ হইতে নিল বা নিল না, তাহা নিয়া অনধিকার-চর্চ্চা করে না। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কোনও একটী বাছিয়া নিয়া তাহাতে যোগ দিয়া তোমাদের উদয়োন্মুখিনী কর্ম্মবাসনাকে সার্থকতা ও চরিতার্থতা দান কর। ভারতীয় গুরুরা শিষ্যদিগকে তাহাদের

সাধন-ভজন সম্পর্কিত পন্থার জটিলতা ভাঙ্গিবার জন্য যে আত্মোপলব্ধি-লব্ধ উপদেশ দিয়া থাকেন, যদি তাঁহার অতিরিক্ত কোনও বহির্ম্মুখ কর্ম্মাদি সম্পর্কে উপদেশ কাহাকেও দান করেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ প্রত্যাশার অতীত বলিয়া জ্ঞান করিও। ধর্ম্মাচার্য্যদের সম্পর্কে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ হওয়া সঙ্গত। তাহাতে অনেক বৃথা কটূকথন হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবে। শিরহীন যজ্ঞের ন্যায় তোমরা যদি গুরুহীন ধর্ম্মসভা গড়, তাহা হইলে বালির দুর্গের ন্যায় ধ্বসিয়া পড়িতে অধিক সময় লাগিবে না। নিষ্ঠাহীন প্রতিভাশালী ধীমান অপেক্ষা নিষ্ঠাশীল নির্ব্বোধেরা সাধন-জগতে অধিকতর অগ্রসর হইয়া থাকেন। নিষ্ঠারই গুণে অনেক জড়-ভরত বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিকতর উপলব্ধির সম্পদ সংগ্রহ করেন। এই কারণেই তোমাদের মধ্যে গুরুদ্বেষী বা গুরুবর্জ্জী সঙ্ঘানুগত্য দর্শনে আমার মনে হইতেছে যে, আমার নিজ ধারণার কথা সুস্পষ্টরূপে তোমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার। এই অধিকার অবশ্য আমার আসিত না, যদি তোমরা নিজেরা যাচিয়া উপদেশ না চাহিতে। উপদেশ চাহিয়াছ বলিয়াই বলিতে হইবে যে, মায়ের চেয়ে ভাই বেশী আপন নহে।"

শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ

১। জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"তোমরা আমার প্রাণাধিক প্রিয় জানিও। তোমাদিগকে নয়নের মণিবৎ জ্ঞান করি, নিশ্বাসের বায়ুর ন্যায় আপন মনে করি। আমার প্রেম সমুদ্র অপেক্ষাও গভীর, আকাশ অপেক্ষাও উদার।"

২। অপর এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যথেষ্ট ক্লেশ তুমি আমার জন্য সহিতেছ। অথচ আমি বাদে জগতের একজনেও জানে না যে, তুমি কত শ্রম আমার জন্য সহিতেছ। একদা হয়ত তোমার এই নীরব শ্রম তোমাকে জগতের কাছে মাথা উঁচু করিয়া বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়া দাঁড় করাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাই হয়ত কত জনের ঈর্ষা, কত জনের অহেতুক আক্রোশ, কত জনের অকারণ বিরোধের উদ্রেক করাইবে। কিন্তু সেদিন যাহাই যে ভাবে ঘটুক, তুমি জানিয়া রাখিও, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আমার জন্য যত ক্লেশ যে সহিয়াছে, সব ক্লেশই আমাতে পৌঁছিয়াছে। পিতা আর সন্তান যে অভিন্ন, ইহা আমার শুধু একটা মুখের কথা মাত্র নহে। অন্তরের সুবিনীত সন্তান-ভাব লইয়া জগতের যেই প্রান্তে যে আমার কাজের জন্য শ্রম করিয়াছে, করিতেছে, প্রত্যেকের শ্রমের জন্য আমারই শরীরে ঘর্ম্মবিন্দুর সঞ্চার হইতেছে, আমারই হৃৎপিণ্ডের রক্তমোক্ষণ হইতেছে। তোমরা আমার যে কত আপনার, তাহা এক জন্ম আস্বাদন করিয়াও শেষ করিতে পারিবে না।"

অখণ্ড-মণ্ডলীর অসাম্প্রদায়িকতা

অপর এক ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমদীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা তোমাদের অঞ্চলে কম বলিয়াই চিন্তিত হইবার কিছু নাই বাবা। বাহিরের লোক লইয়াই নির্দ্দিষ্ট সদ্গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিতে থাক এবং সমবেত উপাসনা চালাইতে যত্ন নাও। অখণ্ডমণ্ডলী করিতে হইলে যে, সবই অখণ্ড বা আমার শিষ্য নিয়া করিতে হইবে, তাহার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। তোমাদের মনোভঙ্গী হওয়া উচিত সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক। অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা আসিয়া যখন তোমাদের পাঠে, কীর্ত্তনে বা উপাসনায় যোগ দিবেন, তখন তাঁহাদিগকে মনে প্রাণে আপনার জন বা সমসাধক বলিয়া জানিবে। তাঁহাদের প্রতি পর-পর-বোধ রাখিবে না। অপরেরা আসিয়া তোমাদের সাথে উপাসনাদিতে বসিলে গোপনে মনে মনে এইরূপ বিজিগীষা-মূলক অপভাবকেও প্রশ্রয় দিবে না যে, তোমরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছ। মনে রাখিও, আমার কোনও সম্প্রদায়-বুদ্ধি নাই।"

শান্তির খোঁজ

অপর একজন ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নামে নিষ্ঠা দাও, প্রাণে শান্তি পাইবে। শান্তি বাহিরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নয়, শান্তি ভিতরে। বাহির হাতড়াইয়া বৃথাই শক্তি, সামর্থ্য, সময় ও সুযোগের অপব্যবহার করিতেছ। বাহিরের সস্তা অপকথা আর কলতানকে তুচ্ছ কর, অগ্রাহ্য কর, অন্তরের ডাক শুনিবার জন্য সাধনে নিমগ্ন হও। লাফালাফি করিয়া দীক্ষার ঘরে ঢুকিয়া অনেকেই তোমরা শিষ্য হইয়াছ, কিন্তু প্রকৃত শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের কাঙ্গাল হইয়া অবিরত ও অকপট নাম-সেবায় ব্রতী কয়জনে হইয়াছ? কেহ কেহ শোভাযাত্রায় উচ্চ চীৎকারে জয়ধ্বনি করিয়া নিজ শিষ্যত্বের পরিচয় দিতে চাহিয়াছ, কেহ কেহ পল্লীতে পল্লীতে আমার বার্ত্তা বহিয়া নিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেদিগকে আদি ও অকৃত্রিম শিষ্যত্বের কুটিল অহমিকায় স্ফীত করিয়াছ, কেহ কেহ আমার স্নেহ-পুষ্ট প্রতিষ্ঠার সমুচ্চ আসনে বসিয়া নিজেকেই জগতে শ্রেষ্ঠতম পূজারী ও তপস্যা-রসিক বলিয়া মনে করিয়াছ, কিন্তু সাধন করিয়াছ কে কে এবং কয়জনে? এই কারণেই শান্তি তোমাদের করতলগত হইতেছে না। যাহাতে তোমাদের স্বাভাবিক অধিকার তাহা হইতে তোমরা এই জন্যই বঞ্চিত হইতেছ। বহির্ম্মুখ মনোভঙ্গিমা পরিত্যাগ কর, বাহিরের দিকে শক্তি, প্রতিভা ও সদ্রুচিকে প্রধাবিত হইতে না দিয়া অন্তরের দিকে টানিয়া আন, মনরূপ অশ্ব বৃথা পথে জোর কদমে না চলিয়া ঠিক পথে চলুক। তবেই শান্তি মিলিবে, তবেই তোমরা জগৎকেও শান্তি দিতে পারিবে।"

অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপনের উদ্দেশ্য ও বিধি

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিতে প্রথমতঃ একখানা গৃহ চাই, যেখানে অখণ্ড-বিগ্রহ বা শ্বেতবর্ণ ওঙ্কার-মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে এবং তাহার নিত্যপূজা হইবে। এই গৃহে পূজার জন্য অন্য কোনও দেব-দেবী প্রভৃতির মূর্ত্তি এই জন্য থাকিবে না যে, এক ওঙ্কার হইতেই সর্ব্বদেবতার ও সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তি এবং একমাত্র ওঙ্কারেই সকলের স্বাভাবিক বিলয়। ওঙ্কারকেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ রাখিয়া মণ্ডলীর কার্য্য-পরিচালন হইবে।

"মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ যদি সম্ভব করিতে পারেন, তাহা হইলে মণ্ডলীর সহিত কিঞ্চিৎ ভূমি রাখিয়া তাহাতে পুষ্পোদ্যান এবং পৃথক্ একটী গৃহ করিয়া সদ্ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠের জন্য সংলগ্ন একটী পাঠাগার রাখিবেন। জনসাধারণের নানাবিধ সেবা-সাধনের জন্য মণ্ডলীর একটী সেবা-বিভাগ থাকাও আবশ্যক। নারী এবং পুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সেবা পরিচালন করিতে হইলে বিচার করিয়া পৃথক্ ভাবে নারী-কর্ম্মী ও পুরুষ-কর্ম্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"আমি জীবিত থাকি বা দেহান্তরিত হই, আমাকেই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মণ্ডলীর সভাপতি বা শাশ্বত-মণ্ডলীশ্বর রাখিয়া স্থানীয় হিতৈষী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে এমন একজন উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি করিবে, যিনি মণ্ডলীর অধিকাংশ সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। এমন একজনকে সম্পাদক করিবে, যিনি নিজে তদ্বির করিয়া সকলকে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য করিবেন এবং মণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-ব্যাপকতা ও কর্ম্ম-গভীরতা বৃদ্ধি করিতে আপ্রাণ যত্নশীল থাকিবেন। প্রয়োজন স্থলে এমন এক বা একাধিক সহকারী সম্পাদকও রাখিতে পার, যাঁহারা সম্পাদকের বৃহৎ কার্য্যভারকে বণ্টন করিয়া নিজেদের স্কন্ধে লইবেন এবং মূল উদ্দেশ্যের সংপূরণার্থ নানা স্বার্থত্যাগ করিয়া হইলেও আপ্রাণ যত্ন, চেষ্টা ও শ্রম করিবেন। যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্তই হউন, যিনি ওঙ্কারকে আদিমন্ত্র বা মন্ত্ররাজ বলিয়া মনে মনে স্বীকার করেন এবং ওঙ্কারের পূজার মধ্য দিয়া সর্ব্বমন্ত্রের পূজা হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস করেন, এমন যত জনকে সম্ভব সদস্য করিয়া মণ্ডলী স্থাপন করিবে। মণ্ডলীর কর্ত্তব্য হইবে,—নগর-কীর্ত্তনের দ্বারা হরিওঁ-প্রচার ব্যপদেশে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণের প্রণবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা করা এবং সকলকে লইয়া মণ্ডলীর ভাব-পরিপুষ্টির উপযোগী সদ্‌গ্রন্থের পঠন-পাঠন নিয়মিত চালান। প্রত্যেক গ্রামের অখণ্ডমণ্ডলী অপর গ্রামের বা সহরের মণ্ডলী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে,—একের

উপরে অপরের হস্তক্ষেপ বা প্রভুত্ব-পরিচালনের কোনও লাভজনক সার্থকতা নাই,—এবং নিজের ব্যয় নিজ সদস্যদের অর্জ্জিত অর্থ বা স্বেচ্ছাদত্ত দানের উপরে চালাইবে। কোনও প্রকার চাঁদা বাধ্যকর থাকিবে না।

"মণ্ডলীর অপরাপর যাহা যাহা সদুদ্দেশ্য থাকিবে, তাহা আমার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে পড়িবে এবং দলাদলির বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে যত্ন নিতে হইবে। গ্রামে অপর কোনও সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহার কার্য্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ও অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতা বর্জ্জন করিয়া গভীর সাত্ত্বিকতার ভিতর দিয়া অখণ্ড-মণ্ডলীর কার্য্য চালাইতে হইবে।

"অন্তরের তামসিকতা বিদূরণ করিবার জন্য তোমরা মাঝে মাঝে রাজসিক আড়ম্বরে যাইতে পার, কিন্তু সাত্ত্বিকতাই যে তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য, তাহা ভুলিয়া যাইবে না। অন্তরের স্পর্দ্ধা, গরিমা, দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার, বাহ্বাস্ফোটন, নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তি, বৃথা আস্ফালন, বিতর্ক, বিতণ্ডা, পরনিন্দা, গুরুনিন্দা, ধর্ম্মদ্বেষিতা, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র-প্রিয়তা, কুটিলতা, নীচতা, জাতিবৈর, পরের প্রাপ্য যশ নিজে পাইবার চেষ্টা করা, পরশ্রীকাতরতা, সহকর্মীর অভ্যুন্নতি ও সমাদর দর্শনে অন্তর্জ্বালা বোধ-করা, ধর্ম্ম, গুরু এবং মন্ত্র অপেক্ষা নিজেকে বড় বলিয়া মনে করিবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি পাপ তোমরা যত্নতঃ বর্জ্জন করিয়া চলিবে।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দৈব, পুরুষকার ও ঈশ্বরেচ্ছা

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দৈব ও পুরুষকারের চিন্তা করিয়া করিয়া মাথার চুল পাকাইবার কোনও প্রয়োজন নাই বাছা। দৈব বড় না পুরুষকার বড়, এই তর্ক আজিকার নহে, এই তর্ক বহুকালের প্রাচীন। কিন্তু তর্ককারী কেহই আজ পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আমি বলি কি দৈব ও পুরুষকারের দুশ্চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছার বাহিরে কিছুই হয় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। এই আত্ম-সমর্পণ আত্ম-তৃপ্তির উদ্দেশ্য নিয়া করিবে না। করিবে ভগবৎ-তৃপ্তির ঐকান্তিক লক্ষ্যে। পুরুষকার ও দৈব উভয়েই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। পূর্ব্বজন্মের আর পরজন্মের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরানুগত হও।"

মায়া-মোহের বস্তুতে ভগবদ্দর্শন

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মন চঞ্চল হয় কেন, ইহাই ত' তোমার জিজ্ঞাস্য? বলিতে পার, জলে তরঙ্গ হয় কেন? জল জমিয়া বরফ হইলে আর তরঙ্গ থাকে না। মনকে জমাইয়া বরফ কর। মনকে ভগবানের ভিতরে ডুবানই হইতেছে মনকে জমাইবার উপায়।

"মায়ার, মোহের ও প্রলোভনের বস্তুগুলির ভিতরেও ভগবানকে দেখিতে অবিরাম চেষ্টা কর।

"মোহ এবং মায়া ত্যাগ করা তত জরুরী নহে। মোহ এবং মায়ার বস্তুর ভিতরে ভগবানকে দর্শন করার চেষ্টাই জরুরী। আকর্ষণের বস্তুসমূহের ভিতরে মঙ্গলনিলয় পরমেশ্বরের উপস্থিতি চিন্তা করিয়া কখনও দেখিয়াছ কি?

Man tries and succeeds in feeling the presence of God even in trees and stones. Why should you not be able to feel His presence in all those things and persons that are the incentives to your MAYA and MOHA? Try and you shall succeed.

(এমনকিগাছ-পাথরের মধ্যেও ভগবানেরবিরাজমানতাকে উপলব্ধি করিতে মানুষ চেষ্টা করে এবং তাতে সফলও হয়। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি তোমার মায়া বা মোহের উদ্রেক-জনক, তুমিই বা কেন তাহাদের ভিতর ভগবানের উপস্থিতিকে অনুভব করিতে পারিবে না? চেষ্টা কর, এবং নিশ্চিত তুমি সাফল্য লাভ করিবে।)"

সন্তানত্বকে পাকা কর

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতা কখনও নিজ সন্তানকে ভোলেন না, ভুলিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পারেন না। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, নামের প্রগাঢ় সেবার মধ্য দিয়া নিজ সন্তানত্বকে পাকা করিয়া নেওয়া। মুখে বাবা ডাকিলেই হইল না, মুখে মুখে সন্তান সাজিলেও হইল না। নামের অকপট ও নিরবচ্ছিন্ন সেবাই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধকে খাঁটি ও শাশ্বত করে।"

ধর্ম্মসঙ্ঘ ও ক্ষমতা-মদ-মত্ততা

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্ষমতা হাতে পাইলে অনেক নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বলেরও কর্ম্মশক্তি আশাতীত ভাবে বাড়িয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ-করা সত্য। কিন্তু ক্ষমতা করায়ত্ত হইলে অনেক উৎকৃষ্ট কর্ম্মীও যে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়া অকর্ম্মণ্যের পরাকাষ্ঠারূপে আত্মপ্রকাশ করে, এইরূপ ঘটনাই সচরাচর বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ক্ষমতাকে কেন্দ্রীকৃত করিয়া কেন্দ্রের রশ্মি নিজ হস্তে ধরিয়া রাখাই সাধারণতঃ ক্ষমতালোভীদের প্রধান কৌশল হইয়া থাকে। তোমরা বাহিরে যাহাকে জনসেবা নাম দিতেছ, তাহাই ক্রমশঃ ক্ষমতালুব্ধ মদমত্ততায় না পরিণত হয়, এই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন আছে। গ্রামে গ্রামে অপরেরা আসিয়া জন-সেবার মণ্ডলী স্থাপন করিয়া দিয়া যাউক, তাহার পরে কেন্দ্রবর্ত্তী কোনও আরামের জায়গায় বসিয়া তোমরা কেবল হুকুম

চালাইয়া নিজেদের কর্ত্তৃত্ব পরিচালন কর এবং পল্লী-নিবাসী মণ্ডলীসকল বিনা তর্কে অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেকটী হুকুম তামিল করুক, ইহাই শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব-লোভীদের গতি হইয়া থাকে। মানবকে স্বতন্ত্রতা বিতরণ করিতে আসিয়া এই ভাবে কতবার পরাধীনতার নূতন শৃঙ্খলে বাঁধা হইয়াছে, জগতের ইতিহাস হইতে তাহা জানিয়া লও। ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি স্বভাবতই আদি-নেতার প্রতি সুগভীর আনুগত্যের প্রেরণায় গঠিত হইয়া থাকে। সেই সকল সত্ত্বে যদি পুনরায় ক্ষমতা-মত্ততার মাতলামি সুরু হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? তোমরা এই বিষয়ে সাবধান হইও।"

হরিওঁ-কীর্ত্তন ও পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্ম-প্লাবন

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহাতে প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ পল্লীতে সমভাবে ধর্ম্মের প্লাবন বহিতে পারে, তজ্জন্য আমি মনে মনে একটা পরিকল্পনা গঠন করিতেছি। সেই বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানাইব। প্রত্যেক গ্রামে গিয়া সকলকে ভগবৎ-প্রেমে প্রমত্ত করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানিও। আমার ইচ্ছা করে না যে, পৃথিবীর তথা ভারতের একটী পল্লীকেও আমি হরি-ওঁ কীর্ত্তনের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মধুময় ধ্বনি হইতে বঞ্চিত রাখি। প্রত্যেকের কর্ণে এই মহামঙ্গল নাম-রসায়ন ঢালিয়া দেওয়া আমার অন্তরের কাতর আকিঞ্চন। বাদ আমি কাহাকেও দিতে চাহি না, উপেক্ষা, অবহেলা, বা অনাদর আমি একজনকেও করিতে ইচ্ছুক নহি। সকলে আসুক, সকলে বসুক, নামের পরমামৃত সকলে মিলিয়া লুণ্ঠন করিয়া ভোগ করুক, লুণ্ঠন করিয়া বিতরণ করুক। হরি-ওঁ মহাকীর্ত্তন পৃথিবীব্যাপী ধর্ম্ম-প্লাবনের মহাজলধি-স্বরূপ। আমার এবং তোমাদের প্রেমরূপ শশধরের আকর্ষণে এই জলধির জলরাশি স্ফীত হইয়া প্রবল বেগে বহিবে।"

সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা যে যখন যে বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টাশীল হও, জানিও, আমি তখনই তাহাকে আমার প্রাণের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করিয়া থাকি। চুরি, জালিয়াতি প্রভৃতি অপবিদ্যাসমূহ বাদে পার্থিব সকল বিদ্যাই অল্পাধিক চিত্তের বিস্তার-সাধক এবং সঙ্কীর্ণতা-নাশক। কিন্তু সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা হইতেছে, ভগবানকে ভালবাসা। এই বিদ্যা যে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার চেয়ে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডে আর

কোথাও নাই এবং এই ব্যক্তির মতন আমার আপন ত্রিভুবনে আর কেহ নাই, তোমরা যদি প্রকৃত বিদ্বান্ বা বিদুষী হইতে চাহ, তাহা হইলে আগে ভগবানকে ভালবাসিতে শিখ। আর, তোমরা যদি আমার আপন বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে চাহ, তাহা হইলেও ভগবানকে ভালবাসিতেই আগে শিখিতে হইবে।"

আনুগত্য ও বিদ্বেষ

অপর একজন ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার প্রতি আনুগত্য বশতঃ তুমি অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ। আমি তোমার এই ত্রুটী সংশোধন করিতে আদেশ দিতেছি। আজ আমার প্রতি আনুগত্যের দোহাই দিয়া তুমি যে বিদ্বেষ অপরে অর্পণ করিতেছ, কাল সেই বিদ্বেষকেও শতগুণে ফলায়িত করিয়া পুনরায় অন্য একটা দোহাই পাড়িয়া আমাকেই দংশন করিতে নিয়োগ করিবে। আমি ইহা বুঝি, আমি ইহা জানি। তোমাদের সে আনুগত্যে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, যে আনুগত্য অন্যের প্রতি বিদ্বেষের ভিত্তিতে বাড়িয়া ওঠে। আমি জগতের কাহারও আনুগত্য চাহি না, কিন্তু যদিই কেহ অনুগত হও, তাহার আনুগত্য অকৃত্রিম হউক।"

কর্ম্মত্যাগ করিও না

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা তোমার পক্ষে ভাল হইবে বলিয়া আমার যেন মনে হয় না। শুধু তোমার পক্ষে কেন, জগতের কাহারও পক্ষেই নিষ্কর্ম্মা জীবন-যাপন মঙ্গলকর নহে। কাজ নিয়া থাকিলে মন যেমন ভাল থাকে, দেহও তেমন ভাল থাকে। তবে কেহ যদি দীর্ঘকালের বা ধারাবাহিক অতিশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার শরীর ও মনের অবসাদ দূর করিয়া নব কর্ম্মশক্তির সঞ্চারের আনুকূল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর্ম্মবর্জ্জন প্রয়োজন হইয়া থাকে। অথবা কঠোর শ্রমের পরিবর্ত্তে মৃদু শ্রম বা চিরাভ্যস্ত একঘেয়ে শ্রমের পরিবর্ত্তে নবতর এবং আনন্দজনক লঘু শ্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়। সরকারী কর্ম্মচারীরা অনেকেই পেন্সন নিবার পরে হঠাৎ রুগ্ন হইয়া পড়েন, ইহা হয়ত তুমি লক্ষ্য করিয়াছ। নিজের বিষয়-সম্পত্তি উইল বা দানপত্র করিয়া পুত্র বা আত্মীয়দের দিয়া দিবার পরে কর্ম্মহীনতা-জনিত অবসাদে অনেক শ্রমশীল জমিদারকে অকারণে হঠাৎ মরিতে দেখা যায়। এই জন্য আমার একজন পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়কে সর্ব্বদাই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বলিতে শুনিতাম,—'হয় অন্ততর একটা আয়ের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ম্মী এখন হইতেই আঁটিতে থাক যেন পেন্সন নিবার পরেই একেবারে কর্ম্মহীন হইয়া না পড়, নতুবা এখন হইতেই সদ্গুরুর আশ্রয় নিয়া ধ্যান-জপ তপস্যায় কিছু কিছু রেওয়াজ সুরু কর যেন পেন্সন পাইবার পরে অন্য কর্ম্মে নিষ্কর্ম্মা সময়কে নিয়োগ না করিয়া এই মহত্তর কর্ম্মেই নিয়োগ করিবার প্রচুর রুচি পাও।' পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাই হউক কিম্বা আপাততঃ নানা বিষয়ে সুবিধা-অসুবিধা যাহাই লক্ষ্য কর, কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিও না। এইরূপ করিবার বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিও না। যাহারা এইরূপ বুদ্ধি তোমাকে দিতেছেন, তাঁহারা তোমার হিতৈষী হইলেও, দূরদর্শী নহেন। আলস্যের অভ্যাস একবার সঞ্চিত হইলে আর জীবনে তাহাকে নির্মূল সম্ভব হইবে না বা সহজ হইবে না। তবে বহির্ম্মুখ যত কাজই যখন করিয়া যাইতেছ, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ম্মুখ কাজের অনুশীলনও রাখিয়া যাও এবং যদি ভগবৎকৃপায় কখনও অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের প্রসার এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তোমার পক্ষে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করা অসম্ভব, তবে তখন চাকুরী-নকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প সব পরিত্যাগ করিও। অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম। বহির্ম্মুখ কর্ম্মগুলি অধিকাংশেই প্রপঞ্চ বা অপকর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মে যখন মনপ্রাণ ভরিয়া যায়, তখন বহির্ম্মুখ কর্ম্ম পরিত্যাগ দোষের নহে। অথবা, যাহাতে অন্তর্ম্মুখ কর্ম্ম দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে অধিকৃত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইয়া যাইতে পার, তদুদ্দেশ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মের সঙ্কোচ সাধন করিয়া অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের অনুকূল পন্থা অনুসরণও অন্যায় নহে,—বরঞ্চ তাহা একান্তই আবশ্যকীয়। কিন্তু জোর করিয়া সর্ব্বপ্রকার বহির্ম্মুখ কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা করিও না। সব সময় পরমেশ্বরের পরম পবিত্র নাম ধরিয়া তাঁকে অবিরাম অহর্নিশ ডাক। সেই ডাক তিনি শুনিবেন। আকুল প্রাণে ডাক, সেই ডাকে তিনি সাড়া দিবেন। তাঁর নামের শক্তিতে তোমার দেহের অণুপরমাণুগুলি, মনের স্তরগুলি একে একে রূপান্তর পাইবে, ধর্ম্মান্তর পাইবে। তখন কর্ম্মত্যাগ আপনি ঘটিবে।"

দান-ধর্ম্ম

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অর্থ, সম্পত্তি বা পশু কাহাকেও দান করিয়া তৎপরে পুনরায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহা হইতে সুযোগ গ্রহণ করা কিম্বা তাহা হইতে লব্ধ আয় নিজে ভোগ করা প্রকৃত দান-ধর্ম্মের বিরোধী জানিও। দান করিতে হইলে তাহা শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক মনেই করিও এবং কোনও অবস্থাতেই বা কোনও প্রকারেই পূর্ণতঃ বা অংশতঃ বা রূপান্তরে তাহার প্রত্যর্পণ পাইবার বুদ্ধি বর্জ্জিত রাখিয়া দানকর্ম্মে অগ্রসর হইও। কোনও

সম্পত্তি কোনও সৎকার্য্যে দান করিয়া নিজে বা নিজ বংশধর কাহাকেও তাহার মধ্যে অন্যতম ট্রাষ্টী রাখা আমার চক্ষে এই কারণে অসুন্দর ঠেকে। ট্রাষ্টী থাকিতে গেলেই তুমি সম্পত্তি ফিরিয়া পাইলে, তাহা নহে, কিন্তু এই সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কতকগুলি কর্তৃত্ব যে নিজ হস্তে রাখিয়া দিলে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। দাতার প্রকৃত ধর্ম্ম দান করা, দত্ত বস্তুর উপরে নিজের কর্তৃত্ব রক্ষা করা নহে। যাহাদিগকে ট্রাষ্টী করিলে সম্পত্তি প্রকৃতই সদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, এমন ব্যক্তিদিগকে ট্রাষ্টী করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণের পরে নিজে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কর্তব্য। দানের পরে দত্ত বস্তু সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে না-পারা-দ্বারা দত্ত বস্তুর প্রতি অন্তরের আসক্তি প্রমাণিত হইয়া থাকে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যে লৌকিক প্রতিপত্তি বর্দ্ধনেরই জন্য দান করা হইয়াছিল, এমন একটা ভাবের আমেজ আসে। অল্প দাও, অধিক দাও, একেবারে নিঃসম্পর্ক হইয়া দিবে,—ইহাই প্রকৃত দানধর্ম্ম। দিবার পরে দাবী এক অতীব গুরুতর দান-ধর্ম্ম-বিরোধী মনোভাব জানিও। হইতে পারে, তুমি অপাত্রে দান করিয়াছ, কিন্তু দিবার পরে আর আফশোষ করিও না। দিবার পূর্ব্বে যত প্রকার বিচার-বিবেচনা সম্ভব করিয়া লও এবং তৎপরে দান সম্পর্কে মনঃস্থির কর। কিন্তু মনঃস্থির করিয়া দান করিবার পরে আর সেই বিষয় নিয়া নিজের মনকে বিন্দুমাত্রও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিব্রত করিও না। যাহা দিয়াছ, সদুদ্দেশ্যে দিয়াছ, দিয়াই তুমি খালাস, দিয়া ফেলিবার পরে দত্ত বস্তু সম্পর্কে আর তোমার কোনও দুশ্চিন্তার বা আলোচনার অধিকার নাই। অবশ্য, এইরূপ পবিত্র মনোভাব খুব সাত্ত্বিক এবং উন্নত চিত্ত ব্যতীত অন্যত্র প্রত্যাশা চলে না। কিন্তু তোমরা সাত্ত্বিক হইবে, উন্নত হইবে, ইহাই কি তোমাদের নিকটে প্রত্যাশার বিষয় নহে? আমি তোমাকে একটী গাভী দান করিলাম, কিন্তু মনে মনে আশা পোষণ করিলাম যে, ইহার বাছুরটি তুমি পরে আমাকেই দিবে। ইহা দ্বারা দানধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইল। আমি তোমাকে গাভীটি দিয়াছি, দিবার পরে দেখিলাম, ইহার উপযুক্ত যত্ন-পরিচর্য্যা তুমি করিতেছ না, ইহাতে আমার মনে নিদারুণ ক্লেশ হইল। এইরূপ ক্লেশও আংশিক ভাবে দান-ধর্ম্মের বিরোধী বটে। ফলে, এই স্থলে আমি যদি গাভীর ক্লেশ-নিরসনের উদ্দেশ্যে খড়, খৈল, ভুষি প্রভৃতি কিনিবার জন্য তোমাকে পুনঃ পাঁচটী কি দশটী টাকা দেই, তবে ঐরূপ আন্তরিক ক্লেশ দান-ধর্ম্মের বিরোধী না হইয়া নবতর দানের উত্তেজক হইল। সুতরাং ঐ ক্লেশও কতক পরিমাণে দানধর্ম্মের মর্য্যাদা লাভ করিল। দাতা পূর্ব্বাহ্নেই যদি বিবেচনা করিয়া গাভী দান করিতেন, যাহাতে দানের পরে এই গাভীর ক্লেশ না হয়, তবে তাহা আরও উত্তম হইত। দান-ধর্ম্ম অতীব সরল ধর্ম্ম। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ন্যায় নানাবিধ নিগূঢ় জটিলতা ইহাতে নাই। সরল মন, কোমল প্রাণ, উদার হৃদয়,—দাতার ইহাই

প্রধান সম্পদ। যে দান করিলে, যাহাকে দান করিলে বা যে ভাবে দান করিলে মনের সরলতা কমিবে, প্রাণের কোমলতা হ্রাস পাইবে, হৃদয়ের উদারতা সঙ্কুচিত হইবে, তদ্রূপ দান হইতে প্রকৃত দাতার বিরত হওয়া উচিত। এজন্যই প্রকৃত দাতার দান প্রায়শঃ সর্ত্তহীন হইয়া থাকে। তাহাদের মনোভঙ্গী এই যে,—সম্পত্তির মালিক ত' আমি নহি, যাঁর সম্পত্তি তাঁহাকেই দিবার সুযোগ মাত্র আমি অন্বেষণ করিতেছি এবং অন্তরের শ্রদ্ধা যেখানে যখন যেরূপ ভাবে যাইতেছে, সেখানে সেরূপ ভাবে যাঁর যাঁর সম্পত্তি তাঁহাকে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি,—প্রত্যর্পণের মধ্যে আবার সর্ত্তচুক্তি কি থাকিবে?' প্রকৃত দানধর্ম্ম এতই সরল। দাতার ভিতরে দাতৃত্বের অহমিকা নাই,—ইহাই দানধর্ম্মের আদর্শ। নিজে যে ক্লেশ করিয়া অর্জ্জন করিয়াছি, পরকে দিবার কালে সেই কথা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। দিবার পূর্ব্বে যত পার বিচার কর যে, এই স্থানেই দান করিবে কি না। দান করিতেছ একমাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্য,—চিন্তার জটিলতা বা চিত্তের মলিনতা বৃদ্ধির জন্য নহে। যে বস্তু দানে, যে ভাবে দানে, যাহাকে দানে সরলতা গিয়া কুটিলতা আসিবে, নিশ্চিন্ততা যাইয়া উদ্বিগ্নতা আসিবে, উদার উল্লাস দূরীভূত হইয়া ললাটে কুঞ্চিত রেখার উদ্ভব হইবে, সেইরূপ দান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। লক্ষ্য থাকুক নিশ্চিন্ততা, নিরুদ্বিগ্নতা, চিত্তশুদ্ধি।

"এই পত্রের উপসংহার টানিবার আগে অবশ্য আমাকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুইটি ব্যতিক্রমের স্থল উল্লেখ করিতে হইবে। একটী হইতেছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা বিষয়ে, অপরটি হইতেছে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। কেহ যদি বিপুল অর্থব্যয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া দানপত্রের দলিলে একবার উল্লেখ রাখে যে, এই বংশের কেহ দরিদ্র হইয়া পড়িলে পেয়িং ওয়ার্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাইবে বা এই বংশের দরিদ্র দুটী কি পাঁচটী ছাত্র বিনা মাহিনায় স্কুলে পড়িতে পারিবে, তাহা হইলে উহাকে আমি এক হিসাবে অসাত্ত্বিক বলিয়া গণনা করিব না। কেননা সমগ্র জগতের প্রতি যদি তোমার দানধর্ম্মের অধিকার থাকে, তবে নিজ বংশের ভবিষ্যৎ দরিদ্রের বা নিজ সমাজ কি সম্প্রদায়ের নিঃস্বদের প্রতি দানধর্ম্মেরও অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং প্রাণে তদ্রূপ আবেগ অনুভব করিলে দানপত্রে এইরূপ সর্ত্ত রাখা আমি চিত্তশুদ্ধির বিঘাতক জ্ঞান করি না।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
৩০ আশ্বিন, ১৩৪১

সাধকের লক্ষ্য কোথায় থাকা উচিত

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক সাধনলিপ্সু যুবককে বলিলেন,—মহাজনদের যেই পথ, তাতেই অনুগত হবে,

তাতেই অনুরক্ত হবে। কিন্তু মহাজন জান্‌বে কাকে? যিনি পরমেশ্বরে যত অধিক আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি তত বড় মহাজন। নিজের অন্তরকে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের জন্য নিরন্তর উৎসাহ দিতে থাক, আর প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী মহাজনদের সঙ্গ কর। সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। যাদের সঙ্গ দ্বারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা ক'মে যায়, তাদের জান্‌বে বিষধর ভুজঙ্গ ব'লে। ভুজঙ্গ-দংশনে এক জন্মের ক্লেশ, কিন্তু অসৎ-সঙ্গীর দংশনে জন্ম জন্ম ক্লেশ। অন্য কথা, অন্য বুদ্ধি, অন্য উপদেশ পরিহার ক'রে একমাত্র ভগবৎ-কথা, ভগবদ্‌-বুদ্ধি এবং ভগবদুপদেশের অনুসন্ধানে থাক। সাধন ক'রে জীবন যখন সার্থক করে চাও, তখন তোমার একাগ্র লক্ষ্য এই দিকেই প'ড়ে থাকা প্রয়োজন।

ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিতে পার্থিব কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, পার্থিব কর্ত্তব্য উপেক্ষা করে বলি না। ভগবৎ-সেবার বুদ্ধি নিয়ে কর্ত্তব্য-পালনের অনুভবময় ফল হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি। এই কথা মনে রেখে সকল কর্ত্তব্য কর্বে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি প্রত্যেকের প্রতি স্নেহময় চিত্ত নিয়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন কর। এদের ভিতরে থেকে সেই পরমপ্রেমনিধি ভগবানই তোমার সেবা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গ্রহণ কচ্ছেন, যাঁকে পাওয়ার জন্যই আবার তুমি সংসার ত্যাগের জন্য উতলা। পার্থিব কর্ত্তব্যগুলি ভগবৎ-সেবার বুদ্ধি নিয়ে কর। তা'হলে এদের দ্বারা চিত্তোদ্বেগ না হয়ে ভগবদ্ভক্তিই বর্দ্ধিত হবে।

সিরাজগঞ্জ
১লা কার্ত্তিক, ১৩৪১

সাধন-কালীন সংসর্গ-বিচার

সাধন-কালীন সংসর্গের কথা হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একক সাধনে সংসর্গের কথা ওঠে না। কিন্তু দু-পাঁচ-দশজন যখন একত্র সাধন করে বসে, তখন সংসর্গ-বিচার আবশ্যক হয়। সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী, কুতার্কিক ও ছিদ্রান্বেষণ-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধন করে বস্‌লে মন নামে সহজে মজতে চায় না। এই বিষয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীতে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীবাসাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু প্রায়ই কীর্ত্তন করেন এবং প্রেমভাবের আতিশয্যে নাচতেন। একদিন মহাপ্রভু কীর্ত্তন কচ্ছেন আর নাচছেন। কিন্তু অন্তরে কিছুতেই প্রেমভাবের স্ফূর্ত্তি পাচ্ছেন না। তখন তিনি বল্লেন,—"পুনঃ পুনঃ নাচি কিন্তু সুখ নাহি পাই, কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোনো ঠাঁই?" মহাপ্রভুর কথা শুনে অনুসন্ধান সুরু হ'ল এবং দেখা

গেল যে গৃহের এক কোণে শ্রীবাসের শাশুড়ী লুকিয়ে আছেন। তিনি সমভাবের ভাবুক নন, প্রেমরসের রসিক নন, মন তার বহির্ম্মুখ। এতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব অনুভবে বাধা হচ্ছিল। কীর্ত্তনাদির উদ্দেশ্য যেখানে নাম প্রচার বা ভক্তিধর্ম্মের প্রসার, সেখানে সংসর্গ-বিচারে খুব কড়াকড়ি করা চলে না। কথায় বলে, ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড়, লোম বাছতে কম্বলের দফা রফা। প্রচারোদ্দেশ্য-মূলক কীর্ত্তনাদিতে সাধারণ-দোষযুক্ত ব্যক্তিদের বর্জ্জন করার চেষ্টা এক প্রকারের বাড়াবাড়ি। সৎকাজে যোগদান করার সুযোগ দিয়ে তাদের দোষ-সংশোধনের আনুকূল্য সৃষ্টি করাই বরং কর্ত্তব্য। হরিনামকীর্ত্তনে রত হ'য়ে জগতে অনেক পাপাসক্তের আসক্তি-নাশ ঘটেছে, অনেক দোষ-দুষ্টের দোষ-সংশোধন হয়েছে। কিন্তু কীর্ত্তন বা ভজন বা জপতপ যেখানে অন্তরঙ্গ সাধনের উদ্দেশ্যে হবে, সেখানে একটী বিরোধী মনকেও ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়।

স্ত্রী-পুরুষের একত্র কীর্ত্তন ও উপাসনা

প্রশ্ন হইল,—স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের একত্র হইয়া কীর্ত্তন বা উপাসনা করা উচিত কি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে যুগে স্কুলে, কলেজে, হাটে, বাজারে, কর্পোরেশনে, কাউন্সিলে এমনকি পিকেটিংএ ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রণক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের একত্র কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে, সেই যুগে উপাসনায় বা কীর্ত্তনে পুরুষদের আর স্ত্রীলোকদের দূরে দূরে রাখার চেষ্টা সফল হ'তে পারে না। আর, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত ভাবে উপাসনা, কীর্ত্তন প্রভৃতিতে যোগদান কতটা উচিত আর কতটা অনুচিত, তা' সম্পূর্ণ নির্ভর কর্ব্বে পুরুষ এবং নারীদের মনের ভঙ্গীর উপরে। এক একটা রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনায় বা সমাজ-নৈতিক বিপ্লবে নারী ও পুরুষের মানসিক ভঙ্গীর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবর্ত্তনের দরুণ ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের মানদণ্ডেরও পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং এই বিষয়ে আজ আমি যা উপদেশ দিব, বিশ বছর পরে সেই উপদেশের উপযোগিতা হয়ত নাও থাক্‌তে পারে। তবু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, পারিবারিক উপাসনায় বা কীর্ত্তনে পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হবেই। সামাজিক উপাসনায়, দশ পরিবারের লোক একত্র মিলিত হয়, সুতরাং সেখানে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, নারী-পুরুষের মিলন চেষ্টার উপরে সেই সম্পর্কের শাসন চল্‌বেই। সর্ব্বজনীন কীর্ত্তনে বা সর্ব্বজনীন উপাসনায় সকল সামাজিক শাসন স্তব্ধ। মেলায়, তীর্থস্থানে গুরুগৃহে যেমন নারী ও পুরুষ সকলেই নিরঙ্কুশ। তবে, কতটা নিরঙ্কুশ? যতটা না দৃষ্টিকটু হয়, যতটা না অশোভন, অসুন্দর, অসংযত হয়। হাজার

হাজার নারী-পুরুষ একত্র ব'সে মিলিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করছেন, উপাসনা করছেন, এর ভিতরে অসুন্দর কিছুই নেই, কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের গায়ের উপরে প'ড়ে বা পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে বসেছেন বা দাঁড়িয়েছেন, নিশ্চয়ই এতটা নিরঙ্কুশ হওয়া চলবে না। পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে মেয়েদের উপাসনা-কীর্ত্তন শুধু মেয়েদের দ্বারা আর পুরুষদের উপাসনা-কীর্ত্তন শুধু পুরুষদেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন হ'তে পারে।

ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা

হুগলী-বাবুগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার পিতৃদেব তোমাকে যথার্থ উপদেশই দিয়াছেন যে—যেখানে মাথা নত করিয়াছ, সেখানে স্থির থাকিও। এই বৃদ্ধ ও বহুদর্শী সাধকের উপদেশ তোমার পক্ষে অতীব সময়োচিত এবং সঙ্গত হইয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি বাছা, সাধন-জীবনে উন্নতি করিতে হইলে আমৃত্যু-নিষ্ঠাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় জিনিষ। সমাজের দশ রকম কর্ম্ম যে করিবে, তার সর্ব্বদার জন্য উদার বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন এবং স্থলবিশেষে তাহার পক্ষে নেতার বিরুদ্ধে দ্রোহও উচিত এবং সমাজের কল্যাণার্থে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে কিন্তু সাধন যে করিবে, সাধন করিয়া যে সাধনের অমৃতময় ফল আহরণ করিতে বদ্ধপরিকর, লক্ষ্য যাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কুশল, যাহার কাম্য হইতেছে অন্তরের সহস্র অবাঞ্ছিত সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া প্রেমময় পরমাত্মার পরমসুন্দর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করা,—তার পক্ষে গুরুনিষ্ঠা ব্যতীত আর দ্বিতীয় গতি নাই, তার পক্ষে গুরুদ্রোহের চিন্তাও কল্পনাতীত মহাপাপ। একের পক্ষে যাহা প্রশংস্য, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা বশতঃ অপরের পক্ষে তাহাই বিপজ্জনক হইয়া থাকে। তোমার পিতা তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার উপরে আমি তোমাকে নূতন কোনও টীকা-টিপ্পনী শুনাইতে চাহি না,—মুমূর্ষু পিতার মৃত্যুকালীন এই উপদেশই তুমি পালন করিয়া চলিবে এবং সেই পথেই জীবনের চরম কৃতকৃত্যতা আহরণ কর।"

ভগবানের সংসারে দারিদ্র্য

মানভূম জেলান্তর্গত গড়-জয়পুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অভাব অনটনে পড়িয়া দিশাহারা হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। অভাব দূর করিবার জন্য যতটা পার, নিজ শক্তি, সামর্থ্য, শ্রম, প্রতিভা এবং পুরুষকার প্রয়োগ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমকরুণাময় পরমেশ্বরকেই তোমার সংসারের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রকৃত অন্ন-সংস্থান-কর্ত্তা জানিয়া তাঁর শরণাপন্ন হও। তোমার সন্তানকে তাঁরই সন্তান বলিয়া জ্ঞান কর, তোমার পরিজনবর্গকে তাঁরই পরিজনবর্গ বলিয়া অন্তরের অন্তরে স্বীকার করিয়া লও। তুমি তাঁরই সংসারের সেবার জন্য তাঁর নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র, তোমার অপর কোনও বিশিষ্টতা নাই। ভৃত্যত্বই তোমার একমাত্র বৈশিষ্ট্য, একমাত্র গৌরব, একমাত্র পদাধিকার। তাঁর সংসারের স্ত্রীলোক-বর্গের কটিতটের বস্ত্র যদি তিনি না যোগান, তাঁর সংসারের শিশুগুলির পানীয় দুগ্ধ যদি তিনি না সরবরাহ করেন, তবে সেজন্য দায়ী তিনি, তুমি নহ। কিন্তু যদিও তিনিই সব জোগাইবেন, তথাপি তাঁর দানকে নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া আনিবার জন্য তোমাকে তোমার সমগ্র পুরুষকার নিঃশেষে নিয়োজন করিতেই হইবে। তিনিই তোমাকে এই পুরুষকার দিয়াছেন এবং ইহার শক্তি অতীব সীমাবদ্ধ হইলেও, তুমি যাঁর ভৃত্য, তাঁর কার্য্য সম্পাদনের জন্য যখন এই পুরুষকার প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা সকল সময়েই একেবারে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময়ে তুমি নিজেই লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, কত অল্প পুরুষকার প্রয়োগে তুমি কত বৃহৎ সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছ। তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস রাখিও এবং নিজেকে তাঁহারই একান্ত অযোগ্য দাস জানিয়া তাঁরই সংসারের সেবকত্ব করিতে ব্যগ্র রহিও। দারিদ্র্য তোমার নিদারুণ হইতে পারে, কিন্তু নিজেকে তাঁরই দাস জানিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাঁর সংসারকে প্রতিপালনের যুক্তিতে যে শ্রম করিবে, তাহা কখনও মাঠে মারা যাইবে না। নিজের ভিতরে 'ভগবানের সংসার'—এই ভাবটিকে প্রাণপণে স্থায়ী করিয়া লও এবং তৎপরে পরিবারস্থ অপরাপরের ভিতরে এই ভাব সংক্রামিত কর। পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি, সে স্ত্রী হউক কি পুরুষ হউক, নিজ নিজ শক্তি, সাধ্য, সামর্থ্য দিয়া অল্প পারে অধিক পারে, ভগবানের সংসারের সেবার জন্য আর্থিক আয় বর্দ্ধনের চেষ্টা করুক। ইহাই সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবার উপায় এবং তোমাদের দারিদ্র্য এই উপায়েই চিরতরে পলায়ন করিবে। একে অপরের সেবা লাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিও না, প্রত্যেকেই নিজ শ্রম এবং শ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিবারস্থ অপরাপর প্রত্যেককে সেবাদানের জন্য প্রয়াসী হও। ইহাই প্রকৃত শান্তিময় সংসারের চিত্র। এই একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিও যে, 'ভগবানের সংসারে' দারিদ্র্য নাই। দারিদ্র্য সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। দারিদ্র্যের রাজত্ব সেই সংসারে, যেখান হইতে ভগবান্ সিংহাসন চ্যুত বা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, যে সংসারের প্রভু 'আমি', 'তুমি' বা 'অপর কেহ'। ভগবান্‌কে প্রভুর আসনে বসাইয়া নিজেরা প্রত্যেকে তাঁরই একনিষ্ঠ সেবক হও, তাঁর দাসত্বকে জীবনের পরম মর্য্যাদা বলিয়া গ্রহণ কর, তাঁরই অভিপ্রায় পূরণের জন্য জীবন ধারণ কর, মরণ বরণ কর।"

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)
২রা কার্ত্তিক, ১৩৪১

উপাসনা-কালীন বেশ

প্রশ্ন হইল,—উপাসনা-কালে কিরূপ বেশ হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—একেবারে শুভ্রবর্ণ। শুভ্রবর্ণের অখণ্ড-বিগ্রহ, উপাসকদের শুভ্রবর্ণের পরিচ্ছেদ এবং উষ্ণীষ, প্রত্যেকের ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের শুভ্র ফোঁটা,—সব মিলে এক আশ্চর্য্য পবিত্রতার সৃষ্টি করবে।

ঝিনাইদহ (যশোহর)
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

অতিথি-বিদায়

সারারাত্রি রেল-ভ্রমণ এবং চুয়াডাঙ্গা হইতে কয়েক ঘণ্টা মটর-ভ্রমণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ঝিনাইদহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জামা খুলিতে গিয়া লক্ষ্য পড়িল যে, একখানা চিঠি অনেক দিন ধরিয়া বুক-পকেটে বসিয়া দেশ-ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি ঝিনাইদহের উকিল শ্রীযুক্ত বামনদাস মৌলিকের গৃহে উঠিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে দ্রুত স্নানাদি সমাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটু অপেক্ষা করুন, আমার কাছে অনেক দিন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হ'তে এক অতিথি এসে বুকপকেটে দাঁড়িয়ে আছেন, আগে তাঁর প্রতি আতিথ্য সম্পাদন করে নিই।

এই কথা বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি ঝড়ের বেগে পত্রখানার দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এক জবাব দিয়া তৎপরে স্নানে রত হইলেন।

শিক্ষকের চিত্ত-মাধুর্য্য-লাভ

স্নানাহারের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি মাগুরা রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে কুমিল্লা জেলান্তর্গত শিলমুড়ি-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক কিছু উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছাত্রদের ভিতরে নিজের শিক্ষককে দর্শন করবে। স্নেহভাজনদের ভিতরে নিজের পূজনীয়কে লক্ষ্য করবে। শাসনের দ্বারা অধীন, তাদের ভিতরে তোমার যিনি শাসন-কর্ত্তা, তাঁর উপস্থিতিকে চিন্তা করবে। এর ফলে এমন এক আশ্চর্য্য চিত্তমাধুর্য্যের তুমি অধিকারী হবে, যার কোনো তুলনা হ'তে পারে না।

সকল ভালবাসা ভগবানে পৌঁছাইবার উপায়

বামনদাস বাবুর গৃহ পরিত্যাগের প্রাক্কালে বামনদাস বাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্ তোমার নিত্য আরাধ্য ধন, তাঁর প্রতি যাতে ভালবাসা তোমার আসে, সেই জন্যই ভালবাসা বস্তুটির অনুশীলনের প্রয়োজনে সংসারে সহস্র সহস্র ভালবাসার জন পেয়েছ। সকলের প্রতি প্রদত্ত সকল ভালবাসা যাতে ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছে, তার দিকে লক্ষ্য দাও। এই একটা ব্যাপারে লক্ষ্য দিলেই সংসারের সকল অসম্পূর্ণতা দূর হ'য়ে যাবে। কিন্তু তার উপায় কি? উপায় হচ্ছে, যখনি যাকে ভালবাস, সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখ যে, সে হচ্ছে ভগবানের নিজজন, তাকে ভালবাসা দিলে সেই ভালবাসা ভগবানে গিয়ে পৌঁছুবে। সকল নদী, উপনদী, শাখানদীর জল যেমন ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে শেষে সমুদ্রেই গিয়ে পড়ে, তোমারও ভালবাসা তেমন স্বামীর ভিতর দিয়ে, পুত্রের ভিতর দিয়ে, কন্যার ভিতর দিয়ে, জামাতার ভিতর দিয়ে, শত শত আত্মীয়-পরিজনের ভিতর দিয়ে তেমনি ভগবানেই গিয়ে পড়ে।

রাত্রি সাড়ে দশটায় শ্রীশ্রীবাবামণি নৌকা-যোগে মাগুরা পৌঁছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ আনন্দ-ভবনের অধিবাসীদের আনন্দ দেখে কে? পূর্ব্বে একবার শ্রীশ্রীবাবামণি এখানে আসিয়াছিলেন এবং প্রেমে ও আনন্দে মাগুরা মাতাইয়া গিয়াছিলেন।

মাগুরা (যশোহর)
৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইয়া আছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। পদধূলি গ্রহণান্তে ভদ্রলোক নানারূপ আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন।

নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে সম্যক্-নির্ভরের চেয়ে আর শান্তি নেই। সবলও তাঁরই ইচ্ছায় নির্ভর করবে, দুর্ব্বলও করবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে একেবারে বলি দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নেওয়ার সাহসে একটা অসাধারণ শৌর্য্য আছে। রোগশয্যায় পড়ে পড়ে সেই শৌর্য্যের সাধনা করুন। মন তাঁকে বিশ্বাস কর্ত্তে চায় না, এই জন্য নির্ভরও আসতে চায় না। কেমন? এই ত' আপনার সমস্যা? জোর ক'রে বিশ্বাস করুন। সকল যুক্তি, সকল বিচার পায়ের তলায় চাপা দিয়ে জবরদস্তি ক'রে অন্তরের ভিতরে বিশ্বাসকে বসিয়ে দিন। মনের জমি অসমান ও অমসৃণ ব'লে বিশ্বাস সেখানে ঠিক্ ঠিক্ খাপ খেয়ে বসতে চাহিবে না সত্য, কিন্তু জিদের হাতুড়ী পিটিয়ে এই অসমান জমিকে সমান কর্ত্তে হবে, তার উচ্চাবচ বন্ধুরতা পিটের চোটে দাবিয়ে দিতে হবে। তারপরে বিশ্বাসের আসনোপরি নির্ভরকে বসিয়ে দিবেন। নির্ভর, স্রেফ্ নির্ভর, সর্ত্তহীন, চুক্তিহীন, প্রতিবাদ-বুদ্ধিহীন, বিনিময়-লিপ্সাহীন, অকপট ও অবিরাম নির্ভর। এই হচ্ছে শান্তির সোপান।

প্রসাদে বস্তুজ্ঞান

অপরাহ্নে ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সহিত প্রসাদ-সম্পর্কে কথা হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রসাদে বস্তু-জ্ঞান থাকলে প্রসাদ-সেবনের আগ্রহ অনেক সময় লোভ-রিপুরই পরিতর্পণে রূপান্তরিত হয়। আর প্রসাদ থেকে বস্তুজ্ঞান চ'লে গেলে, প্রসাদে নিত্যবুদ্ধি, নিত্যজ্ঞান, সর্ব্বপ্রেমময়তাদের নিবেদনের মূলাধার শ্রীভগবানের পবিত্র উপস্থিতির জ্ঞান এলে, প্রসাদ গ্রহণ শুধু লোভ-রিপুর নির্মূলন হয়, তা নয়, তখন প্রসাদ-গ্রহণ সর্ব্বরিপুর নিবারক হয়। আর, সেই সময়ে প্রসাদ সম্পর্কে স্পর্শ-দোষাদির বিচারও বিনষ্ট হয়। যেখানে প্রসাদগ্রহণের সঙ্গে স্পর্শদোষ-বিচার আছে, সেখানে বুঝতে হবে যে, প্রসাদকে জড়বস্তু ব'লে জ্ঞান করা হচ্ছে।

মহাপুরুষদের দেহে বস্তুজ্ঞান

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, মহাপুরুষদের সম্পর্কে জাতিবিচার এক গুরুতর ব্যাপার। ঠাকুর হরিদাস ছিলেন মুসলমানের ছেলে। তিনি নিজেকে "ম্লেচ্ছ", "নীচ", "অস্পৃশ্য" ব'লে বর্ণনা করেন কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহকে যখন সমুদ্রে স্নান করান হ'ল, তখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বল্লেন,—দেখ, হরিদাসের দেহস্পর্শে সমুদ্র আজ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মহাতীর্থে পরিণত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে পরম-ভাগবত বৈষ্ণবগণ দলে দলে হরিদাসের পাদোদক পান ক'রে আনন্দ কর্লেন। ভগবদ্ভক্তদের আচরণ এই প্রকার। মহাপুরুষদের দেহকে তাঁরা জড়বস্তু ব'লে জ্ঞান করেন না, ভগবৎ-সাধনে অর্পিত তনু থেকে তাঁদের বস্তুজ্ঞান দূর হ'য়ে যায়। তাঁরা এই সকল দেহকে চৈতন্যময় সত্তা ব'লে মনে ক'রে থাকেন।

মহাপুরুষদের আচরণে দোষ-বর্জ্জিত দৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহাপুরুষদের আচরণ সম্পর্কেও প্রকৃত ভক্তদের প্রাকৃত দৃষ্টি বা প্রাকৃত বুদ্ধি থাকে না। মহতের আচরণকে তাঁরা দিব্যাচার বা চৈতন্যময়ের লীলা ব'লে জ্ঞান করেন। তার কারণ এই যে, ভগবদ্ভক্তের চখে দোষদৃষ্টি থাকে না। সাধারণ মানবের সামান্য সামান্য আচরণে পর্য্যন্ত তাঁরা অনিন্দ্যসুন্দর পরমাত্মার আত্ম-প্রকাশ লীলাকে লক্ষ্য করেন। ভগবৎ সেবার গুণে যাদের চখ থেকে দোষদৃষ্টি চ'লে যায়, তারা বড়ই ভাগ্যবান্ এবং সুখী ব্যক্তি।

দীক্ষিত ও দীক্ষাভিমানী

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা লাভের পরে দীক্ষিত ব্যক্তির উচিত না ব্রাহ্মণ ব্যতীত

নিজেকে অন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ব'লে জ্ঞান করা। দর্পের হিসাবে নয়, আত্মবিশ্বাসের হিসাবে। দীক্ষায় চিত্তমালিন্য দূর হয়, অতীত পাপের খণ্ডন হয়,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-বিধানতঃ
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌",—

অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের ফলে কাঁসা যেমন সোনা হ'য়ে যায় ব'লে প্রবাদ আছে, দীক্ষার ফলে তেমনি মানবের দ্বিজত্ব ঘটে। দীক্ষিত ব্যক্তি নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে জ্ঞান ক'রে অকুতোভয়ে ভগবৎ-সাধন কর্বে, কিন্তু দীক্ষা পাওয়ার ফলে গর্ব্বিত হ'য়ে মানীগণের সম্মান লঙ্ঘনের চেষ্টা কর্বে না। দীক্ষা হাজার হাজার লোকে নেয়, কিন্তু প্রকৃত দীক্ষিত কমই পাওয়া যায়। প্রকৃত দীক্ষিতের অন্তরে থাকে সুনির্মল বিশ্বাস যে, ভগবৎ-কৃপা সে অবশ্যই লাভে সমর্থ হবে, কিন্তু দীক্ষাভিমানী ব্যক্তি দীক্ষা নেয় অথচ সাধন করে না, ফোঁটা-তিলক আর মালা-ঝোলার দাপটে জোর ক'রে লোকের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে। প্রকৃত দীক্ষিতের স্বভাব ভগবৎ-কৃপায় পূর্ণ বিশ্বাসে এবং সকলের প্রতি সুবিনীত মনোভাবে মণ্ডিত হয়, আর দীক্ষাভিমানীর গর্ব্বে, দর্পে, অহঙ্কারে, আস্ফালনের দাপটে এবং বাহ্বাস্ফোটনের কাঠ-ফাটা চিৎকারে ভক্তিদেবী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেন, শুধু জিদে, জবরদস্তিতে, গায়ে পড়ে কলহে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাম্প্রদায়িক উগ্রতায় আর তমোরাজসিক উগ্রতায় মনের বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়। এর ফলে ধর্ম্মচর্চ্চা চুলায় যায়, মাত্র পরচর্চ্চাই সার হয়।

পর-চর্চ্চা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চৈতন্য-ভাগবতে একটী পয়ার আছে—

"মহাপাপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর-চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে।"—

অর্থাৎ যত দোষ বা ত্রুটিই তোমার চরিত্রকে আক্রমণ ক'রে থাকুক, সব-কিছুরই পরাভব আশা করা যায়, কিন্তু পরের কথায় যে নিজেকে জড়ায়, পরের দোষ খোঁজাকে যে নিজের স্বভাবে পরিণত করে, তার আর কোনো উপায় নেই। আধ্যাত্মিক কুশল যারা চায়, পরনিন্দা তাদের ছাড়্‌তেই হবে, ছাড়্‌তেই হবে। যতবার মন পরের দোষের দিকে তাকায়, ততবার মন ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বিনা ক্লেশে নরকে যেতে হ'লে পর-নিন্দা বা পর-চর্চ্চার মতন তৈরী পথ আর দ্বিতীয় নেই।

পরনিন্দা হইতে উদ্ধারের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু পরচর্চ্চার কদর্য্য স্বভাব

থেকে উদ্ধারেরও পথ আছে। সেই পথ হচ্ছে অবিরাম সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্ব-ব্যক্তিতে, সর্ব্বঘটনায় ঈশ্বরাবস্থিতি চিন্তা করা, ঈশ্বরাভিপ্রায় লক্ষ্য করা। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে",—এই অবস্থা যাঁদের হয়, পরচর্চ্চায় তাঁদের অবসরও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। এই বহুগামিনী অসতী রুচি তাদের নষ্ট হ'য়ে যায়। স্বভাবই তাদের বদ্‌লে যায়, মানে, ভিতরের প্রকৃত স্বভাব তখন বাহিরে ফুটে ওঠে, সকল নারকীয় বিলাস লুপ্ত হ'য়ে দিব্য উল্লাসের আবির্ভাব হয়।

অসতী রুচি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি পর-চর্চ্চার রুচিকে অসতী রুচি বলেছি। অসতী কেন বলেছি? সতীর ধর্ম্ম পতিতে নিত্য রতি, পতিতে নিত্য অনুরাগ। অসতীর ধর্ম্ম বহুজনে রতি বা অনুরাগ। পর-চর্চ্চী ব্যক্তি শুধু একজনের চর্চ্চা নিয়ে থাকে না, থাক্‌তে পারে না, আজ একজন, কাল আর একজন, পরশু অপর একজন তার অভিনিবেশের বিষয়ীভূত হয়। লম্পট রমণী যেমন একটী পরপুরুষকে নিয়েই তৃপ্ত হয় না, বানরীর মত লম্ফের পর লম্ফে শাখার পর শাখা আশ্রয় করে, পরচর্চ্চার রুচিও তদ্রূপ। নিন্দিত-চরিত্রের পর নিন্দিত-চরিত্র সে খুঁজে বেড়ায়। মলপ্রিয়া শূকরীর ন্যায় সে এক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাড়ীর পাইখানার পরে আর এক বাড়ীর পাইখানা অন্বেষণ করে। এই জন্যই আমি এই রুচিকে অসতী রুচি বলেছি।

সতী রুচি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে মনকে নিরত লাগিয়ে রাখ্‌বার যে রুচি, সেই রুচিই সতী রুচি। সতী নারী সংসারের হাজার লোকের সেবা করে, কিন্তু মন প'ড়ে থাকে তার পরমদেবতা পতিতে। এমন কি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা কর্ম্মব্যপদেশে তাকে বহু নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির নিকটও অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে কত সময়ে মিশতে হ'তে পারে, কিন্তু নিজেকে সে সম্যক্ সমর্পণ ক'রে রাখে একমাত্র পতিতে। পতির প্রতি সর্ব্বদা অন্তরের সুতীব্র আকর্ষণ এবং সুগভীরা নিষ্ঠার ফলে তার মন জগতের সহস্র চাঞ্চল্য-বর্দ্ধক পরিস্থিতির মাঝেও বারম্বার পতিতেই ফিরে আসে এবং পতিতেই সে জীবনের পরম প্রাপ্তি ও চরম সার্থকতাকে অন্বেষণ করে। বাহিরের প্রলোভনে সে টলে না। ভগবানের প্রতি এইরূপ যে রুচি, সেইটিই হচ্ছে সতী রুচি। সতী-রুচি যার আছে, তার অন্তরের পরিপূর্ণতাকে জগতে কেউ কখনো অটিক ক'রে রাখ্‌তে পারে না।

মাগুরা (যশোহর)
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

স্থানীয় হাইস্কুলের কতিপয় ছাত্র এবং স্থানীয় বারের

কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ উকিল শ্রীশ্রীবাবামণির দর্শনে আসিয়াছেন।

বাক্-সংযম

একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতটা পার, বাক্-সংযম কর্বে। তাতে বাক্যের ভিতরে শক্তির সঞ্চার হয়। কেউ কোনও বিষয়ে অনুরোধ কর্ল্লে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেবে না, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার যোগ্য অনুরোধ বিনা প্রতিশ্রুতিতেই পালন করে চেষ্টা কর্বে। বাক্‌সংযমের এক মস্তবড় শত্রু হ'ল পরের দোষ উদ্ঘাটনের রুচি। পরনিন্দক কখনো জিতবাক্ হয় না। যেখানে স্বার্থ নিয়ে মারামারি আর কাটাকাটির সম্ভাবনা, সেখানে ক্রোধ-রিপু নিতান্ত গো-বেচারীকেও বহু ভাষণে বাধ্য করে। সুতরাং স্বার্থের মারপ্যাঁচ হ'তে যতটা পার, দূরে থাক্‌বে। কিন্তু কতক কতক নিজের স্বার্থ না দেখ্‌লেও জগতে মানুষ দিন চালাতে পারে না। সুতরাং সব সময়ে চেষ্টা রাখ্‌বে, যাতে অত্যধিক স্বার্থপরায়ন লোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশার বা ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন না পড়ে। নিজে যতটা পার, নিঃস্বার্থ হবে, কিন্তু তার জন্য অগ্র-পশ্চাদ্-বিবেচনা বর্জ্জন করবে না। কেননা, নিজের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রে যে চলে, তাকে আবার অনুতাপে অনেক বাক্যব্যয় করে হয়। সর্ব্বদা ভগবান্‌কে লক্ষ্যস্বরূপে রেখে চল্‌লে বাক্যের প্রয়োজন কমে যায়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ফলাফলের দিকে তাকাইয়া কাজ

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ আমিত্বের বোধ আছে, ততক্ষণ প্রত্যেকটী কার্য্য করা উচিত ফলাফলের দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ সৎকাজ করছ ত'? বেশ। কিন্তু তোমাকে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, কি ভাবে একাজটী কর্ল্লে এর চেয়ে আরো বেশী সুফল হ'তে পারে, দুজনের জায়গায় আরো দশ জনের উপকার হ'তে পারে। সৎকাজ শুধু কর্ল্লেই হ'ল না, শ্রেষ্ঠতর ভাবে এর বৃহত্তর সুফলের দিকে তাকিয়ে করতে হবে। অনেক দাতাকে দেখা যায়, দুহাতে টাকা বিলিয়ে দেন, কিন্তু তাতে নিজের চিত্ত শুদ্ধ হ'ল কতখানি, তার দিকেও দৃষ্টি নেই, অথবা যারা টাকা নিল, তাদের সত্যিকার উপকার কতখানি হ'ল, তার দিকেও দৃষ্টি নেই। ঈশ্বরে সম্যক্ সমর্পিত চিত্ত ব্যক্তির এসব হিসাব-নিকাশের বালাই নেই, কিন্তু যতক্ষণ অহং-এর পুঁজি আছে, ততক্ষণ তার জমাখরচ রাখ্‌তেই হবে।

তৎপরতা ও ত্বরিত গতি

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—তৎপরতা আর দ্রুতি গতি, এই দুটী হ'ল কর্ম্মের প্রাণ। যে কাজ ধরেছি, তাকে ছাড়্‌ব না, তাতেই লেগে থাক্‌ব, সেই কাজে লেগে থাকার যা' বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এমন কাজ, এমন সঙ্গ, এমন আবেষ্টন বর্জ্জন কর্ব্ব, এর নাম তৎপরতা। আর, যে গতিতে চিরকাল কাজ ক'রে থাকি, কিম্বা যে গতিতে অন্যান্যেরা কাজ সমাধা করে, তার চেয়ে দ্রুত গতিতে কাজ কর্ব্ব অথচ কাজের উৎকর্ষ কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না,—এই গুণটীও জীবনে উন্নতি লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। শুধু লৌকিক বা পার্থিব কাজেই নয়, আধ্যাত্মিক কাজেও এই দুইটী গুণের অনুশীলন প্রয়োজন। অনুক্ষণ মনকে ইষ্টের সাথে লয় ক'রে রাখ্‌ব, নিমেষের তরেও তাঁকে ভুল্‌ব না, এইটীর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। আর অপরে যদি দুঘণ্টা জপ ক'রে মনঃস্থির ক'রে থাকে, আমি কর্ব্ব দশ মিনিটে, অপরে যদি এক-জীবন তপস্যায় ভগবানকে পেয়ে থাকে, আমি পাব দশ বছরে,—এই রকম জিদ্ এবং দৃঢ়তা নিয়েও চলা প্রয়োজন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাধন করা বড় ভাল। অপরে যদি ভক্ত হ'য়ে থাকেন, আমি অবিরাম নাম-নিষ্ঠার গুণে ভক্তরাজ হব,—এরূপ আকাঙ্ক্ষা সব সময়ে অন্তরে পোষণ কর্ব্বে, অবশ্য বাহিরে মান পাবার চেষ্টা কখনো ক'রো না। মান-মর্য্যাদার বা সম্ভ্রম-প্রতিপত্তির লোভ এলেই ভক্তের সাধনায় ঘুণ প্রবেশ কর্‌ল জানবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সম্পদ এবং বিপদে কর্ত্তব্য

অপর একজনের কথার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিপদে হয় বন্ধুর পরীক্ষা, সম্পদে হয় চরিত্রের পরীক্ষা। বিপদে যে যাকে পরিত্যাগ করে না, সেই তার প্রকৃত বন্ধু। সম্পদে যে আত্মকেন্দ্র হারায় না, সেই হ'ল চরিত্রবান্। তোমরা চরিত্রবান্ হ'তে চেষ্টা ক'রো এবং সম্পদে বিপদে সমভাবে বন্ধু-বৎসল থেকো। সম্পদে হবে নিরহঙ্কার, বিপদে হবে নির্ভীক, সম্পদে হবে হিসাবী, বিপদে হবে বেপরোয়া।

বিশ্বাসঘাতকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রের ভিত্ত হচ্ছে বিশ্বস্ততা। তোমার সততায়, তোমার সরলতায়, তোমার সহৃদয়তায় বিশ্বাস ক'রে যদি কেউ তোমার উপরে নির্ভর করে, প্রাণ গেলেও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব্বে না। যে তোমার কাছ থেকে অনিষ্ট আশঙ্কা করে না, তার যদি অনিষ্ট তোমার দ্বারা হয়, তবে জানবে, তুমি হিংস্র পশুর চাইতে অধম স্তরে গিয়ে পৌঁচেছ। ইংরাজীতে ইন্ফর্মার (গুপ্তচর) কথার চেয়ে বড় গাল নেই, বাংলায় বিশ্বাসঘাতক কথার চেয়েও বড় গাল নেই। কেননা, অপরের প্রাণ-ঢালা বিশ্বাসের উপরে যে আঘাত করতে পারে, সে প্রকাশ্য আততায়ীর চাইতেও হাজার গুণে ভয়ঙ্কর।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রের শিরোভূষণ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। জগতে যদি কেউ তোমাকে একটী আলপিন দিয়েও সহায়তা ক'রে থাকেন, তবে তাঁর প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা-বোধকে কখনো নষ্ট হ'তে দিও না। পশু-পক্ষীর মধ্যেও অনেক সময়ে অত্যাশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আর মানুষ হ'য়ে জন্মে যদি তুমি অকৃতজ্ঞ হও, তবে ধিক্ তোমার জন্মে, আর ধিক্ তোমার জীবনে। একটী অক্ষর যিনি শিখিয়েছেন, তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ থাক। বিপদের সময়ে দুঃখের সময়ে, ভয়ের সময়ে, অথবা অবসাদের কালে একটী অঙ্গুলী তুলেও যিনি তোমাকে উৎসাহ ও উদ্যম দেবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনো ভুল্‌বে না। অবশ্য, একজন কেউ তোমাকে কোনও সময়ে উপকৃত করেছেন ব'লে জীবন ভ'রেই যদি তার প্রতিদান চান এবং তা' যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তবে কি কর্ব্বে? এটা অবশ্য একটা সমস্যা। মাতা, পিতা, গুরু,—এঁদের কাছে মানুষের ঋণ এত বেশী যে, সমস্ত জীবন ধ'রে তাঁদের সেবা কর্‌লেও সেই ঋণের পরিশোধ হয় না। তবু যদি তাঁরা কেবলি দাবী করে থাকেন, তাহ'লে পুত্র কন্যা বা শিষ্য-শিষ্যার পক্ষে সেই দাবী পূরণ অসম্ভব হ'তে পারে। এই ক্ষেত্রে কারো কোনো দাবী পূরণে তুমি অক্ষম হ'লে সে দাবী পূরণ কর্ব্বে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না, তাতে ত' কোনো দোষ নেই, কিন্তু মনের সুবিনীত ভাবটীকে নষ্ট হ'তে দিও না। যিনি যা' চান, তাঁকে তা' দিতে পাচ্ছি না ব'লেই যে তাঁর প্রতি মনের ভাব বিরূপ ক'রে রাখ্‌ব এ অধিকার আমার নেই। অবস্থার ফেরে অনেক উপকারকের উপকার তুমি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পার না, কিন্তু অন্তরে যেন অকৃতজ্ঞতা না আসে। জীবনের জটিল এক এক পরিস্থিতিতে প'ড়ে মানুষ কখন কিরূপ যে পর্য্যুদস্ত হবে, কেউ বল্‌তে পারে না। তেমন সঙ্কট সময়ে উপকারীর প্রতি অন্তরের ঋণ-স্বীকার-বোধকে জাগিয়ে তোমাকে রাখ্‌তেই হবে। নইলে তুমি ধর্ম্মচ্যুত হবে।

চাকুরী বনাম কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক সময়ে কৃতজ্ঞতা-বোধের সঙ্গে কর্ত্তব্য-বোধের লড়াই হয়। সেই সময়ে মানুষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। মনে কর, তুমি একজন পুলিশের দারোগা। তুমি সরকারের নুন খাও, অতএব বিভাগীয় কর্ত্তব্য হিসাবে যার নামেই ওয়ারেন্ট থাক্‌বে, তাকে তুমি গ্রেফ্‌তার করতে বাধ্য। অথচ এমন এক লোককে গ্রেফ্‌তারের আদেশ তোমার উপরে এসেছে, যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তুমি কি কর্ব্বে? আসামীকে ছেড়ে দিবে? ছেড়ে দিলে সরকারের প্রতি তোমার বিশ্বাসঘাতকতা হয়। ধ'রে নিয়ে

যাবে? তাতে কিন্তু উপকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা-রূপ পরম অধর্ম্ম হবে। ফরাসী মনীষী ভিক্টর হিয়োগো এইরূপ একটী চরিত্র তাঁর এক বিশ্ব-বিখ্যাত আখ্যান-গ্রন্থে লিখেছেন। নিজ কর্ত্তব্য স্থির না কর্‌তে পেরে ইন্‌স্পেক্টার জেভার্ট সীন নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা কর্‌লেন। কেননা, জীবিত থাক্‌লেই তার কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্মের প্রয়োজন, ম'রে গেলে আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই নেই। কিন্তু এতেও সমস্যার ঠিক্ ঠিক্ সমাধান হয় নি। কেননা, জীন-ভল্‌জীনকে তিনি যে ছেড়ে দিলেন, সে কার্য্যটী ত' জীবৎ-কালেই অনুষ্ঠিত হ'ল। ছেড়ে না দিয়েও উপায় ছিল না। জীন্-ভল্‌জীন যখন জেভার্টের প্রাণরক্ষা করেন, তখন জেভার্ট স্পষ্ট বলেছিলেন,—'মনে ক'রো না, এজন্য আমি তোমাকে ছেড়ে দিব।' কিন্তু কার্য্যকালে ছেড়েই দিতে হ'ল। কেননা, যে মানুষ সৎ, যে মানুষ চরিত্রবান্, যে মানুষ অকপট, তার পক্ষে কৃতজ্ঞতার দাবী উপেক্ষা করা অসম্ভব। ইন্‌স্পেক্টার জেভার্টের জীবনে প্রমাণিত হ'ল যে, চাকুরীর চাইতে কৃতজ্ঞতা বড়।

সতীত্ব বনাম কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একজন একটী মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে ব'লে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাপরবশঃ সেই মেয়েটী নিজ সতীত্ব দিতে পারে না। একটী রূপসী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ধনশালিনী পরস্ত্রী অর্থ দিয়ে তোমার পিতৃপুরুষের ভিটা ঋণের দায় থেকে রক্ষা ক'রে দিয়েছে ব'লে, কিম্বা খুনের মামলায় উপযুক্ত তদ্বির না হ'লে যে স্থলে তোমার নিশ্চিত ফাঁসী হ'ত, সেইখানে তোমাকে মামলা চালিয়ে রক্ষা করেছে ব'লে, তার মনস্তুষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুরোধেও তুমি নিজেকে তার ইন্দ্রিয় পরিতর্পণের উপকরণে পরিণত হ'তে দিতে পার না। অকৃতজ্ঞতা যত বড় পাপ, অসতীত্ব বা পরস্ত্রীগমন তার চাইতে অনেক বড় পাপ, এই দিকে তোমার খেয়াল রাখ্‌তে হবে। চাকুরীর কর্ত্তব্য আর চরিত্রের কর্ত্তব্য, এই দুই কর্ত্তব্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কৃতজ্ঞতা-সঙ্কট ও আত্মহত্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে, পরের চাকুরী নিয়ে যে মনিবের স্বার্থের অবহেলা করে, খাঁটি কথা বল্‌তে গেলে, সেও এক প্রকারের চরিত্র-ভ্রষ্ট ব্যক্তি। সুতরাং যেখানে কর্ত্তব্য-সঙ্কট উপস্থিত হবে, সেখানে কোন্ কর্ত্তব্যের পালনে চরিত্রের বেশী ক্ষতি হয়, তাই আগে দেখ্‌বে। ইন্‌স্পেক্টার জেভার্টের মত আত্মহত্যা ক'রে সমস্যার সমাধান হয় না, সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া হয় মাত্র। আমি যদি "লা-মিজারেব্‌ল" গ্রন্থের লেখক হতাম, তা হ'লেও জীবনের ট্র্যাজেডির দিকে তাকিয়ে হয়ত জেভার্টকে মৃত্যুর পথেই পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু

সে মৃত্যু আত্মহত্যার মৃত্যু নয়। জেভার্ট জীন-ভলজীনকে ছেড়ে দিলেন, থানায় গিয়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রে স্পষ্ট ভাষায় জেভার্ট বল্লেন যে, এই আসামী তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন ব'লে, কৃতজ্ঞতার দুর্ব্বলতায় তিনি তাঁকে শুধু এই একবারই ছেড়ে দিলেন, তা নয়, পরন্তু আমরণ যত বার এই নাম-করা আসামীর সাথে দেখা হবে, ততবারই তাঁকে তিনি ছেড়ে ছেড়েই দিবেন,—এখন পুলিশের কর্ত্তারা, সরকারী মনিবেরা জেভার্টকে নিয়ে যা কত্তে হয়, করুন, আপত্তি নেই। জীন্-ভল্জীন রাজদ্রোহীদের দলের মাঝে দাঁড়িয়ে জেভার্টকে রক্ষা করেছিলেন, সুতরাং পুলিশের কর্ত্তারা চির-কর্ত্তব্য-পরায়ণ জেভার্টকে আজ রাজদ্রোহীদের দলভুক্ত ব'লে জ্ঞান ক'রে সামরিক আদালতে বিচার বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, আর বিচার-প্রহসনের মাঝে কোনো অংশ গ্রহণ না ক'রে নির্ব্বাক্ দ্রষ্টা জেভার্ট তাঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের জন্য গিলোটিনের মঞ্চে নির্ভয়ে অম্লান মুখে স্ফীত বক্ষে দাঁড়ালেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তাঁর ছিন্ন মুণ্ড ছিটকে এসে জনতার মাঝে পড়ল, জনতা বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে দেখ্‌ল যে, জেভার্টের নয়নে অশ্রু নেই, ভীতি নেই, আছে শুধু কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের পবিত্র দীপ্তি, স্নিগ্ধ হাসি। আমি যদি মহাকবি ভিক্টর হিয়োগো হ'তাম, তবে 'লা-মিজারেব্‌ল্,' এভাবে লিখ্‌তাম।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চিরদিন যাবে না রে

অপরাহ্ণে হাইস্কুলের ছাত্রদের এবং হেড-মাষ্টার মহাশয়কে নিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নদীতে নৌকা লইয়া বাহির হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি হাল ধরিলেন, ছেলেরা দাঁড় টানিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদুকণ্ঠে একটী সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন,—

চির দিন যাবে নারে
হাসিয়া খেলিয়া,
ওই যে জীবন-রবি
পড়িল হেলিয়া।
ফুরায়ে আসিল বেলা,
এখনো কি অবহেলা?
এখনো খুঁজিছ কাচ
রতন ফেলিয়া?
বাহিরের ঝিকমিকি
ফুরাতে নাহিক বাকী,
ক'দিন রহিবে আঁখি-
যুগল মেলিয়া?

এ আঁখি মুদিতে হবে
সব খেলা ফুরাইবে,

সে দিন চলিবে পথ
কি পাথেয় নিয়া?

এখনো সময় আছে,
নাগালে নাগিবে কাছে,
জাগ রে অলস মন
শ্রীহরি বলিয়া।

মাত রে নামের রঙ্গে
অকপট ভক্ত-সঙ্গে,
জীবন সার্থক কর
আত্ম-সমর্পিয়া।

মাটীর খাঁচা এই দেহটা

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিয়া চলিলেন,—

মাটির খাঁচা এই দেহটা
ভাঙ্গতে লাগে কতক্ষণ?
তারে আপন ব'লে ভাবা,
সে যে বড়ই জ্বালাতন।।
পদ্ম-পাতায় জলের কণা
ঝরবে কখন না যায় গণা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তেমনি রে তোর জড়-দেহ,
মরণ-মুখী অনুক্ষণ।।
মেঘের কোলে তড়িৎ-লেখা
দেখতে যেমন হয় অলেখা,
তৈল-বিহীন দীপের মত
নিমেষ-মাঝে যায় জীবন।।
বাঁশে যেমন আছে রে ঘুণ,
দেহেতে তার সহস্র গুণ;
ছয়রিপু ইঁদুরের মত
মূলাধার করে দংশন।।
ব্যাঘ্র যেমন মৃগের পানে
ধেয়ে আসে লুব্ধ প্রাণে,
তোর এই নশ্বর দেহের লোভে
ঐ যে রে এল শমন।।
তাই ব'লে তুই ভাবিস্ না ভাই,
দেহের কোনও যোগ্যতা নাই;
অনিত্য তোর নিত্য হবে
তাঁর চরণে রাখলে মন,
মৃন্ময়ে চিন্ময় জাগিবে,
ছুটবে রে ভব-বন্ধন।।
প্রাণ ভ'রে তুই গা তাঁরি নাম,

এই দেহে তুই দেখ্‌বি শ্রীধাম,
চিন্‌বি তখন সঠিক ভাবে
কোন্ জনা তোর আপন জন।।

মাগুরা (যশোহর)
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

খুলনা জেলার একটী যুবক এ স্থলে ব্যবসায় করে। সে তাহার জীবনের একটী গুরুতর ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান চাহিল। বিষয়টি নিম্নরূপ।

পূর্ব্বরাগের সমস্যা

এই যুবকের সহিত অপর একটী যুবতীর বিবাহের প্রস্তাব প্রায় বৎসরাবধি কাল ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু সেই সময়টাতে ভাবী বর ও ভাবী বধূর পরস্পর দেখা শুনা ও মেলামেশা বন্ধ রাখিবার কোনও ব্যবস্থা অভিভাবকেরা করেন নাই। কোনও প্রকার অনৈতিক ঘনিষ্ঠতা উভয়ের মধ্যে স্থাপিত না হইলেও উভয়ের মনের ভিতরে পতি-ভাব এবং পত্নী-ভাব ক্রমশঃ তাহাদের কতকটা অজ্ঞাতসারেই প্রোথিতমূল হইয়া পড়ে। কিন্তু কার্য্যকালে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে অর্থনৈতিক মন-কষাকষি হেতু এই ক্ষেত্রে বিবাহ আর অনুষ্ঠিত হয় না। অভিভাবকদের চাপে দুই জনের বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হয়। কিন্তু পূর্ব্বরাগের প্রাবল্য হেতু এই দুই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জনের এক জনেও অপরকে ভুলিতে পারিতেছে না। এবং ইহার ফলে নানা মানসিক বিপর্য্যয় চলিতেছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহার প্রতীকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক্ষেত্রে বাহ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে, দীর্ঘকাল দূরাবস্থান। যে সব স্থলে আগে থেকেই সামাজিক কুটুম্বিতা রয়েছে, সেই সব স্থলে বিবাহের প্রস্তাব একবার হ'য়ে পরে যদি বিয়ে না হয়, তাহ'লে পরবর্ত্তী দেখাশুনার সময়ে বিয়ের প্রস্তাবের কথা মনে পড়েই পড়ে। সুতরাং দীর্ঘকাল দূরাবস্থানের দ্বারা দেখাশুনার সম্ভাবনাকে যত পার, হ্রাস ক'রে নাও। আর, সে যখন পরস্ত্রী এবং তুমি যখন পরের স্বামী, তখন তোমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানকেও নির্ম্মম ভাবে রুদ্ধ ক'রে দিতে হবে, এমন কি সে সব চিঠিপত্র যদি নিতান্ত নির্দ্দোষ স্তরেরও হয়। কিন্তু মানসিক কর্ত্তব্য হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। যাকে দীর্ঘকাল ভাবী পত্নী ব'লে চিন্তা ক'রে এসেছ, তাকে হঠাৎ ক'রে ভগিনী ব'লে জ্ঞান করা সহজ কথা নয়। কিন্তু মানসিক কসরতের দ্বারা তাই করতে হবে। যাকে কোনো মেয়ে নিজের ভাবী স্বামী ব'লে অনেকদিন ধ'রে ভেবেছে, তার পক্ষে তাকে হঠাৎ ভ্রাতা জ্ঞান করা আরো কঠিন। কেননা, নারীর প্রতি পুরুষের পত্নীভাবটা কতকটা প্রভুতা-বোধের সামিল, আর পুরুষের প্রতি নারীর পতিভাবটা হচ্ছে কতকটা আত্ম-সমর্পণ-

যোগের সামিল। ভোক্তার পক্ষে ভোগ্যকে ভোলা যত কঠিন, ভোগ্যের পক্ষে ভোক্তাকে ভোলা তার চাইতে বেশী কঠিন। কেননা, স্বামীর মন স্বভাবত থাকে আত্মসুখপরায়ণ, পত্নীর মন স্বভাবত থাকে পতিসুখপরায়ণ। কিন্তু মানসিক কসরতের দ্বারা সেই অসুবিধাকেও পরাভূত করতে হবে। তার উপায় হচ্ছে, অবিরাম ভগবানকে নিখিল জগতের পিতা ব'লে ধ্যান করা, আর জগতের যত নারী, যত নর, সকলকে সুস্পষ্টরূপে তাঁরই কন্যা এবং পুত্ররূপে ভাবতে থাকা। অনুক্ষণ এরূপ ভাবতে ভাবতে পূর্ব্বরাগের মোহ ক্ষয়িত হ'য়ে যায়, এবং চিত্ত নিষ্কলুষ হয়।

নিজ পত্নীতে প্রেমার্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা দু'জনেই যখন বিবাহিত, তখন নিজ নিজ পত্নীতে আর স্বামীতে অনুরাগ-বৃদ্ধির চেষ্টা দ্বারাও তোমাদের পূর্ব্বরাগ আংশিক ক্ষয়িত হবে। যেটুকু ভালবাসার ক্ষমতা তোমার আছে, সেইটুকুকে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গাতে অর্পণ করার চেষ্টা কর্লে দেখ্বে, অন্য স্থানের ভালবাসা আপনি শিথিল হ'য়ে আস্ছে। একথা যখন স্পষ্ট বুঝ্তে পাচ্ছ যে, যাকে বধূ ভেবে উন্মত্ত হয়েছিলে, সমাজের ক্ষতি এবং ধর্ম্মের হানি না ক'রে তাকে বধূ-রূপে পাওয়ার চিন্তা করাও তোমার এক্ষণে দোষ, তখন যাকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বধূ-রূপে পেয়েছ, তার ভিতরে নিজের সমস্ত মনটা অর্পণ করার চেষ্টাই তোমার পক্ষে লাভজনক হবে। অন্যরে পার, প্রেম জিনিষটা কেউ কাউকে জোর ক'রে দিতে পারে না। একথা সত্য, কিন্তু সকল প্রেমের যিনি পরম আধার, তিনি তোমারি প্রেমের পিপাসু হয়ে তোমার পত্নীর ভিতরে যেন অবস্থান কচ্ছেন, মনে মনে এইরূপ কল্পনা ক'রে অনুশীলনের দ্বারা সেই কল্পনাকে প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর কর। অন্য বিষয়ে যেমনই হোক্, প্রেমের বিষয়ে অনুকূল ভাবের স্নেহচ্ছায়া ও জল-সিঞ্চন অবিরাম পেলে কল্পনাই বাস্তবের রূপ ধারণ করে।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

গত রাত্রিতে তিনটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি মাওয়া হইতে ষ্টীমারে উঠিয়াছেন, অদ্য সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে খুলনা পৌঁছিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বরিশালগামী ষ্টীমারে উঠিবেন।

জীবের স্বরূপ

পথিমধ্যে কোনও এক ষ্টেশান হইতে জনৈক ভদ্রলোক ষ্টীমারে উঠিয়াছেন। তিনি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাকে চিনতে পাচ্ছেন, বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাইরে চিনাচিনির ভিতরে কি

আছে বাবা, প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রত্যেক জীবের নিত্যকালের সখ্য-সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সম্বন্ধ কার সম্পর্কে কে অস্বীকার করতে পারে?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি মানভূম জেলায় চাস থানাতে দারোগা ছিলাম, যখবার আপনার পুপুন্কী আশ্রমে আমি গিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ওঃ, তাই। কিন্তু সরকারী ধরা-চূড়া নেই, আপনাকে দারোগা ব'লে চিন্‌ব কি ক'রে?

ভদ্রলোক বারংবার শ্রীশ্রীবাবামণির পদধূলি লইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—আমি আপনার দাসানুদাস, আমাকে আপনি আপনি ব'লে সম্বোধন কর্বেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈষ্ণবদের একটা চমৎকার কথা আছে,—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" ভগবানের দাসত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই স্বরূপের কথা যার স্মরণে থাকে, জগতে তার আর কোনো ভয় নেই। পরম অভয় শ্রীভগবান্ তার সকল ভয়, সকল উদ্বেগ, সকল অশান্তি, সকল অপূর্ণতা হরণ করেন।

হরি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তিনি জীবের সকল পাপ,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সকল তাপ, সকল দুঃখ, সকল দুর্ব্বলতা হরণ করেন ব'লেই তাঁর এক নাম হরি।

ক্ষমা

দারোগাবাবু বলিলেন,—আমি নিরন্তর আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু খোঁজ পাচ্ছিলাম না। আজ ঘর থেকে বেরুবার সময়ে বারংবার আপনার কথাই আমার মনে পড়েছে। ভগবান্ সত্যই বাঞ্ছা-কল্পতরু। সেদিনকার কথা জীবনে ভুলব না। দুর্ব্বৃত্তেরা আশ্রমের ছ'টী সেবকের হাত, পা, মাথা, ফাটিয়ে দিয়ে গেছে, আর আপনি আর আপনার সব চেয়ে বেশী আহত শিষ্যটী বারংবার বলছেন, ওদের ক্ষমা করতে হবে। ভেবেই পাচ্ছি না, এমন অনিষ্টকারীকে আবার ক্ষমা কি ক'রে করা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সবলেই ক্ষমা করে, দুর্ব্বলের ক্ষমা অর্থহীন। পরিণামে দেখা গেল, ক্ষমা দুর্ব্বৃত্তদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করে দিয়েছে। কিন্তু আইনের উপরে আমাদের হাত ছিল না, ন্যায়াধীশ আমাদের আবেদনে লঘুদণ্ড দিলেন।

দারোগা বাবু বলিলেন,—দুর্ব্বৃত্তেরা জেলে গেল আর আপনি তাদের চারিটী পরিবারের নারী ও শিশুদের মাসের

পর মাস আহার যোগাবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। এ মহত্ত্বের তুলনা কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি,—তারা খেটে খেয়েছে। আমি তাদের রোজগারের রাস্তাটুকু মাত্র করে দিয়েছি। এতে আমার আর কৃতিত্ব কি?

কমলীকন্দর (বরিশাল)
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

কমলীকন্দর ক্ষুদ্র একটী গ্রাম। ঝালকাঠি ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল নৌকাযোগে আসিতে হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি দাসগুপ্তদের বাড়ীতে উঠিয়াছেন।

গ্রামের যুবকদের ভিতরে একটা অভাবনীয় উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। অবশ্য, উদ্দীপনা নামক বস্তুটা বরিশাল জেলারই বুঝি একটা বিশিষ্টতা।

বিকাল বেলা শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকদের নিয়া গ্রামের বিভিন্ন অংশে বেড়াইলেন। পথে পথে নানা সৎকথা হইতে লাগিল। গ্রামের অভিভাবকদের মধ্যে একজন দীর্ঘকেশ, দীর্ঘশ্মশ্রু প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি সাধন-মার্গে বেশ উন্নত হইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে ছায়ার মত রহিলেন। নানাবিধ সাত্ত্বিক কৌতুকের ভিতর দিয়া আনন্দপূর্ণ ভাবে অপরাহ্ণ অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি দাসগুপ্ত-ভবনে বসিয়া বসিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোন্ ক্ষুদ্র যে কবে কত বৃহৎ হবে, তা' কেউ জানে না, কেউ কল্পনা করতে পারে না। তোমরা ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ ক'রো না, ছোটকে অবজ্ঞা ক'রো না, পতিতকে ঘৃণা ক'রো না, দুর্ব্বলকে উপেক্ষা ক'রো না। এদের ভিতর দিয়েও যে পরমমহীয়ান্ শ্রীভগবানের অপরিমেয় শক্তির স্ফূরণ ঘটতে পারে, এই বিশাল ও আশ্চর্য্য সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে চ'লো। কোনো ক্ষুদ্রই ক্ষুদ্র নয়, কোনো বৃহৎই বৃহৎ না। যে আজ যা' আছে, ভগবানের ইচ্ছায় সে তার কোটিগুণ বড় বা কোটিগুণ ছোট হ'তে পারে।

তাঁর ইচ্ছায় চল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনকে ভগবদিচ্ছাশ্রিত কর। নিজেকে কর তাঁর হাতের যন্ত্র। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তোমার জীবন দিয়ে বীণার ঝঙ্কার তুলুন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তোমার জীবন দিয়ে বজ্রের গর্জ্জন তুলুন। তুমি তাঁর ইচ্ছায় চল্‌বার জন্য প্রস্তুত হও, নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার উপরে প্রভুত্ব করতে প্ররোচিত ক'রো না। তবে, কোন্‌টী যে তাঁর ইচ্ছা, আর কোন্‌টী যে তোমার ইচ্ছা, তা তুমি বুঝবে কি ক'রে? নিজের ইচ্ছায় আত্ম-তৃপ্তির লোভ থাকে, তাঁর

ইচ্ছায় তাঁর পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে। নিজের তৃপ্তির লোভে যখন কাজ কচ্ছ, জান্‌বে তোমার নিজের ইচ্ছাকে প্রবল করা হয়েছে। তাঁর তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে যখন কাজ কচ্ছ, জান্‌বে তোমার ইচ্ছা তোমার অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ তাঁর ইচ্ছারই অধীন হচ্ছে।

কমলীকন্দর

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করিলেন। ইঁহারা নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ। রাসবিহারী দা, তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদা দেবী এবং পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীর দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষান্তে উপদেশ

দীক্ষাদানান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিলেন,—এতদিন ছিলে নামে-মাত্র ব্রাহ্মণ, আজ থেকে ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত পথ পেলে। এই পথে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থাক, সাধন-বলে মর দেহ থাক্‌তে থাক্‌তেই অমৃত আস্বাদন কর, নিজেরা সাধন-সুধায় ম'জে জগৎকে সেই সুধা-রস আস্বাদনের পথে টেনে আন। ছোটকে ছোট ব'লে জ্ঞান ক'রো না, তাকে নিত্যানন্দের আস্বাদন লাভের সুযোগ দাও, কিন্তু আত্মপ্রচার বর্জ্জন কর। নিজের ভিতরে সম্প্রদায়-বুদ্ধি রেখ না, জগতের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সকল মতের সকল পথের নরনারীকে নিজের সম্প্রদায়-ভুক্ত ব'লে জ্ঞান কর। গুরুভ্রাতার বা গুরুভগ্নীর সংখ্যা-বৃদ্ধির অযথা চেষ্টা ক'রো না, পরন্তু সাধন-লব্ধ উপলব্ধির পরিমাণ এবং প্রসার বৃদ্ধিতে যত্নবান্ হও। জগৎজোড়া সকল লোক তোমার গুরুকেই গুরুগোল হ'লে যে লাভ, জগতের দুটী বা চারিটী লোক প্রকৃত সাধক হ'লে তার চেয়ে তোমার বেশী লাভ। ভগবানকে জীবনের সারথি ব'লে মেনে নাও, তোমার রথের অশ্ব-বল্গা তাঁর হাতে তুলে দাও, তিনি যে ভাবে যখন যেখানে নিয়ে যাবেন, সাহসের সঙ্গে সেখানে তাঁরই নামের ভরসা বুকে বেঁধে নিরহঙ্কার চিত্তে কর্ত্তব্য ক'রে যেতে হবে।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪১

গুরু-দর্শন

রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি কমলীকন্দর হইতে নৌকাযোগে ঝালকাঠি রওনা হইতেছেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় চৌধুরী কাঁদিতে লাগিলেন, বারংবার বলিতে লাগিলেন,—গুরো, কবে আবার এই দাসদিগকে দর্শন দিবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবা, বিহ্বল হ'য়ো না। দীক্ষাযোগে যিনি তোমার কর্ণে প্রবেশ করেছেন, তিনিই আনন্দ-স্বরূপ গুরু। তিনি কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছেন। তিনি একটী নিমেষের জন্যও আর তোমাকে

পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। গুরুদর্শনে তোমার নিত্য অধিকার, এ অধিকার তোমার কে কেড়ে নিতে পারে? যখনি প্রাণ গুরুদর্শনের জন্য ব্যাকুল হবে, প্রাণ ভরে কেবল নাম কর্ব্বে। নাম কর্তে কর্তে গুরুদর্শন হবে। আমার এই অনিত্য দেহ থাক্‌বে না, কিন্তু আমি থাক্‌ব। আমি থাক্‌ব আমার নিত্য-স্বরূপে। একদিন আমার এই অনিত্য দেহ ছিল না, কিন্তু আমি ছিলাম। আমি ছিলাম আমার নিত্য-স্বরূপে। সেই নিত্য স্বরূপকে যদি দেখ্‌তে চাও, তবে নামকে প্রাণের প্রাণ ব'লে গ্রহণ কর।

অর্থ-নৈতিক আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন

নৌকাযোগে ঝালকাঠি পৌঁছিতে পৌঁছিতে দুপুর হইল। অতি কষ্টে তাড়াহুড়া করিয়া বরিশালগামী ষ্টীমার ধরা হইল। কিন্তু ষ্টীমার যখন বরিশাল পৌঁছিল, তখন বরিশাল-ঘাটের এক শুল্ক-কর্ম্মচারী মাল-পত্র ওজন করা লইয়া গোলমাল বাঁধাইলেন। কিন্তু ওজন করিয়া দেখা গেল যে, সঙ্গে ঠিক্ ততটাই মাল পত্র আছে, যতটা বৈধভাবে বিনা মাশুলে নেওয়া চলে।

মালপত্রসহ ষ্টীমার বদল করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর-গামী ষ্টীমারে আসিয়া বিছানা পাতিয়া বসিলেন। অন্য কাজ

কিছু না থাকায় এবং বহু চিঠিপত্র জমিয়া যাওয়ায় পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন।

কিছুকাল পরে ষ্টীমার-ঘাটের সেই শুল্ক-কর্ম্মচারীর পুনরায় আবির্ভাব হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের একজন বহুখ্যাত ব্যক্তি যিনি ভারত-সরকারের একটা মস্ত বড় চাকুরী করিতেন, তাঁর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র কিন্তু অভাবে পড়িয়াছেন বিধায় কিছু উপরি না পাইলে সংসার চলে না, অতএব তাহাকে কিছু দিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত'। এভাবে চেয়ে নিলে কোনো দোষ নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিবার পরে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীর নিকট বলিলেন,—দেখ, অভাবের তাড়না কত অধিক হ'লে লোকে চুরী করে, ঘুষ নেয়, আইন-রচয়িতারা তা কখনো চিন্তা করেন নাই। আবার নৈতিক অবনতি কোন্ স্তরে নামলে যে মানুষ চুরি করে, ঘুষ খায়, তাও আমরা ভেবে দেখিনি। মানুষের উপরি পাওনার রুচি যাতে না আস্‌তে পারে, এমন অবস্থার সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী একটা বিপ্লবের প্রয়োজন। ষ্টীমার-কোম্পানী প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করে কিন্তু কর্ম্মচারীদের পেট চলার মত মাইনে দেয় না। সুতরাং এই দুর্নীতির জন্য এই কোম্পানীও দায়ী, বল্‌তে হবে। মানুষ যে চুরী করে, ভিক্ষা চায়, তার ভিতরে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমাদের সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দায়িত্ব রয়েছে। একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার যে, সমাজের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত আমাদের মধ্যেকার কোন্ কার্য্যটি কোন্ চিন্তাটি অপরকে নিম্ন বিন্দুকে পরিণত করতে মুখ্য বা গৌণ ভাবে সাহায্য করেছে। সমাজের সর্ব্বস্তরে একটা কড়া রকমের অর্থনৈতিক আত্মজিজ্ঞাসার আজ প্রয়োজন।

রাত্রি এগারটার সময়ে বরিশাল সহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ষ্টীমারে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে খুঁজিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ পরিচয় দিতেই তিনি তাঁহাকে জোর করিয়া সহরে লইয়া গেলেন। একটী গৃহস্থ পরিবার নানাভাবে বিপন্ন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানে সান্ত্বনা-বচনাদি প্রয়োগ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাত্রি একটা হইয়াছে। রাত্রি তিনটায় ষ্টীমার ছাড়িল।

চাঁদপুর
২৫ কার্ত্তিক, ১৩৪১

যত আমি চাহিয়াছি

আসাম-বেঙ্গল রেলপথের দুই নম্বর পুলের পাশে বাঁধান পোস্তার উপরে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দুইটী ভক্ত-যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। প্রশ্ন হইল,—সুখের উৎস কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি সুমধুর কণ্ঠে গাহিলেন,—

যত আমি চাহিয়াছি, দাও মোরে সুখ,
প্রভো, দাও মোরে সুখ;
তত তুমি বেশী ক'রে হ'য়েছ বিমুখ।
বাসনা-অনলে হৃদি জ্বলিয়াছে নিরবধি,
মলিন হইয়া গেছে হাসিভরা মুখ।।
তবু তুমি চাহ নাই মুখ পানে মোর,
মুছাইয়া দাও নাই নয়নের লোর,
সহসা জাগিল মনে
সঁপি দিব শ্রীচরণে
ভাল-মন্দ, শুভাশুভ সুখ ও অসুখ।।

যখনি সঁপিয়া দিনু যা-কিছু আমার,
তখনি থামিল মম যত হাহাকার,
যত দেই তত হিয়া
উঠে সুখে হরষিয়া
আপনারে দান করি, শীতলিল বুক,—
আমারে পাইয়া আজি তোমারও সুখ।।

আত্মসমর্পণই সুখের মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুখ যদি পেতে চাও, যে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সুখের লয় নেই, ক্ষয় নেই, অথচ বৃদ্ধি আছে, বিকাশ আছে, সেই পরম সুখ যদি পেতে চাও, নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ কর। ভগবানে আত্মনিবেদনই পরম সুখের সেতু, ভগবানের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া পরমশান্তির মূল। সুখ যদি চাও, শান্তি যদি চাও, বিচার-বিতর্ক পরিত্যাগ কর, অবিরাম অনুক্ষণ নিজেকে তাঁর ইচ্ছার অনুগমনের জন্য তৈরী কর।

আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা জাগাইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা কি ক'রে জাগে, তা জানো? তিনি যে তোমার কত আপন, এই কথাটি আগে অন্তরে জাগাতে হবে। যে হয় আপন, তার কাছেই সম্ভব আত্মসমর্পণ, পরের কাছে আত্মসমর্পণ চলে না। পরের কাছে আত্মসমর্পণের ফল হচ্ছে বন্ধন-বেদনা, পরাধীনতার নাগপাশের পেষণ। আর, আপনজনের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তার ফল হয় পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি। যে হয় পরিপূর্ণ আপন, তারই কাছে সম্ভব পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

তুমিই আমার সকল রত্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান সম্পর্কে অবিরাম অন্তরে এই ভাবের পরিশীলন চালাও,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তুমিই আমার সকল রত্ন,
তুমিই আমার সকল ধন,
বল-ভরসা সবই তুমি,
তুমিই আমার হৃদয় মন।।

দুঃখ, দৈন্য, অনটন
যখন করে নিপীড়ন,
তখন তোমার চরণকোণে
আমার সুখের কমল-বন।।
সবাই যখন দেয় গো ফাঁকি,
তোমার স্নেহে রাখ ঢাকি',
চোরের ভয় তার আছে নাকি
তুমিই যাহার আপন জন?

আমার রবি-শশীর মেলা
আমার প্রাণে করে খেলা,
তুমিই আমার জীবন-ভেলা,
রসের সাগর অনুক্ষণ,

তুমিই আমার উষার আলো
চখ-জুড়ান নীল গগন।।

তোমার মত কে আছে আর?
তোমার প্রেমের নাই পারাপার,
তুমিই তোমার মতন ক'রে
গড়লে যে এই তিন ভুবন;
বিশ্ববাসীর চিত্ত-হরণ,
মন-ভুলান, প্রাণ-মোহন।।

তাঁর মত আর কে জানে রে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর সম্পর্কে মনের মধ্যে সর্ব্বদার তরে, অবিরাম প্রশংসার ধ্বনি, অনুধ্বনি ও প্রতিধ্বনি জাগিয়ে রাখ। অবিরাম গাও,—

তাঁর মত আর কে জানে রে
প্রাণ-জুড়ান সোহাগ-যতন,
তাঁর মত আর কে আছে রে
সকল জীবের মনের মতন?
ভোরের পথে কে হয় সাথী,
আঁধার ঘোরে কে দেয় বাতি,
দুখের বনে বন্ধু হ'য়ে,
ভুলায় কেরে সব জ্বালাতন?
আপন হাতে দেয় রে তুলে
সারা অঙ্গের কাঁটার পীড়ন?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার সকল শোকের মাঝে
কার মধু-সান্ত্বনা বাজে,
বক্ষ পেতে রক্ষা করে
যখন আসে অধঃপতন?
কাঁহার স্নেহের উদার আলো
ভাল বাসতে লাগে ভালো?
পরম-পুরাণ হ'য়েও থাকে
যুগ-যুগান্তে নিত্য-নূতন?
সে যে রে মোর প্রাণের বন্ধু
সে যে জগৎ-জীবের জীবন,
হেলায় খেলায় হারাই যদি
আপনি আসে আনন্দ-ঘন
আপনি মোরে কোল পেতে দেয়,
সরল করে পরশ-রতন।

চাঁদপুর
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

তোকেই জাগাতে হবে

শ্রীযুক্ত রা—কিছু উপদেশের জন্য আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে উপদেশ প্রদানান্তে একটী গান লিখিয়া দিলেন। বলিলেন,—আমার এই গানটীর ভিতরে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব আছে।

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদু কণ্ঠে গানটী গাহিলেন,—

তোকেই জাগাতে হবে
　　　　ঘুমন্ত জগৎ-বাসি,
তোকেই শুনাতে হবে
　　　　পরম-অভয়-বাণী।।
প্রদীপ্ত রবির কর
বরষিয়া খরতর,
তোকেই তাড়াতে হবে
　　　　তমোময়ী নিশীথিনী।।
জ্ঞানের ছুরিকা দিয়া
আঁখি যুগ পরশিয়া
তোকেই কাটিতে হবে
　　　　সবার চোখের ছানি
কর্ম্মের প্রেরণা-বলে
উঠাইবি অবহেলে,
প্রেমের তড়িত-স্পর্শে
　　　　ঘুচাবি ঘুমের গ্লানি।।
জ্বলন্ত জীবন তোর
ঝঙ্কারিবে মহাঘোর,
আলস্য-নিথর জড়ে
　　　　সংগ্রামে লইবে টানি'।।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দিকে দিকে মহিমার
পুঞ্জিত পৌরুষ-ভার
বিশ্বেরে করিবে মুগ্ধ,
　　　　নতশির, বদ্ধপাণি।।

অত ভাবনা কর কেনে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই উদ্দীপ্ত কর্ম্মযোগের আদর্শ তোমার প্রাণের শঙ্কা দূর করে পারছে না? ভগবানের নামকে আশ্রয় কর।

অত, ভাবনা কর কেনে?
সফল কর অবশ হৃদয়
　　　　নামের রসায়নে।।
প্রাণপণে তুই গা হরিনাম,
সকল ব্যাধির হবে আরাম,
সকল ব্যথা পাবে রে লয়
　　　　নামের হরষণে।।
আর কি সাজে হাহাকার
প্রভুর কাজে জীবন যার?
সকল বাধা তুচ্ছ ক'রে
　　　　চল্‌রে সতেজ মনে।।

স্তব্ধ হ'য়ে রইলি কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার অন্তরের অকুতোভয় দুঃসাহসকে অপরের অন্তরে সংক্রামিত কর। শ্রেষ্ঠ নেতার এইটীই হচ্ছে বিশেষত্ব। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ সকল আধারের ভিতরে নবোৎসাহের বহ্নিমালা জ্বালিয়ে দাও, বিশ্বাসের বল প্রবেশিত কর। বজ্রকণ্ঠে সম্বোধন ক'রে প্রত্যেককে বল,—

স্তব্ধ হ'য়ে রইলি কেন
　　　　বজ্রাহত তরুর মত?
নামের বলে পার পেয়েছে
　　　　তোর মত যে কত শত।
　　　　চল্‌তে পথে কেটেছে পা;
　　　　ভাব্‌না কি? তুই এগিয়ে যা।
　　　　নামের প্রলেপ পড়্‌লে পরে
　　　　　　আরাম হবে সকল ক্ষত।।

সংশয় কি জেগেছে মনে?
দেখ্‌ বাজিয়ে নাম-রতনে।
আসল কভু ভুল বাজে না,
　　　শুনলে দ্বিধা হবে গত।।
　　　　আঁধার কি এল রে ঘিরে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

　　　　তোর তাতে ভয়-ভাবনা কিরে?
　　　　নাম-সাধকের পিছু পিছু
　　　　　　প্রভু যে মোর রয় নিরত।।

ঢাকার ঢাক

বেলা দশ ঘটিকাতেই সব জিনিষপত্র বাঁধা-বাঁধি হইতে লাগিল। ঢাকাতে যে বক্তৃতা সমূহ হইবে, তজ্জন্য চাঁদপুরেই নানা প্রকারের বিজ্ঞপ্তি ও প্রাচীরপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রাচীর-পত্র সমূহ দুই বর্ণে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটীতে শ্রীশ্রীবাবামণির একটী করিয়া হাফটোন প্রতিচিত্র ছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ঢাকই বাজাল ঢাকা যাচ্ছে ধর্ম্ম-প্রচার কত্তে। এখানে আর ঢাকা-ঢাকির প্রয়োজন কি রে? জোরসে ঢাক পিটানই ত' ভাল।

নিকটবর্ত্তীরা হাসিয়া উঠিলেন।

রাত্রি সাড়ে আট-ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি বালামতলি (ঢাকা ঘাট) ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। ঢাকার কয়েক জন অকপট ভক্ত এবং সুনীতি-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ৬৯, স্বামীবাগ লেনে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে উঠিলেন।

ঢাকা

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

রহিমপুরের নিকটবর্ত্তী হোসেনতলা-নিবাসী শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র সাহা, রহিমপুর গ্রামের শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র সাহা, নবীনগর-নিবাসী শ্রীমদনমোহন সাহা এবং শ্রীমান্ স্নেহময় ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীশ্রীবাবামণির ভক্তগণ ঢাকা সহরের সর্ব্বস্থানে প্রচার-পত্র বিতরণ করিয়াছেন। হ্যাণ্ড-বিলে মুদ্রিত হইয়াছে যে, প্রথম দিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্ সাড়ে চারি ঘটিকায় এবং পরবর্ত্তী দিবস-চতুষ্টয় চারি ঘটিকায় বক্তৃতারম্ভ হইবে। প্রাচীর-পত্রে ছাপান হইয়াছে যে, শ্রোতা কেহ আসুন বা না আসুন, বক্তৃতা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সুরু হইবে। একজনের মুখে শুনা গেল যে, শ্রোতাদের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা-প্রকাশকে জনসাধারণের একাংশ অত্যন্ত অপ্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে, জানবে।

গিরিশ চন্দ্র নাগ

অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ ঢাকার সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি। কলিকাতার সঞ্জীবনী-সম্পাদক বর্ষীয়ান্ নেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্রের প্রেরণায় ইঁহারা ঢাকাতে একটী সুনীতি-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণির ঢাকা-আগমনের সুযোগকে পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য ইঁহারা সকলে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাংলা বাজার ন্যাশনাল কলেজ-প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা ইঁহারাই করিয়াছেন। ক্ষীয়মাণ সমাজকে নূতন করিয়া নূতন মন্ত্রে নূতন তন্ত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য কি যে উৎসাহ এই বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিটীর চক্ষে, মুখে, ও কথায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, বলিবার নহে।

তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—দেখুন, জনতা যে কিরূপ হবে, আমরা এখনো কোনো ধারণা কত্তে পারি নি, নীতি বা ধর্ম্ম সম্পর্কিত সভায় লোকজন খুব বেশী হয়ও না, তদুপরি আমরা বক্তার আসনের এখনো ব্যবস্থা কত্তে পারি নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ আমরা পরবর্ত্তী কোনও পৃষ্ঠায় পাইব।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি গাড়ী করিয়া একবার বক্তৃতার স্থানে গেলেন এবং লক্ষ্য করিলেন যে ঘোড়ার গাড়ীতে সেখানে পৌঁছিতে কত মিনিট সময় লাগে।

ঢাকা

২৮শে কার্ত্তিক ১৩৪১

ঢাকায় প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ দিনের পর দিন কেহ লিখিয়া

রাখেন নাই। এই গ্রন্থ সম্পাদনের কালে আমরা বহু পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়াও এই ধারাবাহিক বক্তৃতা-নিচয়ের কোনও নোট পাই নাই। এই সভার উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে বহু জনের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাজাইয়া দিনের পর দিনের বক্তব্য বিষয় গ্রন্থন সম্ভব নহে। মাত্র সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত রিপোর্টই অন্যত্র দিতেছি। সংবাদপত্রে উক্ত রিপোর্ট যাঁহারা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে না পারায় আমরা রিপোর্ট-লেখকদের নিকট হইতেও অধিকতর তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে পারি নাই।

সময়ানুবর্ত্তিতা

অপরাহ্নে ঠিক্ ঘড়ি ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীবাগ হইতে বাংলা-বাজার বক্তৃতা-স্থলে রওনা হইলেন। দিগ্-বাজারের মোড় ঘুরিয়া জুবিলী স্কুলের কাছাকাছি আসিতে দেখিলেন যে, আরও চারিমিনিট দেরী করা যায়। গাড়ী থামাইয়া রাস্তার উপরে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন এবং এই ফাঁকে এক খানা চিঠি লিখিলেন। তারপরে কোচোয়ানকে বলিলেন,—"জোরসে্ হাঁকাও।"

গাড়ী সভা-প্রাঙ্গণের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন, শ্রোতা প্রায় চারি পাঁচ শত জড়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনেকেই নিজ নিজ ঘড়ি খুলিয়া ধরিয়া আছেন। একজন বলিতেছিলেন,—ঠিক বক্তা ত' সময় মত এলেন না। সাড়ে চারিটা ত' বাজে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া সকলকে অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন,—এই-যে এসেছি, এখনো দশ সেকেণ্ড সময় দেরী আছে।

গিরিশ বাবু সংক্ষেপে শ্রীশ্রীবাবামণির একটু পরিচয় করাইয়া দিলে বক্তৃতারম্ভ হইল। বক্তৃতার শেষ দিকে আনুমানিক দুই হাজার শ্রোতা হইলেন। বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল।

ঢাকা
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

গতকল্যকার বক্তৃতায় সহরে এক বিপুল সাড়া পড়িয়াছে। আজ সভার প্রারম্ভেই জনতা দুই হাজার অতিক্রম করিয়াছে। সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তৃণাসনে বসিয়া নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জজ, সাবজজ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তৃণাসনে বসিয়া জনমণ্ডলী নিঃশব্দে বক্তার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঘড়িতে চারিটা বাজিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি মঞ্চে

আরোহণ করিয়া বক্তৃতারম্ভ করিয়াছেন। আজও অনেকেই ঘড়ি ধরিয়া বসিয়াছিলেন। প্রত্যেকে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

যুবকদিগের উষ্মা

বক্তৃতা সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। বক্তৃতার শেষ দিক্ দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নারীদের নৃত্য-বিলাসের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছিলেন। বায়ু-কোণে একদল কলেজী ছাত্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটু চঞ্চলতা ও উষ্মার ভাব দেখা গেল। বক্তৃতায় বাধা দিয়া কে একজন কি একটা কথা বলিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি যেন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মৃদুমধুর কণ্ঠ বজ্র-নিনাদে পরিণত হইল। কাব্য-মাধুরী-সমন্বিত কমনীয় বাক্য-বিন্যাস যেন রণক্ষেত্রে কামানোদ্গারে পরিণত হইল। সৎকার্য্যে অর্থসংগ্রহের নাম করিয়া ভদ্র-কন্যাদের দ্বারা নৃত্য বিলাস অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল যে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সমস্ত প্রতিবাদ, বিরক্তি, উষ্মা যেন ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ঠিক্ সাত ঘটিকায় যখন বক্তৃতা শেষ হইল, তখনও সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্তব্ধ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ঢাকা

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

ইহার পরদিন হইতে বক্তৃতাস্থলে বিপুল জন-সমাবেশ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইতে লাগিল, ৩০শে কার্ত্তিক ও ১লা অগ্রহায়ণ এই দুই দিনও প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইল। ১লা অগ্রহায়ণ শনিবারই বক্তৃতা শেষ হইবার কথা ছিল, শ্রোতাদের আগ্রহে ২রা অগ্রহায়ণ রবিবারও বক্তৃতা দিতে হইল। এই দিন শ্রীশ্রীবাবামণি তিন ঘণ্টা বক্তৃতা না দিয়া আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দেন এবং সন্ধ্যা ৬।০ টায় বক্তৃতা শেষ হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বক্তৃতা শেষ করিবার কারণ স্বরূপে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন যে, তাঁহার শরীর জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীবাবামণির গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, শরীর জ্বরের উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে, জ্বর আনুমানিক ১০২ ডিগ্রির কম কিছুতেই হইবে না।

"সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত রিপোর্ট

"ঢাকা সুনীতি-সঙ্ঘের উদ্যোগে বিগত ১৪ই নবেম্বর হইতে ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ দিন মানভূম জিলার 'পুপুন্কী অযাচক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের' স্বামী স্বরূপানন্দজী ঢাকা ন্যাশন্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে 'মনুষ্যত্বের সাধনা' বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতায় মানব-জীবনের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করেন।

"পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ করিয়া লোকে জাতীয় জীবনে কিরূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বক্তা দেশবাসীকে জাতীয় সভ্যতা ও রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, যাহা ভাল, তাহা পবিত্র; যাহা মঙ্গলকর, তাহা যে দেশেরই হউক না কেন অনুসরণ করিলে দোষ নাই। কিন্তু অন্ধ অনুসরণ জাতির পক্ষে অতীব অমঙ্গলকর। নির্ব্বিচারে কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়। অশ্লীল সাহিত্য, কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ আলোকচিত্র এবং সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা তরুণ-তরুণীদের মনোভাব বিকৃত হইয়া তাহাদের নৈতিক জীবনের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি প্রদর্শন করেন।

"বর্ত্তমান সময়ে নারী-নৃত্যের যে ভীষণ দূষণীয় প্রথা সমাজ-মধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে, বক্তা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগ হইতে ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন যে, বারবনিতাগণের নৃত্যই প্রচলিত ছিল। কলাবিদ্যারূপে পুরমহিলাগণের নৃত্য চিরদিনই অন্তঃপুরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে দেশের কোন কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি সেই প্রাচীন যুগের কলাবিদ্যার পুনরুত্থান-কল্পে সর্ব্বসাধারণে পুরমহিলাগণের নৃত্য প্রচলনের সহায়তা করিয়া সমাজের নৈতিক হাওয়াকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দূষণীয় করিয়া তুলিতেছেন এবং জনহিতকর কার্য্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য আপনাদের ভগ্নী কন্যাদিগকে নাচাইয়া সাধারণ পণ্য দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। বক্তা এই সকল কার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং সকলকে এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

"সর্ব্বশেষে তিনি মন ও চিত্ত সংযমের কথা বলেন এবং জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে একটী সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

"বক্তৃতা প্রতিদিন অপরাহ্ণ ৪।।০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার লোক অনাবৃত প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর উপবেশন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। বক্তার ওজস্বিনী ভাষা, মধুর কণ্ঠস্বর, গভীর ভাব ও পাণ্ডিত্য এবং বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বক্তৃতাকে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট উপভোগের বিষয় করিয়াছিল। অনেক মহিলাও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।"

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট

"প্রথম দিবসে স্বামিজী পূর্ণ ২।।০ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। ঢাকা সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি

মেজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ, স্বামিজীকে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত করিয়া দেন।

"মানবজীবনে ধর্ম্মনৈতিক, মানসিক এবং দৈহিক সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে 'মনুষ্যত্বের সাধনা' সম্পর্কে স্বামিজী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের তিনি তীব্র নিন্দাবাদ করেন। তিনি বলেন যে, স্বদেশের সর্ব্ববিধ বিষয় শ্রদ্ধার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত এবং তন্মধ্যে যাহা সত্য এবং হিতকর, তাহা গ্রহণ করা উচিত; অপর দেশেও যদি কিছু সত্য এবং সমাজের হিতকর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়, তাহাও গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কখনই নির্ব্বিচারে অন্ধভাবে কিছু গ্রহণ করা উচিত নহে।

"বর্ত্তমানযুগে দুর্নীতিপূর্ণ সাহিত্য-প্রচার দ্বারা সমাজের যে সমূহ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অসীম অপকারিতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ছায়াচিত্রে যেসব অশ্লীল ছবি দেখান হয়, তাহার অপকারিতাও তিনি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেন।

"অধুনা গৃহস্থঘরের বালিকা এবং কুলবধূগণ দ্বারা যে প্রকাশ্যে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, এই প্রথারও তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের নারীনৃত্যের একটী ধারাবাহিক

ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সর্ব্বযুগেই প্রকাশ্যে সাধারণের আমোদ-প্রমোদের জন্য অথবা কোন উৎসব উপলক্ষে, একমাত্র সমাজবহিষ্কৃতা নারীগণই (Public Women) নাচিতে পারিত। ঐসব যুগে সম্ভ্রান্ত কুলবধূরাও নৃত্য করিতেন বটে, কিন্তু তাহা একটা বিদ্যানুশীলনের হিসাবে করিতেন; তাহা একমাত্র স্বগণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইত এবং সেইখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিত না। সেখানে শালীনতা এবং গোপনীয়তা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষিত হইত; সুতরাং তাহা হইতে কুফল প্রসবের কোন আশঙ্কা থাকিত না। আজকাল দেশের কতক বিশিষ্ট লোকও প্রাচীন বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের ধূয়া ধরিয়া কুলবধূগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যে নৃত্যের পোষকতা করিতেছেন এবং সাহায্যরজনীর নাম করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য কুলবালানৃত্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। স্বামিজী সমাজের এরূপ পরিণতি দেখিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

"পরে তিনি ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্য-সঞ্জাত সুফল বিষয়ে বিস্তৃতরূপ আলোচনা করেন; সাধুজীবন-যাপনে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মচর্য্যের সহায়স্বরূপ যৌগিক ক্রিয়ার অঙ্গীভূত বিবিধ মুদ্রা ও আসনের সম্পর্কে স্বামিজী বিশেষ ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহার আশ্রিত অনেক ব্রহ্মচারী যুবকের দ্বারা মুদ্রা ও আসনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া-অনুষ্ঠান করিয়া তৎসাধন প্রণালী শ্রোতৃবৃন্দকে চাক্ষুষ বুঝাইয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লেন। তিনি বলেন যে, এই সকল প্রক্রিয়াসাধনকালে সাধু-চিন্তা এবং ইষ্ট-নামজপ করিতে হইবে; অতএব মনে করিতে হইবে যে, লোকহিত কল্পেই এইসব প্রক্রিয়া অনুষ্ঠেয়। পরবর্ত্তী চারিদিনও তিনি রোজ ২।।০ ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সভাস্থলে ছয় হাজার লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন এবং অনাচ্ছাদিত জমির উপরে বসিয়া মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন, অনেক মহিলা সভাতে যোগদান করিতেন। স্বামিজীর অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও বিদ্যাবত্তা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।

"শেষদিবস স্বামিজীর বক্তৃতার অবসানে সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি ঢাকার জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বামিজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্ম্মী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টাতেই এই পাঁচ দিন স্বামিজীর বক্তৃতা প্রদানের সুবন্দোবস্ত সম্ভবপর হইয়াছিল।"

সভাপতির ধন্যবাদ

বক্তৃতার শেষ দিন সুনীতি-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগ মহাশয় বক্তার নানাবিধ সদ্গুণের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সুনীতি-সঙ্ঘের ও সমবেত জন-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে বক্তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ-প্রদান-প্রসঙ্গে বলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"আমি যখন স্বামীবাগে স্বামিজীর অবস্থিতি-স্থানে প্রথম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার জীবন-বৃত্তান্ত কিয়দংশে আমাকে বলুন, যেন সভাস্থলে আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে পারি। স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—'আমার বক্তব্য-বিষয়ের মধ্যে যদি বস্তু কিছু না থাকে, তবে শুধু পরিচয় প্রদানের দ্বারা আর কি লাভ হইবে?' এই কথা বলিয়া স্বামী স্বরূপানন্দজী নিজ জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ইহাতে আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। পরে যখন বলিলাম যে, আমরা শ্রোতৃমণ্ডলীর উপবেশনের জন্য কোনও আসনাদি সংগ্রহ এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই, হয়ত সকলকে তৃণোপরিই বসিতে হইতে পারে, তদুত্তরে স্বামী স্বরূপানন্দজী বলিলেন,—'আসনটা মোটেই একটা সমস্যা নহে, বক্তব্য-বিষয়ে বস্তু থাকিলে ঘাসের উপরে, মাটির উপরেই সকলে আগ্রহ করিয়া বসিবেন, আর বক্তব্য-বিষয়ের মধ্যে জিনিষ কিছু না থাকিলে আপনি মখমলের বিছানা পাতিয়া রাখিলেও কেহ আসিয়া বসিবেন না।' কথাটা আমার নিকটে স্পর্দ্ধাসূচক বলিয়া মনে হইল। অবশ্য, ভাব-সম্বরণ করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, স্বামী স্বরূপানন্দজীর এই কয়দিনের অনর্গল বক্তৃতার মধ্য দিয়াই আপনারা অনুভব করিয়াছেন যে, স্বামীজী

কত বড় বড় সত্যকথা বলিয়াছেন। নীতির কথা, সংযমের কথা শুনিবার জন্য লোকের আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ এই কয়দিন ধরিয়া এত বড় বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ আপনারা কি ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিরূপ নিঃস্তব্ধতার সহিত, কিরূপ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটী শব্দ আপনাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটী বাক্য আপনাদের শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও চিন্তাশীলতাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে এইরূপ বিশ্বকোষতুল্য সুগভীর গবেষণা শ্রবণ করিয়া আপনারা চমৎকৃত হইয়াছেন। শীত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পরে প্রচুর শিশির পড়িতেছে, তথাপি ঢাকা শহরের প্রধান ব্যক্তিরা বক্তৃতার শেষ কথাটি না শুনিয়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই। ধনকুবেরগণ পর্য্যন্ত শিশির-সিক্ত ঘাসের উপরে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত পাতিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সিনেমা, টকি প্রভৃতির চপল-চিত্ত দর্শকেরা এখানে যাঁহারা একবার আসিয়াছেন, তাঁহারা আর উঠিয়া যাইবার তাগিদ অনুভব করেন নাই, অসীম সহিষ্ণুতা সহকারে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এই সুপণ্ডিত সাধক-পুরুষ আপনাদিগকে অতিশয় অপ্রীতিকর কথা-সমূহ অসামান্য তেজ এবং অভাবনীয় নির্ভীকতার সহিত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বজ্রকণ্ঠে শ্রবণ করাইয়াছেন, কিন্তু তথাপি কেহ দীর্ঘকাল বিরক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। স্বল্পকালমধ্যে বিরক্তি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। যে যুবক-সম্প্রদায়ের দুর্নীতি ও কদাচারের বিরুদ্ধে স্বামীজীর এই নির্ম্মম অভিযান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকল যুবকেরা নিজেদের অসীম ধীরতা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, স্বামীজী আমাকে সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সত্যই, কর্ত্তব্য-বিষয়ের মধ্যে মগ্ন থাকিলে পরিচয়-পত্রেরও প্রয়োজন হয় না, ঘাস বা ধুলায়ও বাধে না।"

ঢাকা

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

ঢাকাতে দুই দিন বক্তৃতা দানের পর হইতেই শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীবাগস্থ অবস্থিতি-স্থানে প্রত্যহ প্রাতে যৌগিক আসন-মুদ্রার ক্লাস করিতেছিলেন। গতকল্য সন্ধ্যায়ই বক্তৃতাবলি শেষ হওয়াতে অদ্য হইতে আসন-মুদ্রা-শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বৈঠকখানাতে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে পশ্চিম দিকের খোলামাঠে আম্র বৃক্ষের ছায়ায় এই ক্লাস করিতে হইয়াছে। সৈনিকদের ড্রিলের ন্যায় "লঘু-মহামুদ্রা", "আসনীয়া", "দক্ষিণা", "উত্তরা", "বামা" প্রভৃতি আদেশ হইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক বালক-বৃদ্ধ-যুবক এবং কতিপয় বালিকা

নির্দ্দিষ্ট ভাবে হস্ত-পদ-বিন্যাস করিতেছে। এ দৃশ্য বড়ই মধুর।

পোগোজ স্কুলের বক্তৃতা

অদ্য বেলা এগার ঘটিকায় পোগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণে একটী সভা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি এখানে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন। কৈশোরে শ্রীশ্রীবাবামণি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বে শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণিকে বালক-মণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতে দিতে তাঁহার পাঠ্যাবস্থাকালীন নানা প্রকারের সাধুজনোচিত ব্যবহার ও অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন, তখন আর তাঁহার কণ্ঠে বাক্য সরিতে চাহিতেছে না। যাঁহার বাগ্মিতায় ঢাকা-বাসীরা বিগত পাঁচটী অপরাহ্ণ মন্ত্রমুগ্ধের মত অবস্থান করিয়াছেন, আজ সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনিই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার দুই নেত্র বহিয়া অবিরাম জলধারা বর্ষিতে লাগিল। যখন বাক্‌স্ফূর্ত্তি সম্ভব হইল, তখন তিনি অতি অল্প কথাই বলিলেন। স্কুলের ময়দানে, বক্তৃতাস্থানের সম্মুখে দণ্ডায়মান বিল্ববৃক্ষের পানে তাকাইয়া অবিরাম অশ্রুবর্ষণই চলিল।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপর একজন বৃদ্ধ শিক্ষক শ্রীশ্রীবাবামণিকে ধন্যবাদ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিলেন,—এই বিল্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া স্বামীজী তাঁর স্কুল-পাঠ্য-জীবনে প্রত্যেকটী অবসর-ঘণ্টা নাম-জপে কাটাইতেন, সেই প্রিয় স্মৃতি আজ তাঁর হৃদয়-মনকে উদ্বেল করিতেছে।

ঢাকা

৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

গতকাল শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বিপ্রহরে নারায়ণগঞ্জ হইয়া ধামরায় গিয়াছিলেন এবং ঢাকা ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে। তথাপি রাত্রিতে লেখাপড়ার দুরূহ শ্রম গিয়াছে। তাই আজ খুব ভোরে জাগিয়াও শয্যা-ত্যাগ করেন নাই। নারিন্দা পল্লী হইতে একদল মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে অপরাহ্ণে দুইটার সময় আসিতে বলিয়া পুনঃ নিদ্রাগত হইলেন।

ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলেন, শরীরে জ্বরের তাপ বাড়িতেছে।

ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভায় বক্তৃতা

অপরাহ্ণে লক্ষ্মীবাজারে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে আসিতেই হইল। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সভা একটী সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্ত

কুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল মহাশয় বলিলেন,—"এই কয়দিন ধরিয়া বাংলাবাজারে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন ঢাকাতে হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। স্বামীজীর বক্তৃতা সর্ব্বাংশে আমাদিগকে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিন চন্দ্র পালের পরে এমন বক্তা আর ঢাকায় আসেন নাই।"

ব্রাহ্মণ-সভার প্রচারক, ত্যাগব্রতী পণ্ডিত, যিনি পূর্ব্বে প্রথিতযশা উকিল ছিলেন এবং শুধু ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সোমেশ চন্দ্র দেবশর্ম্মা এম, এ, মহাশয়, বলিলেন,—"প্রথম কয় দিনের বক্তৃতা আমি শুনি নাই। আর, তেমন কোনো বক্তা বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে ঢাকাতে আসেনও নাই, কর্ত্তব্য কাজে উপেক্ষা করিয়া যাহার বক্তৃতা শুনিতে যাইবার প্রয়োজন বোধ করিব। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতার চতুর্থ দিনে, রাস্তা দিয়া কার্য্যব্যপদেশে যাইতে যাইতে দেখিলাম একখানা বিজ্ঞাপন দেওয়ালে লাগান আছে, যাহাতে লেখা আছে যে, এইরূপ বক্তৃতা জীবনে কখনও নাকি শুনি নাই। মনে একটা কৌতূহল আসিল যে, কে সেই দাম্ভিক ব্যক্তি, ঢাকার মত প্রসিদ্ধ সহরে আসিয়া যে এমন কথা প্রকাশ্য ভাবে দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচার করিতে পারে? দাম্ভিক ব্যক্তিটীকে দেখিবার জন্য বাংলো

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বাজারের মাঠে গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য, প্রত্যেকে চিত্রার্পিতবৎ উপবিষ্ট, আর মঞ্চ হইতে কম্বুকণ্ঠে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যোগের ব্যাখ্যা করিতেছেন। বক্তৃতার শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল, জরুরী কার্য্যে একস্থানে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও মনকে উঠিতে রাজি করাইতে পারিলাম না। আজ সেই দাম্ভিক ব্যক্তি নিজের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ-রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী এম. এ.,বি-এল মহাশয় বলিলেন,—"যখন শুনিলাম, ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র নাগের উদ্যোগে এক স্বামীজী ঢাকাতে বক্তৃতা দিতে আসিয়াছেন, তখন ভাবিলাম, কে আবার এক কালাপাহাড় আসিল? সুতরাং বাংলা-বাজারে বক্তৃতা শুনিতে যাইবার জন্য প্রাণে কোনও তাগিদ অনুভব করিলাম না। তিন দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিন রাত্রিকালে প্রচারক সোমেশ বাবু আসিয়া বলিলেন, কি যে জিনিষ হারাইলাম, কি বলিব। আমি স্বামীজীর পঞ্চম দিবসের বক্তৃতা ব্রাহ্মণ-সভার বহু উৎসাহী সভ্যদের সঙ্গে গিয়া আগাগোড়া শ্রবণ করিয়াছি এবং মুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, স্বামীজী এই কয় দিন যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমাদের সকলকে এখানে শ্রবণ করান।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বিনয় সহকারে সকলের বক্তব্যের উত্তর প্রদান করতঃ পাঁচ দিনের বক্তৃতার সারমর্ম্ম, যাহা বলিতে চতুর্দ্দশ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, এক ঘণ্টা সময় ব্যাপিয়া বলিলেন।

সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং প্রস্তাব হইল যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে সমগ্র বিক্রমপুরের প্রত্যেকটী প্রধান প্রধান গ্রামে নিয়া তাঁহার অমৃতময় ভাষণ সকলকে শুনাইতে হইবে। *

ঝিলপাড়া (নোয়াখালী)
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

শক্তিকে অনুগত কর

শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য ঝিলপাড়া আসিয়াছেন। জনৈক অকপট ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—মন মদমত্ত হস্তীর মত উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে চলতে চায়, অথচ বিচার-বুদ্ধি বলছে যে, সংযত হ'তে হবে। এই দ্বন্দ্বে বড় অশান্তি। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বন্দ্ব থাকুক, ভয় পেয়ো না। মদমত্ত মনকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর। নিজে যাকে শাসনে অক্ষম হচ্ছ, ঈশ্বর তাকে শাসনে অক্ষম হবেন না।

* ব্রাহ্মণ-সভা এই বিষয়ে আর উদ্যোগ করিতে সমর্থ হন নাই, শ্রীশ্রীবাবামণিও সফর-প্রথের মধ্যে অবসর করিতে পারেন নাই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কর্ত্তব্য ব'লে যা' বুঝতে পাচ্ছ, তা' করার চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি তাঁরই শক্তিতে করবে, এই কথাটা স্মরণ রাখ। নিজের শক্তিকে তাঁর শক্তির অনুগত কর, তা হ'লেই নিখিলেশের সব শক্তি তুমি পাবে।

অহঙ্কার ও আত্মসমর্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অহঙ্কারের চাইতে বড় দুর্ব্বলতা আর কিছু নেই। আত্ম-সমর্পণের চাইতে বড় সবলতাও আর কিছু নেই। যার অহমিকা যত বেশী, তার পতন-সম্ভাবনা তত বেশী। যার আত্ম-সমর্পণ যত নিখুঁত, তার পতন-সম্ভাবনা তত কম। যে নিজেকে ইষ্টের পায়ে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ ক'রে দিয়েছে, তার কখনো পতন নেই। অতএব, যুক্তি-বিচার আর পুরুষকারের বলে নিজেকে আসক্তি থেকে অব্যাহত রাখার চেষ্টার চাইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবচ্চরণে নিবেদন ক'রে দিয়ে অনুক্ষণ তাঁর ইচ্ছাধীন হ'য়ে তাঁর প্রীত্যর্থে চলাই শ্রেষ্ঠ পথ।

বিচার-বুদ্ধি ও আত্মনিবেদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার-বুদ্ধি আছে, পুরুষকারের অনুভূতি আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ ঠিক্ ঠিক্ আসে না। কিন্তু যাতে তুমি আত্ম-

সমর্পণ আনতে পার, তার জন্য কেন তোমার বিচার বুদ্ধিকে নিয়োগ কর না? তার জন্য কেন তোমার পুরুষকারকে খাটাবে না? কেউটে সাপের বিষও বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করেন। তোমরাও সকল বিচার-বুদ্ধি এবং সকল পুরুষকারকে এনে ইষ্টে আত্ম-নিবেদনের কাজে লাগিয়ে দাও। তাহ'লেই দেখবে, মত্তহস্তীর মত দুর্দ্ধর্ষ মন মাতৃক্রোড়ে শায়িতা অবোধ শিশুর মত স্থির হ'য়ে গেছে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

দীক্ষার পরে গুরুদ্বেষ

জনৈক দীক্ষার্থীর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষা নিবার পরে অনেকে নানা কারণে গুরুদ্বেষী হইয়া থাকে। গুরুদ্বেষের কারণ যত সঙ্গতই হউক, ইহাতে কিন্তু সাধন-জীবনের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়। সুতরাং তোমরা দীক্ষা নিবার জন্য এত ব্যগ্র হইও না। আমার জীবনে ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মিয়াছি। এ কারণে উভয়ের সমযোগ সামঞ্জস্য অতি কঠোর শ্রমের হেতু হইয়াছে। ইহারই ফলে তোমরা দীক্ষা নিবার পরে হয়ত আমার বিরোধ করিবে। ইহাতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমাদের সাধন-ভজন ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং বলিতেছি যে, আমাকে আরও পাঁচ বৎসর পরীক্ষা কর। তার পরেও যদি দেখ, চিত্তে তোমার সংশয়ের লেশমাত্র নাই, তবে দীক্ষা নিতে আসিও। সতীর পতি নির্ব্বাচনের ন্যায় শিষ্যের গুরু-নির্ব্বাচনও এক অতীব গুরুতর ব্যাপার। আমি তোমার প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি, করুণা বা কুশলবুদ্ধি-হেতু হয়ত মন্ত্র দিতে কৃপণতা করিব না, কিন্তু আমার বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া তুমি যদি সেই মন্ত্রের আপ্রাণ সাধন না করিতে পার, অথবা কিছুকাল কঠোর-তপা জীবন যাপন করিয়া অযুতগুণ উদ্যমে সাধন করিবার পরে সাধন-লব্ধ সামান্য সামান্য শক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে অহমিকা-প্রবুদ্ধ হইয়া নিজেকে গুরু অপেক্ষা উন্নততর, মহত্তর ও পবিত্রতর জ্ঞান করতঃ বাহ্য বিনয়ের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মন্ত্রকে হৃদয়ের সার-সিঞ্চনে বলবত্তর করিতে থাক, তবে ইহা আমার মনঃ-ক্লেশের কারণ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু তোমার আধ্যাত্মিক অধোগতির কারণ ইহা সুনিশ্চিতই হইবে। একজনকে হঠাৎ গুরু করিয়া তারপরে যদি এই ভাবে এই কারণেই নিজের ক্ষতি করিতে হয়, তবে এমতস্থলে গুরু-করণ না করাই বাবা ভাল। গুরুতে আত্মসমর্পণের উপদেশ আমি ত' কখনো কোনও শিষ্যকে দেই নাই, কিন্তু এই জিনিষটীর অভাব হইলে সাধন-ভজন

যে দানা বাঁধে না, এই সত্যকে উড়াইয়া দিব কি করিয়া? বর্তমান যুক্তি-বিচার-বিতর্ক-পরায়ণ যুগের বাতাসের সহিত সঙ্গতি রাখিতে গিয়া আমি তোমাদের গুরুদ্বেষকে বহুবার সমর্থন করিয়াছি, সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছি, নইলে এই বাজারে আমার কথা বিকাইবে না। কিন্তু দীক্ষার পরে গুরুদ্বেষ সাধন-ভজনের মূলদেশে কুঠারাঘাতের তুল্য বলিয়াও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং তোমাদের ন্যায় যুক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিরাও যদি দীক্ষার আবশ্যকতাকে মানিয়া থাক, তাহা হইলে, আমাকে হাতের কাছে পাইয়াছ বলিয়া আমার কাছ হইতেই যে তোমাকে দীক্ষা নিতে হইবে, এই যুক্তি ত্যাগ কর এবং সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে আরও পাঁচ বৎসর কাল আমাকে বা অপর যাঁহাদের উপরে আমার ন্যায় তোমাদের শ্রদ্ধা-বুদ্ধি আছে, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ কর। তৎপরে যখন প্রতীতি হইবে যে, গুরুতে নিষ্ঠা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তোমার কোনও অবস্থাতেই টলিবে না, দীক্ষা নিতে বাবা তখন আসিও। তার আগে যদি আস, হয়ত আমি অন্তরের করুণা-বশে দীক্ষা দিয়াও দিতে পারি। কেননা, আমি সকল সময়ে একই মেজাজে থাকি না। কখনো আমার তীব্র রুদ্র ভাব,— অযোগ্যকে দীক্ষা দিব না, এই থাকে তখন পণ। কখনো আমার স্নেহস্নিগ্ধ কমনীয় ভাব,—যে যা চাহে, লইয়া যাউক, যে জিনিষে সকলের অধিকার, তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিব না, এই থাকে মনের ভাব। কিন্তু বারবার ফিরাইয়াই দেই অথবা আসিবা মাত্র মন্ত্র দিয়াই দেই, মন্ত্র নিবার পরে যাবতীয় করণীয় তোমার। নিজ দায়িত্ব না বুঝিয়া দীক্ষা কখনো নিও না। যাহারা দায়িত্ব বোঝে না, এমন শত শত জনকে গরজ করিয়া আমি নিজেই কি দীক্ষা দেই নাই? দিয়াছি এবং তাহা অন্তরের একটা অবস্থার অধীনে হইয়াছে। কিন্তু যদি সেই সকল দীক্ষিত শিষ্য পরিণামে নিজেদিগকে আমার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিতে ক্লেশ বোধ করে, তবে আমাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের কাহারো কাহারো ক্ষতি হইয়াছে। আমি যে কাহারও স্বাধীনতায় হাত দেইনা, ইহাই আমার শিষ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ।"

গুরুদর্শন বনাম গুরুভ্রাতা দর্শন

জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুভ্রাতাকে দর্শন গুরু-দর্শনের তুল্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। পুত্রের ভিতরে পিতা থাকেন, শিষ্যের ভিতরে গুরু থাকেন। কিন্তু গুরুভ্রাতার দর্শনকে গুরুদেবের দর্শন-তুল্য বলিয়া কখন বিবেচনা করিবে, তাহারও একটা বিধি আছে। যে গুরুভ্রাতাকে দর্শন করিলে, যাঁহার কথা স্মরণ করিলে,

যাঁহার বাক্য শ্রবণ করিলে, যাঁহার জীবন আলোচনা করিলে, যাঁহার সঙ্গে বাস করিলে তোমার গুরু-নিষ্ঠা, নামে রুচি, বিদ্বেষ-বর্জ্জিত কর্ম্মোদ্যম, সর্ব্বজনে প্রেমভাব, জীবে দয়া, অভাজনে করুণা, অকৃতজ্ঞে ক্ষমা এবং দুর্ব্বলে অনুকম্পা জাগরিত হইবে, মাত্র তেমন গুরু ভ্রাতাকে দেখিলেই তুমি গুরু-দর্শনের পুণ্য অর্জ্জন করিলে বলিয়া মনে করিও। যাঁহাকে দেখিলে বা যাঁহার সঙ্গ করিলে ইষ্টনিষ্ঠা কমে, সাধনে অনুৎসাহ আসে, বিশ্বাস, ভক্তি, আস্থা, প্রত্যয় এবং অন্তরের স্বাভাবিক ইষ্টানুগত্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সে বিদ্বান হইতে পারে, কর্ম্মী হইতে পারে, জ্ঞানী হইতে পারে, গুণী হইতে পারে, বুদ্ধিমান হইতে পারে, বাগ্মী হইতে পারে, আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী দিগ্‌গজ হইতে পারে কিম্বা কূটকৌশলবিস্তারকারী চাণক্য হইতে পারে, কিন্তু কোনও প্রকারেই তোমার গুরুদেবের প্রতিনিধি নহে। গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর সহিত প্রীতি স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হইবে ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধন, সাধনানুরাগ বর্দ্ধন,—অন্য কোনও অসাত্ত্বিক বৃত্তির অনুশীলন নহে।

"মাত্র দিন কয়েক আগে ঢাকার তপস্বিনী যমুনা মাই-এর একজন শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। যমুনা-মাই-এর নাম হয়ত শুনিয়া থাকিবে। ইনি সধবা ছিলেন, সন্তানবতী ছিলেন। স্বামীর গৃহে হরিনাম করিবার বিঘ্ন হইত বলিয়া ইনি অধিকাংশ সময় গোপনে নাম করিতেন। কিন্তু স্বামীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উৎপীড়ন তাহাতে বন্ধ হইল না। শুনিয়াছি, ইঁহাকে হরিনাম করার অপরাধে প্রাত্যহিক বেত্রাঘাত পর্য্যন্ত সহিতে হইত। ঠিক্ যেন যবন-ঠাকুর হরিদাসের হরিভক্তির পরীক্ষার ন্যায় নির্য্যাতন। ইনি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা ছিলেন। এই যমুনা-মাতার এক ব্রহ্মচারী শিষ্যেরই সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাত্র আমি যেন তাঁহার ভিতরে মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলাম। ইনি যে বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যার শিষ্য, তাহা আমি তার পরক্ষণে একটী আপনজনের মুখে শুনিলাম। এই ব্রহ্মচারী তরুণ তাপস যখন ভক্তিভরে প্রণত হইয়া আমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন যেন দেখিতে পাইলাম যে ইঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বিদেহী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদের অভয়-হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন। আবেগভরে এবং শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে আমি বিজয়কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া দেখিলাম, ভক্ত বালব্রহ্মচারীটি * আমার বক্ষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়াছেন। সদ্গুরু এই ভাবে নিজের শিষ্য, প্রশিষ্য, অনুশিষ্যের ভিতরে নিজেকে সর্ব্বদা প্রকাশ করেন।

"প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘর রিখিয়াতে আমি যখন

* ব্রহ্মচারী মাতৃগোপাল। শ্রীশ্রীযমুনা মাতার শিষ্য।

সামান্য কয়েক দিনের জন্য মহাপ্রাণ কুমারকৃষ্ণ দত্তের গৃহে অবস্থান করিতে ছিলাম, সেই সময়ে সেখানে একজন ভক্ত-সাধুর সমাগম হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রণয় জন্মে। তিনি গৃহী, কিন্তু গৈরিকধারী, শিরে নিবিড় জটাজাল, শ্মশ্রুগুম্ফতে গৌরবর্ণ দেহের শোভা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধন করিয়াছে। তিনি যখন আমাকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন আমি যেন দেখিলাম, তাঁহার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দাঁড়াইয়া স্মিত হাস্যে দশ দিক্ উজ্জ্বল করিতেছেন। পরে আলাপ-পরিচয়ে জানিলাম যে, এই সাধু স্বপ্নযোগে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু-রূপে পাইয়াছেন এবং সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-কিঙ্কর-রূপে জগতের নিকটে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ✦ ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিষ্য নহেন, প্রভাব-শিষ্য মাত্র। কেননা, স্বপ্ন-যোগে দীক্ষাকে প্রত্যক্ষ দীক্ষা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বা জনসমাজ গণনা করেন নাই। কিন্তু এই প্রভাব-শিষ্যের ভিতরও শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। শিষ্যকে দর্শনে এই ভাবেই তাঁহার গুরুকে দর্শন হইয়া থাকে।

"বাংলা ১৩২৯ সালের শেষ দিকে বোধ হয় আমি

✦ দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদা ঠাকুর।

প্রথম ময়মনসিংহ সহরে যাই। সেখানে গিয়া শুনিলাম, স্থানীয় কলেজের একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক মহাকালী পাঠশালাতে বিকালে বিকালে গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রাণে আকর্ষণ বোধ করিলাম এবং গীতা-পাঠ শুনিতে গেলাম। যাইয়াই দেখি, অধ্যাপক ত' গীতা ব্যাখ্যা করিতে বসেন নাই, পরন্তু যেন স্বয়ং গোরক্ষপুরের ধ্যানগম্ভীর শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথ যেন সেখানে বসিয়া আছেন। এক ভক্ত বলিলেন,—অধ্যাপক মহাশয় * গোরক্ষপুরের শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথের শিষ্য। গম্ভীরনাথের গম্ভীর মূরতি দর্শনেই চিত্ত পুলক-গম্ভীর হইয়াছিল, গভীর তৃপ্তি আসিয়াছিল। তাই আর গীতার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিলাম না। পরিপূর্ণ প্রাণ লইয়া রাস্তায় বাহির হইলাম এবং মনের আনন্দে গোপনে গোপনে নিজের পরমেষ্ট নাম জপিতে জপিতে এক নির্জ্জন প্রান্তরে আসিয়া বসিলাম।

"শিষ্যের ভিতরে গুরু এই ভাবেই বিরাজমান রহেন। এই কথা স্মরণে রাখিয়া, এইরূপ অধ্যাত্ম-দৃষ্টি লইয়া গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গ করিতে হইবে। সদ্গুরুর সত্যসুন্দর প্রেমকোমল করুণা-মধুর সোহাগ-পেলব স্নেহ-স্বচ্ছ কৃপা-মুখরিত আনন্দোজ্জ্বল উপস্থিতিকে অনুভব করিবার জন্যই গুরুভ্রাতার সঙ্গ করা, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। ব্যবসায়ের লাভ বাড়াইবার

* দার্শনিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জন্য নহে, চাকুরী-নকরীর সুবিধার জন্য নহে, মান-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য নহে, দলাদলি করিবার জন্য নহে, কলহ-কচায়নে বল ও পুষ্টি যোগাইবার জন্য নহে, বাহ্যাড়ম্বর করিবার জন্য নহে, কপটতার অনুশীলনের জন্য নহে।

"যে শিষ্য গুরুর যত অনুগত, সদ্গুরু নিজেকে তাহার ভিতর দিয়া তত অধিক প্রকাশ করেন। গুরু-গ্রহণের কালে যত ইচ্ছা তত বিচার কর, কিন্তু গুরু-গ্রহণের পরে একমাত্র আনুগত্যই তোমার শাশ্বত ধর্ম্ম ও সনাতনী সাধনা। গুরু-নির্ব্বাচন আর কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের সভাপতি মনোনয়ন ঠিক্ এক কায়দার ব্যাপার নহে। অজ্ঞ, মূর্খ, বিচার-শক্তিহীন, নিতান্ত সাধারণ মানুষও একমাত্র গুরুনিষ্ঠার শক্তিতে সাধন-জগতে ওলট্-পালট্ উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু নিয়ত বিচার-পরায়ণ যুক্তিবাদী বিদ্বান্ ব্যক্তিও সাধন-জগতের অমৃত আহরণে অসমর্থ হয়। সাধন-জগতে নিষ্ঠার মূল্যই মুখ্য, বিচারের মূল্য মূল্যই নহে। এই কারণে গুরু-ভ্রাতাদের মধ্য হইতে সঙ্গী নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া সকল সময়েই প্রথমে দেখিবে, কে অধিক গুরুনিষ্ঠ, কে অধিক সাধন-নিষ্ঠ, কে অধিক শান্তিপ্রিয়, কে অধিক নির্ব্বঞ্ঝাট, কে অধিক অদোষদর্শী, কে অধিক অমানী, কে অধিক বিনীত, কে অধিক নিরহঙ্কার, কে অধিক স্বল্পভাষী, কে অধিক নির্লোভ, কে অধিক সরল, সত্যবাদী ও অকপট। গুরুতে অবিশ্বাসী, সাধনে অননুরাগী,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চরিত্রে দুর্নীত, কলহ-প্রিয়, বহুভাষী, উচ্চভাষী, আত্মাভিমানী, দর্পিত, গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত, কপট ষড়যন্ত্রপ্রিয়, মিথ্যার সহিত ঘনিষ্ঠতাকারী, পরনিন্দাকারী, কুটিল ও কর্দ্দমলিপ্সু ব্যক্তি তোমার গুরুভ্রাতা হইতে পারেন, কিন্তু গুরুশক্তির প্রতিনিধি নহেন। এইরূপ ব্যক্তিকে দর্শনে গুরুদর্শনের পুণ্য হয় না, এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ দ্বারা গুরু-সঙ্গের লাভ উঠে না। ইহাদিগকে বিদ্বেষ করিও না, কিন্তু আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার ভাবের আদান প্রদানে একটু সাবধান হইয়া চলিও এবং নিজের অন্তরের নিষ্ঠার পক্ষে হানিজনক ঘনিষ্ঠতাকে বেশ একটু কড়া শাসনের দৃষ্টিতে রাখিও।"

প্রাণের বাণী

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রেমপূর্ণ আহ্বান-লিপি পাইয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমাদের অঞ্চলের সজ্জনেরা আমার বাণী শুনিতে চাহেন, ইহা তাঁহাদের অপার্থিব স্নেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু মুখের বাণী না শুনাইয়া প্রাণের বাণী শুনাইবারই আমার একান্ত অভিলাষ। সেই বাণী কবে যে তোমাদের শুনাইতে পারিব, আর কবে যে তোমরা শুনিতে পাইবে, ইহা ভাবিয়াই দিন গণিতেছি। প্রাণের বাণী জীবকুলের

কাণে কাণে পৌঁছাইবার জন্য যে আয়োজন করিতে হয়, আমার ঘোরতর শ্রমপূর্ণ দুরন্ত এই কর্ম্মজীবন আংশিক হইলেও তাহার বিঘ্ন। বহির্ম্মুখ কর্ম্ম একেবারে বর্জ্জন করিয়া একান্ত বিশ্রামে ভগবদভিনিবেশ লইলে আমি তোমাদিগকে আমার প্রাণের বাণী আরও সহজে আরও দ্রুত শুনাইতে পারিতাম। আমার কর্ম্মময় চঞ্চল জীবন যুবকদের চিত্তে উৎসাহের আলোড়ন সৃষ্টি করিলেও খানকটি বর্ষীয়ান্ ইহা হইতে আনন্দঘন পরমাত্মায় ডুবিবার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইতে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আমার দুইটী ঘণ্টার মৌন নীরবতা তাঁহাদের যে কুশল করে, দুই বৎসরের কর্ম্মযোগও তাহা করিতে সমর্থ হইতেছে না। যুবকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ, কিন্তু যুবকেরাই দেশের সব নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরাও দেশেরই মানুষ, দেশেরই সম্পদ। তোমাদিগকে সেবা প্রদানের অত্যধিক আগ্রহে আমি ইঁহাদের ভুলিয়া রহিয়াছি বটে, কিন্তু আমাকে ইঁহারা ভোলেন নাই। ইঁহাদেরও নিত্যকুশলের পথে পদচারণার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে। জগৎ-সেবকের নিকটে ইঁহাদের সেবা পাইবার দাবী আছে এবং নিজ অধিকার ইঁহারাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। যুবক-চিত্তে জাগরণের অগ্নিশলাকা নিয়া যখন প্রবেশ করিলাম, তখন কি আমি কল্পনা করিয়াছিলাম যে, বৃদ্ধ, স্থবির, জরাজীর্ণের অন্তরের মাঝে যে ধ্যানপিপাসু যৌবন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লুকাইয়া রহিয়াছে, সে আসিয়া সবল হস্তে আমার হস্ত চাপিয়া ধরিবে? তাই আজ মুখের বাণীর ভরসা ছাড়িয়া প্রাণের বাণীর পক্ষপাতী হইয়াছি। তোমাদের সপ্রেম আহ্বান হেতু তোমাদের গ্রামে একবার হয়ত আসিব এবং দুই চারিদিন ধারাবাহিক বক্তৃতার স্রোত হয়ত বহাইব, কিন্তু আমার হৃদয়, মন, চিত্ত, আত্মা কেবলই ব্যাকুল আবেগে শিহরিয়া শিহরিয়া ভাবিতেছে, কবে আমি তোমাদিগকে মুখের বাণী না শুনাইয়া প্রাণের বাণী শুনাইব, কবে তোমরা মুখের বাণী শুনিবার লালায়িত আগ্রহ পরিহার করিয়া ধীরচিত্তে স্থিরকর্ণে, ধ্যানমুদ্রিত নয়নে, অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গোপনতম কোণে আমার প্রাণের বীণার মধুর রাগিণীর অফুরন্ত আলাপন শুনিতে চাহিবে এবং শুনিতে পারিবে।"

দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহাদের উড়া-উড়া মন, তাহাদিগকে এক স্থানে বাঁধিবার কতকগুলি ফন্দী আছে। যে কেবলই মনিবের পরে মনিব বদল করে, নিত্য নূতন চাকুরীর লোভে কেবলই পুরাতন চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে কোনও মনিব যদি নিজ ব্যবসায়ের অংশ দিয়া চাকুরী দেন, তবে সে আর নিত্য

নূতন হাঁড়ি পাল্টায় না। অনেক উড়ো মন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আর ডানা সঞ্চালনের প্রয়াস করে না। আমার কোনও কোনও ব্রহ্মচারীকে কিছু সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা দিয়া মোহন্ত-রূপে আশ্রম-বিশেষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অবিরাম স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটাছুটির অবসান করিবার কথা আমি প্রায়ই ভাবিয়া থাকি। দীক্ষাও কতকটা সেইরূপ। নিত্য নূতন প্রণালীতে নিত্য নূতন সাধন করিতে যাহাদের দুর্দ্দম উদ্যম, তাহারাও দীক্ষার দ্বারা একটী স্থানে, একটী তত্ত্বে, একটী পন্থায় নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ইহাই দীক্ষা-প্রথার মূল শক্তি, জানিও। আমি তোমাদের কাহাকেও দীক্ষা দিয়া নিজ-গৃহীত পথে চলিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি চাহি না যে, তুমি আমারই পন্থায় দীক্ষা নেও এবং অপর কোনও পন্থার প্রতি তোমার রুচি বা অনুরাগ ধাবিত হইয়া থাকিলেও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি নিজেরই রুচির অনুসরণ করিয়া সেই সাধন-পন্থা গ্রহণ কর, যাহা দ্বারা তোমার চরম কল্যাণ ও পরম কুশল হইবে বলিয়া তুমি বিশ্বাস করিতেছ। কিন্তু বাছা, দীক্ষা একবার নিয়া আর যাহাতে সেই মত ও সেই পথ পরিত্যাগ করিতে না হয়, তাহার জন্য তোমাকে পূর্ব্বাহ্ণেই আত্মপ্রস্তুতি সাধিতে হইবে। নারীর যদি বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণের পরে পতিতে একনিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অসতী আখ্যা পাইতে হয়। তুমিও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যদি দীক্ষা গ্রহণের পরে আবার নিত্য নূতন পথের দৌড়ে এদিক্ সেদিক্ ঘুরাঘুরি কর, তাহা হইলে তাহা গুরুতর আধ্যাত্মিক দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেই দুর্নীতির অপরিহার্য্য ফল হইতেছে আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয় ও দুর্গতি। সামাজিক দুর্নীতি ও দুর্গতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক দুর্নীতি ও দুর্গতির গুরুত্ব অধিক। এই কারণে জগতের সকল গুরুর শিষ্যদেরই প্রতি আমার প্রধান উপদেশ একনিষ্ঠার এবং এই কারণেই অপরের শিষ্যকে নিজ-শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা আমার চরিত্রে এক কণাও নাই।"

সাধন-ভজন ও অহমিকা

অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধন-ভজনে মন প্রাণ সমর্পণ কর। নতুবা অন্তরের অহমিকা মরিবে না। অহমিকার মৃত্যু না হইলে জীবনে অমৃতের আস্বাদন অসম্ভব। অহমিকাই সকল সর্ব্বনাশের মূল, সাধন-ভজনে একাগ্র হইয়া এই সর্ব্বনাশের মূলকে উৎখাত কর। অহমিকা যখন ভদ্রবেশ পরিধান করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন কত রকমের যে আদর্শবাদের দোহাই চলিতে থাকে, বলিবার নহে। সেই সকল বুলি শুনিলে সাধারণ ব্যক্তির হতভম্ব হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু নিপুণ ব্যক্তি অহমিকার এই বিচিত্র খেলা বুঝিতে পারেন। নিপুণ

হইতে হইলে সাধন কর। জীবনের পরমায়ু বৃথা অপচয়িত হইতে দিও না।"

নারীর দেবীত্বে বিশ্বাস

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুরুষ জাতির বাঁচিবার পন্থা হইতেছে, নারীকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করা। নারীর দেবীত্ব-বিকাশে সহায়তা করাই তাহার ধর্ম্ম। নারীকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিবার জন্য আত্মবিলোপই পুরুষের পুরুষত্ব। এই মহাসত্যকে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হও। তোমার সর্ব্বতোমুখ কুশল ইহার ভিতরেই রহিয়াছে।"

লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী)
২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

দ্বিপ্রহরের পরে খিলপাড়া হইতে একখানা ট্যাক্সি যোগে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সন্ধ্যা-সমাগমের কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয়ের ভবনে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে মটর-কারের কল বিগড়াইয়া প্রায় তিন ঘণ্টার মত আটক থাকিতে হইয়াছিল। মটরখানাকে কতক পথ মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে।

মিথ্যা হইতে পরিত্রাণের উপায়

রাত্রিতে সুরেশ বাবুর গৃহে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুভাগমন করিলেন এবং নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—মিথ্যার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রীচরণে ঐকান্তিকতা সহকারে আশ্রয় লওয়া। সত্য কি এবং মিথ্যা কি, তা' বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে অসাধ্য। আজ যাকে সত্য ব'লে মনে করছি, কালই হয়ত প্রতিপন্ন হবে যে, সেটা সত্য নয়, সর্ব্বৈব মিথ্যা। আজ যাকে মিথ্যা ব'লে বর্জ্জন করছি, কাল হয়ত বুঝতে পারব যে, সেটাই প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য। এইরূপ বিচার-বিভ্রম অবিরাম আমাদের হয়। তাই নিজ বিচার-বুদ্ধির উপরে নির্ভর না ক'রে ভগবানের অভিপ্রায়ের উপরে নির্ভর করা ভাল। তাঁতে সম্যক্ আত্ম-সমর্পণ ক'রে নিজেকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিলে তিনি নিজের গরজে আমার নিকটে সর্ব্বদা সত্যপথ উন্মুক্ত ক'রে দেবেন।

আত্ম-সমর্পণের উপায়

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—আত্ম-সমর্পণ কি ভাবে আসে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর নাম অবিরাম স্মরণ করে করে আত্ম-সমর্পণ আসে। একদিন দুদিনে আসে না, দীর্ঘ দিনে আসে এবং প্রাণপণে নামে লেগে থাকতে হয়।

লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী)
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

বার-লাইব্রেরীর যুদ্ধক্ষেত্র

এখানকার একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ উকিল (শ্রীযুক্ত...... মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, শ্রীশ্রীবাবামণিকে একবার বার-লাইব্রেরীতে নিয়া যান।

শ্রীশ্রীবাবামণি আনন্দ সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বার-লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলেন, উহা একটী যুদ্ধক্ষেত্র। একজন শাস্ত্রজ্ঞ নৈয়ায়িক-ভাবাপন্ন পণ্ডিত উকিল একটার পর একটা করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন আর শ্রীশ্রীবাবামণিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাধান করিতে হইতেছে। প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন নহে, নির্দ্দিষ্ট একটী কথা সাক্ষীর মুখ দিয়া বাহির করিবার জন্য উকিল যেই শ্রেণীর প্রশ্ন করেন, ইহা সেই প্রকারের প্রশ্ন বা জেরা। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমার জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য পরীক্ষার জন্য যদি প্রশ্ন ক'রে থাকেন, তবে আমি দু-মিনিটেই ফেল্ মারব।

প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য এই প্রতীয়মান হইতে লাগিল যে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণির মুখ হইতে তিনি বাহির করাইয়া লইবেন যে, উপাসনার আবশ্যকতাই নাই, যদি আবশ্যকতা কিছু থাকেও, তবে প্রতীকোপাসনা একেবারেই বৃথা, সদাচার কদাচারের পার্থক্য বিধান নিষ্প্রয়োজনীয় এবং নিরাকার ঈশ্বরোপাসকেরা ব্যতীত অপর সকলেই ভ্রান্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রশ্নকর্ত্তার একটী কথারও খণ্ডন না করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটী কথা মানিয়া লইয়া এমন ভাবে জবাব দিতে লাগিলেন যে, কিছুকাল পরে প্রশ্নকর্ত্তা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি প্রশ্ন করিতে বিরত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি নমস্কার-সম্ভাষণ করিয়া বার-লাইব্রেরী গৃহ ত্যাগ করিলেন।

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কতকগুলি পত্রের উত্তর দিলেন।

সদ্গুরুর আত্মবিলোপ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি আমার পুত্র-কন্যাগণকে গুরুভক্তির অনুশীলনের শিক্ষা কখনও দেই নাই, দিব না। কেন না, নিজে আমি গুরু হইয়া যদি তোমাদিগকে গুরুভক্তির শিক্ষা প্রদান করি, তাহা হইলে সেই ভক্তি আমার আত্ম-পূজার রূপ ধারণ করিবে। সেবা করিয়া সেই সেবার বিনিময় গ্রহণ করার দৈন্য আমি আমার ভিতরে সর্ব্বদা অসহ্য বলিয়া অনুভব

করিতেছি। নিজেকে গুরুরূপে প্রকাশিত না করিয়া বৈদিক ঋষির ভ্রান্ত-বিনাশী সনাতন তত্ত্বের পরিবেশন কোনও প্রকারেও যদি সম্ভব মনে করিতাম, তবে আমি নিশ্চিতই নিজেকে একেবারে অন্ধকারের অন্তরালে সযত্নে লুক্কায়িত রাখিয়া সে কাজ করিতাম। কিন্তু দেখিয়াছি, তাহা সম্ভব নহে। একমাত্র এই কারণেই আমাকে লোক গুরু, দীক্ষাদাতা আচার্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতার তাগিদে নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠালুব্ধতার তাগিদে নয়, সাহিত্যিক-বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া নয়, প্রাণ জাগাইবার জন্য প্রাণ দিবার তাগিদেই আমি তোমাদের গুরু হইয়াছি। তাই আমার আত্মপ্রকাশ করিবার পরেও আত্ম-বিলোপের এই অহরহ চেষ্টা।

গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্রের অভিন্নত্ব

"কিন্তু সাধকেরা সাধন করিতে বসিয়া দেখিয়াছেন যে, গুরু, ইষ্ট এবং মন্ত্র এক ও অভিন্ন, এই তিন বস্তুতে পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলা কঠিন অথবা অসম্ভব। 'কঠিন' মানে অতিশয় শক্ত-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন কেহ কেহ কোনও প্রকারে পারেন, 'অসম্ভব' মানে সাধারণ মানব কেহই পারে না। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্রের একত্ব-প্রচার চতুর গুরুদেবদের আত্মপ্রতিষ্ঠালাভাশা-প্রযুক্ত কপট প্রয়াস নহে, কথাটা গুরুদেবদের মস্তিষ্ক হইতে আগে বাহির হয় নাই, পরন্তু

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ইহার উৎপত্তি একান্ত অনন্যচিত্ত ভক্ত-সাধকের অভিনিবিষ্ট সাধনার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ-লব্ধ অকাট্য অনুভূতিতে। যুক্তি দিয়া তাঁহারা ইহা বুঝেন নাই, বুঝিয়াছেন সাধনার দ্বারা। যুক্তিতে ফাঁক থাকে, অকাট্য যুক্তিতেও সন্দেহের অবকাশ থাকে, সাধন-লব্ধ প্রজ্ঞায় সেই অবকাশ নাই। যুক্তি চন্দ্রালোকবৎ কতকগুলি প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভরশীল, কিন্তু এই আলোর সাথে অন্ধকারের মিশামিশি আছে। উপলব্ধি সূর্য্যালোকবৎ স্বতঃপ্রকাশ, নিজের উপরে নিজে নির্ভরশীল, নিত্য নূতন যুক্তির আমদানীতেও টলে না, নিত্য নূতন তথ্যের সমাবেশেও নড়ে না, অন্ধকারের সহিত আপোষ নাই। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কখনও এই তত্ত্বের উপদেশ দিতে চাহি না। অপরেরা যদি সাধনার বলে এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, এক সময়ে তুমিও করিবেই। আমি তোমাদিগকে একমাত্র নামেই সমগ্র নিষ্ঠা নিয়োগ করিতে নির্দ্দেশ দিতেছি,—আমাকে আপাততঃ ভুলিয়া থাকিয়া হইলেও নামেই চিরজাগ্রত থাক।

নাম-বিতরণ ও গুরুবোধ

"নামাশ্রয়ের অপার মহিমাতেই আমি তোমাদের গুরু হইয়াছি। নামাশ্রয়ের অপার মহিমাতে তোমরা জগতের গুরু হও। কিন্তু গুরু হইয়াও অন্তর হইতে গুরু-বোধকে দূরে রাখ। শিষ্যদের কাছে নিজেদের প্রাপ্য কিছু আছে বলিয়া

অন্তরে ধারণ করিও না। দিবার জন্যই আসিয়াছ, নিতে আস নাই। দিতেই পারিবে, নিতে কিছু পারিবেও না। যে প্রতিনিধি-রূপে কাজ করে, তাহার শক্তি অসীম। যে অহমিকা রাখিয়া কাজ করিবে, সে অচিরে তুবড়ী বাজির মত ক্ষণিকের খেলা খেলিয়া নিবিয়া যাইবে। সমগ্র জগৎকে নামাশ্রয়ী করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নাম-বিতরণকারীর আবির্ভাব প্রয়োজন, কিন্তু কেহই তোমরা গুরু হইয়া ধর্ম্ম-প্লাবনের স্রোতকে মধ্যপথে থামাইয়া দিও না। শত সহস্র বা লক্ষ লক্ষ আত্মবিলোপকারী দীক্ষাদাতাদের সকল তপস্যার জ্যোতি আসিয়া একটী মাত্র স্থানে নিষ্ঠার দৃঢ়তা লইয়া সংহিত হউক,—পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়-যোজনা হইবে।"

নামে মজ নামে ডোব

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হাজার কথার এক কথা এই জানিও যে, ধুম্‌সে নামে মজিতে হইবে, নামকেই একমাত্র শরণ, একমাত্র আশ্রয় করিতে হইবে, নামের কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। যত বিষয়ে যত সদুপায় জগতে আবিষ্কৃত হইয়া থাকুক, অফুরন্ত উদ্যমে নামে ডুবিয়া যাওয়ার মত সদুপায় আর কিছুই নাই। নামে মজ। নামের ভিতরে ডোব।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীবন অনিত্য কিন্তু তুচ্ছ নয়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে জীবন-গঠন সম্পর্কে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবন যে অনিত্য, এই কথাটী সব সময়ে মনে রাখ্‌বে। কিন্তু এই কথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে, এই অনিত্য জীবনকে এমন কাজে লাগাতে হবে, যেন নিত্য সুখের, নিত্য আনন্দের, নিত্য পরিতৃপ্তির সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। নৌকায় চড়ে মানুষ নদীর এক পার থেকে অপর পারে যাবার জন্য। জীবনকে নৌকার মত জ্ঞান করবে। অন্ধকারময় অজ্ঞানতা থেকে এই জীবনটুকুর সহায়তায় জ্যোতির্ম্ময় পরম জ্ঞানে পৌঁছুতে হবে। বিদ্বেষময় অপ্রেম থেকে এই জীবনটুকুর সহায়তায় মৈত্রী, করুণা ও মুদিতায় পরিপূর্ণ প্রেমের রাজ্যে পৌঁছুতে হবে। অসত্যময় দুঃখজাল থেকে মুক্তি পেয়ে এই স্বল্পকাল-পরিমিত এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনটুকুর সহায়তায়ই সত্যময় সুখ-লোকে পৌঁছুতে হবে। জীবন অনিত্য কিন্তু তুচ্ছ না। অনিত্য ব'লেই এর উপরে ভরসা রাখা চলে না কিন্তু অনিত্য হ'লেও এর সদ্ব্যবহারের ফল সীমাহীন। জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে যে কাজে আনে, সে অনিত্য জীবন দিয়েই নিত্যানন্দের অধিকারী হয়। জীবনের একটী দিন বা একটী ক্ষণকেও বৃথা চলে যেতে দিও না। প্রত্যেকটী দিনকে প্রত্যেকটী ক্ষণকে ঈশ্বরারাধনার মধ্য দিয়ে সার্থক করতে চেষ্টা কর।

শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে বহুবিধ সৎকাজ আছে। কিন্তু ভগবানকে প্রেম অর্পণ করার চাইতে বড় সৎকাজ আর কিছু নেই। শতবিধ সৎকাজের তোমরা অনুশীলন ক'রো, কিন্তু ভগবানকে প্রেমার্পণরূপ শ্রেষ্ঠ সৎকাজটীর অধীন রেখে সে সব করবে। জীবসেবা, স্বদেশ সেবা, নারী-রক্ষা, শিক্ষা-প্রচার, স্বাস্থ্য-প্রচার, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা প্রভৃতি যত সৎকাজ যে পার, কর। কিন্তু সব সৎকাজকেই ঈশ্বরে প্রেমার্পণরূপ সেরা সৎকাজটীর অনুগত রেখে কর। জীবনকে এই ভাবে সদ্ব্যবহারে আন, জীবনকে এই ভাবে কাজে লাগাও। জীবন অনিত্য একথা সত্য, আজ আছে এবং কালই হয়ত থাকবে না, কিন্তু তাকে বহুবিধ সৎকাজের ভিতর দিয়ে সফল কর এবং সকল সৎকাজকে ভগবৎ-প্রেমরূপ প্রধান সৎকাজটীর অনুকূল ও অনুলক্ষী ক'রে অনুষ্ঠান কর।

কোটি গুণ সাহায্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন রুগ্নকে ঔষধ ও সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে তার রোগনিরাময় কর্ম্মে যতখানি তার উপকার করা হয়, তাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ভগবৎপ্রেমিক, ইষ্টনির্ভর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হবার সাহায্য কর্ম্মে তার চেয়ে বেশী সেবা হয়। স্বদেশবাসীকে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও অধীনতা প্রভৃতি হ'তে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য কর্ম্মে যে উপকার হয়, তাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হ'তেও সাহায্য কর, তবে তার কোটি গুণ বেশী উপকার করা হয়। বিদ্যা দিয়ে, বল দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যাকে যত প্রকারেই সাহায্য কর, তার লক্ষ-কোটি-গুণ সাহায্য তুমি করবে, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভগবদ্বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করতে পার।

অবিশ্বাসীর সঙ্গ-বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অপরকে ভগবদ্-বিশ্বাসী করতে হ'লে নিজেকেও ভগবদ্-বিশ্বাসী হ'তে হয়। যে নিজে অবিশ্বাসী, সে অপরের অন্তরে বিশ্বাস সঞ্চারিত করতে পারে না। কিন্তু তুমি নিজে যে ভগবদ্-বিশ্বাসী হবে, তার জন্য তোমাকে কিছু কাঠ-খড় পুড়াতে হবে। অবিশ্বাসীর সঙ্গ তোমাকে বর্জ্জন করতে হবে। জগতে নিজের ক্ষতিজনক যত প্রকার কাজ আছে, তার মধ্যে অবিশ্বাসীর সঙ্গ করা, অবিশ্বাসীর সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা, অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিজের সাথে বারংবার মিশবার সুযোগ দেওয়া বোধ হয় সব চেয়ে মারাত্মক। যাকে জেনেছ ভগবানে অবিশ্বাসী ব'লে, ইষ্টে অবিশ্বাসী ব'লে, বিষধর ভুজঙ্গ জ্ঞানে তার সংসর্গ

বর্জ্জন কর। তার সঙ্গে বাক্যালাপে আয়ুক্ষয় হয়, তার সঙ্গে পত্রালাপে পাপ-সঞ্চয় হয়। তার মূর্ত্তি দেখ্‌লে বা ছবি দেখ্‌লেও অন্তরে মালিন্য আসে। তাকে এইরূপ বিপজ্জনক জ্ঞান ক'রে তার সংস্পর্শ থেকে, তার প্রভাবের আওতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌বে। তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তার সর্ব্বপ্রকার সংস্পর্শ পরিহার কর্ব্বে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারে দেখ্‌বে, কোনো কুলবধূ বাজারের গণিকার সাথে কথা বলে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তি সতী নারীর ন্যায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের সঙ্গে বাক্যালাপও অনভিপ্রেত জ্ঞান করেন। অবশ্য, তুমি বল্‌তে পার যে, তোমার মনের নিষ্ঠা, মনের বিশ্বাস মনেই ত' সঙ্গোপনে রক্ষিত আছে, বিরুদ্ধ-পন্থীর সঙ্গে বাক্যালাপে আর কি ক্ষতি হবে? অনেকেই এইরূপ ভেবে থাকে এবং পরে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। সাধন-পথে যারা চলে, বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস তাদের হাজার বছরের সাধন-ফল নষ্ট ক'রে দেয়। এই কথার ভিতরে অতিশয়োক্তি নেই, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শেষে তাদের আবার ফিরে গোড়া থেকে সাধন সুরু কর্ত্তে হয়।

দিব্য অবিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, সাধক-জীবনে তীব্র অবিশ্বাসেরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সেই অবিশ্বাস

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হচ্ছে পূর্ব্বের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর ক'রে দেবার জন্য। এই অবিশ্বাস অবিশ্বাসীদের সঙ্গের ফলে জন্মে না। এই অবিশ্বাসের জন্মভূমি হচ্ছে সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে নানা দিব্য অনুভূতির সাক্ষাৎকার। সেই অবিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অনেক সাধকের জীবনে আমরা দিব্য অনুভূতি-সমূহ লাভের ফল-স্বরূপে জাত এই অবিশ্বাসকে দেখেছি। কিন্তু তা' দুদিনেই লয় পেয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর-দর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল অসহিষ্ণুতারই রূপান্তর মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য নূতন লব্ধ অনুভূতির ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপনের অক্ষমতারই রূপান্তর মাত্র। এই কারণেই এই অবিশ্বাস স্থায়ী হয় না। বিশ্বাসকে পুনরায় সংস্থাপিত করার জন্য ঈশ্বরাভিপ্রায়েই যে দিব্য অবিশ্বাসের উদ্ভব হয়, আমি তার কথা তোমাদের বল্‌ছি না। বিশ্বাসের কোনও ভিত্তিভূমি রচিত হওয়ার পূর্ব্বেই যে অবিশ্বাস, তা' বড়ই বিপজ্জনক। সেইরূপ অবিশ্বাস যাদের অন্তরে রয়েছে, তাদের সঙ্গ বর্জ্জন কর্ব্বে।

অতঃপর ছাত্রদিগকে কতিপয় যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের পরে সভাভঙ্গ হয়।

ভাবের পাগল

এখানে একজন সন্ন্যাসী আদালত-কাছারীর প্রাঙ্গণে

দাঁড়াইয়া প্রত্যহ দুপুর বেলা দুই তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর দেহ সুগঠিত, কণ্ঠ জোরালো এবং ভাষা তেজস্বিনী। তাঁহার বক্তব্য-বিষয় হইতেছে,—"মামলা-মোকদ্দমা ত্যাগ কর, ঝগড়া-কলহ বর্জ্জন কর, হিন্দু মুসলমানে ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না হইয়া গলাগলি কোলাকুলি করিয়া চল, ভেদ-বিদ্বেষের মূল যে অহমিকা, তাহাকে দূর কর, সকল জাতি সকল বর্ণ একই ভগবানের সন্তান বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখ।"

স্থানীয় লোকের মত এই যে, এই সন্ন্যাসী একজন পাগল। ইতঃপূর্ব্বে বিচারকেরা দুই একদিন সন্ন্যাসীকে ধরিয়া নিয়া শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাসী কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি একাদিক্রমে দিনের পর দিন একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া যাইতেছেন। বিচার-কালে বিচারকদের সরকারী কর্ত্তব্য নির্বিঘ্নচিত্তে করিতে বিঘ্ন হয়, উকিল-বাবুদের জেরা বা সওয়াল করিবার কালে অসুবিধা হয় কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যাহাকে থামান যাইবে না, তাহার অত্যাচার মানিয়া নেওয়া ছাড়া কি আর গত্যন্তর আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে দুই জন ব্রহ্মচারী রহিয়াছেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা লোকটা সত্যই কি পাগল?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, ভাবের পাগল। আমাদের সকলেরই ভাবের পাগল হওয়া প্রয়োজন। তাহ'লেই আমাদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দ্বারা কাজ হবে। ভাবের পাগলের কখনো মত-পরিবর্ত্তন হয় না। মিষ্টি কথায় তাকে ভুলান যাবে না, উৎপীড়নে তাকে বশীভূত করা যাবে না। দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ। হাতীর পায়ের তলে ফেল, আর সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ কর, হরিনাম ছাড়ে না। দৃষ্টান্ত হচ্ছেন কচ। যত বারই হত্যা কর, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা না শিখে আর দেশে যাব না। কবে যে আমরা এমন ক'রে ভাবের পাগল হব রে।

কৃষ্ণরামপুর * (নোয়াখালী)

২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

বেলা আড়াই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি মটর যোগে কৃষ্ণরামপুর আসিয়া পৌঁছিলেন।

কৃষ্ণরামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিকের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হরকুমারী দেবীর মুখ দিয়া প্রচুর রক্ত যাইত। বহু চিকিৎসাতেও কোনও ফল না পাইয়া তিনি যখন হতাশ হইয়াছেন, তখন মাধবসিংহ-নিবাসী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনিতে পান যে, শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে এই রোগের নাকি আশ্চর্য্য ঔষধ আছে। চিঠিপত্রের আদান-

* এই তারিখ হইতে কয়েক দিনের বিবরণ-গুলি আমরা শ্রীযুক্ত সিদ্ধিশ্বর কুমার মজুমদারের রক্ষিত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সঠিক তারিখ-সঙ্গতি করা যায় নাই।

প্রদানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত ভৌমিককে জানান যে, কিছুকাল পরে তিনি লক্ষ্মীপুর আসিলে সেই সময়ে কৃষ্ণরামপুর আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিবেন। অদ্য সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই শ্রীশ্রীবাবামণি কৃষ্ণরামপুর পৌঁছিয়াছেন।

ব্রহ্মোপলব্ধির প্রেরণা

আগমনের কিছু পরেই একটী সভার কাজ আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত ভৌমিক চতুর্দ্দিকে খবরাখবর দিয়া বহু সজ্জনের সমাবেশ ঘটাইয়াছিলেন। সকলেই পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। বক্তৃতা খুবই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মোপলব্ধির সাত্ত্বিকী প্রেরণা অজ্ঞ, মূর্খ, অধমকেও যেন বিদ্যুদুজ্জ্বল ক'রে তোলে। আমি ভগবানকে দেখব, আমি ভগবান্‌কে পাব, আমি ভগবানের আদেশ নিজ কর্ণে শ্রবণ ক'রে তাঁর অভিপ্রায় পূরণের মধ্য দিয়ে নিজের জন্মকর্ম্ম সার্থক কর্ব্ব, আমার সহস্র বিষয়-চপলতা আর লক্ষ কোটি আমিত্বের সংস্কার সেই অপার জলধির অসীম প্রেমের বক্ষোগহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে নিষ্কাম, নির্ম্মল, নির্ম্মম হব,—এই যে প্রেরণা, তা' একবার অন্তরে জাগ্‌লে শত জন্মের পাপ, তাপ, অপরাধ, অন্যায়, অসুন্দর আচরণের অকৃতিত্ব এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ হ'য়ে যায়, নূতন জন্ম

ফিরে আসে। ভগবানকে পাওয়ার ব্যাকুলতাই তাঁকে পাওয়ার অর্দ্ধেক। তাঁর জন্য পাগল হওয়ার প্রেরণাই তাঁকে লাভ করার যোগ্যতা এনে দেয়। এই প্রেরণা সুদূর অতীত যুগ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে শত শত ধন্য মানবের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে এবং হ'য়ে আস্‌ছে, আর চিরকালের সত্যের প্রদীপকে ঘৃত-সংযোগে দীপ্তিমান্ ক'রে রাখ্‌ছে। এস আমরা সেই নিত্যানন্দময় পরম প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে জন্ম-জীবন সার্থক করে প্রযত্নপর হই। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর বাণী শুনেছেন, যাঁরা তাঁর আদেশকে জীবনে অঙ্গযুক্ত হ'তে দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত পৃথক্ সত্তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন এবং সমুদ্রের বুকে নদীকে আত্ম-নিমজ্জিত করিয়ে দিয়ে নিজেরা সমুদ্রই পরিণত হয়েছেন,—এস তাঁ'দিকে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করি।

প্রেরণাবন্তের আচরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই প্রেরণা অতীব আশ্চর্য্য, অতীব অদ্ভুত। যাঁর জীবনে এ প্রেরণা আসে, তাঁর চলন, বলন, আচার, ব্যবহার, হাসি, কান্না, আকর্ষণ, বিকর্ষণ সব-কিছু এক আশ্চর্য্য ঢং পায়, অদ্ভুত বৈচিত্র্য নেয়। সাধারণ

মানুষ তার চিরপ্রচলিত বিচারপদ্ধতির অনুসরণ ক'রে এই বৈচিত্র্যের কোনও থৈ পায় না। অথৈ জলে যেন রাজহংসের নিরঙ্কুশ খেলা, কখনো ভাসে, কখনো ডোবে, কখনো স্রোতের বেগে নীয়মান হয়, কখনো স্রোতের বিপরীত উজান ঠেলে, কিন্তু সর্ব্বথা এবং সর্ব্বাবস্থায় সে একমাত্র ব্রহ্ম-বারিধিরই বক্ষো-বিহারী,—মন তার নিমেষের জন্যও বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না, বাহু তার যে-বিষয়েই বল-সংযোগ করুক, চরণ তার যে-বিষয়েই বিচরণ করুক। এই যে নির্লিপ্ত জীবন, তাই জগদ্বরেণ্য হ'য়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদের জীবনে।

বক্তৃতা প্রায় আড়াই ঘণ্টা হইল। কিন্তু সভাভঙ্গের পরেও জনতা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন না। অন্যান্য সকল স্থান হইতে এখানে যেন একটু নূতন জিনিষ লক্ষ্য করা গেল। প্রসন্ন ভৌমিক, গিরীন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন দাশগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র নাথ, হরিমোহন নন্দী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলকে লইয়া পুনরালোচনায় বসিলেন যে, কে কি শুনিলেন, কে কি বুঝিলেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক বলিতে লাগিলেন,—ইনি ত' দেহ-রোগ বিনাশের সামান্য বৈদ্য নন, ইনি ভবতারণ বৈদ্য।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সেই রাত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত ভৌমিকের প্রাণের ঐকান্তিকী ভক্তির বলে এই দিন এইখানে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। কিন্তু আমরা সেই বিষয়ে এখানে কিছুই উল্লেখ করিব না।

রামবল্লভপুর (নোয়াখালী)
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

রামবল্লভপুরের বক্তৃতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি রামবল্লভপুরে মজুমদার-ভবনে আসিয়াছেন। অপরাহ্নে স্থানীয় মাইনার-স্কুলে একটী সভা হইল। প্রথমে স্কুল-গৃহের ব্যবধানের বেড়া [illegible]গুলি খুলিয়া ফেলিয়া সেখানেই সভার কার্য্যারম্ভ হইল। কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই সৎকথা-শ্রবণেচ্ছু শ্রোতাদের সংখ্যা এমন অসম্ভব বাড়িয়া গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি মধ্যস্থলে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া সকলকে বাহিরের খোলা মাঠে নামিতে অনুরোধ করিলেন। সেই বিস্তীর্ণ মাঠও দেখিতে না দেখিতে এক বিরাট জনতায় আচ্ছন্ন হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—মূক, মূর্খ, অজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানের মহাবলে বলীয়ান্ ক'রে তুলতে হবে। ছোট-বড়'র বিচার জগৎ থেকে উঠে যাক্, সবাইকে এক পরমেশ্বরের

আত্মজ্ঞান ক'রে একে অন্যের সাথে তার শাশ্বত আত্মীয়তা স্বীকার করুক। পাপের জ্বালা, চেষ্টার ব্যর্থতা, পরাজয়ের গ্লানি, ভিক্ষার দৈন্য প্রত্যেকের জীবন থেকে নির্বাসিত হোক্। একমাত্র প্রেমঘন পরমেশ্বরের চরণপানে তাকিয়ে প্রত্যেকে জীবনের পথ চলতে সমর্থ হোক্। এই সামর্থ্যকে প্রত্যেকের জীবনে জাগিয়ে তোলার ব্রত আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

বক্তৃতাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি বহু পৌরাণিক এবং ঔপনিষদিক কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আসন-পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইলে জনতার মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"আমরা যুবকদের পক্ষ থেকে আবদার করিতেছি যে, আমাদের আরও কিছু শুনান হউক।"

পুনরায় শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যথোপযুক্তকাল বক্তৃতার পরে উপবেশনোদ্যত হইলে শ্রোতাদের মধ্য হইতে পুনরায় অনুরূপ অনুরোধ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় কয়েক মিনিট বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

এদিকে রাত্রি হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণরামপুর ফিরিতে অনেকটা পথ পদব্রজে আসিতে হইবে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চৌমুহনী (নোয়াখালী)
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

প্রাণের টান

রাত্রি দুই ঘণ্টা থাকিতে শ্রীশ্রীবাবামণি কৃষ্ণরামপুর হইতে পদব্রজে মাইজদি চলিয়াছেন। পথিমধ্যে রাজগঞ্জ বাজারের ডাকঘরের দুয়ারে ধাক্কা দিতে দিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—গৃহস্থ জাগো।

ঘরে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কাকে চান?

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি যাহাকে চাহেন, সেই নূতন ভক্তটী আজ এখানে নিজ ঔষধালয়ে না ঘুমাইয়া কৃষ্ণরামপুর গ্রামেই নিজের ঘরে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনিও ঠিক একই সময়ে প্রসন্ন ভৌমিকের বাড়ী আসিয়া খুঁজিতেছিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি কোথায়। ভৌমিক-বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে না পাইয়া ভক্ত রাজগঞ্জে আসিলেন এবং আসিয়াই শুনিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে কিয়ৎকাল আগে খুঁজিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তখন আর ছয় মাইল পথ গিয়া মাইজদিতে ট্রেন পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ভক্তের আর প্রাণে মানিল না। একজন সঙ্গী লইয়া সাইকেলে তিনি আসিয়া চৌমুহনীতে পৌঁছিলেন এবং

শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তোরা আমার আপন যদি

শ্রীশ্রীবাবামণি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া স্মিতহাস্য করতঃ গুঞ্জন করিয়া গাহিলেন,—

তোরা আমার আপন যদি
থাক্‌বি দূরে কেমন ক'রে?
তোদের আমার পাওনা-দেনা,
জানিস্ কত জনম ধ'রে?
পেয়েও তোদের হয় না পাওয়া
দিয়েও তোদের হয় না দেওয়া,
না দিয়ে সব দিয়ে ফেলিস্,
না পেয়ে পাস্,—বিচিত্র রে!
নিত্য-মধুর প্রেমের খেলা
সাজ্‌ল কেমন সুখের মেলা,
দেওয়া-নেওয়ার ঊর্দ্ধ দেশে
দেওয়া-নেওয়া হৃদয় ভ'রে।

নিজের কাছে নিজেই আমি

ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিজের কাছে নিজেই আমি
দিলাম ধরা প্রাণের দায়ে,
শীতল হ'ল পরাণ আমার
শরণ পেয়ে নিজের পায়ে।
আপন চরণ আপনি পূজি,
আপন হৃদয় আপনি বুঝি,
এক জনারে দুই সাজিয়ে
প্রেমের খেলা মলয়-বায়ে,
প্রেম-বিরহের চল্‌ছে লীলা
নিজের সৃষ্টি অন্তরায়ে।।
খেয়া নৌকার এ আমদানী
কেবল বাইরে জানাজানি,
এ-পার ও-পার উঠ্‌ল ফুটে
চপল নদীর স্রোত বহায়ে;
একই ছিলাম, দুই হ'য়ে দুই
উঠ্‌লি আমার নামের নায়ে।।

আমার নামের নায়ে

ভক্ত বলিলেন,—কাল আপনার নিকট দীক্ষার জন্য কত মাথা-কপাল কুটিলাম। কিন্তু আপনি দীক্ষা দিলেন না। বললেন,—আপনার সঙ্গের ঐ অজাতশ্মশ্রু বালক-ব্রহ্মচারীর

নিকটে দীক্ষা নিতে। অথচ আজ বল্‌ছেন,—"উঠ্‌লি আমার নামের নায়ে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—যে আমাগত-প্রাণ, যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না, নিজের ব্যক্তিত্ব যে আমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছে, তার কাছ থেকে নাম নিলে আমার কাছ থেকেই নেওয়া হ'ল।

ভক্ত জিজ্ঞাসিলেন,—আপনার সঙ্গের ব্রহ্মচারী কি এই গুণসম্পন্ন?

শ্রীশ্রীবাবামণি এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। কিন্তু বলিলেন,—বেশ, আমিই তোকে দীক্ষা দিব।

ভক্ত বলিলেন,—আমার স্ত্রী?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, তাকেও দীক্ষা দিব।

ভক্ত বলিলেন,—আমার একজন বন্ধু?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, তাকেও দিব। আজ তুই পৃথিবীর যে কারো নাম কর্ব্বি, তারই জন্য খোলা আছি।

গুরু কৃপায় বিশ্বাস কর

দ্বিপ্রহরে বাবুপুর-জিরতলী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্টের নেতৃত্বে বহু ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদর্শনে আসিয়াছেন। কৃষ্ণরামপুর ও রামবল্লভপুরের বক্তৃতার সুখ্যাতি যেন দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভট্ট মহাশয় মহাপুরুষ ভোলাগিরির শিষ্য। তিনি বহু প্রকারে মিনতি করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ চাহিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশ দশ জায়গাতে নয়। একটী স্থানে যা' পেয়েছ, সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার ক'রে তাতেই লেগে থাকো। এই যে নিষ্ঠা, তাই তোমার সকল কল্যাণের মূলস্বরূপ হবে। গুরু যে মহামন্ত্র দিয়েছেন, নির্ব্বিচারে তাতে লগ্ন হ'তে হবে। মনে সংশয় এলে শাণিত কৃপাণে তাকে তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলতে হবে। নিঃসংশয় হ'য়ে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, আমৃত্যু গুরুবাক্য অনুসরণ কর্ব্বে, এই সংকল্প নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যাও। ডাইনে বাঁয়ে তাকাবে না, তাকাবে শুধু সম্মুখে। গুরুকৃপাতে বিশ্বাস কর, গুরুকৃপা তোমাকে সকল বিঘ্ন উত্তরণ করিয়ে দেবে, সকল প্রাপ্তব্য পাইয়ে দেবে, ভগবানের নিত্য সেবকে পরিণত ক'রে দেবে।

চৌমুহনী আখড়াতে দুই বেলাই * বক্তৃতা হইল। এই কঠোর পরিশ্রমের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি এক মাইল দূরবর্ত্তী আলিপুর গ্রামে রাত্রি করিয়া রওনা হইলেন। ভক্তের পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত নিশিকুমার মজুমদার জানিতেন না যে, শ্রীশ্রীবাবামণির তথা সেখানে শুভাগমন হইতে পারে। তাই ভক্ত চৌমুহনী বাজার হইতে ঘৃত, আটা, আলু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

---

* দুইখানা পাণ্ডুলিপিতে দুই রকম দেখিতেছি। আমাদের ধারণা যে, দুই বেলাই বক্তৃতা হইয়াছিল এক বেলা নহে।

শুভস্য শীঘ্রম্

আলিপুর শ্রীশ্রীবাবামণিকে পৌঁছাইয়া দিবার পরেই ভক্ত নিজ স্ত্রীকে নিয়া আসিবার জন্য সেই রাত্রি করিয়াই ছুটিলেন দুর্গাপুর।

একজন বলিলেন,—কাল সকালে গিয়ে নিয়ে এলেই ত' পারেন দাদা। ভক্ত বলিলেন,—শুভস্য শীঘ্রম্।

ভগবানের আবির্ভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি আলিপুর গ্রামে আসিয়া তাঁহারই বাড়ীতে যে উঠিতে পারেন, নিশিকুমার বাবু তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—ভগবানের আজ আবির্ভাব হ'ল, ভগবানের আজ আবির্ভাব হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি অবশ্য ভগবান্ নই। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবেই হয়। কবে যে তিনি কি ভাবে এসে কাকে দেখা দেবেন এবং হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ক'রে, সর্ব্বসংশয় ছেদ ক'রে কবে যে তিনি কার আকাশে সমুদিত হন, তার কোনো হিসাব করা চলে না। এই বিষয়ে তিনি বড় বেহিসাবি। কতখানি সাধন কর্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়, তা কেউ বলতে পারে না। কেউ হাজার বছর তপস্যা ক'রে পায় না, কেউ

এক নিমেষে পেয়ে যায়। সবই তাঁর কৃপা, সবই তাঁর কৃপা। যে তাঁর কৃপাতে নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হয়, সে-ই ভাগ্যবান্, সে-ই পরমসুকৃতি-সম্পন্ন ধন্য ব্যক্তি।

২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

গুরু-দক্ষিণা

অদ্য প্রাতে আলিপুরে ভক্ত-দম্পতীকে দীক্ষা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার হৃদয়ের ধন অমূল্য নিধি আজ তোমরা নিয়ে গেলে। কিন্তু আমাকে কোন্ বস্তু গুরু-দক্ষিণারূপে দিবে?

ভক্ত দম্পতী নিরুত্তর রহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—যদি জীবনে একটী দুঃখীর দুঃখ-নিদূরণে, একটী পতিতের উত্থান-লাভে প্রাণপণ চেষ্টা কর, তবে তাতেই আমার গুরু-দক্ষিণা লাভ হবে।

দাম্পত্য সংযমের সুফল

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি দাম্পত্য-সংযমের আবশ্যকতা সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী এবং স্ত্রী যেখানে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীবনকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে দিয়ে দাম্পত্য-সংযম পালনের চেষ্টা করে, সেখানে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা সেই গৃহে আবির্ভূত হ'য়ে জীবের মঙ্গল সম্পাদনের জন্য আগমন করে প্রবুদ্ধ হন। জগতে তাঁদের নিজ কার্য্য কিছুই নেই, কিন্তু জীবের প্রতি করুণায় বিগলিত হ'য়ে পুত্র বা কন্যা-রূপে তাঁরা আবির্ভূত হন। তোমরা তোমাদের জীবনকে শুদ্ধ ভাবে কাটাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। এই চেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য যদি আসে, তবে তার প্রভাব-শক্তিতে দশ দিকে শত শত ব্যক্তি নিজেদের অজ্ঞাতসারে পবিত্র জীবন যাপন কর্ব্বার জন্য প্রেরণা উপলব্ধি করে সুরু কর্ব্বে। আর, এই প্রয়াসে যদি পূর্ণ সাফল্য নাও হয়, তবু আংশিক সাফল্যেরই ফল-স্বরূপে তোমাদের বংশধারার ভিতরে অভিনব শক্তির খেলা সুরু হ'য়ে যাবে। ক্ষণ-সুখ-জীবী সামান্য মানবেরা সে কথা বুঝতেও পারে না কিম্বা অন্তরে বুঝলেও মুখের ভাষায় টিট্‌কারী ছাড়া আর কিছু দিয়ে তোমাদের অভিনন্দন কর্ব্বে না।

দীক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার

ভক্ত গদ্‌গদ্‌ভাবে বিদায় লইতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে নেয়, সে তা' বুঝতে পারে, বুঝে নিজে নিজেই অবাক্ হ'য়ে যায়। হুজুগের দীক্ষার কথা বলছি না, প্রাণের আবেগে নেওয়া দীক্ষার কথা বলছি। সে অনুভব করে যে, নবজন্ম হ'ল। সে অনুভব করে যে, অতীতের কোটি জন্মের পাপের অবসান হ'ল। সে অনুভব করে যে, যার জন্য সে জন্ম জন্ম ভ্রমণ ক'রে এসেছে, এতদিনে তাকে সে পেল। দীক্ষিতের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মানে বাইরের লোকে কিছুই বুঝতে পারে না। তারা ভাবে, এ সব হচ্ছে এক নম্বরের পাগলামী। কিন্তু যে নিজ অন্তর দিয়ে বুঝেছে, সে তা' নিজের অন্তরের সাক্ষ্যেই সত্য ব'লে মেনে নেবে, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখ্‌বে না।

আলিপুর হইতে প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকায় আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চৌমুহনী আখড়ায় পৌঁছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বক্তৃতা সুরু হইল। বেলা এগারটায় সভাভঙ্গ হইল।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)
১০ পৌষ, ১৩৪১

স্থানীয় এক জমিদারের ম্যানেজারের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়াছেন এবং একটা ব্যাঙ্কের দালানে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এখানে কোনও সভা-সমিতির ব্যবস্থা করা হয় নাই। বেশ নিরিবিলি। অধিকাংশ সময়েই শ্রীশ্রীবাবামণি সঞ্চিত পত্রের জবাবদানে ব্যস্ত আছেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অহমিকার ষড়যন্ত্র

নোয়াখালী জেলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আজ তুমি নিজেকে কতই না নগণ্য মনে করিতেছ। এইরূপ নগণ্য মনে করিবার উপযুক্ত কারণও রহিয়াছে। জীবনে সাধন, ভজন, পূজন কিছুই কর নাই, একথা তুমি জান। কিন্তু এত দিন সাধন-ভজনের পথও কিছু জানিতে না। এখন পথ জানিয়াছ। ইহার পরে আর আলস্য করিবার অধিকার তোমার নাই। সুতীব্র সাধন করিয়া যাও, ক্রমশঃ অন্তরের দৈন্য হ্রাস পাইবে। কিন্তু দৈন্য-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা সাধকদের অন্তরে অহমিকার বিষও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সেই বিষকে সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ করিতে না পারিলে কালে তাহা প্রাণাত্যয় ঘটাইয়া থাকে। জগতে যত সাধক-পুরুষ অকালে কূল হারাইয়াছে, তাহারা সকলেই এভাবে অহমিকার কবলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, জানিবে। গুরুর কৃপায় উচ্চ পদবী লাভ করিয়া শিষ্য কত সময়ে নিজেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে। মূর্খেরা বোঝে না যে, ইহা তাহার অনন্ত নরকের সোজা পথ। খোদার উপরে খোদ্‌কারী করিতে গিয়া অনেক বাঘরাজকে 'পুনর্মূষিকো ভব' বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়। সামান্য সাধন, স্বল্প

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সত্য-নিষ্ঠা, অদূর-দর্শী অহংকার তাহাকে 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছে' পরিণত করে এবং তাহারই ফলে অন্তরের গহন প্রদেশে বিচরণকারী বন্য হস্তীর উৎপাতে তাহার সাজান বাগান শুকাইয়া যায়। সাধন কর, কিন্তু অহঙ্কৃত হইও না। বিশ্বাসভাজন হও, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। তোমাদের নিকটে তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনের কি প্রত্যাশা, তাহা ভুলিয়া যাইও না। আজিকার তৃণ আগামীকল্য বজ্র হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য কিন্তু নিজেকে তৃণ বলিয়া না জানিয়া বজ্র বলিয়া দর্প সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের বজ্রত্ব চলিয়া যাইবে এবং তৃণরূপেও সে নিরাপদ না থাকিয়া দেখিতে না দেখিতে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া সে উড়িয়া যাইবে। নির্ভর যাহাকে বহুদিনে বড় করিয়াছিল, দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার তাহাকে অল্প দিনে দীনাধম করিয়া ছাড়িবে। সুতরাং আজ নগণ্য থাকিয়া নিজেকে যেরূপ নগণ্য মনে করিতেছ, সাধন-প্রভাবে উচ্চ, মহান্, পূজ্য হইয়াও বিনয়ের বলে নিজেকে তদ্রূপ নগণ্যই মনে রাখিতে চেষ্টা করিও। ইহা অমৃতময় শুভফল প্রসব করিবে। আপন বুঝিয়া চলিও, অহঙ্কারের কুবুদ্ধিতে পরিচালিত হইও না। অহমিকার মোসাতি লইয়া বন্ধুরূপে যাহারা আসিয়া তোমার ভিতরের গরম বাড়াইয়া যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তোমার শত্রু ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীবনের পরম প্রিয়তমের প্রতি তোমার

প্রভুর আনুগত্য যাহারা হ্রাস করিবার ষড়যন্ত্র করে, তাহাদের সহিত তোমার যে কোটি জন্মেও কোনও আত্মীয়তা নাই বা হইতে পারে না, এই কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইবার সৎসাহস তোমার থাকা প্রয়োজন। যদি এই ক্ষেত্রে দুর্ব্বল হও, তাহা হইলে নিজের সর্ব্বনাশ তুমি নিজে করিবে। আজ তুমি তরুণ সাধক, কিন্তু তোমার বর্ষবর্ষ-পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া আমি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছি। ইহার প্রতি অবহিত হও।"

ভক্তের বিনয়

বরিশাল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পণ্ডিত হওয়া ভাল কিন্তু নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করা নিদারুণ মূর্খতা। যত বড় পণ্ডিতই তুমি হও, তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত জগতে মিলিবে। পাণ্ডিত্য তোমাকে যে অহমিকা দিয়াছে, তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত তার চাইতে অনেক গুণ অধিক অহমিকা প্রকাশে সমর্থ হইবেন। স্পর্দ্ধা দিয়া স্পর্দ্ধাকে কখনও আটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু নিজে নত হইয়া অপরকে সহজেই নত করিতে পারিবে। এই নীতি ভক্তের পক্ষেই স্বাভাবিক, পণ্ডিতের পক্ষে নহে। ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাস জ্ঞান করেন এবং ভগবানের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভগবানের দাসদিগকে ভক্তি সহকারে বন্দনা করেন। যে আমার প্রভুর দাস, আমি তার দাসের দাস,—এই হইল ভক্তের মনোবৃত্তি, এই হইল ভক্তের মনোভঙ্গী। কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নামে একখানা পাঁচালীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গৌড়দেশের সম্রাট তাঁহাকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়াছিলেন। গুণরাজ খানের এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে আছে,—

'এক ভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত।
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'—

কিন্তু নন্দনন্দন-কৃষ্ণ হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আরাধ্য দেবতা। তাঁহাকেই তিনি একমাত্র আরাধ্য জানিয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাশক্তি প্রভৃতিকে সেই একমাত্র আরাধ্যের সেবায় নিযুক্ত কৃষ্ণ-সেবক-সেবিকা বুদ্ধিতে বন্দনা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহার আর কেহই নাই। তাই মহাপ্রভু গুণরাজ খানের ঐ একটী মাত্র পদের জন্য সমগ্র কুলীনগ্রামবাসীদিগকে নিজের প্রাণের প্রাণ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এক স্থানে আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন,—

'গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাহে এক বাক্য তার আছে প্রেমময়।।

নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণ-নাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁহার বংশের হাত।।'—

অর্থাৎ গুণরাজ খান যে তাঁহার গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়াছেন, ইহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বংশের সকল লোকের কেনা হইয়া রহিয়াছেন। দেখ, ভক্তের প্রাণ কেমন কোমল, ভক্তের চিত্ত কেমন নম্র, ভক্তের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ কত গভীর, কত সুদূরপ্রসারী, কিরূপ বিস্ময়কর। শুধু তাহাই নহে, শ্রীগৌরাঙ্গ আরও বলিতেছেন,—

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর,
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর।'—

অর্থাৎ কুলীন-গ্রামের মালাধর বসুর বংশধরদের হাতে নিজেকে বিকাইয়া দিয়াও মহাপ্রভুর সাধ মিটিতেছে না, তিনি কুলীনগ্রামের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের কাছে নিজেকে বিকাইতে চাহিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, মানবেতর নিকৃষ্ট প্রাণী সমূহের মধ্যে বিষ্ঠাভোজী অস্পৃশ্য কুক্কুরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কেননা, মালাধর বসু গুণরাজ খান কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়াছেন। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের এই দৃষ্টান্ত হইতে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় উপদেশটুকু সংগ্রহ কর। শাস্ত্রজ্ঞানের অন্ধকূপে ডুবিয়া না থাকিয়া শাস্ত্র যাঁহাদের জীবনের মধ্যে রূপ পাইয়াছে, তাঁহাদের সুকোমল বিনম্র মনের ভঙ্গীটির দিকে তাকাও এবং আমার কাছ হইতে উপদেশ না

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লইয়া তাঁহাদের জীবন হইতে উপদেশ সংগ্রহ কর। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থমধ্যে একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—

'এই গ্রন্থ পড়ি' যার ভাল নাহি লাগে।
নিশ্চয় পড়িবে তারে টিকা-পোড়া দাগে।।—

এই জাতীয় উপদেশ যাঁহাদের জীবনে রূপ পাইয়াছে, ভক্তের অবতার সেই সকল ব্যক্তির জীবন হইতে উপদেশ সংগ্রহ না করিয়া, যাঁহারা নিজ জীবন-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'দন্তে তৃণ ধরি' বলি সকলের ঠাঁই।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই।।—

তাঁহাদের বিনম্র জীবন হইতে উপদেশ সংগ্রহ কর। হয়ত তুমি বৈষ্ণব সাধুদের মুখে লক্ষ্মী দেবী এবং তুলসী দেবীর কাহিনী শুনিয়া থাকিবে। বিষ্ণুর বক্ষ বিহারিণী লক্ষ্মী দেবী তুলসী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'হে তুলসী, আমি যদিও ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষে বাস করি, তবু তোমার প্রতি আমার বড়ই ঈর্ষা। কেননা, তুমি তাঁর পাদপদ্মে থাকিয়া অবিরাম তাঁর চরণ-রজঃ আস্বাদন করিতেছ।" তখন তুলসী দেবী বলিলেন,—'হে ভগবতী লক্ষ্মী, তুমি আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী। তাই আমার ঈর্ষা তাহা অপেক্ষাও বেশী হইতেছে। আমি ভগবানের চরণ-রজে গড়াগড়ি যাইয়া ধন্য হইতেছি সত্য, কিন্তু ভগবানের বক্ষে যে ভক্তপ্রবর ভৃগু মুনির পদচিহ্ন রহিয়াছে, তুমি অবিরাম সেই ভক্ত-পদ-চিহ্নের

স্পর্শ পাইতেছ। ভগবানের যে সেবক, সে যে আমাদের কত প্রিয়, তাহা আর কত বলিব?' এই সকল হইতে বুঝিবে যে, ভক্তদিগকে বিনয়-শিক্ষার আদর্শ বলিয়া কেন অভিহিত করিতেছি।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)
১১ই পৌষ, ১৩৪১

কতিপয় ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদর্শনে আসিয়াছেন।

ভক্তি লাভের উপায়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভক্তি লাভের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তের সঙ্গ, ভক্তের উপদেশ, ভক্তের আশীর্ব্বাদ এবং ভক্তের কৃপা।

ভক্ত চিনিবার উপায়

প্রশ্ন হইল,—কে ভক্ত, কে অভক্ত আমরা চিন্‌ব কি ক'রে? অনেক অভক্ত ভক্তের সাজে থাকে, অনেক ব্যাঘ্র যেমন মেষচর্ম্মে অঙ্গ আচ্ছাদন করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—চোরের কাছে গেলে চুরী কর্ত্তে ইচ্ছা হবে, মাতালের কাছে গেলে মদ খেতে ইচ্ছা কর্ব্বে, ভক্তের কাছে গেলে ভক্ত হ'তে ইচ্ছা হবে। এই দিয়েই ভক্ত বা অভক্ত চিন্‌তে হয়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নামকে শুষ্ক বোধ হইলে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—নাম যখন শুষ্ক বোধ হয়, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কর্ত্তব্য হচ্ছে নামের মহিমা-চিন্তন করা। পতিব্রতা পত্নী কেমন করে? স্বামীর রুক্ষ কর্কশ ব্যবহার দেখে প্রাণে শান্তি পায় না, কিন্তু পতি ছাড়া ত' গতিও নেই। তাই সে তখন চিন্তা কর্ত্তে সুরু করে যে, যদিও বাহ্য ব্যবহার রুক্ষ কর্কশ, তবু স্বামীর অন্তরে পত্নীর প্রেম-প্রবাহিনী খরবেগে ব'য়ে যাচ্ছে। এইরূপ চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে পত্নীর মনের বিরাগ ও অরুচি ক'মে যায়, স্বামীর প্রতি মধুময় ভাব দ্রুত ফিরে আসে। সাধকের পক্ষে নামকে স্বামী, প্রভু বা পতি জ্ঞান করা উচিত এবং যখনি নাম কর্ত্তে কর্ত্তে নামকে শুষ্ক রসহীন বিস্বাদ ব'লে মনে হবে, তখনই নামের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে কত রস সঞ্চিত আছে, সে কথা চিন্তা করা উচিত। আরও চিন্তা করা উচিত যে, মুনি, ঋষি, তপস্বীরা যুগে যুগে নাম-সাধন ক'রে কত মধুর আস্বাদন করেছেন, জরা-মরণ ভুলেছেন, নামের অমৃত-রসে স্নান ক'রে নিজেরা অমর হয়েছেন, কোটি কোটি নরনারীকে অমর করেছেন। এভাবে নামের মহিমা, নামের গরিমা, নামের প্রশংসা চিন্তা

জপে জপে আপনার অজ্ঞাতসারে শুষ্ক নাম সরস, রুক্ষ নাম মধুর ব'লে ক্রমশঃ বোধ হবে। তখন প্রাণপণে নামের সেবায় ডুবে যাবে।

নিত্য-পাঠ্য সদ্গ্রন্থ

রংপুর লালমনিরহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতের হাজার হাজার গ্রন্থ হইতে একখানা গ্রন্থ বাছিয়া লও, যাহাকে তোমার নিত্যসঙ্গী করিবে, যাহা হইতে প্রত্যহ প্রাতে দুই পাতা পড়িবে, যাহা হইতে শয়ন-কালে দুই পাতা পড়িয়া নিদ্রায় চক্ষু মুদিবে। বহুগ্রন্থ অধ্যয়নে চিন্তার বহুমুখীনতা বাড়ে, কিন্তু গভীরতা বাড়ে না। একখানা গ্রন্থই শতবার সহস্রবার অধ্যয়নের অভ্যাস হইতে চিন্তার গভীরতা বাড়ে। তুমি যে কথাটিকে কাল পড়িয়া ফেলিয়াছ বলিয়া আজ পুরাতন জ্ঞান করিতেছ, তাহাই তুমি পুনরায় কাল, পরশু ও তরশু ক্রমান্বয়ে পড়িয়া দেখিও, তাহা হইতে নূতন অর্থ, নূতন ভাব, নূতন দ্যোতনা, নূতন ব্যঞ্জনা সংগ্রহ করিতে পারিবে। ভাষা বাহিরে ভাসা-ভাসা যতটুকু অর্থ প্রকাশ করে, তাহার শত গুণ সহস্র গুণ অর্থ নিজের ভিতরে অন্তর্নিহিত করিয়া রাখে। অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং অধিকাংশ মহাপুরুষ-বাণী সম্পর্কে এই কথা যে কত সত্য, তাহা নিজেরা পরীক্ষা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়াই দেখ না। ভাষা শুধু ভাবকে প্রকাশের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, যে ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহার প্রতিও ইঙ্গিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটী শব্দ পুঞ্জীকৃত ভাব-সমষ্টির সমাহার, কিন্তু মননে অনভ্যস্ত মন লইয়া সেই পুঞ্জীকৃত সম্পদের কতটুকুর তুমি খবর লইতে পার? এই জন্যই একই কথার বারংবার অভিনিবেশ নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। এক তোলা সোনার মূল্য বিশ টাকা কি বাইশ টাকা। কিন্তু জারণ-দক্ষ রস-শাস্ত্র-বিদ্ তাহাকে অগ্নিতাপে জারিয়া লইয়া তাহার প্রত্যেকটী রেণুকে পৃথক্ করিয়া আস্বাদনের যোগ্য করেন এবং এক একটী রেণুর রাসায়নিক শক্তির সুপ্রয়োগ করিয়া একটী এক-লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের মানব-জীবন রক্ষা করেন। এক পিণ্ড সোনা কাহারও জীবন রক্ষা করিতে পারে না, মাত্র ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাহার মূল্যবত্তা বিচারিত হয়, কিন্তু এই পিণ্ডটুকুর অংশ-বিশেষের প্রত্যেকটী রেণুকে সক্রিয় করিবার পরে এক একটী রেণুই এক একটী করিয়া জীবন রক্ষা করার উপায়-স্বরূপ হয়। ভাষা বা শব্দ সম্পর্কেও তদ্রূপ জানিবে। একটী বাক্যের ভিতরে যতগুলি ভাব-তরঙ্গ আছে, অভিনিবেশের দ্বারা তাহার ভিতরে তাহার কোটি গুণ অনুতরঙ্গ খুঁজিয়া পাইবে এবং ঐকান্তিকী নিষ্ঠা-সংস্কৃত মননের দ্বারা এক একটী অনুতরঙ্গের ভিতরে শত শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানের

তাহার বুঝিয়া পাইবে। এই জন্যই গ্রন্থ-পাঠেও একনিষ্ঠার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। স্বামীর প্রতি পত্নীর, পত্নীর প্রতি স্বামীর, গুরুর প্রতি শিষ্যের একনিষ্ঠার ন্যায় গ্রন্থের প্রতি একনিষ্ঠাও এই কারণেই পরমহিতপ্রদ। বুঝিয়া বা না বুঝিয়া যে একটীতেই লাগিয়া থাকে, তাহার ভিতরে পরমাশ্চর্য্য জ্ঞান একদা এক আকস্মিক অবসরে অতীব অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রস্ফুটিত হয়।

"কিন্তু তাই বলিয়া বলিতেছি না যে, অপর গ্রন্থ পাঠ করা অন্যায়। পড়িবে, কিন্তু একখানা মহাগ্রন্থই আগে বাছিয়া লও, যাহা তোমার জীবনের অন্ততঃ দশ কি বিশ বৎসরের জন্য প্রাণের প্রাণ বা বক্ষের পঞ্জর-স্বরূপ হইবে। এই দশ কি বিশ বৎসরে এই মহাগ্রন্থের প্রতি শব্দ, প্রতি বাক্য তোমার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত ভাবের সম্পদ খুলিয়া ধরিবে, তাহার পুঁজি লইয়া যে গ্রন্থেরই চিন্তানুশীলন কর, তাহাই তোমার কাছে সাধারণের অনধিগম্য নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সাধারণের অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব-আস্বাদন বহন করিয়া আনিবে।"

চাঁদপুর, (কুমিল্লা)
২০শে পৌষ, ১৩৪১

একতত্ত্বের জিজ্ঞাসা

শ্রীহট্ট যাইবার জন্য জিনিষ-পত্র গুছান হইতেছে। এই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিদারুণ কর্ম্ম-ব্যস্ততার মাঝখানে একটী যুবক আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন সুরু করিয়াছেন। প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির যে অবসর নাই। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে জবাব দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যুবকের আর প্রশ্নের শেষ হইতেছে না।

তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ বাবা, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার জিজ্ঞাস্য জিনিষ কিছুই নেই। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যার ভিতরে সত্য সত্য জাগে, তার বহু বহু প্রশ্ন থাকে না, একটি প্রশ্ন সকল প্রশ্নের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং সেই একটি প্রশ্নের জবাব হ'লেই সকল প্রশ্নের জবাব হ'য়ে যায়। আগে স্থির চিত্তে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার প্রকৃত জিজ্ঞাসা কি। জিজ্ঞাস্যকে বুঝলে, তবে ত' জিজ্ঞাসা সার্থক হবে। যে সব কিছু জানতে চায়, তার কিছুই জানা হয় না। যে একটি তত্ত্বকে জানতে চায়, তার সকল তত্ত্বই জানা হ'য়ে যায়।

২১শে পৌষ, ১৩৪১

চাঁদপুর হইতে ছাড়িয়া মেইল ট্রেণ এমন সময়ে কুলাউড়া পৌঁছিল যে, শ্রীহট্টগামী ট্রেণ তার পূর্ব্বেই ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি কুলাউড়া পল্লীটুকু দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। রহিমপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় এই

ট্রেণেই কুমিল্লা হইতে উঠিয়াছেন। তিনি স্থানীয় কৃষি-অফিসের একখানা বাহিরের ঘর উত্তম-রূপে লেপাইলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী সেখানে রন্ধনে উদ্যত হইলেন।

চাই নির্ভর

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজের একজন প্রতিনিধিও এই ট্রেন-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে এইখানেই প্রসাদ নিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—সত্যই, ভগবান্ যে কোন্ দিন কার অন্ন কোথায় মাপান, তা মানুষ জানে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এই জন্যই আমাদের চাই তাঁর চরণে পরিপূর্ণ নির্ভর। তাঁর হাতে নিজেকে ক্রীড়নকের মত জেনে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে এবং তাঁরই ইচ্ছার ইঙ্গিতে উঠ্‌তে, বস্‌তে, চল্‌তে, বল্‌তে, কর্‌তে এবং মর্‌তে হবে, তাঁর দেওয়া বায়ু নিঃশ্বসন ক'রে যে জীবন রক্ষিত হচ্ছে, তাঁর দেওয়া জলপানে, অন্নগ্রহণে যে জীবন প্রতিপালিত হচ্ছে, তা' সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অভিপ্রেত কর্ম্মে নিয়োজিত করতে হবে। তাঁকে জীবনের একমাত্র প্রভু, একমাত্র নিয়ন্তা, একমাত্র কর্ণধার জেনে নিজেকে তাঁর ইচ্ছার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হাতে একেবারে নিঃসঙ্কোচে ছেড়ে দিতে হবে। এতেই আমাদের জীবন-লাভের পূর্ণ সার্থকতা।

নির্ভরই কুশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা দুনিয়ার সহস্র ষড়যন্ত্রকে কত ভয় পাই, মানুষের অকৃতজ্ঞ আচরণে কত দুঃখ বোধ করি, মানবের ভিতরের দানব যখন পাশব শক্তির সমাবেশে গুরুকে লঘু, পূজ্যকে অনার্য্য জ্ঞানে অসম্মান করে, তখন কত কাতর হই। কিন্তু নির্ভরশীল লাঞ্ছিত প্রকৃত প্রস্তাবে মহাশক্তির ক্রোড়ে শায়িত নিশ্চিন্ত শিশুর মত নির্ব্বিকার থাকে। প্রাকৃতিক বা অলৌকিক এমন কোনও শক্তি নেই, যা' সেই নির্ভরশীলের কুশলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ঈশ্বরে পরম নির্ভর জীবনের চরম কুশল। নির্ভরশীলই জগতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীহট্ট পৌঁছিলেন এবং এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মার বাংলোতে উঠিলেন।

শ্রীহট্ট
২২শে পৌষ, ১৩৪১

সহরের প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে কলেজের

ভাইস-প্রিন্সিপাল, ইনকামট্যাক্স অফিসার, অবসরপ্রাপ্ত ই-এ-সি (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতি আছেন।

লক্ষ্য কি

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজী, আপনাদের মিশন বা চরম লক্ষ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কার্য্য-সম্পাদনের যোগ্য ক'রে তোলার সাধনাই আমাদের মিশন বা লক্ষ্য।

লক্ষ্য লাভের উপায়

প্রশ্ন।—তার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অবিরাম ভগবৎ-চরণে আত্ম-সমর্পণের চেষ্টা।

আত্মসমর্পণ কি করিলে আসে

প্রশ্ন।—আত্ম-সমর্পণ কি ক'রে আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণই যে চরম গতি, এ ছাড়া যে পন্থা নেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণই যে একদা করতে হবে, এই কথা অবিরাম স্মরণ করতে হয়। এতে ক্রমশঃ আত্ম-সমর্পণ এসে যায়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীহট্ট
২৩শে পৌষ, ১৩৪১

বহু পত্র লেখা উপদেশ গ্রহণে নিষ্ঠা

ঢাকা-লক্ষ্মীবাজার-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাচালতা যেমন দোষের, বহু পত্র লেখাও তেমন দোষের। অকারণে পত্র লিখিয়া তুমি কেবল তোমার সময়ই নষ্ট কর না, যাহার নিকটে পত্রখানা লিখ, তারও মূল্যবান্ সময়ের উপরে হস্তক্ষেপ কর। এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিও। আবার, বহু জনের কাছে পত্র লেখার অভ্যাসও খুব ভাল নহে। ইহাকে এক-প্রকারের বাক্-বিলাসিতা বলিয়া আমি মনে করি। জীবন-গঠনের জন্য উপদেশ যদি প্রয়োজন হয়, তবে তুমি তাহা প্রধানতঃ তোমার গুরুদেবের নিকটেই পাইতে পার। তুমি পৃথিবী জুড়িয়া নানা মহাপুরুষের সঙ্গে পত্রালাপ সুরু করিয়াছ। উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ। কিন্তু একজনের প্রদত্ত উপদেশ অপরের প্রদত্ত উপদেশের বিরোধী হইলে তখন আবার মীমাংসার জন্য কাহার কাছে যাইবে? রোগ হইলে চিকিৎসক সাধারণতঃ এক জনই নিয়োগ করিতে হয়, দলে দলে বৈদ্য আনিয়া জুটাইলে চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটে। তোমার

গুরুদেব তোমাকে যে উপদেশসমূহ দিয়াছেন ও দিতেছেন, একটা জন্ম সেই উপদেশই নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া দেখ। আমার কাছ হইতে অবশ্য উপদেশ যখন চাহিতেছ, তাহা আমি অকৃপণ হস্তেই বিতরণ করিব কিন্তু আমি চিকিৎসা-বিভ্রাটের আশঙ্কা করিতেছি। উপদেশাদি গ্রহণেও একনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে। একনিষ্ঠ ব্যক্তি গমন-পথে চিরকালই অপর অপেক্ষা অধিক দ্রুতধাবনশীল হয়। যার দৃষ্টি চারিদিকে, সে তত দ্রুত চলিতে পারে না। একনিষ্ঠা নষ্ট হইলে জীবন-গঠনে বিঘ্ন হইবে। একনিষ্ঠাকে নষ্ট হইতে দিও না। আমি সকল গুরুর শিষ্যকে নিজ পথে থাকিয়া বেগে চলিবার উৎসাহ দেই, কিন্তু জগতে সকলেই এরূপ নহেন। কেহ কেহ সুকৌশলে বা নিজের অজ্ঞাতে তোমার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন। তাহা খুব বিচিত্র বলিয়া মনে করিও না। অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যে আমি তোমার বিভিন্ন-বিষয়ক এতগুলি পত্র পাইয়াছি যে, আমার মনে হইতেছে তোমার এক্ষণে সকলের কাছে উপদেশের জন্য পত্র লিখিবার অভ্যাস পরিহার করিয়া তোমার প্রকৃত হিতৈষীদের কাছ হইতে উত্তররূপে যে সকল মূল্যবান্ উপদেশ এ যাবৎ পাইয়াছ, সেইগুলিকেই নিজের জীবনের আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার কথায় রাগ করিও না, বিরক্ত হইও না, ক্ষুব্ধ হইও না। আমি তোমার,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার এবং জগতের হিতের প্রতি তাকাইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছি, জানিও।

উপদেশের স্বরূপ

"উপদেশ জিনিষটা কি জান? প্রাণের গভীর স্নেহ হইতে সমুত্থিত ইহা সোহাগ। অন্তঃস্পর্শ স্নেহবুদ্ধি এবং শুভচিন্তন হইতে ইহার উদ্ভব। সকলেই এজন্য সকলকে উপদেশ দিতে সমর্থ হয় না। যেখানে গ্রহীতার প্রাণে একনিষ্ঠ আগ্রহ এবং যেখানে দাতার প্রাণে অকপট স্নেহবুদ্ধি, উপদেশ সেই স্থানেই নিজের স্বরূপে অবতীর্ণ হয়। যে একনিষ্ঠ এবং আগ্রহী, প্রকৃত স্নেহ তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। ভদ্রতার খাতিরে লোক-দেখান স্নেহ কতজনই কত জনকে দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কাহারও উপদেশ দানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না। লোক-দেখান আনুগত্যও কত জন কত জনকে দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহারই দরুণ কেহ উপদেশ পাইবার যোগ্য হয় না। বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন কত সুমধুর উপদেশ কম্বুকণ্ঠে বিতরণ করিয়া যাইতেছি। অথবা, বিতরণ বলিলে ভুল বলা হয়, বর্ষণ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই সকল উপদেশ পাইবার অধিকারী ব্যক্তি ঐ বিশাল জনতার মধ্যে কয় জন লোক রহিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য। বিনা দ্বিধায়

যে আমার বাক্য পালন করিবে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া ত' আমার বাক্য-শক্তির অপব্যবহার করা। আর পরিপূর্ণ নির্ভর নিয়া যে বাক্য প্রতিপালন করিবে না, তাহার পক্ষে উপদেশ চাহিতে আসাও ত' এক মস্ত বড় বিড়ম্বনা। উপদেশ নেওয়া ও দেওয়া এ দেশে অবিরাম চলিতেছে কিন্তু পালন করা ও পালন করান হইতেছে কৈ? উপদেষ্টার অভাব কোথায়? কিন্তু সবই ত' বন্ধ্যাতে গর্ভাধানের ন্যায়, শিলাতে বীজবপনের ন্যায়, ইস্পাতে হল-কর্ষণের ন্যায়, আকাশে ভিত্তিস্থাপনের ন্যায়, নদীস্রোতে বৃক্ষ-রোপণের ন্যায় নিষ্ফলই হইতেছে। একথা ভাবিয়া দেখ এবং বুঝিয়া দেখ। তারপরে উপদেশ পাইবার জন্য পাগল হইও।"

অর্থ ও পরমার্থ

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের চিরন্তনী শিক্ষাই হচ্ছে,—'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।—অর্থাৎ অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থের মূল ব'লে গণনা কর।' বাল্য এবং বার্দ্ধক্যে এই চিন্তাই প্রত্যেকের প্রবল থাকা উচিত। বাল্যেই অর্থ-লিপ্সুতা জন্মালে তার ফলে অনেকে একেবারে অর্থ-পিশাচ হ'য়ে যায়। বার্দ্ধক্যেও অর্থলিপ্সা থাক্‌লে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের মনে ইষ্টচিন্তা আসে না, বৃথা কতকগুলি বাজে চিন্তায় জড়িয়ে আসল কথাটিকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কষ্টরোধ ক'রে মারা হয়। বিদ্যার্জ্জন-কালে অর্থ-চিন্তা বর্জ্জন করা উচিত, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের পরিপক্কাবস্থায় বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থকরী চিন্তা করা প্রয়োজন। গৃহস্থী-সংসারী ক'রে যাদের বিনাতিপাত করতে হবে, তারা পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হবে, এ কল্পনা উন্মত্তের যোগ্য। আর, গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন কর্ব্ব না ব'লেই আমি জলৌকার ন্যায় সমাজের রক্ত-শোষণ কর্ব্ব, এ আদর্শও এই যুগে অশ্রদ্ধেয়। আমি যতি বা ব্রহ্মচারী ব'লে তোমাদের হয়ত আধ্যাত্মিক উপকার বেশী করতে পারি, অন্ততঃ তোমরা সেইরূপই মনে ক'রে থাক; কিন্তু তার জন্য আমি আমার দুমুঠো অন্নের ভার তোমাদের উপরে দিয়ে রাখ্‌ব, এটা এই যুগের হিসাবে সুবিচার হবে না। দেশের সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ, লক্ষ লক্ষ লোক এক বেলা খেয়ে থাকে, হাজার হাজার লোক তিলে তিলে অনাহারজনিত ক্ষয়ে শুষ্ক হ'য়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, রাজা উদাসীন, ধনী নির্ম্মম, প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত,—এই অবস্থাতে আমার জন্য আবশ্যকীয় একটী কণা অন্ন যদি আমি নিজের শ্রমে অর্জ্জন করি, তবে, আমাকে প্রদেয় অন্নকণা তুমি অপর এক বুভুক্ষুকে দিতে পার। এই কারণেই প্রত্যেক ত্যাগীর বা যোগীর বা ত্যাগ-পথারোহীর নিষ্কাম চিত্তে নিজের অন্ন সদ্ভাবে অর্জ্জন করা উচিত। তারপরেও যদি লোকে ত্যাগীকে অন্ন দেয়, তবে সেই অন্ন তিনি অন্য

বুভুক্ষুকে দান ক'রে চিত্তপ্রসাদ ও লোকহিত এই দুইটাকেই একসঙ্গে লাভ কর্ত্তে পারেন। ধনীর দুয়ারে চাঁদার খাতা নিয়ে ধর্ণা দিতে পারবে, তাতে দোষ নেই, কিন্তু নিজের আশ্রম-কুটীরে ব'সে চরকা কেটে, তাঁত চালিয়ে, চিত্র এঁকে, বই লিখে যদি পয়সা রুজি কর, আর সেই পয়সাগুলিই দেবসেবায়, অতিথিসেবায়, আর্ত্তত্রাণে, ভক্তি-প্রচারে, জ্ঞানের প্রসারে ব্যয় কর, তবে তাতেই দোষ হয়ে যাবে,—এরূপ সর্ব্বনেশে যুক্তি আমি বুঝি না। অর্থ ছাড়া ত' পরমার্থ-সেবীদের চলে না, কিন্তু গৃহস্থেরা জাল-জুয়াচুরী ক'রে সেই অর্থ অর্জ্জন ক'রে এনে মঠে পৌঁছে দিলে তা' গ্রহণীয় হবে, আর মঠের সাধুরা মঠের মাঠে কোদাল মেরে ধন উৎপাদন ক'রে নিলে সেই অর্থ ইহমুখতা হবে,—এরূপ যুক্তি আমি বুঝি না। ছা-পোষা গৃহস্থদের শত অভাব, সহস্র অনটন, তাই তারা বাধ্য হ'য়ে অনেক সময়ে অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ দিয়ে পকেট পূর্ণ ক'রে থাকে। মঠ বা আশ্রমের সাধুদের শীত-গ্রীষ্মের বোধ কম, শিষ্টাচারের দায় কম, লৌকিকতার জঞ্জাল একরূপ নেই, বসন-বিলাস অতি অল্প, যা-কিছু দায় শুধু দুবেলার দুমুঠো অন্ন বা দুই টুকরা চাপাটির,—সুতরাং এই ছোটো প্রয়োজন মিটাবার জন্য ধর্ম্মসঙ্গত উপার্জ্জন কেন অবৈধ হবে, তার যুক্তি আমি বুঝি না। অবশ্য, সে যুক্তি আমার বোধগম্য হ'ত, যদি স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করতাম,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যে ভারতের মানুষ অভাব কাকে বলে জানত না, কিছু দিন পরে পরেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ বা ব্রতাদি পালন ক'রে সম্পন্ন ব্যক্তিরা, শ্রেষ্ঠীরা, রাজারা নিজেদের সর্ব্বস্ব সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিয়ে নিজেরা একেবারে নিঃস্ব সেজে বনে যেতেন শেষ জীবনের চরম তপস্যা সাধন কর্ত্তে এবং এ ভাবেই এক প্রকারের ধন-বণ্টন-কার্য্য নিয়মিত ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চ'লে আসত। আজ একদিকে বিদেশীদের শোষণে দেশের অন্ন, অর্থ, ধাতু, সম্পদ, শস্য, তৈজস সব চলে যাচ্ছে বিদেশে, অন্যদিকে একদল অর্থগৃধ্নু, পিশাচ সমগ্র সমাজকে বঞ্চিত ক'রে সাধারণ গৃহস্থকে কারখানার কুলীতে পরিণত ক'রে, শত শত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে ভিক্ষাপাত্র হাতে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বের ক'রে দিয়ে নিজেরা যক্ষের মত স্বর্ণস্তূপ আগ্‌লাচ্ছে। এই সময়ে তুমি সাধু হও, সন্ন্যাসী হও আর মহাপুরুষ হও, তোমার অন্নের জন্য যদি একটী গৃহস্থেরও উদ্বেগ বর্দ্ধিত কর, অন্যে যাই বলুন, আমি বলব, সমাজের বিরুদ্ধে তুমি অন্যায়ের অনুষ্ঠান করছ। পরমার্থকে লাভ কর্ব্বে ব'লেই তুমি অর্থকে ঘৃণা কর্ত্তে অধিকারী নও। আর, ঘৃণা যদি কর, তবে অপরে অর্জ্জন ক'রে এনে দিলে তাই বা গ্রহণ কর কোন্ যুক্তিতে? অর্থের লিপ্সা মনকে স্থূল করে, নিত্য বস্তু থেকে মনকে বিযুক্ত করে, তাই অর্থলিপ্সা দোষের, কিন্তু নিষ্কামচিত্তে জীবন-ধারণোপযোগী

অর্থ যদি সদ্‌ভাবে অর্জ্জন কর, তবে তাতে তোমার পরমার্থ সাধনের কোনও ব্যাঘাত হ'তে পারে না। যতদিন ভারত স্বাধীন না হচ্ছে, যতদিন ভারতবাসীর মুখের গ্রাস ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের বাহিরে যাবার পূর্ণ প্রতিবিধান এই দেশেরই শাসন-সভ্য কত্তে সমর্থ না হচ্ছে, যতদিন দেশের অতি-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট পরিবার সমূহের অন্নকষ্ট দেশের সুশাসনের গুণে আপনা-আপনি অন্তর্হিত না হচ্ছে, ততদিন প্রত্যেক সাধক, প্রত্যেক তপস্বী, যদি এই নিয়মটী করেন যে, সমগ্র দিবসের দুই-চার ঘন্টা সময় নিজের অন্নটুকু নিজে অর্জ্জনে ব্যয় কর্বেন, তাহ'লে হয়ত অতি নিকট ভবিষ্যতে এমন দিন ফিরে আস্‌তে পারে, যেদিন কুলপতি বাল্মীকি, কুলপতি বশিষ্ঠ, কুলপতি অগস্ত্য গৃহস্থের বা রাজার স্বেচ্ছাদত্ত ভূরিপরিমাণ অন্নে "শিষ্যাণাং দশ সাহস্রী" অর্থাৎ দশ সহস্র ছাত্রকে নিশ্চিন্তে যোগব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ কচ্ছেন। অর্থকে বাদ দিয়ে পরমার্থের চিন্তা এই পরপদানত নাগপাশ-বদ্ধ ভারতে এক মহাবিপত্তির কারণ হয়েছে।

কলেজ-হোষ্টেলের বক্তৃতা

দ্বিপ্রহরে বেলা দুই ঘটিকার সময়ে মুরারিচাদ-কলেজের হোষ্টেলে ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একটী বক্তৃতা দান করিলেন। এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুর্গেশ্বর শর্ম্মা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। বক্তৃতার বিষয়,—"জ্ঞানের আলো।"

শ্রোতারা সকলেই কৃতবিদ্য ছাত্র এবং বহু অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা সনাতনী ধরণে না হইয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিক্‌পালগণের নানা রচনার ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। একজন অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর মুখ হইতে জনসন, আরভিং, কোলরিজ, কার্লাইল, গ্রোশেফুকল্ড, রাস্‌কিন, টাকারম্যান, আর্নল্ড, থোরোটনী, জিমারম্যান, জেরেমি টেইলার, সীড্‌নে স্মিথ প্রভৃতি বহু বহু সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনা-সমূহের উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যায় বক্তৃতা-গৃহে যেন বিদ্যুতের চপল-খেলা চলিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় এত বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার অনুলেখন রক্ষিত হইয়াও উই পোকার উদরে চলিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের আলো

বক্তৃতার শেষ অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্ঞান তোমার সহজাত সম্পত্তি। জ্ঞানের আলোক তোমার জীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে, এটাই স্বাভাবিক। তুমি চিরকাল অন্ধতমসাবৃত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে, এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর অনুক্ষণ তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছেন। সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হও। প্রাণ

খুলে, মন খুলে বল, 'হে ভগবান্, তোমার অমৃতময়ী আহ্বানবাণীর আমি অমর্য্যাদা কর্ব্ব না, চতুর্দ্দিকের সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ঘন-তমসার প্রগাঢ় ব্যূহ আমি অন্তরের বিশ্বাসের শক্তি দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে তোমার পানে ছুটে আস্ব, আহত হ'লে কাঁদব না, পদতলে কণ্টক-বিদ্ধ হ'লে থাম্ব না, আমার কাঁটা তুলে দিতে হয়, খুলে দিতে হয়, তুমি তুলে দিও, তুমি খুলে দিও, আমি তোমার ডাক শুনে সর্ব্ব চিন্তা পরিহার ক'রে তোমাকে লক্ষ্য ক'রেই অগ্রসর হব।' দেখ্বে, এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে সকল অন্ধকার বিদূরিত হ'য়ে গিয়েছে, জ্ঞানের আলোতে তোমার মনের, প্রাণের, হৃদয়ের আঙ্গিনা ঝলমল্ কচ্ছে।

শ্রীহট্ট

২৪শে পৌষ, ১৩৪১

কর্ম্মের ফল

অদ্য অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—স্বামীজী, আপনি আর্নল্ডের Light (আলো) কথাটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি আলোচনা?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুর্গেশ্বর বাবু।—আপনার বিরুদ্ধে কিছু নয়, তবে আপনি নূতন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইংরিজির পণ্ডিতেরা খুব impressed (মুগ্ধ) হয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মুগ্ধ হওয়ারই কথা। কেননা, আমি যে না-প'ড়ে পণ্ডিত। ভুল বল্লেও আমার রেহাই, ঠিক্ বল্লে ত' কথাই নেই।

দুর্গেশ্বর বাবু বলিলেন,—কলেজের ছেলেরা আপনাকে কলেজ-ইউনিয়নে বক্তৃতা দেবার জন্য ধরেছে। এ হচ্ছে আপনার কাল্কের বক্তৃতার ফল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কর্ম্ম কর্লেই তার ফল ভুগ্তে হয় যে।

দুর্গেশ্বর বাবু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই যে আমার ছেলেটা দুরারোগ্য অসুখে ভুগ্ছে, এও কি আমার কর্ম্মের ফল?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মেরই ফল। কিন্তু অকপটে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ কর্লে কর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়ে যায়। একান্ত শরণাগতকে ভগবান্ সর্ব্বপাশমুক্ত ক'রে নিজের স্নেহের কোলে প্রেমভরে তুলে নেন।

শরণাগতি লাভের উপায়

দুর্গেশ্বর বাবু প্রশ্ন করিলেন,—শরণাগত হইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয়

ব'লে জানা এবং তার পরে তাঁকে একমাত্র আশ্রয় ব'লে মানা। শরণাগত হবার এই হচ্ছে উপায়। তিনি ছাড়া যে আর কেহ আশ্রয়দাতা আছে, এ কথা যতক্ষণ স্বীকার কর্ব্বে, ততক্ষণ প্রকৃত শরণাগতি আসবে না। আর যতক্ষণ নিজের বিদ্যা, নিজের বুদ্ধি, নিজের পুরুষকার, নিজের প্রতিভা এ সবের উপরে আস্থা থাকে, ততক্ষণ শরণাগতি আসে না।

পুরুষকার ও শরণাগতি

প্রশ্ন।—আপনি না পুরুষকারের প্রচারক ও কর্ম্মযোগের আদর্শ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে বড় হবার পথ পুরুষকার, আর বৃহত্তম ব্রহ্মাণ্ডের বৃহত্তমপ্রসারিণী দৃষ্টিতে সার্থক হবার পথ শরণাগতি। আত্মচেতনাহীন অবোধের আত্মসন্বিৎ ফিরে পাবার জন্য চাই পুরুষকারে জ্বলন্ত বিশ্বাস, আর আত্মার অস্তিত্বকে সার্থক করার জন্য চাই নিজ পুরুষকারকে তাঁর অভিপ্রায়ের চরণে বিনা সর্ত্তে সমর্পণ ক'রে দিয়ে সম্যক্ শরণাপন্ন হওয়া। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে মানুষের যে জগৎ, সে জগতে পুরুষকারকে অবহেলা করা অতীব বিপজ্জনক, কেন না এক জন আলস্য আশ্রয় কর্‌লে অপর দশজন উদ্যমী পুরুষ নিজেদের বাহু-শৌর্য্যের প্রভাবে তার অন্ন কেড়ে নিয়ে যাবে। এইরূপ এক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নির্ম্মম পৃথিবীতে "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"... "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং" ... "কুরু পৌরুষম্,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আত্মশক্তা"ই হবে উপদেশ। কিন্তু এই বাহ্য জগতের বাহ্য সুখ-শান্তি, বাহ্য তৃপ্তি ও আস্বাদনের উপরেও আভ্যন্তর জগতের এক মোহন পরিতৃপ্তির আবেদন প্রত্যেকটী জীবকে আকর্ষণ কচ্ছে। সেই আবেদনের দাবী ঠেকান যায় না। একদিন না একদিন সেই দাবী জগতের প্রত্যেকটী জীবকে পূরণ করতে হবে। সেই দাবী আত্মসমর্পণের। নিজেকে নিঃশেষে ভগবচ্চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে প্রাণের ক্ষুধা, হৃদয়ের পিপাসা, অন্তরের লালসা ও চিত্তের সোহাগ-লোলুপতাকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি দানের হচ্ছে সেই দাবী। নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে সেই দাবীর পূরণ হয়। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ",—এই মহাবাণী তারই আহ্বান-মন্ত্র।

সান্ধ্য উপাসনার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি নানা স্থানে অনেকগুলি পত্র লিখিলেন। কয়েকখানার অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল।

দাতা ও কর্ম্মীর মধ্যে সংযোগ-সাধন

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত গলগোনা-নিবাসী জনৈক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অফুরন্ত সমস্যা তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটার সমাধান করিবার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের,—

একথা মনে রাখিতে হইবে। রাজা আসিয়া তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন, এত অবসর বিংশ শতাব্দীর কোনও রাজার নাই। অতীত কালেও এইরূপ অবসর অতি অল্প রাজারই থাকিত। প্রজার হিতের উদ্দেশ্যেই যাঁহারা রাজ-সিংহাসনে বসিতেন, মোসাহেবের দল তাঁহাদেরও মস্তিষ্ক দন্ত-দন্ত-মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাবে চর্ব্বণ করিয়া ফেলিত। ফলে যাঁহাদের ভিতরে ব্যক্তিগত সুখের তৃষ্ণা বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের লিপ্সা খুব প্রবল থাকিত না, তাঁহাদের দ্বারাও সমাজের সীমাবদ্ধ সেবাই হইত, ব্যাপক সেবা কিছুই হইতে পারিত না। দুইজন আর দশ জন প্রার্থীকে দানই একটা জাতির আমূল কুশল সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কয়েকটী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান হইল, আর দানের ফল সেই খানেই গিয়া সমাপ্ত হইল,—ইহাই দাঁড়াইত চরম এবং পরম প্রাপ্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সে ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, দান করিতে প্রবুদ্ধ করা তোমাদের এক মহৎ কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই দানের ফল সমগ্র সমাজের স্তরে স্তরে পৌঁছা প্রয়োজন। কত কত মহৎ প্রতিষ্ঠান দেশে স্থাপিত হইতেছে, আর জনসাধারণের দানবুদ্ধির অভাব বশতঃ নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইবার বহু পূর্ব্বেই জলবুদ্বুদের মতন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। এমন কথা বলা চলে না যে, ইহাদের সবগুলিই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপদার্থ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বা পরিচালিত হইতেছিল। প্রতিভা যে কখনও মাঠে মারা যায় না, একথা আমি তোমাদের শতবার শুনাইয়াছি। একনিষ্ঠার যে জয় অবশ্যম্ভাবী, এ-কথাও কতবার কহিয়াছি। কিন্তু পল্লীতে নগরে নানা প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়-বিলয়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে করিতে আরও একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এ দেশের জনসাধারণের দানবুদ্ধি না থাকিলেও কোন্ দান সমাজের সর্ব্বস্তরে গিয়া পৌঁছিবে, সেই বিষয়ে বিচার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বড়ই অভাব। পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান রোদনপরায়ণ ভিক্ষুককে যে অর্থ দান করা হইল, আমি তাহার প্রতিবাদী হইতে চাহি না। কিন্তু একটী ব্যক্তিকে দানের ভিতর দিয়া শত ব্যক্তির অভাব-পূরণ কি ভাবে হইতে পারে, একদিনের দানের ভিতর দিয়া শত দিনের দানের দাবী মিটান কি ভাবে সম্ভব, এই বিষয়ে চিন্তা করিবার রুচি এ দেশের দাতার নাই। ফলে, সুযোগ্য দানের পাত্র অবহেলিত হয়, দান-সংগ্রহে পটু চলিয়াৎ থোল্‌না ভরিয়া অর্থ লইয়া যায়। এ দেশে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান গজাইয়াছে, যাহারা দান-সংগ্রহের জন্যই সমাজের সেবা করে এবং দান-সংগ্রহের কৌশল আবিষ্কারেই প্রতিভা ও শ্রমের মুখ্য অংশকে প্রয়োগ করে। ইহার আমি প্রতিবাদ না করিয়া পারিব না। কেননা, দানের ফল এই সকল ক্ষেত্রে

সুদূর-প্রসারী হয় না, হইতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠান দুই দিন আগে বলিত, মুসলমানকে কিছুতেই হিন্দু করা চলে না, সেই প্রতিষ্ঠানই যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় একটু রদ বদল সত্ত্বেও দুই দিন পরে মুসলমানকে হিন্দু করিবার জন্যই দলে দলে কর্ম্মীদের গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ যাঁহারা সংপ্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেন, তাঁহাদের মানসিক ভাব ও রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত প্রতিষ্ঠানের এই পরিবর্ত্তনের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা। আজ একজন দেশবন্দিত নেতার দুর্লভ গুণাবলিকে দোষ বলিয়া প্রমাণিত করতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি দিয়া কাল আবার পত্রিকা বেচিবার সুযোগ গ্রহণের জন্য তাঁহারই দোষগুলিকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, টিপ্পনী ও সমালোচনা প্রকাশ করিতে পত্রিকা-সম্পাদকদিগকে যেমন অনেক সময়ে দেখা যায়, ইহাও অনেকটা তদ্রূপ। দানের প্রবৃত্তি ত্যাগেরই প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে ইন্ধন দিয়া জ্বালাইয়া তোলা সমাজের প্রতি এক মহতী সেবা। যাঁহারা নিজেদের কার্য্য বা চিন্তা দ্বারা জন-সমাজের মনে এই প্রবৃত্তিকে জাগরিত করেন, তাঁহারা সমাজের অকৃত্রিম সেবক, তাঁহাদের নিকটে সমাজ প্রকৃতই ঋণী। কিন্তু কোন্ দান, কি ভাবের দান, কোন্ সময়ের দান যে সমাজের সর্ব্বস্তরে গিয়া পৌঁছিবে, একথা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বুঝাইবার লোকের আজ অত্যন্ত অভাব। রাজা, রাজনৈতিক ধনিকুল বা রাজভৃত্যদের নিকট এই অভাবের পূরণ প্রত্যাশা করিও না। এ বুঝ পল্লীতে নগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমাদিগকেই বুঝাইতে হইবে। উপযুক্ত স্থানে নিজেদের দান না পৌঁছাইয়া দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ দাতারা যে প্রকৃত সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কি ঘোর অবিচার করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার দায়িত্ব তোমার নিজের। এ দেশে অর্থাভাবে জগদীশ বসুর আবিষ্কার ব্যর্থ হয়, এ দেশে অর্থাভাবে রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন দুদিন পরে পরে কাঙ্গাল হয়, কিন্তু দাতারও অভাব নাই, দান গ্রহীতারও অভাব নাই। কেহ অযোগ্যকে দান করিয়া দানশীলতার খ্যাতি কুড়াইতেছে, কেহ যোগ্যকে অবহেলা করিয়া নিজেকে একজন তেজস্বী ব্যক্তি বলিয়া তারিফ লইতেছে,—দেশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দাতাদের ভিতরে ইহাই সাধারণ ইতিবৃত্ত। তোমরা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন কর। আমার হাতের কর্ম্মীরা কোনও দাতার দানের ভরসা রাখে না। কিন্তু আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শত শত কর্ম্মী রহিয়াছেন, যাঁহাদের নিকটে সময় মত দান গিয়া পৌঁছিলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্ব্ব-স্তরে কুশল পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। চতুর্দ্দিকের সবগুলি প্রতিষ্ঠান দেখ, চতুর্দ্দিকে একক বা সঙ্ঘবদ্ধ সবগুলি সমাজ-কর্ম্মীর খোঁজ-খবর লও এবং কাহার নিকটে দান পৌঁছিলে সমাজ প্রকৃতই

লাভবান্ হইবে, তাহা বিচক্ষণতার সহিত প্রণিধান করিয়া দাতৃত্ব-গুণে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃহৎ মহৎ অন্তঃকরণগুলিকে সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট কর। নিজে একটা প্রতিষ্ঠান না চালাইলে সমাজের সেবা করা যায় না, ইহা ঠিক্ নহে। নিজের পকেট হইতে দান না করিলে সমাজের সেবা করা যায় না, ইহাও ঠিক্ নহে। বরং আমিত্বের লড়াই বাঁধাইয়া দিয়াই লোকে সমাজের সেবাকে পণ্ড করে। সেবক-কর্ম্মী যদি না হও, বদান্য দাতা যদি না হও, তথাপি তুমি সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক হইতে পার, যদি প্রকৃত কর্ম্মীদের সহিত প্রকৃত দাতাদের সংযোগটুকু মাত্র ঘটাইয়া দিতে পার। বিবাহ-ব্যাপারে ঘটকের আবশ্যকতা আছে। ঘটকালি কার্য্যটা নিন্দনীয় নহে, যদি তাহার ভিতরে নিজের কোনও স্বার্থের ফিকির না থাকে। ইংরেজ রাজা আসিয়া তাঁহার ভারতীয় প্রজার হিতের জন্য বুক চিরিয়া রক্ত দিবেন, ইহা অসম্ভব না হইলেও, স্বাভাবিক নহে। এই ভরসায় বসিয়া থাকিয়া তোমরা সময় খোয়াইতে পার না। তোমাদের মধ্যেই কে কোথায় আছেন হৃদয়বান্ দাতা, আর তোমাদের মধ্যেই কে কোথায় আছেন কুণ্ঠাহীন কর্ম্মী, তাহা অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানের দ্বারা বাহির কর এবং একের সঙ্গে অপরের সংযোগ-সাধন কর। এ কার্য্য খুব তুচ্ছ কাজ নহে। সবাই দাতা হইতে পারে না, সবাই কর্ম্মীও হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উদার দাতার মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের পবিত্র কার্য্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিবেশের দাবী অগ্রাহ্য না করিয়াই যথেষ্ট পরিমাণে সম্পাদন করিতে পারে।"

জ্ঞান-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

কলিকাতা টাংরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জ্ঞানকে প্রসারিত করার অপেক্ষা বড় কাজ কিছু নাই। প্রকৃত জ্ঞানের প্রসার ত্যাগশক্তির উন্মেষ করে বলিয়াই ইহাকে শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। কে কত ভোগ করিতে শিখিল বা ভোগ করিতে পারিল, তাহার দ্বারা সভ্যতার উচ্চতা নির্দ্ধারিত হইবে না, যদিও ভোগের সর্ব্ববিধ উপকরণ হইতে অপর জাতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত জাতিকেও সভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করা নিতান্তই অসঙ্গত। তোমরা কতখানি ত্যাগ করিতে পারিয়াছ বা শিখিয়াছ, তোমরা তোমাদের জাতিভুক্ত নরনারীগুলিকে পরস্পরের জন্য বা বিশ্ববাসীর জন্য কতখানি ত্যাগ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছ বা করিতেছ, সভ্যতার মানদণ্ড বড় বা ছোট হইবে তাহার উপরে। অজ্ঞানের ত্যাগ-বুদ্ধি আসে না, অজ্ঞানের ত্যাগের স্ফুরণ নিতান্তই অসংস্কৃত ও নগণ্য অবস্থায়ই থাকে। এই কারণেই জ্ঞানের প্রসার সাধন তোমাদের মহত্তম কর্ত্তব্য।

সান্নিধ্যের শক্তি ও সাহিত্যের শক্তি

"কিন্তু একটী ব্যক্তি নিজের সান্নিধ্য ও দৃষ্টান্তের শক্তিতে অপরের ভিতরে যে জ্ঞান বা ত্যাগশক্তির প্রসার করিতে সমর্থ হন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সাফল্যের আশা করিতে পারেন। দৃষ্টান্তের শক্তি বা সান্নিধ্যের প্রভাব গভীরতর হয়, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু এক-স্থানিক গভীরতার সহিত সর্ব্বস্থানিক ব্যাপকতার সংযোগ ঘটিলে তাহা অপরিমেয় সুফল প্রসব করে। এই কারণেই ত্যাগীদের চিন্তা-সমূহকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যে দেশে শতকরা ছয় জন লোকও নাম সহি করিতে জানে না, সে দেশে কথা কহিয়া, বহি পড়িয়া, গান, কথকতা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া সাহিত্যকে সকল অশিক্ষিত জন-মণ্ডলীর নিকটে নিয়া পৌঁছাইতে হইবে। এমন একদল ফেরীওয়ালা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহারা কিতাবের ঝোলা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে যাইবে, একজন অক্ষর-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিকে একখানা বহি বেচিবে ত' দশজন নিরক্ষরকে সেই গ্রন্থের মর্ম্মকথা কহিয়া, গাহিয়া, বিলাইয়া, বুঝাইয়া আসিবে। আর, যাবতীয় সদ্‌গ্রন্থের এমন এক একটী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, যাহা ইচ্ছুক ব্যক্তি-মাত্রেই অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া নিতে পারে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

"অবশ্য, একেবারে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের একটা উৎকৃষ্ট পন্থা এ দেশে ও বিদেশে অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন অবিরাম প্রভূত মূলধন পুনঃ পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে, অপর দিকে তেমন বিনামূল্যে পাইবার ফলে না-পড়িয়াও অনেকে বহিখানা অনাদরে ফেলিয়া রাখে। দুদিন পরে, হয় তাহা ইঁদুরে কাটে, নয় উনান ধরাইবার প্রয়োজন মিটায়, নতুবা গৃহস্থিত শিশুর মলমূত্র নিক্ষেপণে ব্যবহৃত হয়। পয়সা দিয়া কিনিতে হইলে সামান্য হইলেও একটু দরদ থাকে, ফলে একেবারে অনাদৃত ভাবে অপচারিত হইতে দিতে নিজের সুপ্ত প্রবৃত্তিই বাধা দেয়। এই কারণে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ না করিয়া অধিকাংশ সাধারণের ক্রয়শক্তির আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া মূল্য-নিরূপণ করতঃ গ্রন্থাদি প্রচার করা অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমি আমার গ্রন্থসমূহ সুপ্রচুর সংখ্যায় বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দেখিয়াছি। তাহার ফল যাহা গোচরে আসিয়াছে, তাহা হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই যে, বিনামূল্যে বিতরণ ভাল না মন্দ। ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে বিতরিত হয়, শতকরা দুই একজন তাহা হয়ত পকেটে গুঁজিয়া রাখে, আর বাকী আটানব্বই জন পথে-পাওয়া বিজ্ঞাপন পথেই ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অনুগ্রহ

করিয়া পথিক যে দশ পা' বিশ পা' পথ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন খানা সঙ্গে রাখিয়া একটু নেক্‌নজর প্রদান করে, পণ্যজীবীর ব্যবসায় তাহাতেই যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করে। কিন্তু গ্রন্থ সম্পর্কে তাহা নহে। যাহাকে বিনামূল্যে দিলাম, সে হয়ত পড়িলই না, কিন্তু তার এক বন্ধু ভ্রমক্রমে বা চুরি করিয়া বা চাহিয়া নিয়া বা জোর করিয়া কাড়িয়া দুই চারি পাঁচ শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেল, আর সেখানে একজন অসম্পর্কিত ব্যক্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে গ্রন্থের সংস্রবে আসিয়া জীবনের ভাঁটার টানের মাঝখানে সহসা এক অপ্রত্যাশিত জোয়ারের অনুভূতি পাইয়া বসিল। এরূপ দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি। আমার এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'কর্ম্মের পথে' কত স্থানে কত জীবনের উপরে কিরূপ অভাবনীয় প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে, আমার এক সামান্য গ্রন্থ 'সংযম-সাধনা' কত স্থানে কত যুবকের জীবনে নূতন আলোক নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। এই জন্যই ব্যক্তি নির্ব্বাচন সম্পর্কে একটু লাগাম কষিয়া ধরিয়া সদ্‌গ্রন্থের বিনামূল্যে বিপুল প্রচার আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। কিন্তু তদ্রূপ অনুষ্ঠানের অনুকূল আর্থিক সুযোগ আমি কখনও প্রাপ্ত হই নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে আমার প্রদত্ত বিনামূল্যের পুস্তকে কোনও বাড়ীর বালক-বালিকারা বাপের কলমে ক-খ-গ-ঘ মক্স করিতেছে, কোনও বাড়ীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গৃহিণী বা গ্রন্থখানা বাঁকা করিয়া ধরিয়া তাহাতে শস্ত্ৰ গোয়ালার দৈনিক দুধের হিসাব রক্ষা করিতেছে। সুতরাং দুই দিকেই যুক্তির জোর সমান দেখিয়া আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিরত হইয়াছি।

বিনামূল্যে সদ্‌গ্রন্থ বিতরণের পদ্ধতি

"তবে এমন অর্থবান্ সাত্ত্বিক ব্যক্তি যদি পাই, যিনি সৎসাহিত্য বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে যাহাতে অপাত্রে এই দান না পড়ে, সেই জন্য সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া বিতরণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দিয়া আসিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আর্থিক মূল্য গ্রহণ না করিলেও গ্রন্থগুলির বিতরণকে একেবারে সর্ত্তহীন করিলে চলিবে না। যেমন আমি কল্পনা করিতেছি যে, এক একটা গ্রাম্য বা নাগরিক কেন্দ্রে যাইয়া সমবেত উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনের সুর-শিক্ষা দানের এক একটা ব্যবস্থা করিব বা করাইব এবং প্রকাশ্য সভার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উৎকর্ষকে প্রতিযোগিতা দ্বারা যাচাই করিব বা করাইব। * যে-কেহ প্রতিযোগিতায় যোগ দিবে,

---

* শ্রীশ্রীবাবামণির অর্থব্যয়ে এইরূপ অনুষ্ঠান পরবর্ত্তী-কালে সাফল্যমণ্ডিত করা হইয়াছে।

শিক্ষা তাহার উৎকৃষ্ট হউক কি নিকৃষ্ট হউক, তাহাকেই একখানা গ্রন্থ উপহারস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা শিক্ষা-গ্রহণে দীর্ঘস্থায়িত্ব প্রদর্শন করিবে, তাহাদের জন্য গ্রন্থের সংখ্যা অধিক থাকিবে। কিন্তু একজন প্রতিযোগীকেও অন্ততঃ একখানা গ্রন্থ পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। অথবা ধর, পত্রিকায় পত্রিকায় প্রচার করিয়া দিলাম যে, একশত জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বা শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের নাম এবং ঠিকানার তালিকা দিতে হইবে। যে-কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিবে, তাহাকেই একখানা করিয়া সদ্গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইবে। তবে, যাহাদের তালিকার নাম-নির্ব্বাচনে বিশেষ যোগ্যতা পরিস্ফুট হইবে, তদ্রূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানাধিকারী কৃতী বালক বালিকাকে বিশেষ পুরস্কার-স্বরূপে অনেকগুলি গ্রন্থ একসঙ্গে দেওয়া হইবে। † এইরূপ ব্যবস্থায় নানা সময়ে নানা-রূপ প্রতিযোগিতার আহ্বান করিয়া সদ্গ্রন্থ বিতরণের আয়োজনকে আমি একেবারে অমনি দিয়া দেওয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। শুধু এই কার্য্যের জন্যই যদি কোনও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত

† বিভিন্ন সময়ে উপর্য্যুপরি চারিটী ধারাবাহিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ ব্যয়ে এ ভাবে বহু গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালে বিতরণ করিয়াছেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হয় এবং বিনামূল্যে বিতরণের নানা সুসঙ্গত কৌশল-সমূহ উদ্ভাবনের জন্য দুই একজন মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি নিজেদের সমগ্র শক্তি ও প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে এই একটা পন্থার ভিতর দিয়াই উৎসুক হৃদয়ে উপর্য্যুপরি সদ্ভাব বিতরণের একটা মহান্ যজ্ঞ উদ্যাপিত হইতে পারে। করিবার কাজ তোমাদের অনেক আছে, করিবার লোকই দুনিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থ-প্রকাশে আভিজাত্য

"এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা অবশ্য স্বীকার করিব যে, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে গ্রন্থাদি বিতরণ করিতে হইলে তাহার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি সম্পর্কে কার্পণ্য অবলম্বন করিতে হয়। তাহাতে এক শ্রেণীর লোকের ভিতরে উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। মানুষ বিলাস-ব্যসনে যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকে, গ্রন্থ-ক্রয়ে তদ্রূপ নহে। এই হিসাবে গ্রন্থ সমূহ সস্তা করাই উচিত। কিন্তু বিলাস-ব্যসনে যদি কেহ বেপরোয়া হইতে পারে, গ্রন্থ-সংগ্রহেও তাহাকে তদ্রূপ হইতে বাধ্য করিতে হইবে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতির ভিতরে অপরিমিত ব্যয়ের ফলে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের মজ্জাগত বিলাস-ব্যসনের অভ্যাসের

বাজারেই তাহা কিনিবে। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি। কবি চিত্তরঞ্জন দাসের 'সাগর-সঙ্গীত' উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরু আর্ট পেপারে অপূর্ব্ব মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের মধ্য দিয়া পাতায় পাতায় সমুদ্র-তরঙ্গের নানা বিচিত্র ভঙ্গিমার চিত্র-মাধুরীর উপরে চক্চকে ঝক্ঝকে কালিতে সুদৃশ্য অক্ষরে প্রকাশিত না হইলে, বটতলার ছাপান সাধারণ কাগজের পুঁথি আমি-তুমি নিশ্চয়ই কিনিয়া পড়িতাম, অ্যারিস্টোক্র্যাসির দল সহজে পড়িত না। অভিজাতেরা অভিজাত বলিয়াই তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে পারি না, আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা তাহাদের নিকটেও পৌঁছাইতে হইবে। এই দৃষ্টিতে বিষয়টি দেখিলে গ্রন্থ-প্রকাশের ভিতরে আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন উপলব্ধ হইবে। তবে একথাও সত্য যে, জগতে সাধারণ লোকই অধিক, অভিজাত আর কয় জন?"

সৎকার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা

নোয়াখালী-বাবুপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে সৎকার্য্যই কর, সাম্প্রদায়িক ধুয়া তাহাতে তুলিও না। সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক ধুয়া তুলিয়া সৎকার্য্য শুরু করিলে দেখিবে লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য বৃহত্তর হইয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দাঁড়াইবে। হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা দেখিয়া যদি নারীরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে মুসলমান নারীর লাঞ্ছনা দমনের জন্যও সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। হিন্দু রমণী যদি তোমার মা হইয়া থাকেন, মুসলমান রমণীও তদ্রূপ তোমারই মা। পৃথিবীর সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের রমণী তোমার মা। সুতরাং নারীরক্ষা তোমার ব্রত হইলে সর্ব্ব-জাতির সর্ব্ববর্ণের নারীকেই রক্ষার জন্য অন্তরকে প্রবুদ্ধ রাখিতে হইবে। 'বাঙ্গালীর অন্ন মাড়োয়ারী লুটিয়া লইয়া গেল, সুতরাং এস বাঙ্গালী, বাণিজ্য ধর',—ইহা তোমার যুদ্ধধ্বনি হইবে না। তোমাকে বলিতে হইবে,—'বাণিজ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বাঙ্গালী দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া যাইতেছে, সুতরাং এস বাঙ্গালী, বাণিজ্য ধর।' অপর সম্প্রদায় বা অপর প্রদেশবাসীরা সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক কুবুদ্ধির অধীন হইয়া যাহাই করুক না কেন, তুমি তোমার নিজ সম্প্রদায়কে বাঁচাইতে গিয়াও সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে শির পাতিয়া দিও না, তুমি তোমার নিজ প্রদেশকে রক্ষা করিতে গিয়াও প্রাদেশিকতার হলাহল পান করিও না। মানুষ-রূপে বাঁচিয়া থাকিবে, নারীরক্ষা তাহারই জন্য করিবে; মানুষ-রূপে জগতে বিচরণ করিবে, নিজ প্রদেশবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতি এই জন্যই প্রথম কর্ত্তব্য পালিতে যাইতেছ। কিন্তু জগতের সকল সম্প্রদায় ও সকল প্রদেশবাসী তোমারই

একান্ত আপন মানুষ-ভাই। দস্যুকে শাসন, বড়্গিপারকে দমন মানুষ হিসাবেই তোমার কর্ত্তব্য,—কোনও সম্প্রদায়-বিশেষ বা কোনও প্রদেশবাসী-বিশেষের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে আমদানী করিয়া সেখানে তুমি তোমার মনুষ্যত্বের পর্য্যায়কে অবনত করিতে পার না। একদা জগতের সকল মানুষ এক হইবে, আজিকার শত সহস্র ভেদবিচ্ছেদের দুর্নিবার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়াও সকল জাতির, সকল বর্ণের, সকল দেশ বা প্রদেশবাসীর একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই মহান্, সেই সুন্দর, সেই শান্তিময়, সেই তৃপ্তিভরা ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া তোমরা প্রত্যেকটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আততায়ীর নিকটে নত হইতে বলি না, অত্যাচারীকে মার্জ্জনা করিতে কহি না, মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার কর, তাহার সম্প্রদায় বা প্রদেশ দিয়া তাহাকে বিচার করিও না। দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারাও আজ অন্ধ। কিন্তু তোমরা অন্ধ হইও না।"

শ্রীহট্ট

২৫শে পৌষ, ১৩৪১

আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মযোগ

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঈশ্বরে সমগ্র আত্মসমর্পণই আপনাদের উপদেশ। অথচ লোককে কর্ম্ম-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধনায়ও অবিরাম প্রবর্ত্তনা দিচ্ছেন। এই দুইটীর ভিতরে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মসমর্পণ অন্তরের ধর্ম্ম। আত্মসমর্পণ প্রাণের সাধনা। কর্ম্মযোগ জড়কে চৈতন্য-মুখী করার চেষ্টা। আত্ম-সমর্পণ লক্ষ্য, কর্ম্মযোগ পথ, কর্ম্ম হচ্ছে পাথেয়।

কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ

প্রশ্ন।—কর্ম্মে ও কর্ম্মযোগে তফাৎ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দৈহিক, বাচিক বা মানসিক চেষ্টামাত্রেরই নাম কর্ম্ম। কর্ম্মকে ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুগত করার চেষ্টার নাম কর্ম্মযোগ। কর্ম্মের প্রতিফল আছে, কর্ম্মযোগে প্রতিফল নাই। কর্ম্মের প্রতিফল কর্ম্মীকে আশ্রয় করে, কর্ম্মযোগের চূড়ান্ত ফল কর্ম্মীর একান্ত আশ্রয়স্থল শ্রীভগবানকে আশ্রয় করে। কর্ম্মীর বন্ধন আছে, কর্ম্মযোগী বন্ধনমুক্ত। কর্ম্মী কর্ম্ম করে আর তার ফল চায়, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করে কিন্তু ফলে উপেক্ষা করে।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম

প্রশ্ন।—কর্ম্ম করব অথচ ফল পাব না বা ফল চাহিব না, এটা আবার কি রকম উপদেশ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ফল চাইলেই যে সব সময়ে পাওয়া যায়, তা ত' নয়। এক রকম ফল চাও, অন্য রকম পাও, এরূপও অহরহ ঘটছে। তার কারণ এই যে, ফলের দাতা তুমি নও। তাই কর্ম্মের ফলের দিকে লালায়িত না হ'য়ে যিনি সকল কর্ম্মের ফল দানের একমাত্র অধিকারী এবং যিনি ইচ্ছামাত্র যে-কারো কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন, নিজেকে তাঁর পবিত্র অভিসন্ধির সম্পূর্ণ রূপে অধীন ক'রে, নিজের সমগ্র জাগৃতি, চৈতন্য ও শক্তিকে তাঁর অভিপ্রায় পূরণের দিকে নিয়োজিত ক'রে নিষ্কাম ভাবে কাজ ক'রে যাওয়া শান্তি-জনক, তৃপ্তি-দায়ক এবং আত্ম-প্রসাদবর্দ্ধক।

নিষ্কাম কর্ম্ম ও দেশের সেবা

প্রশ্ন।—কারো হয়ত উদ্দেশ্য দেশের সেবা। তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম কত্তে গেলে যে দেশের স্বার্থ বিপন্ন হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্থূল দৃষ্টিতে দেখ্তে গেলে সেই রকমই মনে হবে বৈ কি। কিন্তু দেশের সেবা কত্তে চাইলেই যে তোমার সেবা দেশের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে, তার স্থিরতা কি? রুগ্ন মায়ের শুশ্রূষা কত্তে ব'সে অনেক পুত্র মায়ের দ্রুত মৃত্যুরও সহায়তা করে। তাই যাতে তোমার প্রত্যেকটী কাজ নির্ভুল হয়, এজন্য কর্ত্তব্য-বিস্মরণ-শীল মনকে অবিস্মরণীয় সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানে লগ্ন ক'রে তাঁর ইচ্ছাধীনে কাজ কত্তে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রবৃত্ত করাতে হয়। এতে জীবনের শ্রম এবং অন্তরের দ্বন্দ্ব কমে যায়।

বিগ্রহত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি নানা স্থানে যে সকল পত্র লিখিলেন, তাহার কয়েকখানার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শাসন ও প্রতিহিংসা

সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে পরিপূর্ণ কোনও এক অঞ্চল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শাসন এবং প্রতিহিংসা এক কথা নহে। কাহাকেও তুমি শাস্তি দিবে বলিলে বুঝা যায় যে, তাহাকে তাহার পক্ষে অপ্রিয় কোনও অবস্থার অধীনে আনিয়া তাহার চরিত্র-সংশোধনের তুমি চেষ্টা করিবে। শাসনের সুফল তাহার উপরে পড়ুক, ইহাই এ স্থলে লক্ষ্য। সে শাসিত হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের ক্ষতি সাধন করিবে না, ইহাই শাস্তিদানের তাৎপর্য্য, তাহাকে পীড়া-প্রদান করা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু পীড়া না পাইলে সে কুপথ ছাড়িবে বলিয়া বিশ্বাসের হেতু পাওয়া যাইতেছে না; তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহাকে পীড়ার অধীন করিতে হইতেছে। পীড়া প্রদানে তোমার একান্তই অনভিলাষ, তোমার

প্রকৃত ইচ্ছা তাহাকে সংশোধিত করা। সে সংশোধিত হইলে সমাজের অহিত নিবারিত হইবে, সমাজের কুশল বর্দ্ধিত হইবে, একজন দুর্ব্বৃত্তের জীবন সজ্জনের জীবনে রূপান্তর পাইবে, প্রতিবেশীদের সে বিভীষিকা না হইয়া বান্ধব হইবে, দেশ ও সমাজ তাহার উপস্থিতির দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া হয়ত লাভবান্ হইবে। কিন্তু প্রতিহিংসার প্রকৃতি তাহা নহে। অবাঞ্ছিত অবস্থায় অধীনতা তাহার মনে কত ক্লেশ বা কত বেদনা জন্মাইল, প্রতিহিংসা-কামীর তাহাই থাকে লক্ষ্য। তোমার বা সমাজের হয়ত ইহাতে কোনও লাভই আসিবে না, কিন্তু সে যে কষ্ট পাইল, ইহাতেই তাহার আনন্দ। প্রতিহিংসার ইহাই প্রকৃতি। অন্যায় দেখিলে শাসন করিয়া তাহা সংশোধনের প্রয়াস পাইও, কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইও না। অন্যায় দেখিয়া যে প্রতিকার করে না, সে ক্লীব। অন্যায়ের প্রতিষেধ-পন্থা যে নির্দ্ধারণ করে না, সে অদূরদর্শী। প্রতীকার বা প্রতিষেধই প্রয়োজন, প্রতিহিংসা নহে। কিন্তু অবিবেচক ও দুর্ব্বল ব্যক্তি কখনও অন্যায়ের প্রতিষেধ বা প্রতীকার করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য জ্ঞান-সঞ্চয় এবং বলসঞ্চয় তোমার প্রয়োজন হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ অনাচারের প্রতীকার সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যম দিয়া করিতে হইবে, অনেক সময়ে ব্যক্তিগত অনাচারের প্রতীকারেও সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন হইবে। কোনও একটী ব্যক্তিবিশেষের কৃত অন্যায়,

অনাচার, জুলুম বা অত্যাচারকে যখন তাহার সম্প্রদায়ের সকল লোকেরা প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে সমর্থন প্রদান করে, তখন তাহার প্রতীকার বা প্রতিরোধে একার শক্তি নিতান্তই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, করিতে হইবে প্রতীকার, প্রতিশোধ তুলিবার প্রয়োজন নাই। প্রতীকার-প্রবৃত্তি তোমাকে ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ করিবে, প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি তোমাকে দানবে পরিণত করিবে, তোমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে, তোমার ভিতরে পশুত্বের জাগরণ ঘটাইবে। পশু একবার জাগিলে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট না করিয়া কখনও নিদ্রিত হয় না।

ভিতরের পশু

"ভিতরের পশুটাকে ধ্বংস করিবার জন্য মানুষ আদিম যুগ হইতে সুরু করিয়া অফুরন্ত পরিশ্রম করিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে ইহা কাহারও কাহারও জীবনে সত্যই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপক ভাবে প্রত্যেকটী মানুষের জীবনে ইহা সম্ভব হয় নাই বলিয়া সমাজের গঠন-তন্ত্রের মধ্যে নানা বিধি-নিষেধের বেষ্টনী রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতরের পশুটাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার বা নিদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি এক সম্প্রদায়ের লোক কর্ত্তৃক অপর সম্প্রদায়ের লোকের উপরে পাশব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আচরণের প্রণোদনা বা সমর্থন প্রদান করে, তখন নিদ্রিত পশুর হঠ-জাগ্রত হিংস্র মূর্ত্তি দেখিলে কাহার না হৃৎকম্প হইবে? কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তা বলিয়াই সেই সম্প্রদায়ের নারীরা অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের ধর্ষণযোগ্যা, একথা পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও সম্প্রদায়ের নীতিশাস্ত্রে বা ধর্ম্মগ্রন্থে লেখে না। কিন্তু তথাপি ইহাই যদি স্থান-বিশেষে কোনও সম্প্রদায়ের লোকদের বদ্ধমূল ধারণা বলিয়া তাহাদের আচরণের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের গোপন সমর্থন ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। এই গোপন সমর্থনের প্রকৃত কারণ কি, তাহা তোমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। একটী মানুষের পাশব আচরণ তাহার সম্প্রদায়ের অপর দশটী মানুষ কেন প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিবে, কি ইহার উদ্দেশ্য, কোথায় ইহার মূল, তাহা তোমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পাঞ্জাবের কোন পল্লী হইতে একটী শিখ রমণীকে মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া গল্প শুনিয়াছিলাম। অপর এক পল্লী হইতে ত্রিশটী মুসলমান রমণীকে কাড়িয়া আনিয়া নাকি শিখেরা ইহার জবাব দিয়াছিল। ইহা ভাল করিয়াছিল, না মন্দ করিয়াছিল, তাহা তুমি চিন্তা করিয়া দেখিও। আরও চিন্তা করিয়া দেখিও যে, এক পশুর জাগরণকে উপলক্ষ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া শত পশুর জাগরণের ইহা হেতু হইল কিনা। এক জনের নারী অপর কেহ কৌশলে বা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে আসিলে তাহার প্রতিরোধে যে পাপ নাই, ইহার প্রমাণ শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ, ইহার প্রমাণ মেনেলেয়াসের ট্রয় অবরোধ। কিন্তু রামচন্দ্র লঙ্কার নারীদিগকে কাড়িয়া আনেন নাই, মেনেলেয়াস হেলেনকে উদ্ধার করিয়াই খুশী হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ নগরীর রমণীরা দলে দলে বস্ত্রাঞ্চলাবৃতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পিতৃগৃহ, পতিগৃহ, শ্বশুরের ভিটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় নাই। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করিয়াছিল, ভীমসেন তাহাকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু তজ্জন্য আবার দুর্য্যোধনের অন্তঃপুরিকা কুলবতী সতীগণের কেশাকর্ষণ করিয়া পাশবিকতার প্রত্যুত্তর পাশবিকতা দ্বারা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই, তদ্রূপ ইচ্ছা করেন নাই, তদ্রূপ চিন্তা পর্য্যন্ত করেন নাই। তোমরা রামচন্দ্র বা ভীমসেনের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন হও, কিন্তু পশু হইও না। অন্যায়ের প্রতীকার করিতে যাইয়াও ভিতরের পশুটাকে শাসনে রাখিও।

নারী-হরণ ও দস্যু

"মহাভারতে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের সংবাদ পাইয়া মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারকায়

গিয়াছিলেন। দেখিলেন, আত্মকলহে রত হইয়া যদুকুল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পতিপুত্রহীনা অনাথা রমণীগণকে হস্তিনাপুরে আনয়নের জন্য তিনি পঞ্চনদ দেশের মধ্য দিয়া যখন সকলকে লইয়া আসিতেছেন, দস্যুরা ধন-রত্ন ও রমণীর লোভে সকলকে আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানে মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবকে সহজে আয়ত্তে আনিতে পারিলেন না, দিব্যাস্ত্র-সমূহ তাঁহার বিস্মরণ হইতে লাগিল, অক্ষয় তূণীরে অস্ত্রের অভাব হইল। তথাপি তিনি প্রাণপণ লড়িলেন। কিন্তু দস্যুগণ সৈন্যমণ্ডলীসংবৃত অর্জ্জুনের সমক্ষেই অবলাগণকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোনও কোনও রমণী ইচ্ছাপূর্ব্বক দস্যুদের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তোমার পল্লীতে যখন নারীকে কাড়িয়া লইতে দস্যু আসে, তখন তাহার প্রতিরোধের জন্য তুমি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উদ্যত-শস্ত্র হইলে, এ কথাটির তাৎপর্য্য বেশ বুঝি। কিন্তু তোমার পল্লীর নারী যখন স্বেচ্ছায় দস্যুর সঙ্গে চলিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সমস্যাটির অধ্যয়ন কিরূপে করিবে? তখন সমস্যাটার সমাধানই বা কোন্ পথে হইবে? তোমাদের নারী তোমাদের গৃহে তোমাদের সমাজে তোমাদের সংস্পর্শে থাকিতে চাহে না, লোকলাজ ও অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া দস্যুগৃহেই গিয়া থাকিতে চাহে, দস্যু-পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া জীবন কাটাইতে

চাহে, সেখানকার অনিশ্চিত অবস্থা ও অজানিত ব্যবহারের সহিতই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে চাহে,—ইহার দায়িত্ব কি শুধু দস্যুর? তোমার নারী অপরের গৃহে যাইতে চাহে কেন, ইহার কোনও জবাব পাওয়ার কি প্রয়োজন হইবে না? তোমাকে কি নিজের নিকটে নিজের কৈফিয়ৎ উপস্থাপিত করিতে হইবে না যে, তোমার গৃহে, তোমার সমাজে, তোমার আচারে, তোমার ব্যবহারে কোথায় কোন্ অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, যাহার দরুণ অবলা রমণীর এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আসে? এই বিষয়ে সত্য, সরল, অকপট কৈফিয়ৎ তোমাদিগকে নিজের নিকটে দাখিল করিতে হইবে। দস্যুর অনাচার নিবারণ করিবে, ইহা উত্তম প্রস্তাব, এই প্রস্তাবকে শুধু প্রস্তাবমাত্রে না রাখিয়া কাজে পরিণতও করিতে হইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিহিতও তোমাদিগকে করিতে হইবে যাহাতে গৃহের কন্যা, গৃহের ভগ্নী, গৃহের বধূ গৃহ ছাড়িয়া অপযশের পথে চলিবার জঘন্য রুচি, অবাধ নির্লজ্জতা ও উদ্দাম সাহস সঞ্চয় করিতে না চাহে অর্থাৎ এক হস্তে যদি দস্যু-দমন কর, তবে অপর হস্তে তোমার গৃহের অসংখ্য ত্রুটীরও সংশোধন করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি

"তাহা হইলেই দেখিবে, বিষয়টা নিতান্তই সাম্প্রদায়িক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না হইয়া সঙ্কুচিতগত হইয়া দাঁড়ায়। অপরে যে তোমার সম্প্রদায়ের উপরে অন্যায় আক্রমণ করে, তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র অপরাধ থাকিলেও এইরূপ আক্রমণ করিবার পথ যে তুমি খোলা রাখিয়াছ, তাহার ভিতরে আবার তোমারও বিরাট অপরাধ রহিয়াছে। তাহার অপরাধের শাসন তুমি করিবে বলিয়াই তোমার অপরাধের সংশোধন তুমি করিবে না, ইহা হইতে পারে না। তোমার অপরাধের মূল তোমার সংস্কৃতির মধ্যে রহিয়াছে। নির্ম্মম অনুসন্ধানের দ্বারা নিজের সংস্কৃতিকে যাচাই কর এবং জীবন-সংগ্রামে সবলতা-বর্দ্ধনের জন্য যেখানে যাহা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন, সরল মনে সাহসিক অন্তঃকরণে তাহার প্রবর্ত্তন কর। সতীত্বকে তোমরা অত্যধিক মূল্যবান্ মনে করিয়াছ, ইহা তোমাদের সংস্কৃতির এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। কিন্তু পান হইতে চুন খসিলেই সতীত্ব চলিয়া যায়, ইহাও কোন কাজের কথা নহে। সতী রমণীকে অসি হস্তে রণক্ষেত্রেও নামিতে হয়, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ তাহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। রণ-চণ্ডিকা প্রণয়-প্রার্থী শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-শির করিয়াছিলেন। সতী রমণীকে একমাত্র গৃহের কোণে আবদ্ধ রাখিয়াই তোমরা তাহার সতীত্বের সম্মান অটুট রাখিতে চাহ, কর্ম্মক্ষেত্রে অবাধ বিক্রমে বিচরণ করিয়া দনুজ-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দলনীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে তোমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের কোনও উৎসাহ প্রদান কর নাই। প্রবঞ্চক চোর কণ্ঠহার ধরিয়া টান মারিলে, তাহার হস্ত হইতে সেই হার কাড়িয়া আনিবার চেষ্টা করা তোমাদের সতীত্বের ধারণার বিরোধী হয়। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়া ট্রেনে উঠিলে তোমাদের রমণীদের সতীত্ব যায়। সতীত্ব সম্পর্কে এইরূপ বোকা ধারণার তোমাদিগকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সতীত্ব কাচ-পাত্রের ন্যায় ঠুন্‌কো জিনিষ নহে। সতী রমণী আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত সাহস করিয়া ধস্তাধস্তি করিলে তোমরা তাহাকে পুষ্পমুকুটে সম্বর্দ্ধনা না করিয়া পাপস্পর্শজনিত পাতিত্যের হেতু দেখাইয়া কুলের বাহির করিয়া দাও। তোমাদের এই সকল ধারণার এবং বিধানের পরিবর্ত্তন কর।

নারীর স্বাধীনতা ও বল-সঞ্চয়

"অবশ্য, স্বীকার করিব যে, সহর অঞ্চলে মেয়েদের ভিতরে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিবার প্রথা ক্রমশঃ ব্যাপকতর হইতেছে। কিন্তু তাহাদের সাহস বাড়িবার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করিতেছ কি? তাহাদের বাহুতে বলবর্দ্ধনের আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে ত'? সহরের কয়টা পাড়ায় মেয়েদের বাহুবল অনুশীলনের কেন্দ্র তোমরা স্থাপন করিয়াছ?

কয়জন মহিলাকে সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মেয়েদেরই ভিতরে সাহস, বল, ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, প্রভৃতির উন্মেষ-সাধনে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছ? বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইতেছে,—'নারী স্বাধীন হও',—কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করিবার শক্তি অর্জ্জনে উৎসাহ কে, কোথায়, কি ভাবে, কি পরিমাণ প্রদান করিতেছে? আমিও একজন বক্তা। মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়া দুই, পাঁচ, দশ হাজার লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধবৎ আটক করিয়া রাখি। কিন্তু বক্তৃতার পরে কাজ আরম্ভ হয় কোথায়? বক্তাকে সবাই প্রশংসা করিতে করিতে ঘরে ফিরিল, ব্যস, খতম্। আর কাহারও কিছু করিবার নাই। প্রত্যেকটী নারীর বাহুতে শক্তি দাও, প্রত্যেকটী নারীর বক্ষে সাহস দাও, প্রত্যেকটী নারীর মস্তিষ্কে জ্ঞান পৌঁছাও। ইহা তোমাদের সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। অপর সম্প্রদায়ের চিত্তে উদ্বেগ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির তিক্ত চেষ্টা অপেক্ষা, এই কার্য্য অধিকতর প্রয়োজনীয়, অধিকতর বরণীয়। শ্রেষ্ঠ কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তোমরা নিকৃষ্ট কাজে কেন রত হইবে?

বিশ্ব-পরিবার

"কাপুরুষও হইও না, বীরত্বের বহ্বাড়ম্বরও করিও না। কাপুরুষত্ব অস্তিত্ব-নাশক, আড়ম্বর কার্য্য-হানি-জনক। জগতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কেহ তোমার শত্রু আছে, এই ভাব অন্তরে রাখিও না। ধার্ম্মিক বা পাষণ্ড, ন্যায়নিষ্ঠ বা দুর্ব্বৃত্ত, স্বধর্ম্মাচারী বা পরধর্ম্মী সকলেই তোমার ভ্রাতা। দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাকে সৎপথে আনিবার জন্য সহৃদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেই মনোবৃত্তি নিয়া চলে, তোমরাও তদ্রূপ চলিও। বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ জগতে নূতন বিদ্বেষের সৃষ্টি করিও না। তোমার শাসন তোমার প্রেমের বাহু প্রসারণেরই জন্য, এই কথা একটি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইও না। কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গণনা করিও না, বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া নব সভ্যতার যে মহাপরিবার ক্রমশঃ আবির্ভূত হউক বলিয়া আমরা অনুদিন অনুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া যাইতেছি, তাহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিও। ইহা তোমার অন্তর হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিকে দূরীভূত করিবে।"

গুরুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসার জটিল স্থান, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংসারের কুটিলতারও অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমি কোনও যুক্তিতেই তোমাকে পিতা, মাতা এবং অপরাপর গুরুজনের প্রতি

অকৃতজ্ঞ হইতে দিতে পারি না। যখন তুমি ছোটটী ছিলে, কে তোমাকে লালন, পালন, পোষণ ও তোষণ করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন? কে তাঁহার সাধ্যের অতীত শ্রম ও অর্থ দিয়া তোমাকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল করিয়া তুলিতে যত্ন নিয়াছেন? জীবনের ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে কে আসিয়া তোমার দ্রুত অভ্যুদয়ে সহায়তা করিয়াছেন? এ সকল চিন্তা করিয়া দেখ। ইঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবার তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা তোমাকে বড় করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ তোমাকে আমৃত্যু স্বীকার করিতে হইবে এবং যদিও সেই ঋণ অপরিশোধ্য, তথাপি তাহা পরিশোধের চেষ্টা পাইতে হইবে। অনেক টাকা দেনা বলিয়া পাওনাদারকে ফাঁকী দেওয়ার বুদ্ধি সুবুদ্ধি নহে, উহা আত্মনাশকরা কুবুদ্ধি। যিনি যাহা দিয়াছেন, প্রতিদানে তাহা অপেক্ষা অধিক দিতে চেষ্টা কর।

যুবতী বধূ ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা

"যুবতী ও বিদ্যাবতী পত্নীর সংস্রবে আসিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বুদ্ধি কতক খোলাইয়া ফেলিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে। বহু সংসারেই এইরূপ দেখিতেছি। তোমার পত্নী জানেন না যে, তোমার মাতা, পিতা এবং অপরাপর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুরুজনেরা তোমার জন্য কি করিয়াছিলেন। তোমার পত্নী নিজ-জঠর-জাত সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই শুধু ভাবিতেছেন। কিন্তু তোমার অতীত বাদ দিয়া তোমার পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ গঠিত হইতে পারে না। তোমার পিতা এবং মাতার জীবন তোমারই অতীত জীবন। তাঁহাদের ক্লান্তিহীন সন্তান-সেবা তুমি ভুলিয়া যাইও না। যুবতী রমণী যৌবন-চপলতায় সংসারে বহু বিভ্রাট সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাবতী রমণীর নিকট তাহা কেহ প্রত্যাশা করে না। বিদুষী রমণী স্বামীর সেবা অপেক্ষা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাকে হেয়তর জ্ঞান করিতে পারেন না। তোমার অন্তরে যে কৃতজ্ঞতা-বোধ থাকা উচিত, তাহা তুমি তোমার পত্নীর ভিতরেও জাগরূক করিবার চেষ্টা কর। সেবা বিদুষীকে হেয় করে না, করে মহিমান্বিতা। বিনয় বিদুষীকে নীচ করে না, করে সমুন্নমিতা। নম্রতা বিদুষীর মান কমায় না, বরং মর্য্যাদা এবং পূজার্হতা বর্দ্ধিত করে। তোমার স্ত্রী যে বি-এ পাশ করিয়াছেন, এই কথাটা তাঁহাকে ভুলাইয়া দাও।

বৃদ্ধদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান

"দরিদ্রের সংসারে প্রত্যেকের প্রত্যেকটী বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদন সম্ভব নহে। তোমরা যুবক, তোমাদের সমক্ষে বিশাল

জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনের গাঙে যাহাদের প্রবল ভাটার স্রোত চলিতেছে, তাহাদিগকে অশনে, বসনে শয়নে, বিচরণে স্বাচ্ছন্দ্যের সুখ আস্বাদন করিতে দাও। নিজেদের সুখ-সুবিধায় কৃপণতা করিয়া তাঁহাদের সুখ-সুবিধায় মুক্তহস্ত হও। অর্থাৎ বর্ত্তমান আয়ের তুলনায় যতটা উদার হওয়া সম্ভব, তাহা হও। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, অর্থের উদারতা অপেক্ষা অন্তরের উদারতা অধিকতর প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। চাপা অভিযোগের দুর্গন্ধে গৃহ তোমার দূষিত হইয়া রহিয়াছে। সরল অকুণ্ঠিত সদ্ব্যবহারের মলয়-পবন বহাইয়া দিয়া গৃহ হইতে সকল দুর্গন্ধ দূর কর। ইহা কর্ত্তব্যেরই শুধু পথ, তাহা নহে, ইহা শান্তিরও পথ। একদা ইঁহারা তোমারই জন্য উপবাসী রহিয়া তোমার মুখে ভাল জিনিষটা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজ তোমরা প্রয়োজন হইলে উপবাসী রহিয়া ইঁহাদের মুখে ভাল জিনিসটী তুলিয়া ধর।

সভ্যতার মাপকাঠি

"পৃথিবীর কোন্ জাতি কত সভ্য, জানিতে চাহ? বৃদ্ধদের প্রতি তাহার তরুণদের ব্যবহার তাহা হইলে লক্ষ্য কর। কোনও জাতির যুবকেরা যদি বৃদ্ধ নিরন্ন পিতামাতাকে আতুরাশ্রমে প্রেরণ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য উজ্জ্বলরূপে সম্পাদন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করে, তবে, আমার দৃষ্টিতে তাহারা কোল, ভীল, সাঁওতালের চাইতেও অনেক অধিক অসভ্য। কোল, ভীল, সাঁওতাল বৃদ্ধদের পূজা করিতে জানে, বৃদ্ধ পিতার জন্য নিজে উপবাসী থাকিতে জানে। কামান দাগিয়া বিদেশীর জাহাজ সমুদ্রে ডুবাইতে জানিলেই কেহ সভ্য হয় না। সভ্যতার মাপকাঠি দুইটী। একটী নারীর সতীত্ব, অপরটী পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শক্তি, সাহস ও অভ্যাস।"

—ঃ চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত ঃ—

চতুর্দ্দশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অখণ্ড কথার মানে	১৩১	অপাত্রে দীক্ষার কারণ	৫৮
অখণ্ডগণের কর্তব্য কি	৪১	অবিশ্বাসীর সঙ্গ বর্জ্জন	৩৪৩
অখণ্ডমণ্ডলীর অসাম্প্রদায়িকতা	২৩০	অযাচক আশ্রমে বাসের ক্লেশ	১১৭
অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপনের উদ্দেশ্য ও বিধি	২৩২	অযাচক আশ্রম বৃদ্ধিতে বিপদ	১৫
অখণ্ড মন্ত্র	১৩১	অর্থ ও পরমার্থ	৩৮০
অখণ্ড-মন্ত্রের মানে	১৩৩	অর্থনৈতিক আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন	২৬৮
অখণ্ড-শব্দের আইন ঘটিত মানে	১৩২	অর্থসাধ্য সৎকার্য্য ও শ্রমসাধ্য সৎকার্য্য	১৪৭
অখণ্ড-সাধন বনাম দলগড়া	১৩৪	অর্থার্জ্জন ও ভক্তি-সাধনা	১১৫
অত ভাবনা কর কেন	২১৭	অসতী রুচি	২৬৪
অতিথি-বিদায়	২৫৬	অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়	১৩৬
অধম প্রার্থনা	১০২	অসাম্প্রদায়িক হইবার উপায়	১৩৭
অনাড়ম্বর প্রেমভাব	২২৩	অহমিকার ষড়যন্ত্র	৩৬২
অনাসক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান গঠন	১৭১	অহঙ্কার ও আত্মসমর্পণ	৩১৯
অনিত্যকে নিত্য কর	১৬১	আত্ম-অবিশ্বাস	১১২
		আত্মসমর্পণই সুখের মূল	২৯১

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আত্মসমর্পণ কি করিলে আসে?	৩৭৬	উদ্দাম কীর্ত্তন ও অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন	১২২
আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মযোগ	৪০৪	উপদেশ গ্রহণে নিষ্ঠা	২৯৬
আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জাগাইবার উপায়	২৯২	উপদেশের স্বরূপ	৩৭৯
আত্মসমর্পণের উপায়	৩৩৫	উপাসনাকালীন বেশ	২৫৬
আত্মা ও ভালবাসা	১৩৫	উপাসনানুষ্ঠানে ভোগের নৈবেদ্য	১৮৬
আধ্যাত্মিক উন্নতি বনাম বৈষয়িক উন্নতি	২০৯	উপাসনার সুর-সংযোগ	১৮৭
আনন্দের মেলা জমাও	২৩	উপাসনার বিগ্রহ	১৩
আনুগত্য ও বিদ্বেষ	২৪০	উপস্থানকারীর প্রতি কর্ত্তব্য	১৫৫
আমাকে তোমার যন্ত্র কর	১২৬	উষা কীর্ত্তন	১২৩
আমার চক্ষেই কাঁদে	২৫	একক কীর্ত্তন	২২৫
আমার নামের নায়ে	৩৫৫	একক সমবেত উপাসনা	১২৫
আমার প্রভু তোরে চায়	২৭	এক-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা	৩৭২
আমি ত' চাহিনি তব প্রণয় মধু	৯৮	ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা	২৫২
আর কত কাল?	২৬	উন্নতি বনাম দুর্গতি	১৩৮
ইষ্ট পূজার উপচার	১৮৭	কবি কাহাকে বলে?	৬৪
ঈশ্বরোপাসকই আমার প্রিয়	৪২	কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ	৪০৫
		কর্ম্মত্যাগ করিও না	২৪১
		কর্ম্মের ফল	৩৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কলেজ হোষ্টেলের বক্তৃতা	৩৮৩
কীর্ত্তন ও সম্প্রদায়-ভেদ	১২৪
কুকুর ধর্ম্ম	২৮
কৃতজ্ঞতা	২৭০
কৃতজ্ঞতা সঙ্কট ও আত্মহত্যা	২৭৩
কেন আমায় বল্লে পাগল !	১০০
কোটিজন সাহায্য	৩৪২
কোন্ সৎকার্য্য করণীয়	১৪৬
কৌমার্য্য সংযমের পরীক্ষা	৪৯
ক্রোধকে দমন করিবার উপায়	১৫৩
ক্ষমা	২৮৩
ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করিও না	২৮৫
খণ্ড-ধর্ম্মের প্রকৃতি	১৯৯
গিরিশ চন্দ্র নাগ	৩০০
গুপ্ত অঙ্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দমন	২৯
গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্রের অভিন্নত্ব	৩৩৮
গুরু কৃপায় বিশ্বাস কর	৩৫৬
গুরু-চেলা	৭৬
গুরুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা	৪১৭
গুরু-দক্ষিণা	৩৫৯
গুরু-দর্শন	২৮৭
গুরু-দর্শন বনাম গুরুভ্রাতা-দর্শন	৩২৩
গুরুদেবী ধর্ম্মসভা	২২৫
গুরুদ্রোহীদের চরিত্র	৩২
গুরু-দ্রোহের বনাম ব্যক্তিত্বের অভিবৃদ্ধি	৩৪
গুরুদ্রোহের লাভ-ক্ষতি	৩১
গুরু-শিষ্যগণের মিলনের ফল	৫৫
গুরুভক্তি ও সাধন	১১৭
গুরুভাই চিনিবার উপায়	৫৪
গুরুভাইয়ের সহিত সম্পর্ক	৫৯
গুরুভ্রাতা কে	১৬৬
গুরুভ্রাতাকে চিনিবার উপায়	১৯২
গুরু-শিষ্যের অভেদ সম্বন্ধ	২২১

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গোপন পূজার ধন	৯৯
গ্রন্থ প্রকাশের অভিজ্ঞতা	৪০১
গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা	১৭৪
চাই নির্ভর	৩৭৪
চাকুরী বনাম কৃতজ্ঞতা	২৭১
চিরদিন যাবে না রে	২৭৫
চুম্বন ও আলিঙ্গন কখন পবিত্র	১৯৯
জগৎকান্তির নির্ভর	৭৪
জাতিস্মৃতির মর্ম্মকথা	২০১
জীবন অনিত্য	১৪৫,১৫৫
জীবন অনিত্য কিন্তু তুচ্ছ নয়	৩৪০
জীবন সার্থক কর	১৪০
জীবের স্বরূপ	২৮১
জ্ঞান প্রসারের প্রয়োজনীয়তা	৩৯৫
জ্ঞানের আলো	৩৮৫
ঢাকার ঢাক	২৯৯
ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভার বক্তৃতা	৩১৫
তৎপরতা ও ত্বরিত গতি	২৮৭
তাঁর ইচ্ছায় চল	২০৮
তাঁর মত আর কে জানে রে	২৯৪
তুমিই আমার সকল রত্ন	২৯২
তোকেই জাগাতে হবে	২৯৫
তোরা আমার আপন যদি	৩৫৪
দম্পতীর আত্মিক মিলন	২০৪
দম্পতীর একনিষ্ঠা, দৈবপ্রেম ও দৈহপ্রেম	১০৬
দাতা ও কর্ম্মীর মধ্যে সংযোগ-সাধন	৩৮৯
দান-ধর্ম্ম	২৪৩
দাম্পত্য জীবন আত্মসুখ বর্জ্জন	১২৮
দাম্পত্য জীবনে যৌগিক কৌশল	১৫৯
দাম্পত্য-সংযমের সুফল	৩৫৯
দিব্য-অবিশ্বাস	৩৪৪
দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা	৩৩১
দীক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার	৩৬০
দীক্ষান্ত উপদেশ	২৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দীক্ষার আগে ভাব জমাও	১০৮
দীক্ষার পরে গুরুদেব	৩২০
দীক্ষিত দীক্ষাভিমানী	২৬১
দেবত্ব	১০৫
দেহ সম্পর্কে উদাসীন হও	১৫৮
দৈনিক আনন্দ-বাজার	
পত্রিকার রিপোর্ট	৩০৭
দৈব, পুরুষকার ও	
ইচ্ছাযোগ্যা	২৩৫
দ্বিবিধ কুহক	৯৩
ধর্ম্মসভা ও ক্ষমতা-	
মদ-মত্ততা	২৩৭
ধর্ম্মানুশীলন বনাম পরাধীন	
চাকুরী	১৯১
নাম কীর্ত্তনের ব্রত	১২১
নাম বিতরণ ও গুরুবোধ	৩৩৯
নামকে শুদ্ধ বোধ হইলে	
কর্ত্তব্য	৩৬৯
নামাশ্রয় কর	২০
নামে নিষ্ঠার ফল	১৫৭
নামে মজ, নামে ডোব	৩৪০
নামের আশ্রয়	২১৪
নারীর দেবীত্বে বিশ্বাস	৩৫৪
নারীর ভগবতী মূর্ত্তি	১১১
নারীর স্বাধীনতা ও	
কামশক্তা	৪১৫
নারীহরণ ও দস্যু	৪১১
নাস্তিকের পরিণতি	১৫৪
নাস্তিক বনাম ভগবান্	১৮৩
নিজ পত্নীতে প্রেমার্পণ	২৮০
নিজের কাছে নিজেই আমি	৩৫৪
নিজের ব্রহ্মসত্তায় মজ	১৬১
নিত্যপাঠ্য সদ্গ্রন্থ	৩৭০
নিত্যপাঠের প্রচলন	১৭৭
নিয়মিত সচ্চিন্তার	
অনুশীলন	২০৮
নির্ভর	২৬০
নির্ভরই কুশল	৩৭৫
নিষ্কাম কর্ম্ম ও দেশের	
সেবা	৪০৬
নিষ্কাম চুম্বন ও নিরপরাধ	
আলিঙ্গন	১১৮

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পতিভাবে ভগবৎ-সাধনা	২০৩
পত্রার্থী	২৬০
পরনিন্দা হইতে উদ্ধারের	
উপায়	২৬৩
পরমহংসে মা ও বাবাকর	
বিবাহ	৪৯
পরার্থ-সেবীর বিবাহ	৪৮
পাপীকে ঘৃণা করি না	১০৭
পল্লীসেবায় মহিলা	
কর্ম্মীর বিপদ	১৭
পাপমুক্তির উপায়	১৮২
পিতামাতার নিকটে	
থাকিয়াই অনন্তের সেবা	৯০
পিতার (গুরুর) স্নেহ	১৪৪
পুরাতনের প্রতিধ্বনি	২১৫
পুরুষকার ও শরণাগতি	৩৮৮
পূজাকালীন ধূপ-দীপ	১৪
পূজাকালীন শঙ্খনাদ ও	
ঘণ্টাধ্বনি	১৪
পূর্ব্বরাগের সমস্যা	২৭৮
পোশাক স্কুলের বক্তৃতা	৩১৪
প্রকৃত শাক্ত ও প্রকৃত	
বৈষ্ণব	২১৯
প্রধান কাজ	১৫৬
প্রসাদে কল্যাণ	২৬০
প্রাণের টান	৩৫৩
প্রাণের বাণী	৩২৯
প্রার্থনা ও নামজপ	৭২
প্রেমানন্দের আস্বাদ	৩৪৯
ফলাফলের দিকে তাকাইয়া	
কাজ	২৬৭
বক্তা বনাম পত্র-লেখক	১১১
বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ	
কর্ম্মের সামঞ্জস্য	১৭৯
বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ	
সাধকের অনুভূতি	৯৪
বহু পত্র লেখা	
উপদেশ গ্রহণে নিষ্ঠা	৩৭৭
বাক্-সংযম	২৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাৎসল্য-ভাব ও দাম্পত্য-সংযম	২০৭
বাজনাইদ্রেরীর সুস্বপ্নের	৩০৬
বিচারবুদ্ধি ও আত্মনিবেদন	৩১৯
বিধবার সাধন ভজনে পিতৃমাতৃ-বিরোধ	
বিধাতার প্রতি শ্রদ্ধা	১৬৯
বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ	৩১৭
বিনামূল্যে সদ্গ্রন্থ বিতরণের পদ্ধতি	৩১৯
বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ	১৪১
বিবাহ ও জীবনের পূর্ণতা লাভ	৪৫
বিবাহ কাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়	৪৬
বিবাহিতের স্ত্রী-ত্যাগ	৯০
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রেমের পথ	৯৭
বিবেকমূলক কার্য্যে সঙ্ঘবদ্ধতা	১২৯
বিধাতার প্রতি শ্রদ্ধা	১৩২
বৃথা প্রজল্প বনাম সৎকাজে রুচি	১২৮
বিশ্ব-পরিবার	৪১৬
বিশ্বময় গুরু	১৬৪
বিশ্বাসঘাতকতা	২৬৯
বৃদ্ধদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান	৪১৯
বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস	৮৭
ব্রহ্মোপলব্ধির প্রেরণা	৩৪৮
ভক্ত চিনিবার উপায়	৩৩৮
ভক্তি লাভের উপায়	৩৩৮
ভক্তিই সম্বল	১৭৩
ভক্তি ও বিশ্বাসের পারস্পরিকতা	১০৩
ভক্তের ক্রিয়া	৩৬৪
ভগবদ্দর্শন	৬৯
ভগবদ্দর্শনকালীন অনুভূতি	৬৮
ভগবদ্দর্শন কি সম্ভব?	৬৭
ভগবদুপাসনা সংস্কারের নাগপাশ-চ্ছেদক	৭২

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভগবৎসাধন ও গুরু	৭৫
ভগবৎ সেবাবুদ্ধিতে পার্থিব কর্তব্য	২৪৮
ভগবানকে কিরূপে দেখা যায়	৬৫
ভগবানকে কি দেখা যায়	৬৩
ভগবানকে ডাকিতে লাঞ্ছনা	১১০
ভগবানকে ভালবাসা বনাম ভগবানের সৃষ্টিকে ভালবাসা	৮৬
ভগবান দেখিতে কিরূপ	৬৩
ভগবানের আবির্ভাব	৩৫৮
ভগবানে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ	৭১
ভগবানের সহিত জীবের সম্পর্ক কি	৭১
ভগবানের সংসার	১৫৪
ভগবানের সংসারে দারিদ্র্য	২৫৩
ভাবের পাগল	৩৪৪
ভালবাসাকে অস্বীকার করা	১০৯
ভালবাসা জীবের স্বভাব-ধর্ম	৮৪
ভালবাসার সসীম ও অসীম রূপ	৮৫
ভিতরের পথ	৪০৯
ভ্রম-ব্যবহারে আত্মপ্রসাদ	১৮৮
মদ্যপানাভ্যাসের প্রতীকার-চেষ্টা	২১০
মঙ্গল প্রার্থী	১০২
মনের প্রসন্নতা সম্পাদনে নামের শক্তি	২২০
মহাজাতি সৃষ্টির লক্ষ্য	২০২
মহান্ প্রার্থী ও মহতী প্রার্থনা	১০১
মহাপুরুষদের আচরণে দোষ-বর্জিত দৃষ্টি	২৬১
মহাপুরুষদের দেহে বর্তমান	২৬০
মাটির খাঁচা এই দেহটা	২৭৬
মায়া-মোহের বন্ধনে ভগবদ্দর্শন	২৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মিথ্যা হইতে পরিত্রাণের উপায়	৩৩৪
যত আমি চাহিয়াছি	১৯০
যুবকদিগের উষা	৩০৪
যুবতী বধূ ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা	৪১৮
যোগ ও যোগাঙ্গ	৭৮
রামপ্রসাদপুরের বক্তৃতা	৩৫১
রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা বনাম সমাজ-শৃঙ্খলা	১৯৭
লক্ষ্য কি	৩৭৬
লক্ষ্য লাভের উপায়	৩৭৬
শক্তিকে অনুগত কর	৩১৮
শক্তির তুমি আধার	১৬০
শরণাগতি লাভের উপায়	৩৮৭
শাক্ত ও বৈষ্ণবের আভ্যন্তর পার্থক্য	২১৭
শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাহ্য পার্থক্য	২১৭
শাক্ত শ্রেষ্ঠ, না বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ	২১৮
শান্তির সৌধ	২৩৩
শাসন ও প্রতিহিংসা	৪০৭
শিক্ষকের চিত্ত-মাধুর্য্য লাভ	২৫৭
শিষ্যের আত্মবিলোপ	৩৮
শিষ্যের কুশলে গুরুর কুশল	২২২
শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ	২২৮
শুভস্য শীঘ্রম্	৩২৮
শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য	৩৪২
সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা	২৩৯
সকল ভালবাসা ভগবানে পৌঁছাইবার উপায়	২৫৭
সকলের সেরা সৎকার্য্য	১৪৯
সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম	৪০৫
সৎকার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা	৪০২
সৎ প্রস্তাব ও প্রস্তাব-কারীদের চরিত্রোন্নতি	১৯
সতীত্ব বনাম কৃতজ্ঞতা	২৭২
সতী-শক্তি	২৬৫

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সত্য-গোপন কি পাপ	৮২
সত্য, মিথ্যা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করা	২১১
সত্য মিথ্যা ও লোকহিত	৭৯
সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে নিষ্কর্ষপরতা	৮০
সত্য-মিথ্যার নির্ণয়ে ভগবৎ-শরণাগতি	৮১
সদ্গুরুর আত্মবিলোপ	৩৩৭
সদ্গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ	১৮৫
সদ্গুরুর স্নেহ	১৮০
সন্তানকে পাকা কর	২৩৬
সভাপতির ধন্যবাদ	৩১০
সভ্যতার মাপকাঠি	৪২০
সম্পদ এবং বিপদে কর্ত্তব্য	২৬৯
সমবেত উপাসনায় উপেক্ষা	১২
সমবেত উপাসনায় সহযোগ ও সুফল	৪৩
সময়ানুবর্ত্তিতা	৩০২
সমসাধকদের মিলনের ফল	৫৫
সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত রিপোর্ট	৩০৫
সরকারী চাকুরী ও ভগবানের চাকুরী	১৫০
সর্ব্বাবস্থায় যোগ-সাধন	৭৭
সহজ কুম্ভক	১৪
সহজ কুম্ভকের শ্রেষ্ঠতা	১৬
সংসারকে সুখময় করিবার উপায়	২১২
সাংসারিক অশান্তি নিবারণের উপায়	২১৩
সাধকের লক্ষ্য কোথায় থাকা উচিত	২৪৭
সাধনকালীন সংসর্গ বিচার	২৪৯
সাধন-ভজন ও অহমিকা	৩৩৩
সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য	২০৭
সাকার উপাসনা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ	১৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সাহিত্যের শক্তি ও সাহিত্যের শক্তি	৩২৬	স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ	২০০
সাম্প্রদায়িকতা	১৩৫	সেবা এবং সেবাভিমান	৩৯
সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি	৪১৩	হরি	২৮২
স্তব্ধ হয়ে রইলি কেন	২১৮	হরিওঁ কীর্ত্তন ও পৃথিবী-ব্যাপী ধর্ম্ম প্লাবন	২৫৮
স্ত্রীর ভোগদৃষ্টি ও সংসারের অশান্তি	১১৩	হরিওঁ কীর্ত্তন ও সমবেত উপাসনা	১১
স্ত্রী-পুরুষের একত্রে কীর্ত্তন ও উপাসনা	২৫০	হরিওঁ কীর্ত্তন কখন কর্ত্তব্য	১৩৯
স্ত্রীর প্রতি অন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য	১৬২	হরিওঁ কীর্ত্তনের অর্থ	৪২

অখণ্ড সংহিতা

বা

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড
সংহিতা
বা
চতুর্দশ
স্বামী
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী
অখণ্ড - সংহিতা
চতুর্দশ খণ্ড